সূচী পত্র।

অন্ধের বিদ্যাশিক্ষা ৩৪
অবিচারিত দান ২১৬
অশ্লীলতা নিবারণ ২৩৪
আইন ও ধর্ম্ম ২৪৯
আইনতঃ কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্যে প্রভেদ কি ? ... ২৮৯
আনন্দের সংবাদ ২০২
আবাহন (পদ্য) ৬৫
আমি দাসী ১৬৯
ইতর প্রাণীর প্রতি দয়া ১৪৭
ঈশা-বীজ ও ঈশা-বৃক্ষ— ৬২
উত্তেজনা (পদ্য) ৮২
একটি সৎকার্য্য ১৭
একবার হরিনাম লওনা ২৪
"একি সখা ?" (কবিতা) ১২৩
কয়েকটি প্রাচীন হিন্দুরীতি ২৪৭
"কাঙ্গালের বেশে হে" ৭১
কিছু নই ৩২
কুমারী ডীন ৮৩
খাসিয়া জাতির রোগ চিকিৎসা ২৩৮
"গরিব সেবক দল" ১৪৫
গোলাপের কাহিনী ৮৮
গ্রেস্ ডার্লিং ৫৯
চিররুগ্না নারীগণের আশ্রম ২৫৬
জলকষ্ট ও মিউনিসিপালিটী ১৯৯
জ্ঞানের দায়িত্ব ২৬৪
ডাক্তার বার্ণার্ডোর আশ্রয় বাটিকা ১৪৪
দয়াশীলা বঙ্গনারী ১৮২
দানশীলতা এবং অর্থনীতি ৯৩
দাসাশ্রমের প্রথম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৮
দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ ৪০,৬৬,৭৫,১০৪,১৩২,১৫৭,১৮৪,২০৯,
২৩৯,২৬৭,২৮১
দাসীর আকিঞ্চন (পদ্য) ৩

দীর্ঘজীবন লাভ	১৫,১০০,১৭৭
দুর্ভিক্ষ	৯৯
নিবেদন	৯৭,১৩৩,২২২
পতিত পুরুষগণের উদ্ধার	৪৯
পরিবার কত বড় ?	১২৮
পরিবারাশ্রম	২৭৮
পাঠশালা ও চোখের জল	২৫
প্রস্তাবনা	১
ফুলমণি	১২৪
ফুলরেণু	৯৬
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল	১৮৮
বর্ষ-শেষ	২৭৩
বিবিধ	২২
ভগিনী ডোরা (সচিত্র)	১১৫,১৪০,২২৭
ভদ্রলোক ও ঝুড়ি-বিক্রেতা	২৬১
ভাইট্যালিস ও পতিতা রমণী	১৭৪
ভিক্ষার ব্যবস্থা	১৯
ভিক্ষুক	২৪৪
ভিয়েনা নগরের দরিদ্রাবাস	২৫৮
মাতৃভাব	১১১
শিক্ষারম্ভের বয়স	২০
শূকরমুখের গল্প	২৪৬
সঙ্গীত	৪৮
“সাধিতে হবে কাজ, সঁপিতে হবে প্রাণ” (কবিতা)	১৫৬
সারা মার্টিন	৩৭
সিদ্ধার্থের পুরত্যাগ	২২৫
সেবকের রাজত্ব	১৬৭
সেবা	১২১
সেবালয়—বিন্নুর মা	৫
„ —রাজেশ্বরীর পরলোক গমন	৫৪
সেবা-ব্রত	২৩০
সেবা-সংবাদ	৪৬,১২৬,১৬৫,১৯২,২০৭,২২০,২২৩,২৭৪
„ —পঞ্জাব	৮৫
স্ত্রীজাতির দুঃখ বিমোচন	১৫০৪,৯১

[illegible] সংখ্যা—[illegible]

১ম ভাগ। বৈশাখ, ১৩০০। ১২শ সংখ্যা।

দাসী

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

সূচী।

১।	আইন ও ধর্ম্ম	২৪৯
২।	চির-রুগ্না নারীগণের আশ্রম	২৫৩
৩।	ভিয়েনা নগরের দরিদ্রাবাস	২৫৮
৪।	ভদ্রলোক ও ঝুড়ি-বিক্রেতা	২৬১
৫।	জ্ঞানের দায়িত্ব	২৬৪
৬।	দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ	২৬৭

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, “মণিকা যন্ত্রে” শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০০।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

১৭৯ গিরিশচন্দ্র দে ১৫৮১ কেশবলাল সান্যাল ১৫৮২ রাধাবল্লভ দে ১৫৮৪ আনন্দগোপাল গুঁই ১৫৮৫ অঘোরনাথ রায় ১৬০০ প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী ১৬০৫ হরিচরণ বসু ১৬০৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৬০৮ তারকচন্দ্র দাস ১৬১২ বঙ্কুবেহারী পাল ১৬১৬ ধর্ম্মনারায়ণ ঘোষ ১৭৪৭ সাধুচরণ বসাক ১৪৬৪ মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১৭৭৭ বসন্তকুমার রাহা ১৬১৭ অম্বিকাচরণ দত্ত ৯৭৭ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৪১০ উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬১৮ বিপিনচন্দ্র পাল ১৭৬১ কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় ১৭৬৯ রামগোপাল বক্সি ১৭৬৪ রামকুমার সরদার ১৫৭৭ কুঞ্জবিহারী সরকার ১৫৭৬ ঈশানচন্দ্র হাজরা ১৭৫৯ শশধর ভট্টাচার্য্য ১৭৬০ চণ্ডীচরণ কর ১৫৭৮ রাধিকাচরণ রায় ১৫৭৫ মহানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৭৬৩ সর্ব্বানন্দ সরকার ১৭৬৬ কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী ১৭৬৫ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ১৭১৭ অক্ষয়কুমার সরকার ১৭১৮ সূর্য্যকুমার গুহ ১৭১৬ করুণাময় চক্রবর্ত্তী ১৩৭০ কেনারাম বক্সি ১৩৬৪ রামকলা চক্রবর্ত্তী ১৩৬৬ ভোলানাথ গাঙ্গুলী ১৮৩১ শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু ১৮৩৮ মহেন্দ্রনারায়ণ সেন ১৮৩৯ যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৮৪০ রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৪১ গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী ১৫৪৬ দুর্গানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৪৪ হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৫৪৫ শশীভূষণ তালুকদার ১৫৪২ দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী ১৬৪ শীতলচন্দ্র ঘোষাল ১৮৯৩ শ্রীমতী যোগেন্দ্রবালা দেবী ১০৯১ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১০৯২ বৃন্দাবন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৯৩ অমরনাথ রায় ১০৮৭ অসিধর পাত্র ১০৮৮ আশুতোষ ধর ১৮৮৯ আশুতোষ মিত্র ১০৯০ প্রিয়লাল মিত্র ১৮৯৪ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৫ রামনারায়ণ দাস ১৮৯৬ সুরথনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৯৭ লোকনাথ দত্ত ১৮৯৮ চন্দ্রকুমার রায় ১৮৯৯ হরিশচন্দ্র সাহা ১৯০০ শশিভূষণ মণ্ডল ১৯০১ নকড়ি মুখোপাধ্যায় ১৯০২ অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৩ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৪ মুরারীলাল দত্ত ১৯০৫ হংসলাল দত্ত ১৯০৬ ফকিরচাঁদ দত্ত ১৯০৭ শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯০৮ কান্তিচন্দ্র বিশ্বাস ১৯০৯ দেবেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯১০ বিশ্বেশ্বর ঘোষ ১৯০৮ নলিনীকান্ত দস্তিদার ১৯৪৬ শ্রীমতী প্রেমলতা রায় ৪৭৫ পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী ৬৩৩ কুঞ্জবিহারী নাগ ৬৩৪ কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় ১৭০২ মনোমোহন রায় ১৯৪৭ বিনোদবিহারী বসু ১৯৪৮ মানসকুমার রায় ১৯৪৯ জোতিন্দ্রনাথ

দাসী

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। | বৈশাখ, ১৩০০। | ১১শ সংখ্যা।

আইন ও ধর্ম্ম।

যাহা আইনসঙ্গত, তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত কিনা, ইহাই এই প্রবন্ধের বিবেচ্য বিষয়। কোন প্রকার নিষ্ঠুর, গর্হিত কার্য্য করিতে আইনে যদি আমাকে বাধা না দেয়, তাহা হইলে আমি ধর্ম্মদ্রোহী না হইয়া উক্ত কার্য্য করিতে পারি কি না? অথবা আইনানুযায়ী জীবনই আদর্শ জীবন কি না? ইহাই আমরা বিচার করিব। আমরা বহুবিধ দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একজন মজুর বড়ই অন্ন-কষ্টে পড়িয়াছে; নিজেও খাইতে পায় না, পরিবারবর্গেরও ভরণ পোষণ করিতে পারে না। সে আমার নিকট কাজ করিতে আসিল। সে অবশ্য যাহা চলিত মজুরী, তদপেক্ষা কম হারে মজুরী লইতেও স্বীকার পাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ কম হারে লইলে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। এস্থলে আমার কর্ত্তব্য কি? আইন আমায় তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণ মজুরী দিতে বাধ্য করে না। আমি বলিতে পারি, তাহার ইচ্ছা হয় সে অল্প মজুরীতে কার্য্য করুক, নতুবা চলিয়া যা'ক্। কিন্তু ইহাই কি ধর্ম্মসঙ্গত? কখনই নয়। আইনে আমাকে বাধ্য না করিতে পারে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। ধর্ম্মবুদ্ধি মানিয়া চলিতেই হইবে। তদনুসারে

BOUND IN WRONG ORDER

কার্য্য করিতে হইলে অবশ্য আমার কিছু বেশী ব্যয় হইবে; হয়ত আমা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে আমার প্রতিবেশী নিজের কাজ করাইয়া লইবে। কিন্তু আর্থিক লাভালাভ এক কথা, আর ধর্ম্ম আর এক কথা। ধর্ম্ম বলেন, কাহাকেও বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া তাহার বিপন্ন অবস্থা দ্বারা আপনাকে লাভবান্ করিতে চেষ্টা করিবে না। আমরা যে দৃষ্টান্ত দিলাম, দুর্ভিক্ষের সময় ইহা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ হয়। অথবা দুর্ভিক্ষ এবং, সামান্য মজুরদের কথা কেন বলি? যখন দুর্ভিক্ষ নাই, এমন সময়ে, অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং উচ্চ-শ্রেণীস্থ লোকের প্রতিও এইরূপ নির্ম্মম এবং ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার হইয়া থাকে। কলিকাতা এবং অপরাপর বড় সহরের অল্পবেতনভোগী শিক্ষক-গণের কথা ভাবিয়া দেখুন। ১৫।২০ টাকা বেতনে কলিকাতার মত সহরে কোন ভদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হওয়া অতিশয় কঠিন। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই এইরূপ বেতন পাইয়া থাকেন। অনেক সময়ই তাঁহারা "ভালমানুষ" বা গরিব বলিয়া, অথবা অপর কাজ যুটে না বলিয়া, ইস্কুলের অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া অতি অল্প পয়সায় কাজ করাইয়া লন। ইহাতে কাজও ভাল হয় না; শিক্ষকগণকেও স্কুলের সময় ব্যতীত অপর সময়ে ছেলে পড়াইয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। অনেকেই বলিবেন, ইহার আর প্রতিকার কি? যখন অল্প পয়সায় কাজ পাওয়া যায়, তখন বেশী দিব কেন? তদ্ভিন্ন, যখন অন্যান্য স্কুলেও বেশী বেতন দেয় না, তখন আমিই কেন বেশী বেতন দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হই? আইনে ত আমাকে বেশী বেতন দিতে বাধ্য করে না। বিশেষতঃ আমি যদি বেশী বেতন দিই, তাহা হইলে আমাকে ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেশী বেতন আদায় করিতে হইবে। আর যে সকল ইস্কুলে শিক্ষকগণ অল্প বেতন পায়, তথায় ছাত্রদের বেতনও অল্পই হইবে। সুতরাং ছাত্রগণ সেখানেই যাইবে। এই আপত্তি নানা প্রকারে খণ্ডিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যদি বেশী বেতন দিলে কম লাভ থাকে, ধর্ম্মের জন্য তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রদিগের নিকট বেশী বেতন লইলেই যে ছাত্র ছাড়িয়া যায়, তাহা ঠিক নয়। অনেক ইস্কুলের বেতন খুব বেশী, তথাপি তথায় ছাত্র সংখ্যা কম নয়। অধ্যাপনা কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইলে লোকে কিছু বেশী পয়সা দিতে

কুণ্ঠিত হয় না। তদ্ভিন্ন, যদিই শিক্ষকগণকে বেশী বেতন দিলে অপরাপর ইস্কুলের প্রতিযোগিতা বশতঃ ইস্কুল চালান অসম্ভব হয়, তাহা হইলেও এক উপায় আছে। নিজ নিজ স্বার্থের জন্য ইস্কুলের অধ্যক্ষগণ এক যোগে কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষকগণের মঙ্গলের জন্য কি তাঁহারা একমত হইতে পারেন না? যাঁহারা কেবল স্বার্থে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিস্বার্থভাবে একযোগে কার্য্য করা যায়, ইহা কল্পনা নয়, পরীক্ষিত সত্য। এবিষয়ে আন্দোলন করিলে, কালক্রমে কি এরূপ হওয়া অসম্ভব, যে ইস্কুলের অধ্যক্ষগণ "ভাল-মানুষ" কোন শিক্ষককে হাতে পাইয়া কম বেতনে কাজ করাইয়া লওয়া হেয় মনে করিবেন?

এখন আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যা'ক্। মনে করা যা'ক্, এক ব্যক্তির প্রভূত ধন-সম্পত্তি আছে। তাহাতে তাঁহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া এত অবশিষ্ট থাকে, যে তিনি ব্যয়ের পন্থা খুঁজিয়া পান না বলিলেও চলে। এখন তিনি এই ধন লইয়া কি করিবেন? আইনানুসারে তিনি এই ধন যেরূপে ইচ্ছা ব্যয় বা অপব্যয় করিতে পারেন। তিনি ইহাদ্বারা সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারেন; ইহা নৃত্য গীত, পান ভোজনাদিতে ব্যয় করিতে পারেন; আইনের গণ্ডীর মধ্যে ইহার সাহায্যে অতি জঘন্য পাপা-চারেও লিপ্ত হইতে পারেন। ধনীদিগের,—বিশেষতঃ যে স্থলে ধন হঠাৎ উপার্জ্জিত হইয়াছে—মনের গতিই অযথা ব্যয়ের দিকে। আইন এই প্রকার অযথা ব্যয়ে বাধা দেয় না। কিন্তু কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলিবেন, যে ধনী ব্যক্তি এইরূপে অপব্যয় করিতে বাধ্য? ধনের সদ্ব্যয় করিতে কে তাঁহাকে বাধা দেয়? যদি তিনি জনসাধারণের ব্যবহারার্থে পুস্তকালয় স্থাপন করেন, গরিবদের জন্য স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, অনাথনিবাস স্থাপন করেন, দরিদ্রের সন্তানগণের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে আইন কি তাঁহাকে বাধা দেয়? নিজের ব্যয় যথাসম্ভব কমাইয়া তিনি অবশিষ্ট অর্থ যদি জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ ধন লাভ করেন, যাহা চোরে অপহরণ করিতে পারে না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, মৃত্যুর পরেও তাঁহার সহগামী হয়।

আমাদের দেশের কয়েকটি গুরুতর অভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা যাক্। সকলেই জানেন, গ্রীষ্মকালে বঙ্গদেশে কিরূপ জলকষ্ট হয়; নির্ম্মল জলের অভাবে কত ভীষণ পীড়ায় কতশত ব্যক্তি প্রাণ হারায়। সংবাদপত্রে পুষ্করণী খননাদি বিষয়ে কত লেখালেখি হইতেছে। তথাপি বঙ্গের ধনশালী ব্যক্তিগণ কিছুই করিতেছেন না। তাঁহারা আইনানুসারে পুষ্করিণী খনন করাইতে বাধ্য নন; কেন খনন করাইবেন? কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি কি বলে? ধর্ম্মবুদ্ধির আদেশ, জনহিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় কর। জমীদারগণের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা দরিদ্র কৃষাণগণের পরিশ্রমোৎপন্ন ধনে আপনাদের অর্থ এবং বিলাসলালসা চরিতার্থ করেন মাত্র। যাহাদের পরিশ্রমে তাঁহারা জীবন ধারণ করেন, তাহাদের মঙ্গলার্থ অর্থ ব্যয় করা কি তাঁহাদের উচিত নয়? কিন্তু আইন কোথায়? আমরা বলি, কেন ধর্ম্ম, ন্যায়, কি আইন অপেক্ষা উচ্চ নয়? বাধ্য হইয়া কাজ করায় কি গৌরব, কি পুণ্য আছে? যদি গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া রাজকোষে অর্থ না থাকায়, আইন দ্বারা ধনী ব্যক্তিদের উপর ট্যাক্স্ স্থাপন করেন, এবং ট্যাক্স দ্বারা সংগৃহীত অর্থে পুষ্করণী খনন করান, তখন ত ধনী ব্যক্তিগণকে ব্যয় করিতেই হইবে। অথচ তখন তাঁহাদের জনহিতকর কার্য্যে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থ ব্যয় করিলে যে গৌরব হয়, যে হৃদয়ের উন্নতি হয়, যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, তাহা হইবে না।

উপযুক্ত রাস্তা, উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী না থাকায়, গ্রামের জঙ্গলাদি কাটিয়া পরিষ্কার এবং গ্রামের আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করিবার বন্দোবস্ত না থাকায়, বঙ্গদেশের সমুদয় জেলাই ক্রমে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। অথচ গ্রামের জমীদার বা মহাজনগণ কিছুই করিতেছেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ট্যাক্স বসান, তখন ট্যাক্স দিতেই হইবে। দরিদ্র বালকগণের শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা প্রয়োজ্য। ধর্ম্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করা এবং আইনের দ্বারা বাধ্য হইয়া কার্য্য করার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রভেদ ব্যতীত অপর পার্থক্যও আছে। আমি নিজের ইচ্ছায় পরের মঙ্গলার্থ যত খরচ করিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট কখনই আমার নিকট হইতে তত কর আদায় করিতে পারেন না। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আমার আয়ের বার আনাও

পরার্থে ব্যয় করিতে পারি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আমার আয়ের সিকি ট্যাক্স চাহিলেও আমি গবর্ণমেণ্টকে ন্যায়ানুসারে উৎপীড়ক বলিতে পারিব। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিলে সমাজের যত মঙ্গল হয়, আইনের দ্বারা বাধ্য হইয়া করিলে তত হয় না। তবে ইহা স্বীকার্য্য বটে যে আইন যতলোকের নিকট টাকা আদায় করিতে পারে, তত লোককে ধর্ম্মবুদ্ধির অধীন করা বড় কঠিন এবং সুদূরপরাহত। কিন্তু যাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, তিনি বিশ্বাস করিবেন যে এমন দিন আসিতেছে, যখন মানুষ ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া সমাজের অশেষ মঙ্গল সাধনে ব্রতী হইবে; এবং এই বিশ্বাসে সেই সুদূর লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবেন।

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যা'ক্। আমার গ্রাসাচ্ছাদনের কোন অভাব নাই। আমি বেশ সুখে আছি। কিন্তু আমার এক দরিদ্র প্রতিবেশী অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করেন। হঠাৎ তাঁহার পীড়া হওয়ায়, পরিবারে ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম, অন্নাভাবে সকলে মারা যায়। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আইনানুসারে আমি ঐ বিপন্ন পরিবারের সাহায্য করিতে বাধ্য নই; কিন্তু ধর্ম্মানুসারে যে বাধ্য, তাহা কে অস্বীকার করিবেন? সুতরাং এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও বেশ বুঝা যায়, যে আইন আমাদিগকে যতটুকু করিতে বলে, ততটুকু করিলেই জীবন আদর্শজীবন হয় না। অধিকন্তু, এমন অনেক কাজ আছে যে তাহা না করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয় না, কিন্তু ধর্ম্মের দ্বারে অপরাধী হইতে হয়।

আরও একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যা'ক। একজন পথিক যাইতে যাইতে দেখিলেন যে এক ব্যক্তি পুকুরে ডুবিয়া মরিতেছে। আইন পথিককে বলে না, তুমি জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণরক্ষা কর। অথচ নিতান্ত ভীরু অথবা নির্ম্মম না হইলে কোন ব্যক্তির হৃদয় এরূপ বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং এস্থলেও আইনে বাধ্য না করিলেও ধর্ম্মবুদ্ধি আমাদিগকে জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিতে বলে।

পরিশেষে আমরা ভিন্ন প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিব। ইহা ভূসম্পত্তিবিষয়ক। সকলেই অবগত আছেন, কলিকাতায় সম্প্রতি

যেরূপ জমীর দর বাড়িয়াছে, পূর্ব্বে তদ্রূপ ছিল না। মফঃস্বলবাসী অনেক ব্যক্তিই শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, যে এখানে নূতন নির্ম্মিত হারিসন রোডের পার্শ্বস্থ জমী স্থানবিশেষে কাঠাপ্রতি দুই হাজার হইতে দেড়লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। ইঁহার কারণ কি? যখন কলিকাতা গোবিন্দপুর, সুতানুটী প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের সমষ্টি মাত্র ছিল, যখন ইহার অধিকাংশ স্থান জলা এবং হিংস্রজন্তুসঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন ত এরূপ ছিল না। ইহা রাজধানী এবং একটি প্রধান ব্যবসায়ের স্থান হওয়াতেই জমী এরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। মনে করুন, কলিকাতার একজন ভূম্যধিকারীর নাম রামহরি। রামহরির পূর্ব্বপুরুষগণের কলিকাতায় একটু জমী ছিল। এখন কালক্রমে তাহার মূল্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধি রাম হরির শারীরিক শ্রম, মূলধন ব্যয়, বা অন্যবিধ কোনপ্রকার চেষ্টায় সংঘটিত হয় নাই। ইহা যে যে কারণে হইয়াছে, তাহাদের সহিত রামহরির কোনরূপ সম্পর্ক নাই। সুতরাং ন্যায়তঃ এই বর্দ্ধিত মূল্যে বা বর্দ্ধিত আয়ে রামহরির কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু আইনে তাহা বলে না। বরং কেহ রামহরিকে বলপূর্ব্বক এই বর্দ্ধিত আয় হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিলে আইনানুসারে সে ব্যক্তি দণ্ডিত হইবে; এবং এইরূপ দণ্ড হওয়াই উচিত। কিন্তু ভূম্যধিকারীর নিজের কি ভাবা উচিত? "আমি যাহা নিজে উপার্জ্জন করি নাই, আমার তাহা ভোগ করা উচিত নয়। আমার তাহা ধর্ম্মার্থে ব্যয় করাই উচিত।" এরূপ প্রস্তাবকে অনেকেই বাতুলের প্রলাপ মনে করিবেন। কিন্তু কোনপ্রকার সংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে কথাটি নিতান্ত অসঙ্গত নয়। যাহাই হৌক, এখন দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানে জমীর আয় কাহারও নিজের চেষ্টায় বর্দ্ধিত না হইলেও আইনানুসারে উক্ত বর্দ্ধিত আয়ে তাহারই স্বত্ব থাকে। কেহ তাহাকে উক্ত আয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। অথচ ধর্ম্মতঃ উক্ত আয়ে কেবলমাত্র তাহারই স্বত্ব থাকা উচিত নয়। সাধারণেও উক্ত বর্দ্ধিত আয়ের সুবিধা ভোগ করিতে অধিকারী। * আমেরিকার

* কলিকাতার হারিসন রোড নির্ম্মাণের সময় কতকটা এই নিয়মানুসারে কার্য্য হইয়াছে। নূতন রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ বাটী ও জমীর মূল্য অনেক গুণ বাড়িবে, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার-

যুক্ত রাজ্যে ভূমি যাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়, এইরূপ আইন করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে। তথায় সেরূপ আইন হইলে, অপরাপর দেশেও ক্রমে ক্রমে তদ্রূপ আইন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সে যাহাই হউক, ভূমিবিষয়ক বর্ত্তমান আইন অনুসারেও কেহ ইচ্ছা করিলে বর্দ্ধিত আয় নিজে ভোগ না করিয়া সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন। আইন তাহাতে বাধা দেয় না। ভূম্যধিকারীর বর্দ্ধিত আয় অন্য কেহ কিম্বা গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে পারেন না; কিন্তু যদি ভূম্যধিকারী নিজেই বর্দ্ধিত আয় পরার্থে ব্যয় করেন, তাহাতে কোন বাধা নাই।

উপরে যতগুলি দৃষ্টান্ত আলোচিত হইল, তাহাতে দেখা গেল যে আইনে যেমন কাহাকেও সদনুষ্ঠানে উৎসাহী করে না; তদ্রূপ কাহারও সদনুষ্ঠান-প্রবৃত্তিতে বাধাও দেয় না। আরও দৃষ্ট হইল, যে কেবলমাত্র আইনই জীবনের নিয়ামক নহে। উহা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয় না, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখে মাত্র। আইন এইরূপ হওয়াই উচিত। কারণ আমরা যাহা দণ্ডের ভয়ে বাধ্য হইয়া করি, তাহাতে ধর্ম্ম কোথায়? আইন পাপনিবৃত্তিমূলক, ধর্ম্ম সদাচরণে প্রবৃত্তিমূলক।

লোকের মনে সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা আছে, যে চুরি, ডাকাতী, খুন, জাল, জুয়াচুরি, না করিলেই একজনকে বেশ ভাল লোক বলা যায়। এই ধারণাটি কেবল আংশিকরূপে সত্য। মানবজীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে যেমন অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে, তেমনই আবার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গণ ইহা জানিতেন। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে এই মূল্যবৃদ্ধি, মিউনিসিপালিটী সাধারণের অর্থে রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়াই হইতেছে; রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ বাটী বা জমীর অধিকারীদিগের চেষ্টায় বা ব্যয়ে হইতেছে না। সুতরাং তাঁহারা কেবল রাস্তা প্রস্তুত করিতে যত জমীর প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ আরও জমী ক্রয় করিয়া পরে বর্দ্ধিত মূল্যে বিক্রয় করেন। ইহাতে সাধারণে এই বর্দ্ধিত মূল্যের সুবিধা ভোগ করিতে পারিয়াছে। কারণ সাধারণের (মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সরূপে প্রদত্ত) যত অর্থ রাস্তা নির্ম্মাণে ব্যয় হইত, তাহার কিয়দংশ এই জমী বিক্রয় দ্বারা পাওয়া গিয়াছে।

চির-রুগ্না নারীগণের আশ্রম।

সাধু ভিন্সেণ্ট্ একজন খৃষ্টান সাধু। দরিদ্রের দুঃখ মোচনের স্পৃহা বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল ছিল। তিনি মনে করিতেন, দরিদ্রের সেবাই পরমেশ্বরের সেবা। তিনি শৈশবেই আপনার প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। এইরূপ দান করিয়া তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতেন।

"শৈশবে দরিদ্রের প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক দয়া ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নিরাশ্রয় শিশু ও দরিদ্র অকর্ম্মণ্য স্থবিরগণের আশ্রয়-নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাদিগের সেবা-শুশ্রূষাকারিণী নারীদল সংগঠন করেন। যে সকল রমণী রোগী, দুঃখী, শিশু ও স্থবিরগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন, তাঁহারা "পরোপকার-ব্রত-ধারিণী ভগিনীদল" (Sisters of Charity) নামে অভিহিত হইলেন। সাধু ভিন্সেণ্ট যে সকল অনাথনিবাস স্থাপন করেন, তৎসমুদয়ের কার্য্যসমূহ যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তাহার অতি সুন্দর উপায় বিধান করিয়াছিলেন। একদা পারিস নগরের একটী অনাথনিবাস অর্থাভাবে উঠিয়া যাইতেছিল; সাধু ভিন্সেণ্ট তাহা জানিতে পারিয়া, যে সকল দয়াবতী রমণী সেই অনাথনিবাসের শিশু সন্তান সকলের প্রতিপালনের জন্য অর্থ-সাহায্য করিতেন, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন; নিকটে সেবা-ব্রতধারিণী "ভগিনী"-গণ সেই অনাথনিবাসের পাঁচশত ক্ষুদ্র অনাথ শিশু ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; সাধু ভিন্সেণ্ট আহুত রমণীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "এই ক্ষুদ্র অনাথ শিশুগুলি অনেক দিন হইতে আপনা-দিগের সন্তান-স্থানীয় হইয়াছে; ইহাদের জননী নাই; আপনারাই ইহাদের জননী হইয়াছেন; আপনাদের হস্তেই ইহাদের জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করি-তেছে; আপনারা কি ইহাদের জননী-স্থানীয় হইবেন না? যদি আপনারা ইহাদিগকে রক্ষা করেন, তবে ইহারা রক্ষা পাইবে, নতুবা এই পাঁচশত শিশু

নিশ্চয়ই কালের করাল কবলে নিপতিত হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনারা কি ইহাদের জননী-স্থানীয় হইবেন না?" সাধু ভিন্সেণ্টের এই প্রাণস্পর্শী বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া সমবেত রমণীকুল গভীর দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; তাঁহাদের কপোল-প্রদেশ অশ্রুধারায় পরিপ্লাবিত হইল। সেই অনাথ-নিবাস উঠিয়া গেল না; দয়াবতী রমণীগণ মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া অনাথসন্তানদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন"। *

সাধু ভিন্সেণ্ট প্রতিষ্ঠিত পরোপকার-ব্রতধারিণী ভগিনী সম্প্রদায় এখনও বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীর নানা দেশে নানা প্রকার সেবার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এই সম্প্রদায়েরই কয়েকজন রমণী খিদিরপুর ৬৮ নং ডায়মণ্ড-হার্‌বার্ রোডে সেণ্ট ভিন্সেণ্ট্‌স্ হোম নামক একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমে তাঁহারা বহুদিন হইতে অসহায়া চিররুগ্না নারীগণের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা নিজে খৃষ্টান; কিন্তু জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে রুগ্না নারীগণকে আশ্রমে স্থান দিয়া অতিশয় যত্নের সহিত তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করেন। সম্প্রতি তাঁহারা যে সকল অসহায়া রুগ্না স্ত্রীলোকের আর আরোগ্য লাভের আশা নাই, তাহাদের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। আশ্রমের বাটী নির্ম্মাণ করিতে আনুমানিক ৫০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে। ভগবান সকল সাধু কার্য্যের সহায়। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি, যে এই আশ্রমের জন্য আবশ্যক মত টাকা সংগৃহীত হইবে। আশা করি "দাসী"র পাঠক পাঠিকাগণ যথাশক্তি দান করিয়া এই সেবা-ব্রতধারিণী ভগিনীগণের সাহায্য করিবেন। অর্থের ইহা অপেক্ষা আর কি সদ্ব্যয় হইতে পারে?

* "সাধুচরিত"—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

ভিয়েনা নগরের দরিদ্রাবাস।

ইংলণ্ডে দরিদ্রদিগের জন্য আবাস-স্থান আছে। তাহাতে অনাথ বালক বালিকা, অকর্ম্মা যুবক, যুবতী, ও অক্ষম বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগকে অন্ন বস্ত্র প্রদান করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি একজন ইংরেজ অষ্ট্রীয়া দেশের ভিয়েনা নগরের দরিদ্রাবাস দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন,—তিনি ইংলণ্ড ও অষ্ট্রীয়ার দরিদ্রাবাস তুলনায় সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইংলণ্ডের দরিদ্রাবাসে সকল প্রকার লোককে এক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে,—কিন্তু অষ্ট্রীয়ার দরিদ্রাবাসে তরুণ, কার্য্যক্ষম এবং বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলদিগকে শ্রেণী বিভাগ করিয়া রাখা হয়। এই দুই দেশের কার্য্য-প্রণালীর মূলে একটী গুরুতর পার্থক্য আছে,—ইংলণ্ডের লোকে দরিদ্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, অষ্ট্রীয়ার লোকেরা তাহা করে না। তাই ভদ্রলোকে ইংলণ্ডের দরিদ্রাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করা, অপমানজনক মনে করে; কিন্তু অষ্ট্রীয়ার লোকে তাহা করে না। ভিয়েনার দরিদ্রাবাসে ১৮ হইতে ৬০ বৎসরের যে কোন বেকার কি অসমর্থ লোকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে;—তথায় তাহাদিগকে বিনা পয়সায় ভদ্রলোকের মত স্নানাহার ও বিছানা প্রদান করা হইয়া থাকে। সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তিদিগকে অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের জন্য কোন না কোন কাজ করিতে হয়,—কাজ শেষ হইলেই তাহারা স্বাধীন। ইংলণ্ডে দরিদ্রাবাসের লোকদিগকে যেরূপ কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয়, অষ্ট্রীয়ার আশ্রমের লোকদিগকে তদ্রূপ কঠোর নিয়মাধীন হইতে হয় না। তাহারা আশ্রমের কর্ম্মচারীদিগের সহিত সমান ভাবে মেশামেশি করিয়া থাকে। সপ্তাহে একদিন তাহারা কার্য্যানুসন্ধান জন্য আশ্রমের বাহিরে যাইতে পারে; রবিবার ও বন্ধের দিনে তাহাদিগকে কাজ করিতে হয় না। তাহাদিগকে যে খাদ্য ও যে ঘরে বাস করিতে দেওয়া হয়, তাহা বেশ ভদ্রলোকের উপযোগী। অষ্ট্রীয়ার আশ্রমের কার্য্যশালাতে যখন লোক প্রবেশ করে, তখন তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে দেওয়া হয় যে, এখানে চিরকাল তাহাদিগকে থাকিতে হইবে না,—তাহাদের কার্য্য

যুটিলেই তাহারা আশ্রম হইতে প্রস্থান করিবে। ভবঘুরেদের জন্যও এক নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, তথায় বাস করা লোকে অপমান মনে করে। তথায় ইংলণ্ডের দরিদ্রাবাসের ন্যায় কড়াকড় নিয়ম প্রচলিত। যে সকল কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদিগকে কার্য্য করিতে দেওয়া হয়, কাজ যুটিলেই তাহারা চলিয়া যায়। তাহাদিগের কার্য্য যুটাইয়া দেওয়ার জন্য আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষেরা দেশের কল কারখানা, আফিস প্রভৃতির কাজের খোঁজ খবর রাখেন, কখন কোথায় কাজ খালি হয়, তাহার সংবাদ পান। অষ্ট্রীয়ার লোকেরা বৃদ্ধ, অসুস্থ, ও দরিদ্র বালক বালিকাদিগের জন্য যাহা করিতেছে, তাহা অতীব প্রশংসনীয় বিষয়। ভিয়েনা নগরে ২১ সহস্রাধিক বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ দরিদ্র লোক কোন না কোন প্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে ১৬ হাজারের অধিক লোক বাড়ীতে থাকিয়া সাহায্য পায়;—তাহাদিগকে মাসে ২ হইতে ৬ ফ্লোরিন্স * মুদ্রা পেন্সন দেওয়া হয়,—তাহাদের অনেকে আবার আশ্রমবাটীতেই বাস করে; তথায় তাহাদিগকে জ্বালানি কাষ্ঠ ও আলো প্রদান করা হইয়া থাকে। আশ্রমের এক বিভাগ আছে, তাহার নাম "ভারসরগঙ্গসৌসাব্।" সহরের সুপ্রশস্ত স্থানে উৎকৃষ্ট গৃহে সেই বিভাগ স্থাপিত। তাহাতে প্রায় ৪ হাজার লোক আপাততঃ বাস করিতেছে। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ কিম্বা তদপেক্ষা অল্প বয়সে কেহ কার্য্যাক্ষম হইলে তাহাতে আসিয়া বাস করিতে পারে। তথায় যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে সেই আশ্রমবাটী নিজবাটী বলিয়া বুঝিতে দেওয়া হয়। সেই আশ্রমবাসীদিগের সচ্চরিত্র ও বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসহায় হওয়া প্রয়োজন। তথায় আসিয়া তাহারা এত সুখ শান্তিতে বাস করে যে, গরিব লোকেরা নিজ গৃহে কখনও এরূপ প্রফুল্ল মনে দিন যাপন করে না। সেই আশ্রমে স্ত্রী পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। কিন্তু পরস্পরে গৃহপ্রাঙ্গনে, বাগানে ও আহার স্থানে মুক্ত ভাবে মেশামিশি করিতে পারে। সুতরাং স্বামী স্ত্রীতে দিবসের অনেক সময় একত্র যাপন করিতে পায়। দর্শকেরা তথায় যখন ইচ্ছা, তখন যাতায়াত করিতে পারে। অপরাহ্নে যখন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আঙ্গিনায় বসিয়া সেলাই করে, তখন আশ্রমের যুবক, যুবতীরা কার্য্যান্তে তাহাদের নিকট যাইয়া নানা

* অষ্ট্রীয়ার এক ফ্লোরিণ প্রায় পাঁচ সিকা।

উপদেশ লাভ করে। ভিয়েনা সহরে আশ্রমের দরিদ্র লোকদিগকে দেখিতে যাওয়া লোকে একটা আনন্দের কাজ মনে করে। অনেকে তাহাদের জন্য নানাপ্রকার জিনিস উপহার লইয়া গিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে যে যাহা দেয়, তাহা দরিদ্রাশ্রমের তহবিলে জমা হয়; কিন্তু ভিয়েনাতে লোকে যে যাহা দেয়, তাহা তাহারই থাকে;—তজ্জন্য অনেকে তাহাদের আশ্রমস্থ পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনদিগকে আহ্লাদের সহিত নানা জিনিষ আনিয়া দেয়। প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের ইয়র্কসায়ারের এক দরিদ্রাবাসে ৮২ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের নিকট ৩৪।৩৫টী টাকা পাওয়া গিয়াছিল; আশ্রমের বাহিরে কাজ করিয়া ২০ বৎসরে সে তাহা অর্জ্জন করিয়াছিল; টাকাগুলি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। কিন্তু ভিয়েনা সহরের দরিদ্রাশ্রমে এরূপ আচরণ অসম্ভব, কারণ তথায় কেহ আশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহার কোন দাবী দাওয়া লোপ হয় না। আশ্রমের লোকদিগের জন্য একপ্রকার পোষাক আছে বটে, কিন্তু কেহ আপন পোষাক পরিতে চাহিলে, তাহাতে আপত্তি হয় না। আশ্রমের লোকেরা নিজেদের বাসগৃহ যথেচ্ছা সজ্জিত করিতে পারে,—অনেকে আশ্রমের প্রদত্ত খাদ্য না খাইয়া নগদ পয়সা লইয়া হোটেল হইতে খানা আনাইয়া খায়,—তাহাতেও আপত্তি নাই! যে সকল বালক বালিকা আশ্রমে প্রতিপালিত হয়, তাহাদিগের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে,—তাহাদিগকে কখনও কার্য্যশালাতে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগের অনেককে নগরবাসীদের গৃহে রাখা হয়, তথায় তাহারা পোষ্যপুত্রের ন্যায় লালিত পালিত হইয়া থাকে,—অনেককে অনাথশিশু-আশ্রমেও প্রেরণ করা হয়। জাতীয় স্কুলে তাহারা অন্যান্য শিশুদের সহিত সমভাবে মিশিয়া থাকে,—বিনা মূল্যে তাহাদিগকে কেতাব যোগান হয়, তাহাদিগের জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিশেষ প্রতিভাশালী না হইলে দরিদ্র বালকদিগকে শিল্প ও বালিকাদিগকে গৃহকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতের গরিবদের জন্য এরূপ আশ্রম কবে স্থাপিত হইবে? *

* "সঞ্জীবনী" হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে উদ্ধৃত।

ভদ্রলোক ও ঝুড়ি-বিক্রেতা।

(বালকবালিকাদিগের জন্য।)

এক ভদ্রলোকের অনেক টাকা ছিল। তিনি একটী সুন্দর বাড়ীতে বাস করিতেন, এবং সমস্ত সময় আমোদ, আহ্লাদ, ও নিদ্রায় কাটাইতেন। তিনি যখন ছোট ছিলেন, তখন তাঁহার ভাল শিক্ষা হয় নাই। কাজে কাজেই তিনি বড় গর্ব্বিত ও উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি চাকর ছিল। তিনি তাহাদিগকে যাহা বলিতেন, তাহারা তাহাই করিত। তজ্জন্য তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল, যে সকলেই তাঁহার হুকুম মানিতে বাধ্য। তিনি মনে করিতেন, গরিব লোকেরা তাঁহার কথা শুনিতে ও তাঁহার সেবা করিতেই জন্মিয়াছে। ইহাঁর বাড়ীর নিকটে একজন পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র গরিব লোক বাস করিত। তাহার বাড়ীর কাছে তাহার নিজের বাঁশবন ছিল। সে বাঁশের ঝুড়ি তৈয়ার করিয়া তাহার দ্বারা নিজের খরচ চালাইত। তাহাকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিতে হইত; তাহাতেও তাহার মোটা কাপড় এবং ডাল ভাত ব্যতীত আর কিছু যুটিত না। তথাপি সে বেশ প্রফুল্লচিত্ত ছিল। সমস্ত দিন খাটিয়া খুব ক্লান্ত হওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে শুইয়াও রাত্রিতে তাহার বেশ নিদ্রা হইত। তাহার চরিত্র ভাল ছিল, কাহাকেও ঠকাইত না, সর্ব্বদা সত্য কথা বলিত; সুতরাং সকলেই তাহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত।

আলস্যে দিনযাপন করায় ধনী ব্যক্তির উৎকৃষ্ট পালঙ্কের গদিতে শুইয়াও ঘুম হইত না; এবং ক্ষুধার অভাবে অতি সুখাদ্য জিনিষ খাইয়াও সুখ হইত না। তিনি বড় পেটুক ও অলস ছিলেন। এজন্য তাঁহার প্রায় সর্ব্বদাই কোন না কোন পীড়া ছিল। তিনি কাহারও উপকার করিতেন না, বরং অনেকের উপর অত্যাচার করিতেন। সুতরাং সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন এবং আপনার চেয়ে কাহাকেও বেশী প্রফুল্ল দেখিলে তাহার উপর বিরক্ত হইতেন। তিনি যখন

পাল্কী করিয়া বেড়াইতে যাইতেন, তখন প্রায়ই ঝুড়ি-বিক্রেতার কুটীরের সম্মুখ দিয়া যাইতেন, এবং দেখিতেন যে সে কুটীরের দ্বারে বসিয়া ঝুড়ি বুনিতেছে ও গান করিতেছে। ইহা দেখিয়া ভদ্রলোকটি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "কি! আমি এত বড়মানুষ, আমার এত ধন-সম্পদ্, এমন বাড়ী, এত চাকর, এত ক্ষমতা,—আমি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ এবং অসন্তুষ্ট; আর, একটা ছোট লোক, যার একবেলা না খাটিলে দু মুটা ভাত যুটে না, যে ঝুড়ি বুনিয়া খায়,—সে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল মনে কালযাপন করিবে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি গরিব লোকটির উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, যে তিনি তাহাকে শাস্তি দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন;—তাহার অপরাধ এই যে সে গরিব হইয়াও তাঁহার চেয়ে সুখী। কয়েক দিন পরে তিনি তাঁহার একজন চাকরকে তাহার বাঁশঝাড়ে আগুন লাগাইয়া দিতে বলিলেন। চাকরের তাঁহার হুকুম অমান্য করিতে সাহস হইল না। সে আগুন লাগাইয়া দিল। তখন গ্রীষ্মকাল। সমস্ত বাঁশ ত পুড়িয়া গেল; তাহার উপর আবার খুব জোরে বাতাস বহায়, তাহার কুটীরে আগুন লাগিয়া সেটিও পুড়িয়া গেল। সে ত কোন প্রকারে ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইল। আগুনে তাহার যৎসামান্য যাহা সম্পত্তি ছিল, সমস্ত পুড়িয়া গেল। সে মনের কষ্টে সে দেশের রাজার নিকট গিয়া নালিস করিল। রাজা ধনীর এরূপ নিষ্ঠুর এবং অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখ, আমি ত তাহার দণ্ড দিব; কিন্তু সে আপনাকে একটা বড় লোক মনে করে; তাহার অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না; আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিতে চাই, যে সে কিরূপ অকর্ম্মণ্য এবং ঘৃণার্হ। এইজন্য আমি তোমাকেও তাহার সহিত একটী দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিতে চাই।" গরিব লোকটি বলিল, "আমার এখানেও কখনও কিছু ছিল না; যাহা ছিল তাহাও পুড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহার সহিত গেলে যদি তাহার চরিত্র ভাল হয়, তাহা হইলে আমার কোথাও যাইতে আপত্তি নাই।"

অতঃপর রাজা তাহাদের দুইজনকে একটা দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সে দ্বীপে কেবল অসভ্য লোকের বাস। তাহারা সামান্য কুঁড়ে ঘরে বাস করে; সমুদ্রের মাছ ও বনের ফল মূল খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।

তাহারা দুটী নূতন লোককে দেখিয়াই কৌতূহলবশতঃ দৌড়িয়া আসিল। ধনী ব্যক্তি কখনও এরূপ অসহায় অবস্থায় পড়েন নাই। অসভ্য লোক-দিগের ভাষাও স্বতন্ত্র। সুতরাং তিনি বসিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। অপরদিকে গরিব লোকটির দুঃখ কষ্ট ভোগ করা অভ্যাস ছিল। সে ইঙ্গিত দ্বারা অসভ্য লোকদিগকে জানাইল যে, তাহারা তাহাদের বন্ধু, কোন অপকার করিবে না। তাহার পরদিন অসভ্য লোকেরা তাহাদিগকে বন হইতে কাঠ কাটিয়া বহিয়া আনিতে বলিল। গরিব লোকটি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের কাজ শেষ করিয়া ফেলিল। কিন্তু ধনী ব্যক্তির কোনকালে পরিশ্রম করা অভ্যাস না থাকায়, তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। অসভ্য লোকেরা গরিব লোকটিকে খুব আদরের সহিত মাছ ও ফলমূল আনিয়া দিল। ধনী ব্যক্তিকে অতিশয় অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া অশ্রদ্ধার সহিত অতি অল্প খাদ্য দিল। তিনি এখন নিজে কিরূপ দরের মানুষ, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিলেন।

গরিব লোকটি একদিন দেখিতে পাইল, যে একজন দ্বীপনিবাসী অসভ্য লোক মাথায় একটি পাখীর পালক গুঁজিয়া সকলকে সগর্ব্বে দেখাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ দ্বীপবাসিগণ যে খুব অলঙ্কারপ্রিয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া, নিকটবর্ত্তী জলা জমী হইতে কয়েকটি নল কাটিয়া আনিয়া, উক্ত অসভ্য লোকটিকে একটি টুপি বুনিয়া দিল। সে তাহা পরিয়া নিজের প্রতিবেশী-দিগকে দেখাইয়া আসিল। তাহারাও সকলে টুপি-নির্ম্মাতার নিকট আসিয়া আগ্রহের সহিত টুপি চাহিতে লাগিল। সেও সকলকে টুপি বুনিয়া দিতে লাগিল। অসভ্যেরা তাহাকে একটি ভাল কুটীর তৈয়ার করিয়া দিল, এবং প্রত্যহ নানা প্রকার ফলমূল আনিয়া দিতে লাগিল; ধনী ব্যক্তিকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করিয়া তাহারা তাঁহাকে টুপি-নির্ম্মাতার চাকর নিযুক্ত করিয়া দিল, এবং বলিল, "তুমি ইহাকে নল কাটিয়া আনিয়া দিবে"।

এইরূপে ধনী ব্যক্তি যথেষ্ট শিক্ষা পাইলে পর, রাজা তাহাদিগকে স্বদেশে পুনর্ব্বার লইয়া আসিলেন, এবং ধনী ব্যক্তিকে বলিলেন, "তুমি ঝুড়ি-বিক্রেতার প্রতি যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে তোমার সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়াই উচিত। আমি তাহা না করিয়া, এই আদেশ দিতেছি, যে

তুমি ইহাকে তোমার অর্দ্ধেক বিষয় দাও”। ঝুড়ি-বিক্রেতা বলিল, “আমি কোন কালে ধনী ছিলাম না, ধনী হইতেও চাই না। ইনি যে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। আমি কেবল এই চাই যে ইনি, আমি যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থাতেই আমায় পুনরায় স্থাপন করুন”। ধনী ব্যক্তি তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং ঝুড়ি-বিক্রেতার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া কেবল যে তাহাকে আজীবন বন্ধুজ্ঞানে আদর করিতেন, তাহা নয়; প্রত্যুত, আপনার পূর্ব্বস্বভাব ত্যাগ করিয়া গরিব দুঃখীদের বহু উপকার করিতেন। *

জ্ঞানের দায়িত্ব।

কোন জনহিতকর কার্য্যের কথা হইলেই সাধারণের দৃষ্টি পড়ে, ধনশালী ব্যক্তিগণের উপর; যেন কেবল ধনশালী ব্যক্তিগণই জনহিতকর কার্য্য করিতে বাধ্য, এ বিষয়ে আর কাহারও কোন দায়িত্ব নাই। ধনীদের উপর এরূপ দৃষ্টি পড়িবার কারণ আছে। জনহিতকর কার্য্য বলিলেই লোকে অমনি অর্থ দানের কথা ভাবে। যেন কেবল টাকা দিয়াই সমাজের মঙ্গল করা যায়; এবং টাকা দিলেই মঙ্গল হয়। টাকা খরচ না করিয়াও যে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করা যায়, তাহার প্রমাণ, খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, ওয়েস্‌লি প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবন। আবার অর্থদান যে অনেক সময় মঙ্গলের কারণ না হইয়া বরং অমঙ্গলেরই কারণ হয়, তাহা আমরা নানা ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অবিচারিত দানে যে কেবল অনেক ভিক্ষুকের আলস্য এবং মাদকপ্রিয়তাই প্রশ্রয় পায়, তাহাতে যে অনেক দরিদ্র ব্যক্তির স্বাবলম্বন একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা আমরা “দাসী”র পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি। পরের প্রকৃত উপকার

* Sandford and Merton নামক ইংরাজী পুস্তকের একটি গল্প অবলম্বনে লিখিত।

করিতে হইলে, দান করিতে জানিতে হয়। আবার অর্থের সহিত হৃদয়টুকুও দিতে হয়; নতুবা কোন ফলই হয় না। দরিদ্রগণ আবশ্যক হইলে অন্ন বস্ত্রের জন্য কষ্ট না পায়, রোগে সুচিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রূষার অভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, এইজন্য দরিদ্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং হাঁসপাতালাদি থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ সমুদায়ের যেমন উপকারিতা আছে, তদ্রূপ আবার ইহাদের সাহায্য বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদত্ত না হইলে অনিষ্টেরও সম্ভাবনা আছে। কি প্রকারে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিস্তারিত ভাবে লিখিব।

কোন জনহিতকর কার্য্যের কথা হইলেই সকলের যে ধনীদের উপরই দৃষ্টি পড়ে, তাহার আর একটি কারণ আছে। দরিদ্রের প্রতি প্রেম, অনেক সময়েই ধনীর প্রতি দ্বেষ এবং ঈর্ষার রূপান্তর মাত্র। অনেক অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লেখক ও বক্তা দরিদ্রের প্রতি প্রেমের ছলে ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ধনী একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। আমার চেয়ে একজন মহারাজা ধনী; কিন্তু আমি আবার রাস্তার একজন কুলি অপেক্ষা ধনী। সুতরাং কোন জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের সময়, ইহা মনে রাখা উচিত যে সকলেরই সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থব্যয়ই সাধারণের হিত সাধনের একমাত্র উপায় নয়। ধনীর যেমন দায়িত্ব আছে, জ্ঞানীরও তদ্রূপ দায়িত্ব আছে। ধনী যেমন ধন দান করেন, জ্ঞানী তদ্রূপ জ্ঞান দান করিয়া সমাজের হিত সাধন করিতে পারেন। ধনী ধন দান করিলেন; কিন্তু কিরূপে অর্থ ব্যয় করিলে, কিরূপে সাহায্যপ্রার্থিগণের সাহায্য করিলে তাহাদের অবস্থার স্থায়ী উন্নতি হয়, কিরূপে ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্য সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয়, কিরূপে সাহায্য করিলে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের চরিত্রের অবনতি না হয়, এ সকল স্থির করিতে হইলে অর্থ-নীতি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান এবং মানবচরিত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। সুতরাং জ্ঞানের সহায়তা না থাকিলে, ধন যে কোন কাজে লাগে না, বরং অনিষ্ট উৎপাদন করে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

এতদ্ব্যতীত জ্ঞানী প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের উপকার করিতে পারেন।

তিনি সকলকে নীতি ও ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা দিতে পারেন। যে আজ পথের ভিখারী, আমি যদি তাহাকে শুধু কতকগুলা টাকা দিই, তাহা হইলে সে ত আরও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হইবে। সে অর্থের দ্বারা কেবল নিজ পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিবে। তজ্জন্য তাহাকে নীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। অর্থের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিয়া যাহাতে সে ব্যক্তি স্বাবলম্বনপ্রিয় হয়, তদ্রূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। মানুষ কেবল জড়দেহ নয়, যে আহারের গুণে শরীরটা পুষ্ট হইলেই তাহার উন্নতি হইল। তাহার আত্মাটাকেও মানুষের মত করিয়া দেওয়া চাই। বিজ্ঞান ও শিল্প না শিখিলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন জাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না; সভ্যতা এবং কার্য্যসৌকর্য্যও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। বিজ্ঞানবিৎ এবং শিল্পীও জ্ঞানী পদবাচ্য। তাঁহারা স্বীয় জ্ঞান বিতরণ দ্বারা মানবের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। রেলের গাড়ী, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের যে কত উন্নতি ও সুবিধা হইয়াছে, বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এবং ক্রমোন্নতি দ্বারা জ্ঞান বিস্তারের অশেষ সুবিধা হইয়াছে। কাপড় বুনিবার কল প্রভৃতির সৃষ্টি হওয়ায় বস্ত্রাদি কত সুলভ হইয়াছে। আমাদের দেশে যাঁহারা বিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন, যাঁহারা অর্থকর শিল্প সহজে শিখিতে পারেন, তাঁহারা যদি ভারতবর্ষজাত নানাবিধ খনিজ এবং উদ্ভিজ্জ বস্তুকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করিতে সচেষ্ট হন, কৃষকগণকে উৎকৃষ্টতর কৃষি পদ্ধতি শিক্ষা দেন, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষ আবার রত্নপ্রসূ নামের উপযুক্ত হইয়া উঠে; এবং শ্রমজীবিগণের দারিদ্র্য অপনীত হয়; সুতরাং ভিক্ষুকের সংখ্যাও হ্রাস হইয়া আইসে। ইহাই ত সাহায্য করিবার প্রকৃত পন্থা, নতুবা শুধু ভিক্ষা দিয়া কি হইবে? অপর-দিকে আবার যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মূর্খ নিরক্ষর লোকদিগকে জ্ঞান দান করেন, তাহা হইলে তাহাদের অজ্ঞানতা কুসংস্কারাদি দূরীভূত হইয়া সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। নতুবা কেবল ধনীদের স্কন্ধে দরিদ্র-সেবার ভার অর্পণ করিয়া, আলস্যে কাল হরণ করিলে কি হইবে? জ্ঞানী, ধনী সকলেরই দায়িত্ব আছে; সকলকেই নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভগবানের কৃপায় দাসাশ্রম ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে,এই উন্নতির জন্য দয়াময় কত ভাবে কৃপা করিতেছেন। যাঁহাদিগকে কখনও পাইবার আশা করি নাই, তাঁহারা আসিয়া কেহ বা সেবার ভার গ্রহণ করিতেছেন, কেহ বা বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিতেছেন, কেহ বা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন, আবার কেহ বা সৎপরামর্শ দানে আমাদিগকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতেছেন। মাসান্তে তাই আজ সকল সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, আমাদিগের সকল সাহায্য-কারিগণকে ধন্যবাদ দিতেছি। এখন ভগবান এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা তাঁহার প্রেমকে একমাত্র জপমন্ত্র করিয়া এই সেবাব্রতের গুরুভার বহন করিতে সমর্থ হই।

সেবালয়। বর্ত্তমানে এখানে ৯ টী রোগী ও অসমর্থ ব্যক্তি স্থায়ী ভাবে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৭ টী স্ত্রীলোক ও ২ টী পুরুষ। গতমাসে ১৭ টী অস্থায়ী রোগী সেবালয়ে আসিয়া চিকিৎসিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলিকে উপযুক্ত বোধে ভিন্ন ভিন্ন হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনাথ বালকটি এখনও আছে। উহাদিগের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। রহিম। এই মাস হইতে কমিটীর মতানুসারে এই অনাথ বালককে সেবালয়ের ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইল। তাহার বেতন সভা-পতির নিকট গচ্ছিত থাকিবে।

২। দেবিসুরা, ৩। পদ্মমুখী, ৪। পার্ব্বতী, ৫। কুদি, ৬। দামু— ইহারা সকলেই স্থায়ীভাবে আশ্রয়প্রাপ্ত, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে নূতন বলিবার কিছুই নাই। সকলেই এক প্রকার ভাল আছে।

৭। রাইমণি। এই হতভাগিনী বৃদ্ধা কলিকাতার মধুরায়ের গলিতে রাস্তার উপর পড়িয়াছিল। শোথ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া গিয়াছিল। শ্বাস-কষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত ছিল। ভগবানের কৃপায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক

শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন ও বাবু অখিলচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়গণ তাহাকে দেখিতে পান ও সেবালয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন। একজন দাস গাড়ী করিয়া তাহাকে আনয়ন করেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য তাহার চিকিৎসা করেন ও রাইমণি অনেক আরোগ্যলাভ করে। ইদানীং তাহার শরীর আবার খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৮। জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

৯। ইন্দ্রনারায়ণ সাহা। এখানে বিশেষ উপকার না হওয়ায় বাবু বিপিনবিহারী রায় তাহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য লইয়া গয়াছেন।

১০। লক্ষ্মীমণি। রোগ অনেক আরোগ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার শিরোরোগ থাকায় একেবারে আরোগ্য হইতেছে না। কখনও কখনও একটু বাড়িতেছে, আবার কমিতেছে।

১১। কালু। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

১২। শশিভূষণ কুণ্ডু। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া গিয়াছে।

১৩। দিননাথ বেহারা। নিবাস দশানি হাউলি। বয়স ৪০ বৎসর, বাগের হাটের বাবু হরিনাথ দাস দাসীর গ্রাহক মহাশয় ইহাকে সেবালয়ে প্রেরণ করেন। রোগ উদরে পচা ক্ষত। এখানে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৪। হলধর। নিবাস জগন্নাথপুর, বয়স ১৭।১৮। মানিকদহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায়, ইহাকে সেবালয়ে প্রেরণ করেন। রোগ উদরাময়, পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ। অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সেবালয়ে আসিয়া কয়েক দিন পরেই বাটীর জন্য ক্রন্দন আরম্ভ করে ও অবশেষে চলিয়া যায়।

১৫। কেদারনাথ সরকার। নিবাস কলিকাতা, বয়স প্রায় ৫৫। এই হতভাগ্যের আর কেহ নাই, এক হিন্দুস্থানী ইহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল। রোগ বাত। একেবারে পঙ্গুপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সেবালয়ে স্থায়ীভাবে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৬। নিবারণ। বয়স প্রায় ২০ বৎসর। রোগী সেবালয়ে রাখিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া, হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৭। ক্ষীরোদা। বয়স প্রায় ৩০ বৎসর, পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহাকেও হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৮। যজ্ঞেশ্বর। প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল। একজন দাস দেখিতে পাইয়া তাহাকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। রোগীর বয়স প্রায় ২০ বৎসর। আরোগ্যলাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১৯। কুসুম। বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর। নিবাস মিরাট। চুঁচুড়ার নন্দবাবুর বাটীতে ছিল। পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হওয়াতে তাঁহারা ইহাকে হাঁসপাতালে দিয়া যান। এই খানেই কুসুম খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সেখানে বিশেষ উপকার না হওয়াতে হোমিওপ্যাথী হাঁসপাতালে কয়েক মাস বাস করে। অবশেষে আরোগ্যলাভের কোনও আশা নাই দেখিয়া চিরদিনের জন্য সেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই হতভাগিনীর আর কেহ নাই।

২০। শীতল সিং। বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। রোগ যক্ষ্মা ও যকৃৎ। হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

২১। স্বর্ণময়ী। নিবাস ঝিনেদহ, বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর। ভদ্রলোকের কন্যা। পেটের মধ্যে স্ফোটক হওয়াতে মেডিকেল কলেজে যান, সেখানে অস্ত্র করা হয় কিন্তু হাঁসপাতালে রাখা হইল না। তখন ভদ্রলোকের কন্যা বিশেষ গণ্ডগোলে পড়িলেন। তাঁহার মা ও স্বামী উপায়ান্তর না দেখিয়া সেখানকার কয়েকজন ছাত্রের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। এখানে থাকিয়া অনেক আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহার মাতা সেবালয়ে থাকিয়া কন্যার শুশ্রূষা করিতেছেন।

২২। বিহারীলাল বসু। নিবাস কাঁথী। বয়স প্রায় ২১ বৎসর। জ্বর ও পাঁচড়া হইয়া সেবালয়ে আসে ও আরোগ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া যায়।

২৩। স্বর্ণময়ী। নিবাস কলিকাতা; বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর। এই দরিদ্রা বিধবা পার্শ্ববাতে বড় কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া অপর দুটি স্ত্রীলোক ইহাকে সেবালয়ে আনয়ন করে। ইচ্ছামত খাইতে পাইত না বলিয়া, রাগ

করিয়া কয়েক দিন পরে চলিয়া গিয়াছে।

২৪। সনাতন। নিবাস হুগলীজেলা। বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। রোগ দূষিত ক্ষত। অনেক আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

২৫৭ অখিল। নিবাস মেদিনীপুর। একজন স্ত্রীলোক ইহাকে সেবালয়ে দিয়া যায়। ইহাকে হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কয়েক দিন পরে তথায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণী।

১। কলিকাতা।—জ্বর ২, ক্ষত ১, পেটের পীড়া ২, পার্শ্ববেদনা ১, মূত্ররোগ ১, অন্যান্য ২। পুরুষ ৭, স্ত্রী ২, মোট ৯।

২। জালালপুর।—জ্বর ৭, স্ত্রীরোগ ২, চক্ষুরোগ ২, অজীর্ণ ১, কাশি ১, কানপাকা ১, বিবিধ ২। পুরুষ ৯, স্ত্রী ৭, মোট ১৬। আরোগ্য ৭, ত্যাগ ২, চিকিৎসাধীন ৭।

৩। নলধা।—জ্বর ৮, চর্ম্মরোগ ১, উদরাময় ৮, বাত ২, যকৃত ও প্লীহাদোষ ৫, আমাশয় ১, শিরোরোগ ৩, গণ্ডরোগ ১, কোষ্ঠবদ্ধ ২, স্ত্রীরোগ ১, বিবিধ ৩। পুরুষ ১৯, স্ত্রী ১৬, মোট ৩৫। আরোগ্য ২১, ত্যাগ ৭, চিকিৎসাধীন ৭।

৪। নওগাঁ।—জ্বর ৬, স্ত্রীরোগ ১, বাত ১, কৃমি ৩, রক্তামাশয় ২, সর্দ্দি ২। পুরুষ ১১, স্ত্রী ৪, মোট ১৫। আরোগ্য ৯, ত্যাগ ১, চিকিৎসাধীন ৫।

৫। সুর্পানগর।—জ্বর ৯, সন্নিপাত ১, আমাশয় ২, মাথাব্যথা ২, পেটফাঁপা ১। স্ত্রী ১০, পুরুষ ১৪, মোট ২৪। আরোগ্য ১৫, ত্যাগ ৭, চিকিৎসাধীন ২।

৬। শিবহাটী।—উদরাময় ৩, কৃমি ১, বায়ুরোগ ১, জ্বর ১৩। পুরুষ ১৬, স্ত্রী ৩, মোট ১৯। আরোগ্য ১৪, ত্যাগ ১, মৃত ১, চিকিৎসাধীন ৩।

৭। কোঁড়ামারা।—পেটের অসুখ ১৬, জ্বর ৬, পক্ষাঘাত ১, শিরোরোগ ১, উদরাময় ৩, ওলাউঠা ১, চর্ম্মরোগ ৪, আঘাত ২, সর্দ্দি ৫, অন্যান্য ৩। পুরুষ ৩৯, স্ত্রী ৩, মোট ৪২।

৮ চেরাপুঞ্জি।—আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি যে, ব্রাহ্ম প্রচারক বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর বিশেষ যত্নে এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। কার্য্য বিবরণী আগামী মাস হইতে প্রকাশিত হইবে।

দান প্রাপ্তি।

অজ্ঞাত দাতা, ধুতি ৬, জ্যাকেট ৮, মেরুণো ১, পেটিকোট ৪, সার্ট ৩, ষ্টকিং ২, তোয়ালে ১, মোটাচাদর ১; শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা মিত্র, টিনের বাক্স ১, কাষ্ঠের বাক্স ১, তসরের কাপড় ১, ধুতি ৫, চাদর ২, পিরান ১, কাঁসার বাটী ১, পিতলের বাটী ১, রেকাবী ১, গ্লাস ৩, পাথরের থাল ৩, কাঠের কৌটা ১, ছোট গ্লাস ১, থালা ৩; অজ্ঞাত দাতা, গঞ্জি ১, পেণ্টুলন ১৫, কোট ১৫, ওয়েষ্টকোট ৭, কাপড় ৬, বিছানার চাদর ৩, মসারি ২, ফ্রক ৬, র‍্যাপার ১, মোজা ২২, কাঁথা ১, ইজের ১৪, ছোট ইজের ১৫; মিসেস্ জি, এন, দাস, টুপি ১, ওয়েষ্টকোট ১, ফ্লানেল জ্যাকেট ২, বনাতের জ্যাকেট ১, আলপাকা ওভারকোট ২, সাল্‌টি চাপকান ২, সাল্‌টি ওভারকোট ১, গাউন ১, পেণ্টুলেন ৩, ওভারকোট ১, লালবনাতের কোট ১, ছবি ১৭; সত্যপ্রসন্ন রায়, রামপুরহাট, বাটী ১; অজ্ঞাত দাতা, কম্ফর্ট ১, জামা ২, চাদর ২; সংগ্রাহক কর্ত্তৃক সংগৃহীত, ধুতি ১, জামা ৩, চাদর ১, কাঁথা ৪।

মাঃ ললিতমোহন সেন ১, রসুলপুর ও বিষ্ণুপুর হইতে বাবু দীননাথ দে কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৬॥৶১০, জনৈক হিন্দু মহিলা মাঃ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী ২, বি, বানর্জি ১, উমেশচন্দ্র ঘোষ ॥০, শীতলদাস রায় ১, কুঞ্জেশ্বর মিত্র ১, জানকীপ্রসাদ দে ॥০, মতিলাল দাস পুত্রের স্মরণার্থ ১, দীনেশচরণ রায় ২॥০, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ১, একজন দরিদ্র লোকের দান ।০, একজন অনুরাগী ১, শরৎচন্দ্র মজুমদার ২, একজন অনুরাগী ১, মতীন্দ্রমোহন বসু ।/০, শ্রীমতী বনতোষিণী চন্দ ২, ভুবনমোহন কর দিনাজপুর ১, উপেন্দ্রনাথ সাউ ৯, বাবু চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ॥৫, ইন্দুভূষণ সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ॥৶১৫, একটী বন্ধু ভিক্ষা দ্বারা ॥০ দান, ইন্দ্রনারায়ণ রাণা ॥০, কেদারনাথ রায় ১, বরদাকণ্ঠ জুয়ারদার ॥০, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ॥০, হেমেন্দ্রনাথ বসু গরিব হিতসাধিনী সভার সম্পাদক ১০, একজন ভিখারীর বন্ধু ।৫,

ভগবতীচরণ দে লক্ষ্ণৌ ॥০, অন্নদাময়ী দেবী চৈত্র মাসের চাঁদা ১, নিবারণ মিত্রের মাতা একটী বৃদ্ধার মৃত্যুপলক্ষে ৫, নিরঞ্জনচন্দ্র মিত্র ২, শীতলদাস রায় নিশ্চিন্তপুর ১, মিসেস্ জে, এন্ দাস ২, মতিলাল চৌধুরী ২, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৶১০, বিপিনবিহারী রায়ের স্ত্রী ২, এবং ভগিনী ১, প্রতাপচন্দ্র মৈত্রের স্ত্রীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৶১৫, চাউল বিক্রয়ের দ্বারা ২॥৶০, নন্দলাল সেন ৶০, নবীনচন্দ্র মিত্র ১, প্রসন্নকুমার গুহ ৶০, একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ১, বিহারীলাল রায় ৶০, কালীপ্রসন্ন বসু ॥০, হরনাথ ঘোষ করটীয়া ফাল্গুন চৈত্রমাসের চাঁদা ২, জি, বি, গদ্রি পুনা সারদাসদন ২, মোহিনীমোহন মজুমদার ১॥০, বাক্সে প্রাপ্ত ১॥৶৫, পুস্তকের দ্বারা ১/১৫, কোন মহিলার প্রদত্ত অলঙ্কার বিক্রয়ের দরুণ ১২, মোট ৯০।

খরচ। বাটীভাড়া ৭০, পোষ্টকার্ড ৶০, পথ্যাদি ৯৫।৶০, মেথর ১॥০, কুজা॥১৫ হাঁড়ী /০, কলসী /০, কড়াই ৳০, বঁটী /৫, কুলি।/৫, দুধ ১৮৶১৫, পেরেক ৴১৫, রাঁধুনী মার্চ্চ মাসের ৭, এপ্রিল মাসের ৩, রাধামণি বৈষ্ণবী ১, রোগীর জলখাবার ইত্যাদি ৶১০, চাকরের বেতন মার্চ্চ ও এপ্রেল ২ মাসের ৬॥০, চাদর ৳৶১০, ব্যাণ্ডেজের কাপড় ।৶০, কার্য্যকারক ১৯, অনাথবালকের খরচ ৫, ধোপা ২, সাবান /৫, চিমণী ।০, বাটী ১॥১০, রোগী আনয়ন ও হাঁসপাতালে প্রেরণের গাড়ী ভাড়া ৩১০, ঔষধ ৬৶০, মোট ২৪৩৷০।

পূর্ব্ব মাসের হস্তে স্থিত ৯১৮/১০, দান ৯০, দাসী তহবীল হইতে ৬১।৶১০, মোট ২৪৩৷০—খরচ ২৪৩৷০, হস্তে স্থিত ০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। মফঃস্বলস্থ বন্ধুগণ কোন রোগী পাঠাইবার পূর্ব্বে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে পত্র লিখিয়া জানিবেন যে আমাদের স্থান আছে কি না। বিনা সংবাদে রোগী পাঠাইলে আমাদের বড় অসুবিধা হয়।

মৃত ব্যক্তির রুগ্ন অবস্থায় ব্যবহৃত বস্ত্রাদি কেহ যেন প্রেরণ না করেন।

যাঁহারা দান সংগ্রহ করিয়া পাঠান, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেক দাতার নাম এবং দানের পরিমাণ লিখিয়া পাঠাইবেন।

আমরা আগামী সংখ্যায় সমস্ত মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার করিব। নূতন বৎসর হইতে আর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকৃত হইবে না। অন্য উপায় অবলম্বিত হইবে।

বাবু কুঞ্জবিহারী গুহ, ঢাকা অঞ্চলে এবং বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানে এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা মুদ্রিত রসিদ দিয়া "দাসী"র মূল্য আদায় ও দান সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

১ম ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, [illegible] ১২শ সংখ্যা।

দাসী

জন-হিতৈষণা-বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

সূচী।

১। বর্ষশেষ ... ২৭৩
২। সেবা-সংবাদ ... ২৭৪
৩। পরিবারাশ্রম ... ২৭৮
৪। দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ ... ২৮১
৫। আইনতঃ কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্যে প্রভেদ কি? ... ২৮৯

২৭ নং রঘুনাথ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, "মহিলা যন্ত্রে" শ্রীহরিশর্ম্ম পাকড়াশী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের বৎসর শেষ হইল। আশা করি যে সকল গ্রাহকের নিকট এখনও মূল্য বাকী আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করিবেন। যাঁহারা প্রথম বৎসরের মূল্য দিয়াছেন, তাঁহারা যেন শীঘ্র দ্বিতীয় বৎসরের মূল্য পাঠাইতে ভুলিয়া না যান। তাঁহাদের দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা রোগীদিগকে আশ্রয় দিয়াছি। এখন সময়ে টাকা না পাইলে বড় কষ্ট হইবে।

মূল্য প্রেরণের সময় পুরাতন কি নূতন গ্রাহক, এই কথা, এবং গ্রাহক নম্বর না জানাইলে টাকা জমা না হওয়াই সম্ভব।

১৩৭।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। } "দাসী"-কার্য্যাধ্যক্ষ।

গ্রাহক এবং দাতাগণের নিকট নিবেদন।

আমরা ১৮৯৩, ৩১শে মে পর্য্যন্ত "দাসী"র সমুদয় প্রাপ্ত মূল্য স্বীকার করিলাম। কিছুদিন হইতে আমরা "দাসী"র মূল্য এবং দান যাহা পাইতেছি, সকলেরই ছাপা রসীদ দিতেছি। ভবিষ্যতেও আমরা তাহাই করিব। অতঃপর আর "দাসী"তে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে না। যাঁহারা মনি অর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইবেন, "দাসী" কার্য্যাধ্যক্ষের সহি-যুক্ত ডাকঘরের রসীদই তাঁহাদের পক্ষে সন্তোষজনক রসীদ হইবে। তাঁহাদিগকে আর স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া হইবে না। "দাসী" কার্য্যালয়ে কিম্বা আমাদের কোন এজেণ্টের নিকট কেহ "দাসী"র মূল্য বা দান দিলে তিনি ছাপা রসীদ পাইবেন। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ কেহ যেন কাহাকেও ছাপা রসীদ ভিন্ন কোন টাকা না দেন। বিনা রসীদে কেহ কাহাকেও টাকা দিলে আমরা তজ্জন্য দায়ী হইব না।

১৩৭-৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৬ জুন, ১৮৯৩। } শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস
কার্য্যাধ্যক্ষ

বিজ্ঞাপনদাতাগণের প্রতি।

আগামী আষাঢ়মাস হইতে "দাসী"র দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইবে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম হইতেই "দাসী" প্রতিমাসে ৪,০০০ চারি হাজার করিয়া মুদ্রিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ আগামী ১লা জুলাইয়ের মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান করিবেন। বিজ্ঞাপনের হার ১৩৭-৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ "দাসী" কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস
"দাসী" কার্য্যাধ্যক্ষ।

দাসী

জন-হিতৈষণা-বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০। | ১২শ সংখ্যা।

বর্ষ-শেষ।

ভগবানের কৃপায় "দাসী"র জীবনের এক বৎসর পূর্ণ হইল। এই এক বৎসরের মধ্যে আমাদের অনেক ত্রুটি হইয়াছে। আমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, আমাদের তদনুরূপ শক্তি নাই; তদ্ভিন্ন আমরা ইহাতে নূতন ব্রতী। আশা করি সকলে ইহা বুঝিয়া আমাদের সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, এবং যে মহৎ উদ্দেশ্যে "দাসী" প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও তাহার অনুরোধে কেহই আমাদিগকে সাহায্যদানে বিরত হইবেন না। এক বৎসর কার্য্য করিয়া আমরা নানাবিধ ভ্রম ও অভাবের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই অভিজ্ঞতা "দাসী" এবং দাসাশ্রমের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হয়।

আগামী বৎসর হইতে "দাসী" নূতন আকারে প্রকাশিত হইবে। লেখার উৎকর্ষ সাধনের জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইবে। স্বদেশীয় ভ্রাতা ভগিনীগণ নানা প্রকারে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। আশা করি তাঁহারা নিজে ভবিষ্যতে পূর্ব্ববৎ সাহায্য করিবেন এবং নিজ বন্ধুবর্গকে দাসাশ্রমের বিষয় জানাইয়া তাঁহাদিগের হৃদয় দাসাশ্রমের দিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন।

যাঁহারা আমাদের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। অসত্যের মধ্যেও সত্য নিহিত থাকে। ভগবান্ করুন, আমরা যেন অযথা নিন্দার মধ্য হইতে প্রকৃত দোষ বাছিয়া লইয়া তাহা সংশোধন করিতে উৎসুক হই। যাঁহারা বন্ধুভাবে আমাদের দোষ দেখাইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁহাদের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন কখনও দোষ প্রদর্শনে নিরস্ত না হন।

ভগবানের কৃপাই দাসাশ্রমের একমাত্র সম্বল। তাঁহার কৃপা জয়যুক্ত হউক। তিনি কৃপা না করিলে দাসাশ্রম এক দিনের জন্যও বিদ্যমান থাকিত না। আজ আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার করুণার সাক্ষ্য দিতেছি। তিনি পুরাকালে যেমন, আজিও তেমনি সকল সাধু সঙ্কল্পের সহায়তা করিতেছেন, এবং দীন দুঃখীর ব্যথিত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ করিতেছেন।

সেবা-সংবাদ।

ইটালীর অন্তর্ভূত মিলান নগরীর নিকটে ইউজিনী লীতা বেলোকুইন নাম্নী এক সম্ভ্রান্তা মহিলা শিশুদিগের জন্য একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করাইতেছেন। তিনি এতদর্থে ৬ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫।১৬ লক্ষ টাকায় নিজ অলঙ্কার বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়াছেন। হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইলে তিনি নিজে তথায় একজন শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্য করিবেন। ইঁহার নারীজন্ম সার্থক!

মাতালদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সংপ্রতি বিলাতে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা রিপোর্ট করিয়াছেন, যে মাতালদিগের সুরাপান অভ্যাস বিনষ্ট করিতে অন্ততঃ এক বৎসর লাগে; অতএব তাহাদিগকে এক বৎসর পর্য্যন্ত কয়েদ করিবার জন্য আইন হওয়া উচিত। বাস্তবিকই পানদোষ একটি রোগ বিশেষ। ইহার চিকিৎসার জন্য এইরূপ বন্দোবস্তই হওয়া উচিত।

সিটী কলেজ গৃহে কিছু দিন হইল বধির-মূকগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য একটি শ্রেণী খোলা হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি, বঙ্গদেশে বধির-মূকগণের শিক্ষার জন্য ইহাই সর্ব্বপ্রথম উদ্যম। বোম্বাইয়ে এতদর্থে একটি স্কুল আছে; তাহাতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট, বোম্বাই মিউনিসিপালিটি এবং স্থানীয় অনেক পদস্থ ব্যক্তি সাহায্য করিয়া থাকেন। ভাষা ব্যতীত চিন্তার অস্তিত্ব অসম্ভব। চিন্তাবিহীন আত্মার উন্নতি নাই, সুতরাং বধির-মূকগণের আত্মা আজীবন অনুন্নত অবস্থাতেই থাকে। তাহাদের ঈশ্বরদত্ত শক্তিসমূহ কোন কাজে লাগে না। তাহাদিগকে শিক্ষাদান অতি মহৎ কার্য্য। শিক্ষা না পাইলে তাহারা মানুষ হইয়াও মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হইয়া থাকে। আমরা আশা করি, সাধারণে এই নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়ের সাহায্য করিবেন।

পৌষ মাসের "দাসী"তে ঝান্সীর যে অনাথ-নিবাসের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে দেখা গেল যে তাহাতে এক্ষণে ১৫ জন রোগী আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

বরিশালে একটি দরিদ্র-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। "কাশীপুর-নিবাসী"তে এতৎসম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তন্মধ্যে দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি।

"১৪ই বৈশাখ অপরাহ্ণ ৬॥ টার সময় একজন নিরাশ্রয় অন্ধ আসিয়া দরিদ্রভাণ্ডারের আশ্রয় লয়। শুনিলাম সে নাকি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ৩০টী টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার যষ্টিধারী তাহাকে এক শূন্য স্থানে ফেলিয়া টাকা ৩০টী আত্মসাৎ করতঃ পলায়ন করিয়াছে। কোন এক সদাশয় ব্যক্তি ঐ নিরাশ্রয় অন্ধকে বরিশালে দরিদ্রভাণ্ডারে পৌঁছাইয়া দেন। অন্ধ বাড়ী যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ায়, দরিদ্রভাণ্ডার তাহার যাতায়াতের ব্যয় দিয়া যাহাতে বাড়ীতে যাইতে পারে তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া চাঁদপুর ষ্টীমারে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

"১৫ই বৈশাখ রাত্রি ১১॥ টার সময় বরিশালস্থ পুরাতন বাজারখোলার

এক দোকান ঘরে একটী ৫০ বৎসরের মুসলমান ভীষণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া "জল দেও", "জল দেও", বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহার পরিচর্য্যা দূরে থাকুক, ঐ ঘরে একটী আলোও ছিল না। দরিদ্রভাণ্ডার ঐ অবস্থা জ্ঞাত হইলে জনৈক ভদ্রসন্তান ও কয়েকটী স্কুলের ছাত্র তথায় যাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কোন এক দোকান হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রোগীর নাড়ী বিলুপ্ত, কথা বলার শক্তি রহিত, এবং তাহাকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া তখনই ডাক্তারখানায় লইয়া আসিলেন। পরিচর্য্যাকারিগণ তথায় থাকিয়াই সমস্ত রাত্রি রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা যাহার জন্য এতদূর করিলেন, সে পরিদিন দিবা ৮॥ ঘটিকার সময় জীবনলীলা ত্যাগ করিল।

"১৮ই বৈশাখ অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় দত্ত স্কুলের প্রথম শ্রেণীর কয়েকটী ছাত্র, নদী হইতে ৫০ বৎসর বয়সের ওলাউঠা রোগাক্রান্ত ১টী মাঝিকে দরিদ্রভাণ্ডারের নিকট উপস্থিত করে। তখনই দরিদ্রভাণ্ডারের পরিচর্য্যাকারিগণ রোগীকে সরকারী ডাক্তারখানায় লইয়া যান। অবিশ্রান্ত রোগীর শুশ্রূষায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। পরদিন রোগী ১২ টার সময় মানবলীলা সম্বরণ করে।"

ময়মনসিংহ হইতে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রতিদিন বিকালবেলায় আমাদের বাসায় ১৫।২০টী বালক খেলা করিতে আসিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ১৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রায় নাই। বিগত ফাল্গুন মাসের শেষভাগে এক দিন বিকালবেলায় সকলে খেলা আরম্ভ করিবে, এমন সময় দেখা গেল যে আমাদের বাসার সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া একটী অশীতিপর বৃদ্ধা চলিয়া যাইতেছে। তাহার শরীর এত কৃশ যে চর্ম্ম ও অস্থি ব্যতীত আর কিছুই নাই। মাথায় ॥০ সের খানেক চাউল। সে এত দুর্ব্বল যে একবারে ৩।৪ হাতের বেশী আর চলিতে পারিতেছে না। একটু চলে আর বসিয়া পড়ে। সন্ধ্যারও বড় বাকী নাই, আবার পশ্চিমদিকে ভয়ঙ্কর মেঘ করিয়াছে; অভাগিনী ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত বালকেরা দেখিবামাত্র বৃদ্ধার নিকটে দৌড়িয়া গেল ও তাহাকে নানা কথা

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা বলিল, "আমি জাতিতে মুসলমান, কেহই নাই;—এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছে বটে, কিন্তু সে বাড়ী হইতে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। বাড়ী উচাখিলার নিকট। ইটখলায় এক বাড়ীতে রাত্রিকালে বাস করি ও দিনে ভিক্ষা করি। সারাদিন আহার করি নাই; বাড়ীও অনেক দূর, আজ যে কি উপায় হইবে বলিতে পারি না। বাড়ীতে গিয়া এই ভিক্ষার চাউল পাক হইলে তবে আহার করিব। প্রতিদিনই এই ভাবে গত হয়।" এই কথা শুনিয়া বালকগণের মধ্যে অনেকেই ইহার জন্য কি করা যায় তাহার পরামর্শ করিতে লাগিল। সেদিন বৃদ্ধাকে এক হোটেলে রাখা স্থির হইল। দুইজনে ধরিয়া বৃদ্ধাকে হোটেলে লইয়া গেল ও আর একজনে তাহার চাউলের থলি হাতে করিয়া লইল। সেবেলা বালকেরা নিজ হইতেই কিছু কিছু করিয়া দিল ও বৃদ্ধাকে কিঞ্চিৎ জল খাবার আনিয়া দিল। পরদিন প্রত্যুষে সকলে বৃদ্ধার সংবাদ লইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে আপাততঃ বৃদ্ধাকে হাঁসপাতালে রাখিয়া দেওয়া যা'ক, পরে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুবিধামত কলিকাতার দাসাশ্রমে প্রেরণ করা যাইবে। একজন দয়াবতী রমণী বৃদ্ধাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার গাড়ীভাড়া ও দুইখানা পুরাতন বস্ত্র দান করিলেন। বালকদের মধ্যেও একজন একখানা বস্ত্র প্রদান করিল। তখনই বৃদ্ধাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু হাঁসপাতালে খালি শয্যা, এমন কি একখানা মাদুরও পাওয়া গেল না। বালকগণ মহাবিভ্রাটে পড়িয়া নিকটবর্ত্তী জনৈক সদাশয় মহাত্মাকে নিবেদন করিবামাত্র তিনি ১ টা বালিশ, একখানা তোষক ও একখানা কাঁথা দিলেন। বৃদ্ধাকে কলিকাতা যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করাতে অস্বীকার করিল; কিন্তু বালকেরা নিরাশ বা নিরুদ্যম না হইয়া অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে গিয়া দেখা গেল বৃদ্ধা হাঁসপাতাল হইতে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে উক্ত বালকদিগকে প্রায় হাঁসপাতালে যাইয়া দেখা করিতে বলিত এবং বালকেরাও প্রসন্ন মনে তাহার তত্ত্বাবধান করিত।"

পরলোকগত ডাক্তার ভোলানাথ বসুর নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন।

তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সন্তানাদি না থাকায় তিনি নিজ উইলে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যান যে তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক বারাকপুর, কিম্বা হুগলী জেলার অন্তর্গত মোগুলাই গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে; এবং যদি তাঁহার বিধবা পত্নী সর্ব্বমঙ্গলা দাসী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, তবে অপরার্দ্ধ সেই পোষ্যপুত্র পাইবে। আর যদি সর্ব্বমঙ্গলা পোষ্যপুত্র গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তিই বারাকপুর ও মোগুলাইয়ে দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে ব্যয়িত হইবে। যাহাতে দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়, এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বমঙ্গলা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন নাই। ইহাঁদের দৃষ্টান্ত সর্ব্বথা অনুকরণীয়। পোষ্যপুত্রগ্রহণ অপেক্ষা ইহা দ্বারা যে অর্থের সমুচিত সদ্ব্যবহার হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ডাক্তার ভোলানাথ বসুর সম্পত্তির মূল্য বর্ত্তমানে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার সাত শত টাকা।

পরিবারাশ্রম।

ফ্রান্সে ওয়াজ্ নদীর ধারে গীজ্ নামক একটি ক্ষুদ্র সহর আছে। সেখানে আজ চোদ্দ বৎসর হইল গোডাঁ সাহেব নূতন ধরণে এক বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন; তাহার নাম দিয়াছেন, পরিবারাশ্রম সভা।

লোকটি তালাচাবি-নির্ম্মাতা একটি কর্ম্মকারের পুত্র। নিজের যত্নে ধন উপার্জ্জন করিয়া, তিনি সমাজ হইতে কিসে দৈন্য দুঃখ দূর হয় এবং কি উপায়ে শ্রমজীবী লোকেরা রোগ, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অনিবার্য্য কারণজনিত অর্থক্লেশ হইতে রক্ষিত হইতে পারে, সেই চিন্তা ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার সেই আমরণ চেষ্টার ফল এই পারিবারিক সমাজ। ইহা একটি কারখানা। এখানে প্রধানতঃ লোহার উনান, অগ্নিকুণ্ড, ইমারৎ প্রস্তুতের সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

এখানকার কর্ম্মপ্রণালী অন্যান্য কারখানা হইতে অনেক স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে

এখানকার নিয়ম এই, কারবারের সুদ খরচা বাদে মোট যে লাভ হয়, তাহা হইতে শতকরা পঁচিশ অংশ বুদ্ধি অনুসারে এবং পঁচাত্তর অংশ পরিশ্রম অনুসারে কর্ম্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত তাহাদের যথানিয়মিত বেতন আছে। ত্রিশ বৎসর কাজের পর পেন্‌শন্ নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ কারণে অক্ষম হইয়া পড়িলে পনেরো বৎসরের পরেই একটা মাসহারার অধিকারী হওয়া যায়। দুঃখদুর্দ্দিনের জন্য একটা বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এবং এই সভাভুক্ত যে কেহ ইচ্ছা করিলে সন্তান-দিগকে চোদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সরকারী ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গোডাঁ সাহেবের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধেক, অর্থাৎ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পৌণ্ড * এই কারখানায় দান করিয়া যান। সর্ত্ত এই থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরিবার যেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সামান্য অভাব সকল অনুভব না করিয়া কালযাপন করিতে পারে, এমন বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পীড়িত, অক্ষম, বৃদ্ধ, বিধবা, পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা, এমন কি, সর্ব্বপ্রকার অশক্ত লোকদিগের জন্য ইন্সিউরেন্সের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আশ্রমবাসীদের আহার্য্য যোগাইতে হইবে।

তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল আমোদ আহ্লাদের আবশ্যক, তাহার উপায় করিতে হইবে।

বালকবালিকারা যে পর্য্যন্ত না কাযে নিযুক্ত হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে।

কর্ম্মশালার নিকটেই মজুরদের বাসা ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

এক কথায়, এমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে কারখানার শ্রম-জীবীরা সুখে একত্র বাস করিতে পারে; যাহাতে কারখানা ও ব্যবসায়ের লাভ কর্ম্মকারদের মধ্যে ন্যায়নিয়মে ভাগ হইতে পারে এবং যাহাতে ক্রমে ক্রমে এই সমাজের সমুদয় সম্পত্তি অল্পে অল্পে তাহাদেরই হস্তগত হয়।

ছয় কারণে সভ্যগণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারেন। (১) পান-দোষ; (২) বাসস্থানের বায়ু দূষিত করা; (৩) গর্হিত আচরণ; (৪)

* এক পৌণ্ডের মূল্য বর্ত্তমানে ১৫।১৬ টাকা।

শ্রমবিমুখতা ; (৫) নিয়মের অবাধ্যতা অথবা উপদ্রব করা ; (৬) সন্তান-দিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে শৈথিল্যাচরণ।

কেহ না মনে করেন, এই সমাজে পদে পদে নিয়মের কড়াক্কড়। প্রত্যেককে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ফর্টনাইট্‌লি রিভিয়ু পত্রে যে লেখক এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, সকলেই বেশ প্রফুল্লমুখে সন্তুষ্টভাবে কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত আছে। স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব পরিবারের জন্য কাপড় কাচিতেছে, এবং কাজ করিতে করিতে গুন্‌গুন্‌স্বরে গান ও গল্প করিতেছে, কেহ বা বাগানে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে বসিয়া বসিয়া শেলাই করিতেছে। ছেলেদের থাকিবার ঘর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। সাধারণের জন্য রুটি তৈয়ারির ঘর, কসাইখানা, সন্তরণ-শিক্ষার উপযোগী স্নানগৃহ, খেলা ও আমোদের জায়গা, নাট্যশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে। ঘরদ্বার সমস্তই বহুযত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এ সমাজের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যেকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার সহিত এই পরিবারাশ্রমের ঐক্য নিঃসন্দেহ পাঠকদের মনে উদয় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পরিবারতন্ত্রের যে সকল কুপ্রথা হইতে সমাজে বিস্তর অমঙ্গলের উদ্ভব হয়, সেগুলি উক্ত বাণিজ্য-সমাজে নাই। প্রথমতঃ, সকলকেই কাজ করিতে হয়, এবং প্রত্যেকে আপন কার্য্য ও যোগ্যতা অনুসারেই অংশ পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। তৃতীয়তঃ, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে একজনের চরিত্র দূষিত হইলে তাহার দৃষ্টান্ত ও ব্যবহার সমস্ত পরিবারের গুরুতর অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু পরিবারাশ্রমের সভ্যগণ চরিত্রদোষ ও গর্হিতাচরণের জন্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য। এমন কি আলস্য ও অপরিচ্ছন্নতাবশতঃ বাসস্থানের স্বাস্থ্যহানি করিয়া কেহ নিজের ও অন্যের অসুবিধা ঘটাইতে পারে না। এক কথায়, ইহাতে একত্রবাসের সমুদয় সুবিধা রক্ষা করিয়া অসুবিধাগুলি দূর করা হইয়াছে। *

* জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাধনা" হইতে উদ্ধৃত।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

ঈশ্বর কৃপায় দাসাশ্রমের ও "দাসী"র বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল। এই এক বৎসরের মধ্যে নানা সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া উভয়ই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। জালালপুরের নির্জ্জন গৃহে যে দাসাশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হয়, সেই দাসাশ্রম যে আজ এই অবস্থায় আসিবে, ইহা তখন প্রতিষ্ঠাতাগণের কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। "দাসী" যখন প্রথম বাহির হয়, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম, কোন গতিকে "দাসী"র খরচ যদি চলে, তাহা হইলেই যথেষ্ট, কিন্তু আজ তাহার প্রায় ২৬০০ গ্রাহক। ইহা অল্প আশার, অল্প উৎসাহের কথা নহে। কিন্তু ইহাতে আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। সত্য সত্যই ভগবান্ অতি অধম জীবের দ্বারাও নিজ মহিমা অভিব্যক্ত করেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্‌কে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া আমরা আজ আমাদের বৎসর শেষ করিতেছি। বৎসরান্তে আমাদের গ্রাহক, দাতা, উৎসাহদাতা, ও সহায় সকলকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সেবালয়। স্থায়ী আতুরের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে, ও কলিকাতায় বৃহৎ বাড়ীতেও ক্রমে অকুলান হইতেছে, ও অনেক স্থায়ি-ভাবে আশ্রয় পাইবার উপযুক্ত অসহায় ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে না পারিয়া ফিরাইয়া দিতে হইতেছে দেখিয়া, দাসাশ্রম কমিটির সভ্যগণ স্থায়ী রোগী-দিগকে মফঃস্বলে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু মফঃস্বলে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সকল বন্দোবস্ত করিতে আর এক বৎসর লাগিবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত মাসে মাসে অনেক আতুরকে ফিরাইয়া দিতে হইবে দেখিয়া সভ্যগণ বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু মানুষে চিন্তা করিয়া যাহা না করিতে পারে, ভগবানের মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে তাহা সুসম্পন্ন হয়। এই সময়ে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসীরহাট মহকুমার মধ্যে জালালপুর নামক গ্রামের যে বাটীতে দাসাশ্রম প্রথম স্থাপিত হয়, ঐ বাটীর স্বত্বাধিকারিগণ

ঐ বাটীটি দাসাশ্রমকে দান করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। অনেক বিচারের পর অবশেষে ঐ স্থানেই আতুরগণকে স্থায়িভাবে রাখা স্থির হইল। ঐ মর্ম্মে গৃহস্বামিগণকে পত্র লেখায় জালালপুরনিবাসী ৮ প্রাণহরি দাস মহাশয়ের পুত্র বাবু শরৎচন্দ্র দাস ও বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস মহাশয়গণ আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের জালালপুরস্থ বৃহৎ দ্বিতল গৃহ, ফলের বাগান ও পুষ্করিণী দাসাশ্রমকে ব্যবহারার্থ দান করিলেন। এই দান পত্র শীঘ্র রেজিষ্ট্রী হইবে। এই বাটী ভাল করিয়া মেরামত করিতে পারিলে ও আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিলে, তথায় প্রায় ৫০ জন আতুর অনায়াসে বাস করিতে পারিবে। সভ্যগণের মতানুসারে চারি জন কার্য্যকারকের সহিত ৭ জন আতুরকে আপাততঃ মে মাসের শেষে জালালপুরে প্রেরণ করা হইয়াছে। দাসাশ্রমের সম্মুখে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিপূর্ণ গাড়ীগুলি অপেক্ষা করিতেছে। আতুরগণ রাস্তার উপর একটি কক্ষে উপস্থিত। সকলে মিলিয়া তাহাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হইল। তৎপরে রোগিগণ গাড়িতে উঠিল। প্রাণ এক অপূর্ব্বভাবে পরিপ্লুত হইল। ভরসা করি, আমাদিগের সহায়, উৎসাহদাতা, ও বন্ধুগণ এই নবপ্রতিষ্ঠিত সেবালয়ের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিবেন। অন্ধ আতুরদিগের একটি স্থায়ী বাসভবন হইল, ইহা অপেক্ষা আনন্দের সংবাদ আর কি হইতে পারে? এই বাটী মেরামতের জন্য প্রায় এক সহস্র টাকা আবশ্যক। আশা করা যায়, সহৃদয় দাতাগণ এই কার্য্যের জন্য মুক্ত হস্তে দান করিবেন। এই বিশেষ কার্য্যের জন্য দান করিলে, দাতাগণ যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা লিখিয়া পাঠান। নতুবা তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থ দাসাশ্রমের সাধারণ কার্য্যে ব্যয় করা যাইবে।

সেবালয়ের কিয়দংশ জালালপুরে স্থানান্তরিত হওয়ায় কলিকাতার বাটীর কিয়দংশ ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত অংশের মাসিক ভাড়া ২৫৲ টাকা। সুতরাং এখন দাসাশ্রমকে মাসে মাসে ৪৫৲ টাকা ভাড়া দিতে হইবে।

বর্ত্তমান মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩ টী স্থায়ী আতুর ও রোগী সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। দেবীসুরা, ২। পদ্মমুখী, ৩। পার্ব্বতী, ৪। কুদি, ৫। দামো

৬। রামজি, ৭। কুসুম। ইহারা সকলেই জালালপুরে গিয়াছে। সেখানে বাগানের ডাব ও কাঁটাল প্রভৃতি আহার করিয়া সুখী হইতেছে। যাহারা সক্ষম, তাহারা এখন বাগানে একটু একটু বেড়াইতেছে ও সংসারের কার্য্যেরও যথাসম্ভব সহায়তা করিতেছে। সেখানে সকলেই উপরের ঘরে থাকে বলিয়া ও অর্থাভাববশতঃ এখনও খাটের ব্যবস্থা হয় নাই। তজ্জন্য আতুরগণ কিছু বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু এখন এক প্রকার মন্দ নাই। তবে হঠাৎ অবস্থার ও স্থানের পরিবর্ত্তনের জন্য এখনও আতুরগণের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় নাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই হইবে, আশা করা যায়। সকলের শরীর ভাল আছে।

(৬) রামজি।—ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেব্‌ল্‌ সোসাইটির কেরাণী বাবু কুমুদকুমার চক্রবর্ত্তী ইহাকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। অন্ধ এবং খঞ্জ। মাথাটি কিছু খারাপ। সহজে রাগিয়া উঠে ও সকলের উপর অজস্র গালিবর্ষণ করে। ইহাকে জালালপুরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৮। রাইমণি।—পুনর্ব্বার ইহার পীড়া অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াতে ও এখানকার চিকিৎসায় বিশেষ উপকার না হওয়াতে অবশেষে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে গিয়া অল্প দিনের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। ভগবান্ আমাদিগের এই হতভাগিনী আতুরকে পরলোকে শান্তি দান করুন।

৯। লক্ষ্মীমণি।—অত্যন্ত গরম পড়ায় ও মাথার অসুখ বর্দ্ধিত হওয়ায় ডাক্তার বাবু তাহাকে পল্লিগ্রামস্থ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলেন।

১০। কেদারনাথ সরকার।—ইহার জালালপুরের যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কাহার নিকট কিছু পাওনা আছে বলিয়া যায় নাই। কার্য্য শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই জালালপুরে যাইবে।

১১। স্বর্ণময়ী।—আরোগ্যলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

১২। সনাতন।—ক্ষত প্রায় আরাম হয়, কিন্তু আবার এক স্থানে ফুটিয়া বাহির হওয়াতে ও স্থানাভাববশতঃ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৩। বৃদ্ধা।—একজন গুলিখোর। প্রথমে একবার সেবালয়ে রাখা হইয়াছিল। গুলির জন্য পলায়ন করে। পুনর্ব্বার রাস্তায় পড়িয়া কাতর

স্বরে ভিক্ষা করিতেছিল। কোনও ভদ্রলোক তাহার অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র-চিত্ত হইয়া সেবালয়ে আনয়ন করেন। কিন্তু সে দেখিয়াই পলায়ন করে। ইহারাই অবিচারিত দানের মূর্ত্তিমান্ ফল।

১৪। কৃষ্ণ মালী।—আসামের ফেরত কুলি। ইহার দুর্দ্দশার কথা কে বর্ণন করিবে? ভয়ঙ্কর উদরাময় রোগে অন্ত্র সকল পচিয়া বাহির হইতেছিল। হতভাগ্য উড়িষ্যাবাসীকে কোন নৃশংস ব্যক্তি কুলি করিয়া চালান দিয়াছিল। এখন মুমূর্ষু অবস্থায় কি জানি কোথা হইতে সেবালয়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় অনেক চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। হতভাগ্যের পিতা মাতা দেশে আছে। সে কাতরকণ্ঠে "মা" "মা" "বাবা" "বাবা" রব যাহার কর্ণে গিয়াছে, সেই বিগলিত হইয়াছে। বেলা ১টার সময় দারুণ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিল। ইহার পিতা মাতার ঠিকানা পর্য্যন্ত বলিতে পারে নাই সুতরাং তাহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল না। ভগবান্ ইহার আত্মার কল্যাণ করুন।

১৫। সুরতী।—ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভূত থানথানাপুরের কয়েকজন ভদ্রলোক বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাসের সহিত ইহাকে সেবালয়ে প্রেরণ করেন। ইহাকে একবার সাপে দংশন করিয়াছিল। তদবধি ইহার মনোরোগ উপস্থিত হয়। ইহার বিশ্বাস মাঝে মাঝে সাপগুলি নিচু হইতে মস্তকে উঠে ও ফণা বিস্তার করে। ইহার রোগ উপশম হইবে না বলিয়া উহাকে পাথেয় দিয়া বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত পুনর্ব্বার দেশে ফিরাইয়া পাঠান হইয়াছে।

১৬। বাবুরাম।—থানথানাপুর হইতে বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দাস ইহাকে আনয়ন করেন। ইহার দুটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বয়স ১৩।১৪ বৎসর। ছেলেটি সুন্দর ও বুদ্ধিমান্। চক্ষু-চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু চক্ষু দুটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা চিকিৎসা করিল না। তখন ইহাকে দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার পিতা মাতা বর্ত্তমান। কিন্তু অক্ষম পুত্রকে যত্ন করিত না, পরন্তু বিনা দোষে অথবা অল্প দোষে ভয়ানক প্রহার করিত বলিয়া সে কিছুতেই গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না। সুতরাং উহাকে স্থায়ী ভাবেই সেবালয়ে রাখা হইল।

১৭। রামচরণ।—বাবু অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে সেবালয়ে দিয়া যান। রোগ ক্ষত। স্থানাভাব বশতঃ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৮। ক্ষতরোগী।—জুনিয়াদহ হইতে একজন ভদ্রলোক ইহাকে আনয়ন করেন। রোগ পচা ক্ষত। স্থানাভাব বশতঃ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

১৯। কামিনী (১)।—বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। রোগ পক্ষাঘাত। অনেক দিন হাঁসপাতালে ছিল। আরোগ্যের আশা নাই বলিয়া তাহারা বিদায় করিয়া দিল। ইহার থাকিবার স্থান ও সেবা করিবার কেহ নাই বলিয়া আমাদের একজন বন্ধু সেবালয়ে আনয়ন করেন। ইহাকে জালালপুর যাইতে বলা হয় কিন্তু অস্বীকার করিয়া বলে, আর কয়েক দিন পরে আমাদের পাড়ার কোথাও গিয়া থাকিব। সুতরাং এখনও এই খানেই আছে।

২০। কামিনী (২)।—নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের শিক্ষক বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ইহাকে রাস্তা হইতে উঠাইয়া লইয়া আসেন। ইহার নিবাস তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী মজিলপুর গ্রামে। তথায় তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতি আছে। অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল যে হতভাগিনী দাসীবৃত্তি করিত এবং অসচ্চরিত্রা ছিল। বয়স ২৪।২৫ হইবে। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য পরীক্ষা করিয়া বলেন যে তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে, আরোগ্যলাভের আশা নাই। রোগ সংক্রামক বলিয়া পাছে অপর রোগীদের অনিষ্ট হয়, এই জন্য আমরা যক্ষ্মারোগীদিগকে সেবালয়ে লইতে পারি না। যদি কখনও সেবালয়ের গৃহ হাঁসপাতালের মত স্বাস্থ্যকর করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, তখন আমরা সর্ব্ববিধ রোগী লইতে পারিব। বর্ত্তমানে অপরাপর যক্ষ্মারোগীর ন্যায় ইহাকেও হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু হাঁসপাতালে যাইতে অস্বীকার করাতে ও মৃত্যু সময়ে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায়, আমাদের একজন সহায় তাহাকে দেশে রাখিয়া আসেন। গিরিশ বাবু অনুগ্রহ করিয়া তাহার খরচ দান করেন।

২১। চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।—এই দরিদ্র ছাত্রের কাশি ও জ্বর হয়। বয়স প্রায় ১৮।১৯। আরোগ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

২২। জগুসিং।—নিবাস বেনারস। বয়স প্রায় ৪৫। রোগ প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর ও হিক্কা। হিক্কা ও কাশিতে এখনও ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য চিকিৎসা করিতেছেন।

২৩। কৃষ্ণ।—নিবাস মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভূত গঞ্জাম। আসামে কুলি করিবার জন্য ইহাকে কোনও কুলির আড়কাটি আনিয়াছিল, কিন্তু অসমর্থ বলিয়া কলিকাতায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বিশেষ কিছু রোগ দেখা যায় নাই, তবে উপর্য্যুপরি কিছুকাল অনাহার ও অল্পাহার প্রযুক্ত একেবারে উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিল। বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু ইহাকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। কয়েক দিনের পর স্থানাভাব বশতঃ ইহাকে হাঁসপাতালে রাখিয়া আসা হয়।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণ।

১। কলিকাতা।—উদরাময় ২, ওলাউঠা ১, হাঁপানি ১, কৃমি ১, বায়ুরোগ ১, চর্ম্মরোগ ১, অন্যান্য ৪। আরোগ্য ৬, চিকিৎসাধীন ১, ত্যাগ ৪, মোট ১১। পুরুষ ৪, স্ত্রী ৭।

২। জালালপুর।—যাঁহার অধীনে আছে, তিনি স্থানান্তরে যাওয়াতে এখনও বিবরণী পাওয়া যায় নাই।

৩। নলধা।—জ্বর ৫, প্লীহা ৩, যকৃৎ ৪, সর্দ্দি ২, স্ত্রীরোগ ২, স্নায়ু দুর্ব্বলতা ১, কৃমি ৩, কর্ণরোগ ১, উদরাময় ৩, শিরোরোগ ২, বাত ১, ক্ষত ১, অন্যান্য ৩। মোট ৩১। পুরুষ ২৪, স্ত্রী ৭। আরোগ্য ১৮, চিকিৎসাধীন ৫, ত্যাগ ৮।

৪। নওগাঁ।—যাঁহার অধীন ছিল, তিনি ছুটিতে বাটী যাওয়ায় এখনও বিবরণী পাওয়া যায় নাই।

৫। সূর্য্যনগর।—পেটফাঁপা ২, পেটের অসুখ ৩, জ্বর ৩, আমাশয় ১, অন্যান্য ২। মোট ১১। পুরুষ ৯, স্ত্রী ২। আরোগ্য ৭, ত্যাগ ৩, চিকিৎসাধীন ১।

৬। শিবহাটী।—কার্য্যবিবরণী এখনও পাওয়া যায় নাই।

৭। কোঁড়ামারা।—জ্বর ১০, নালীঘা ১, উদরাময় ৫, অন্যান্য ১। মোট ১৭। পুরুষ ১৭, স্ত্রী ০। আরোগ্য ১৪, ত্যাগ ১, চিকিৎসাধীন ২।

৮। চেরাপুঞ্জি।—বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, তিনি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে আসায় বিবরণী পুস্তক তাঁহার নিকট নাই; সুতরাং সবিশেষ বৃত্তান্ত দিতে পারেন নাই। তবে লিখিয়াছেন যে মে মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে সেখানে ১৫৩ জন রোগী হইয়াছিল। এখানকার কার্য্য যে প্রকার হইয়াছে, এমন আর কখনও কোথাও হয় নাই।

দান প্রাপ্তি।

বস্ত্রাদি—বাবু জগবন্ধু ভদ্র পাবনা, পেনিফ্রক ১, ছোট পেণ্টালুন ১, বড় ঐ ১, সার্ট ১, সাদা কোট ১, কাল কোট ১, ফ্লানেলের কোট ১, সাদা ঐ কোট ১, সাটিনের বডি ১, ছিটের বডি ২, উড়ুনী ১, বাবু প্রিয়নাথ রায় সেনহাটী, কলাই করা বাটী ১ সতরঞ্চি ১, বাবু দেবেন্দ্রনাথ সেন সাদা কোট ১, আলপাকার কোট ১, গরম কোট ১, শ্রীমতী কুমুদিনী কান্তগিরি, গরম প্যান্টালুন ২, গরম কোট ২, নীলমণি ধরের পত্নী কাপড় ১, জ্যাকেট ১।

অর্থ—ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ১৷৷০ বিপিনবিহারী সাহা চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ৩, একজন সহৃদয়া ভগিনী ১, বাবু ললিতমোহন দাস এপ্রেল মাসের চাঁদা ১, হাঁড়ি ভিক্ষার দরুণ চাউল ৷৵০ বাবু উমাকান্ত দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৷৵০ জনৈক হিন্দুমহিলা বৈশাখ মাসের চাঁদা ১, শ্রীমতী শরৎকুমারী সরকারের ভ্রাতার আরোগ্যোপলক্ষে ৷৷০ একজন ভদ্রলোক ১, ফণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের স্ত্রীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২, দেবী রাণী ২, ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় হইতে সংগৃহীত ৷৶১০ একটী ভদ্রলোক মাং বাবু চন্দ্রশেখর বসু ১, যোগেন্দ্রনাথ সরকার বিবাহ উপলক্ষে ৷৷০ জগবন্ধু ভদ্র ৷০ চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৷৷৵০ শ্রীভূতনাথ ঘোষের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের চাঁদা ৷৷০ উমাকান্ত দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৷০ চাউল ৷৴০ দান ফণীন্দ্রমোহন বসু ৫, বাক্সে প্রাপ্ত ৴৫ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১, উত্তমচন্দ্র ঘোষ ৵০ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷০ ব্রাহ্মসমাজ ফুলবাড়ি ২, শিলং মহিলা সমিতি ৩৷৷০ গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী ১, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ৷০ অক্ষয়কৃষ্ণ

ঘোষ ১, মিসেস্ এ, কে ঘোষ ২, শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ ১, শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১, হারাধন সরকার ১, বিহারীলাল ঘোষ ২, 'দীননাথ সেন বার্ষিক চাঁদা এক বৎসরের চাঁদা ৬, বাবু তারাপ্রসন্ন সেন ১, বাক্সে প্রাপ্ত /১০ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১, অক্ষয়নারায়ণ বেরা ১, পার্ব্বতীচরণ রায় ২, কালীশঙ্কর গুহ ১, বাক্সে প্রাপ্ত ৻৫ বিপিনবিহারী রায় ১৯, কৈলাসচন্দ্র প্রধান ॥০ বসন্তকুমার সেন ৪, বিপিন বিহারী রায় জন্মোৎসব উপলক্ষে ২, রামদুর্ল্লভ মজুমদার নওগাঁ ৩, মিথাপুর হরিসভা মাঃ মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫, ৺জগদীশ্বর গুপ্তের মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ১, শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দাসী গয়া ৩, জনৈক হিন্দুবিধবা ১০, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী দান ২, ক্ষান্তমোহিনী বসু ১, নীলরতন সরকার ১, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ১, নীলমণি ধরের পত্নী ২, এক কড়ি সিংহ রায় পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ২, একজন ভদ্র মহিলার প্রদত্ত গোট বিক্রয় ৮, বাবু কালীপ্রসন্ন দাস ১।০, জয়কৃষ্ণ মিত্র ।০ মোট ১১৮/১০।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়।

আয়—দান প্রাপ্ত ১১৮/১০ "দাসী" তহবিল হইতে ৮৭৵:৫, পুস্তক ও ছবি বিক্রয় দ্বারা ৩৵০ ঋণ ১৯৫,=৪০৪৻৫।

ব্যয়—পথ্যাদি ৯৪৸৵০ দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির ঔষধ ৩৫৸৶/১৫ সেবালয়ের ঔষধ ৬।৫ গাড়িভাড়া ৫৸৵০ ডাক খরচ ৷১০ আদায়কারীর বেতন ৷০ দেনা শোধ ৪৭।৫ অনাথ বালক ৫, রাঁধুনী ৫, বাড়ীভাড়া ৭০, দুধ ২২৸/১০ চাকর ৩।০ ছাপাই খরচ ৩৸০ কর্ম্মচারীর বেতন ২১, রোগীর সৎকার ৪।৵/১০ ধোপা ৩, মেথর ১৷/০ অইল ক্লথ ও ফ্লানেল ৩৷০ দরজায় জাল লাগাইবার খরচ ১২৶/১০ বিবিধ ১/১০ জালালপুর যাত্রার পাথেয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় ৫০; মোট ৩৯৭৸৵০ হস্তেস্থিত ৬।৵০।

স্থায়ী ফণ্ড।

স্বর্গীয়া সুরাজমোহিনী রায় মহোদয়ার দানপ্রাপ্ত অলঙ্কার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কেবল দুখানা সোণার চিরুণী বাকী আছে। বিক্রীত অলঙ্কারের মূল্য ২৪৮১, টাকা স্থায়ী ফণ্ডে জমা হইল।

আইনতঃ কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্যে প্রভেদ কি? ✱ (১)

কেট্ ইনষ্ট্যান নামক জনৈক পূর্ণবয়স্কা ইংলণ্ডীয়া যুবতী তাহার এক অশীতিপর বৃদ্ধা পিতৃস্বসার গৃহে বাস করিত। অত্যন্ত নিঃস্ব বলিয়া যুবতীর জীবিকার কোন বিশেষ উপায় ছিল না। বৃদ্ধা কথঞ্চিৎ বিষয় সম্পন্ন ছিলেন; সংসারে অপর কেহ না থাকায় এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর দুর্দ্দশা দেখিয়া, তিনি কেট্কে আনিয়া আপন গৃহে আশ্রয় দেন। বৃদ্ধার গৃহে আসা অবধি কেট্ নির্ভাবনায় দিনাতিপাত করিতে লাগিল। এইরূপে উভয়ে একত্র অবস্থানকালে কতক দিন পরে বৃদ্ধা কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পায়ের একটী ক্ষতস্থান হইতে ক্রমাগত রক্ত ও পূঁজ বিগলিত হইতে আরম্ভ হওয়ায় মৃত্যুর অব্যবহিত অতি অল্প দিন পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধা একেবারে শয্যাশায়িনী ও উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। নিজে উঠিয়া আপনার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য বা ঔষধ ও পথ্য সংগ্রহ করেন, তাঁহার এমত শক্তি রহিল না; পরন্তু তৃষ্ণায় জলবিন্দুটুকুর জন্যও তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইল। এই সময়ে নিষ্ঠুরা কেট্ বৃদ্ধার বাটীর উপরে থাকিয়া বৃদ্ধাকৃত পূর্ব্ব বন্দোবস্তানুসারে কোন মতে আপনার আহার্য্যাদি প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিল; মুহূর্ত্তের জন্যও বৃদ্ধার দিকে দৃষ্টিপাত করিত না। বৃদ্ধা এক স্থানে থাকিয়া মলমূত্র রক্ত পূঁজাদি মাখিয়া অসহ্য যাতনা পাইতে লাগিলেন। সেবা-শুশ্রূষা করা কিম্বা চিকিৎসকের সাহায্য ও ঔষধ সংগ্রহ করা দূরে থাকুক, নির্দ্দয়া রমণী ভুলিয়াও বৃদ্ধাকে কিছু আহার্য্য আনিয়া দিত না। এইরূপে চলৎ শক্তি রহিত হইবার পর দশম দিবসে বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পরও দুই এক দিন লোকে সন্ধান না পাওয়ায় মৃত দেহ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়াছিল। ক্রমাগতঃ পূঁজরক্তাদি নির্গমন,

(১) 1893 Q. B. D. p. 450.

পরিষ্কার করিয়া দেওয়ার অভাবে সেই সমস্ত গায়ে মাখিয়া অতি অস্বাস্থ্যকর ভাবে অবস্থিতি, তাহাতে আবার একেবারেই আহারের অভাব, প্রধানতঃ এই তিনটীই বৃদ্ধার সত্বর মৃত্যুর কারণ বলিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন।

রাজ অভিযোগে নরহত্যা অপরাধে কেট্ ইনষ্ট্যানের বিচার আরম্ভ হইল। প্রথম আদালতে কেট্ অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় উপযুক্ত শাস্তির আজ্ঞা হইল। আপীল আদালতেও ঐ আজ্ঞা ন্যায়ানুগত বলিয়া স্থির হইল। অপরাধিনীর পক্ষীয় উকীল তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক বক্তৃতা করিলেন; তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মতঃ বাধ্য থাকিলেও যখন স্পষ্ট বা পরোক্ষ লিখিত কিম্বা অন্য কোনও চুক্তি দ্বারা আইনতঃ কেট্ বৃদ্ধার সেবা-শুশ্রূষা করিতে, তাঁহাকে আহার দিতে বা তাঁহার জন্য অন্য কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে বাধ্য ছিল না, তখন সে আপনার স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য কোন কারণে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে না। তিনি আরও দেখাইলেন যে এক স্থলে উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পূর্ণবয়স্কা কন্যা প্রসব বেদনায় শয্যাগত হইলে মাতা যদি তাঁহাকে ধাত্রী অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া দেওয়া বা এইরূপ অপর কোন সাহায্য না করায় কন্যার মৃত্যু হয়, তবে মাতা তজ্জন্য অপরাধিনী হইতে পারেন না। এই বিচারের সময় সুবিখ্যাত বিচারপতি আরল সাহেব বলিয়াছিলেন যে কন্যা যখন পূর্ণবয়স্কা হইয়াছেন, তখন কোন অবস্থায়ও তাঁহার প্রতি মাতার দায়িত্ব থাকিতে পারে না (২)। স্থানান্তরে আবার এই প্রকার অবহেলা ও অযত্নহেতু একটী বৃদ্ধার মৃত্যু হওয়ায় যদিও ম্যারিয়ট নামক এক ব্যক্তি অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে মোকদ্দমায় বিচারপতিরা স্থির করিয়াছিলেন যে ম্যারিয়ট আপন কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার দ্বারা স্পষ্টতঃ না হইলেও প্রকারান্তরে বৃদ্ধার যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা করিতে চুক্তি করিয়াছিল, সুতরাং তাহা না করায় সে আইনতঃ কর্ত্তব্যের ক্রটী করে (৩)। অতএব অবস্থা

(২) Reg. *v* Shepherd L & C. p. 147.

(৩) Reg. *v.* Marriot C, & P. p. 423.

সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বলিয়া উক্ত বিচারানুযায়ী কার্য্য বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হইতে পারে না। অল্পকথায় মৃতব্যক্তি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হন অথবা যদি তাঁহার যত্ন ও শুশ্রূষা করিবার জন্য কেহ কোন বিশেষ চুক্তি দ্বারা বাধ্য না থাকে, তবে তাঁহার মৃত্যুর জন্য কেহই দায়ী নহে।

সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে অপরাধিনীর উকীলের সমগ্র যুক্তি ও বক্তৃতা শ্রবণানন্তর সুবিখ্যাত লর্ড জষ্টিস্ কোলরিজ সাহেব নিম্নলিখিত মর্ম্মে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। "ধর্ম্মতঃ বা হিতাহিত বিবেকানুযায়ী মানবের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, অনুধাবন করিয়া দেখিলে আইনতঃও সে সমস্তই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য; যদিচ যাহা যাহা আইনতঃ কর্ত্তব্য, সে সকলগুলিই ধর্ম্মজ্ঞান বা হিতাহিত বিবেকানুমোদিত নহে। সাধারণতঃ আইনতঃ কর্ত্তব্য কার্য্যের অর্থ আর কিছুই নহে, অভ্রান্ত হিতাহিত বিবেক দ্বারা চালিত হইয়া মানবের যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, সেই সমস্তগুলিকে রাজাজ্ঞা বা রাজদণ্ডের ভয় দ্বারা করিতে বাধ্য করা মাত্র। বর্ত্তমানস্থলে যথার্থ বিবেকবুদ্ধি বা ধর্ম্মজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিলে নিঃসন্দেহ শয্যাগতাবস্থায় বৃদ্ধার জীবনধারণোপযোগী সমস্ত দ্রব্যের সম্যক্ আয়োজন করিয়া দেওয়া কেট্ ইনষ্ট্যানের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল এবং সে কর্ত্তব্য তাহার আইনতঃ কর্ত্তব্য অপেক্ষা কোন অংশেই বিভিন্ন নহে। অতএব সেই কর্ত্তব্য না করায় কেট্ বৃদ্ধা পিতৃস্বসার প্রাণঘাতিনী না হইলেও তাঁহার এত সত্বর মৃত্যু সংঘটনের যে প্রধানতম কারণ তদ্বিষয়ে আর মতদ্বৈধ হইতে পারে না। এরূপস্থলে আইনের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া যদি এই অপরাধকে আইনতঃ অপরাধ বলিয়া গণ্য করা না হয়, তবে নিশ্চয়ই এতদ্দেশীয় শাসন প্রণালীর প্রতি সত্বর জনসাধারণের আস্থা লোপ পাইবে ও গুরুতর অশ্রদ্ধা জন্মিবে। বিপদকালে বৃদ্ধার সেবা-শুশ্রূষা করিতে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিতে অথবা অভাবপক্ষে নিকটবর্ত্তী কোন প্রতিবেশী বা প্রতিবেশিনীকে বৃদ্ধার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সাহয্যার্থে আনিয়া দিতে কেট্ ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিল এবং সেই বাধ্যতা হইতেই তাহার আইনানুযায়ী কর্ত্তব্যের উদ্ভব হইয়াছে। অতএব এই কর্ত্তব্যের অবহেলা করায় কেট্ ইনষ্ট্যান নরহত্যা অপরাধে অপরাধিনী সাব্যস্ত হইল ও নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রহিল।"

বিচারালয়ে সর্ব্বত্র এইরূপ বিচার আরম্ভ হইলে জগতের এবং মানব-সমাজের প্রকৃত উপকার সাধিত হয়; এবং বাস্তবিকই বিচারালয় ধর্ম্মাধিকরণ নামের যোগ্য বলিয়া গণিত হয়।

স্থায়ী ফণ্ড।

বর্ত্তমান সংখ্যার দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত হইবার পর দান প্রাপ্ত সোণার চিরুণি দুখানিও বিক্রীত হইয়াছে। ১৪০৲ টাকা মূল্য পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত কয়েকটী মুক্তা ১৲ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। অলঙ্কারগুলি গলাইয়া খাঁটি করিতে একজন স্বর্ণকারের পারিশ্রমিক এবং মসলাতে ১২৸৵০ খরচ হইয়াছে। খরচ বাদে ১২৮৵০ স্থায়ী ফণ্ডে জমা হইল। সুতরাং অলঙ্কার বিক্রয়ের দরুণ সর্ব্বসমেত ২৬০৯৵০ স্থায়ী ফণ্ডে জমা হইল। এই টাকা দাসাশ্রমের চলিত খরচের জন্য ব্যয় করা যাইবে না। চলিত খরচের জন্য আমাদের বর্ত্তমানে অন্যূন পাঁচশত টাকার প্রয়োজন; আশা করি আমাদের বন্ধুবর্গের সাহায্যে আমরা শীঘ্রই এই টাকা পাইব।

স্থগিত হিসাব।

বহরমপুর হইতে নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে। এখনও জমা খরচ হয় নাই বলিয়া যথাস্থানে উল্লিখিত হয় নাই। বাবু জানকীনাথ পাঁড়ে ৫৲ বাবু জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত ১৲ একজন বন্ধু ২৲ বাবু কালীচরণ ঘোষাল ২৲ বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৫৲ বাবু মুকুন্দলাল বর্ম্মন্ ৩৲।

এতদ্ভিন্ন কটকের বাবু গিরিশচন্দ্র গুপ্তের নিকট ৫৲ টাকা দান পাওয়া গিয়াছে।

দাসী।

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। আষাঢ়, ১২৯৯। ১ম সংখ্যা।

প্রস্তাবনা।

বঙ্গসাহিত্য-সংসারে মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। এতগুলি মাসিক পত্রিকা থাকিতে আমরা কেন আর একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত করিতেছি, এই প্রশ্ন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব বা বিজ্ঞানের অনুশীলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগণের হৃদয়ে সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের এতাদৃশ দুষ্কর কার্য্যের অনুরূপ শক্তি নাই। আমরা বিশ্বসেবা-ব্রত ধারণের উপযুক্ত নই। কিন্তু সংসারে কেহই অলস ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য সৃষ্ট হন নাই। যাঁহার যতটুকু শক্তি, তিনি ততটুকুই জীবের সেবায় নিয়োজিত করিবেন, ইহাই ভগবানের আদেশ। পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ধ্যা-সমাগমে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইবা মাত্র অন্ধকার বিদূরিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তারকাগণ, চন্দ্রালোকে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেও, নিজ নিজ ক্ষীণরশ্মি বিকীর্ণ করিতে ক্ষান্ত হয় না। জগতের অতি নিকৃষ্ট জীবও বৃথা জীবন ধারণ করে না। তাহার দ্বারাও সংসারের হিত সাধিত হয়। উচ্চাভিলাষ বা যশোলিপ্সাপ্রণোদিত হইয়া আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই।

কেবল এই ভরসায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, যে, যদি ভগবানের কৃপা থাকে, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা ফলবতী হইবেই হইবে।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশকে দুঃখের জলধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশে দুর্ভিক্ষ ত লাগিয়াই আছে। অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর জন্য, ক্ষুধিত-সন্তান-পরিবেষ্টিতা অসহায়া জননীর জন্য, কাহার প্রাণ না কাঁদে? এই বর্ষার দিনে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে যখন প্রকৃতির মুখ বিষাদগম্ভীর হইয়া উঠে, তখন কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির প্রাণে শত শত নিরাশ্রয় নরনারীর বিষাদের ছায়া পতিত না হয়? ইহার উপর আবার জ্বর, বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতির উপদ্রবে জনসাধারণ ব্যতিব্যস্ত। অনেক সময় উপযুক্ত চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার অভাবে কোন কোন গ্রাম অধিবাসিশূন্য হইয়া পড়ে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর গ্রীষ্ম ঋতুতে বর্ষে বর্ষে 'জল!' 'জল!' এই যে তৃষ্ণার্ত্তের আর্ত্তনাদ আকাশ ভেদ করিয়া উঠে, ইহার কি আর বিরাম হইবে না? দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং জলকষ্টের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে বঙ্গদেশে দুঃখের অভাব নাই। দরিদ্রা বহুসন্তানবতী বিধবা জননীর ক্লেশ, অর্থহীন বিদ্যার্থীর মনোবেদনা, দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির নৈরাশ্য ও রোগযন্ত্রণা, মহানগরীতে অসহায় পীড়িত ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা, প্রভৃতি,—অস্মদ্দেশে এই সকলের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। তাহার পর, সহস্র সহস্র বঙ্গীয় যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিগণের নৈতিক অধোগতির কারণ পানদোষ এবং ব্যভিচারের নিয়ত-প্রবহমান স্রোতে কত নরনারীর, কত পরিবারের সুখ শান্তি ভাসিয়া যাইতেছে, ইহা ভাবিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। কোন সরলপ্রাণা রমণীর একবার পদস্খলন হইলে, কে তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে? কে তাহাকে অনন্ত করুণাময়ী বিশ্বজননীর অপার দয়ার কথা বলে? সে ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকে।

দুঃখময় বঙ্গদেশে সেবা কথাটী নূতন নহে। অপর দেশের কথা জানি না, কিন্তু মনে হয় বুঝি বা বঙ্গকুলললনাগণ, বিশেষতঃ বঙ্গবিধবাগণ অপেক্ষা করুণাময়ী সেবাপরায়ণা রমণী জগতে আর নাই। নানা কারণে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের

অনেকেরই জীবনে সেবাব্রত-মাহাত্ম্যের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের নরনারীগণ এই সেবাপরায়ণা মহিলাগণেরই ত পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী? তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র প্রসারিত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইবে। নতুবা "দাসী"র এমন কি শক্তি আছে যে উল্লিখিত দুঃখরাশি অপসারিত করে? "দাসী" কেবল সকলকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে সংসারে দুঃখীর অভাব নাই, দয়াবৃত্তি পরিচালনের যথেষ্ট প্রয়োজন এবং সুযোগ আছে। "দাসী" নিজ শক্তি অনুসারে মানব-সেবা-ব্রতে নিযুক্ত থাকিবে। সকলকে দুঃখীর জন্য অন্ততঃ অশ্রুপাত করিয়াও এই ব্রত পালন করিতে বলিবে। বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে স্বার্থপর করিয়া ফেলে। বিলাসী সুখশয্যায় শয়ন করিয়া মোহাবেশে নিজ প্রতিবেশীর আর্ত্তনাদ শুনিতে পান না। ভগবান্ "দাসী"র মস্তকে কৃপা-বারি বর্ষণ করুন। "দাসী" যেন এই মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হয়।

—o—

দাসীর আকিঞ্চন।

১

বিশ্বরাজ! তব নামে সিদ্ধ হয় সব কাম,
ঘরের বাহির হই, নিয়ে নাথ! তব নাম।
মুছাই নয়ন-ধার, ঘুচাই হৃদয়-ভার,
বামনের মনে সাধ জেগে উঠে বার বার;
অনন্তের ভার এযে, অণু আমি কি করিব?
তোমার আদেশ হলে তবু ছার প্রাণ দিব।
দাস-দাসী ঘরে জন্ম; দাসী হই সবাকার
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে নাথ! দাও দীনে অধিকার।

২

ফিরি আজ দ্বারে দ্বারে ভাইগণ, ভগ্নীগণ,
তোমাদের সেবা করি বড় প্রাণে আকিঞ্চন;

ভাসাই জীবনতরী, পা দুখানি রাখ তায়,
বুকে করি করি পার, বিশ্বপতি-করুণায়।
রোগীর যাতনা ঘোর, দুঃখীদের অশ্রুধারা,
শুনিলে, দেখিলে, হই আমি যে পাগল পারা।
কি করিব, ক্ষুদ্র আমি, জানি বেশ মনে মনে,
তবু স্থির হ'তে নারি, ছুটি কার আকর্ষণে।

৩

পেটে অন্ন নাহি যার, মাথা রাখিবার স্থান,
যার কেহ নাহি ভবে, জুড়াতে তাপিত প্রাণ,
বুকভরা দুঃখ যার, আঁখিভরা অশ্রুধার,
আয় আয় সবে আয়, আয় তোরা একবার;
মিশাব নয়নধারা তোদের ও অশ্রুসনে;
তোদের কল্যাণ চাহি করিব প্রার্থনা মনে;
বুকভরা দুঃখভার, আঁখিভরা অশ্রুধার,
তোদের সেবায় আয়, দিব এ জীবনভার।

৪

সর্ব্বশক্তিমূলাধার জননী প্রকৃতি নই,
বিশ্বম্ভরা ধরা নই; কেমনে এ ভার সই?
নহি দিনমণি আমি, ঢালিতে কিরণধার,
গগনের চাঁদ নই, কোথা পাব সুধাভার?
সমীরণ নহি আমি, প্রাণ দিতে নাহি জানি,
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আমি যে কণিকাখানি!
ক্ষুদ্র, তবু ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র প্রাণ দিব দান,
তোমাদের সেবা করি জুড়াব তৃষিত প্রাণ।
জাগ মহাপ্রাণ! প্রাণে, জাগ জাগ একবার,
যাই কর্ম্মক্ষেত্রে, ধর সর্ব্বশক্তিমূলাধার।

সেবালয়—বিধুর মা।*

(সত্য ঘটনা।)

ভগবান্ মনুষ্যকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া, সমস্ত জীব-রাজ্যের অধিপতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আজি যদি মনুষ্য এই সমস্ত মহদ্‌বৃত্তির সদ্ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে এই দুঃখযন্ত্রণাময় জীবলোক সুখ-শান্তিপূর্ণ দেবলোকে পরিণত হইত। কিন্তু হায়! মানব প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া যায় এবং মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া হীন ও নিরতিশয় অবস্থার অধীন পশু হইতেও অধম ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে।

বিধুর মা যশোহর জিলার চৌগাছা গ্রামের এইরূপ এক হতভাগ্য মুসলমানের স্ত্রী। সে ব্যক্তি দুইটী পুত্র ও বিধুনাম্নী কন্যার সহিত পরিণীতা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আর একটী রমণীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক চলিয়া গেল। ঘোর দরিদ্রতার নিষ্পেষণে অভাগিনীর দুইটী সন্তান অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। এই দুঃসময়ে বিধু তাহার একমাত্র অবলম্বন রহিল। শোক দুঃখ দরিদ্রতা ও সর্ব্বোপরি মর্ম্মভেদী মনঃপীড়া তিলে তিলে তাহাকে জীর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় কুটীরখানি তাহাদিগকে না সূর্য্যের উৎপাত হইতে না বৃষ্টির দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিতে পারিত।

যেন চৌগাছার পাপভার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাই গত বৎসর পৌষ মাসে দুরন্ত বিসূচিকা রোগ চৌগাছা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ বিদলন করিতেই উপস্থিত হইল। ধনী, দরিদ্র, আবালবৃদ্ধবনিতা অধিকাংশই ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে ইহার করাল কবলে নিপতিত হইতে লাগিল। একবার যাহার ভেদ বা বমনোদ্রেক হইল, সে একেবারেই জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। কে কাহাকে দেখে, কে কাহার শুশ্রূষা করে। সকলেই ভয়ে ও আতঙ্কে ম্রিয়মাণ, সকলেই নিশ্চেষ্ট।

* "সেবালয়ে"র বৃত্তান্ত প্রবন্ধান্তরে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু বিপদের সহায় ভগবান্ কখনই অমঙ্গল চিরদিন থাকিতে দেন না। চৌগাছার মহামারীর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দাসাশ্রম * হইতে দুই জন সেবক প্রেরিত হইলেন। চৌগাছার সদাশয় জমীদারদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া ইঁহারা পীড়িতদিগের চিকিৎসা ও সেবা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি ৯ টা। একে পল্লীগ্রাম, তাহাতে রাত্রিকাল, তাহার উপর বিসূচিকার ঘোর দাপে গ্রাম যেন শ্বাসবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বিভীষিকা যেন মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই ভয়ঙ্কর সময়ে একজন সেবক গ্রামের গুরুমহাশয়ের সঙ্গে রোগীদিগের তত্ত্ব লইয়া বেড়াইতেছেন। যেখানে বাঁশবনের মধ্যে বিধুর মায়ের পর্ণকুটীর হইতে জীর্ণ তাল পত্রগুলি খসিয়া পড়িতেছিল, তাঁহারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বিধুর মা একবারে শেষ-দশাপন্ন, ঘোর সান্নিপাতিকে অজ্ঞানাভিভূত; অভাগিনীর এমন কেহই নাই যে মুখে জলবিন্দু প্রদান করে। বিধু ও বিধুর মা, দুহিতা ও মাতা, গলা জড়াজড়ি করিয়া আছে। বিধুর মায়ের যে কেহই নাই, শুদ্ধ তাহা নহে, বিধুর মায়ের কিছুই নাই। তাহার বিছানা নাই, মাদুর নাই, থালা নাই, ঘটী নাই, বাটী নাই, প্রদীপ নাই; ঘরের মধ্যে কেবল একটী ভাঁড় ও একটা ভাতের হাঁড়ি পড়িয়া রহিয়াছে।

সেবক অতি কষ্টে চক্ষুর জল সম্বরণ করিয়া বিধুকে উঠাইলেন এবং প্রশ্নপরম্পরাযোগে এই কয়েকটী কথা সংগ্রহ করিলেন। বিধুর মায়ের অনেক ক্ষণ ভেদ ও বমন বন্ধ হইয়াছে; হস্তপদ অসাড় ও শীতল; চক্ষু নিষ্পন্দ, ও অর্দ্ধনিমীলিত; কতবার মা মা বলিয়া ডাকিয়া অনাথিনী বালিকা উত্তর পায় নাই। আজ যদি তাহার মা মরিয়া যায়, তাহার গতি কি হইবে? অনাহারে, ভয়ে, দুঃখে ও দুর্ভাবনায় সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা একবারে ম্রিয়-মাণা। তাহার এ অবস্থা দেখিয়া কে অশ্রুপাত করিবে? কে ভরসার কথা বলিবে?

* "দাসাশ্রমে"র বৃত্তান্ত প্রবন্ধান্তরে দ্রষ্টব্য।

সেবক। বিধু, আমরা তোমার মাকে দেখিব, তাহার চিকিৎসা করিব। তুমি তাহাকে সমস্ত রাত্রি ঔষধ খাওয়াইতে পারিবে?

বিধু। পারিব।

সেই রাত্রিতেই বিধুর মাকে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু কেহই বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীকে আশ্রয় দিতে চাহিল না। অগত্যা তাহাকে সেখানেই রাখিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সেবক ও সহৃদয় গুরু মহাশয় অন্যত্র গমন করিলেন।

পরদিন বিধুর মায়ের অবস্থা কিছু ভাল বলিয়া বোধ হইল। জমীদারের গৃহ হইতে পথ্যের ব্যবস্থা হইল। সেবকদ্বয়ের সাহায্য করিবার জন্য তাঁহা-দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও দুই এক ব্যক্তি কলিকাতা হইতে চৌগাছা গিয়াছিলেন। সেই দিনের মধ্যেই এই অনুযাত্রীদিগকে বিধুর নূতন কুটীর নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়া ও ঔষধাদি সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়া সেবকদ্বয় কলিকাতার দাসাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

বলা বাহুল্য যে, সেবকের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল। নূতন কুটীর নির্ম্মিত হইল; তিন চারি দিন চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পর বিধুর মা অনেক পরিমাণে ভাল হইয়া উঠিল। তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অক্ষম, অথচ গৃহে অন্নসংস্থান একবারেই নাই, এজন্য উক্ত অনুযাত্রীগণ তাহাকে কন্যার সহিত কলিকাতায় আনিলেন। এখানে তাহার জ্বর হয় ও হাত পা ফুলিয়া উঠে। প্রায় একমাস চিকিৎসার পর পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া বিধুর মা স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

ভগবন্! মানবাত্মার বিপদকালে তোমার করুণার লীলা খেলা কি হৃদয়স্পর্শী!

দাসাশ্রমের প্রথমবার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

ইংরাজি ১৮৯১ সালের ২৭শে জুন তারিখে বসুরহাট সবডিবিজনের অন্তর্ব্বর্ত্তী জালালপুর নামক গ্রামস্থ বাবু প্রাণহরি দাস মহাশয়ের বাটিতে বিশেষ ভাবে উপাসনা করিয়া "দাসাশ্রম" সংস্থাপিত হয়। "ভগবানের পুত্রকন্যাগণের সেবা করিলে প্রকৃত ভগবানের সেবা করা হয়," ইহাই দাসাশ্রমের মূল মন্ত্র। দাসদলভুক্ত প্রত্যেকেরই মানবসেবাই প্রধান ব্রত। দাসাশ্রম যখন স্থাপিত হয় তখন ইহা সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। ইহা নীরবে একবৎসরকাল কার্য্য করিয়াছে। নানাভাবে মানবের সেবা করিয়াছে। আজ ইহার কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতির সহিত, ইহার অভাব বাড়িয়াছে; তাই আজ দাসাশ্রম প্রকাশ্যভাবে আত্ম-পরিচয় দিতে বাধ্য হইতেছে। আমরা ইহার প্রথম বৎসরের কার্য্যবিবরণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। আশা করি সাধারণে ইহা অনুমোদিত হইবে।

দাসাশ্রমের নিয়মানুসারে দাসদলভুক্ত নরনারীগণের সংখ্যা অথবা নাম সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবে না। কেবল দাসদলকৃত কার্য্যসমূহের উল্লেখ করা যাইবে।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা শোচনীয় জানিয়া গত বৎসর বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের উন্নতির জন্য অনেক সময়ে তাঁহাদিগকেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ জন বিধবা মহিলাকে "কর্ত্তব্য," "ধর্ম্ম," "আত্মচিন্তা," "বিধবার কর্ত্তব্য" ও "আত্মদর্শন" সম্বন্ধে উপদেশ দান করা হয়। একজন সধবা স্ত্রীলোককে "সৎস্ত্রী ও সৎমাতা" সম্বন্ধে উপদেশ দান হয়। একজন দরিদ্রার অবিবাহিতা কন্যাকে "নির্ভর ও প্রার্থনা" সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়। এক ভদ্র পরিবারের মধ্যে "ধর্ম্ম" এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ প্রদত্ত হয়। তিনটি যুবকের সহিত "বাল্যবিবাহ," "পতিতা রমণীদের কন্যা" এবং "বাইবেল ও বিনয়" সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। তিনটি পরিবারের মধ্যে তিনটি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে উপাসনা করা হয়। দুইবার দাসদলস্থ কতকগুলি দাস দাসী মিলিয়া দুইটি ভদ্র পরিবারে গিয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন।

একবার খুলনায় "ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য" ও আর একবার বাঁকুড়াতে "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে সাধারণ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। একটি দরিদ্র বিধবার পরিবারের তত্ত্বাবধান করা হয়। গত বৎসর দাসাশ্রম হইতে ৪টী রোগীর নিকট সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া ও ১টীর নিকট দিবসে সেবা করিবার ব্যবস্থা হয়। গত বৎসর ১টী বিষাক্ত ব্রণ, ১টী পুরাতন জ্বর, ১টী পিত্তজ্বর, ২টী পেটের অসুখ, ২টী জ্বর ও কৃমি, একটি শ্বেত প্রদর, একটি ওলা-উঠা ও পাঁচটী স্বল্প বিরামজ্বর রোগের রোগী সকলকে দাসাশ্রমের চিকিৎসক ঔষধ ও আবশ্যক মত পথ্যাদি দিয়া চিকিৎসা করেন। তন্মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় ও দুই জন হস্তান্তরিত হয়, এবং অবশিষ্ট সকলে আরোগ্য লাভ করে। প্রথম হইতেই কলিকাতায় কোনও দাস-ভবনে দুর্দ্দশাগ্রস্ত রোগী-দিগকে আনিয়া চিকিৎসা ও সেবাদির ব্যবস্থা করা হইতেছে। অবশেষে ইহা হইতে "সেবালয়ে"র উৎপত্তি হইয়াছে। এই সেবালয়ে যে সকল রোগী আসিয়াছে তাহাদের একটু একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া যাইতেছে।

১। বিধুর মা। স্বামী-পরিত্যক্তা একটি দরিদ্রা মুসলমান স্ত্রীলোক। উহার স্বামী একটি নিকা করিয়া হতভাগিনীকে ৩টী সন্তানের সহিত পরিত্যাগ করিয়া যায়। দরিদ্রতার নিপীড়নে দুইটি সন্তান অকালে কালগ্রাসে পড়িয়াছে ও কেবল মাত্র বিধুনাম্নী কন্যা বাঁচিয়া আছে। চৌগাছার মহামারী নিবারণ করিতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ একদিন রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় এক বাঁশবনে ঐ হতভাগিনীকে দেখিতে পান। তাহার সামান্য কুঁড়েঘরের চারিদিক ফাঁকা; একটি ছেঁড়া মাদুর ও একখানি পচা কাঁথা মাত্র সম্বল। ঐ অবস্থায় বাঁশবনে পড়িয়া রহিয়াছে। ওলাউঠা হইয়াছে। মেয়ে মায়ের গলা জড়াইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে, পাছে মাকে শৃগালে টানিয়া লইয়া যায়। সেই অবস্থায় তাহাকে কোনও আশ্রয়ে রাখিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু কোনও আশ্রয় না পাওয়ায় তৎপর দিবসে তাহাকে একখানি বাসযোগ্য কুটির করিয়া দেওয়া হয়। একটু সামলাইয়া উঠিলে মাতা ও কন্যাকে কলিকাতার সেবালয়ে আনা হয় ও প্রায় এক মাস রাখিয়া রীতিমত আরাম করিয়া চৌগাছায় পুনঃপ্রেরণ করা হয়।

২। বলদেব। একটি হিন্দুস্থানী মুচির পুত্র। বয়স ১০ বৎসর। উহার

পিতা, পুত্র ও স্ত্রীকে লইয়া হিন্দুস্থানে দরিদ্রতা বশতঃ উপার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসিতেছিল। একস্থানে আসিয়া সমস্ত খরচ পত্র ফুরাইয়া যায়। হতভাগ্য পুরুষ, স্ত্রী পুত্রের ভাবী দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া, মনোকষ্টে ব্যথিত হইয়া, উহাদিগকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করে। পুত্র ও জননী ক্রমাগত চলিয়া আসিয়া অবশেষে কলিকাতায় উপস্থিত হয়। তথায় অনাহারে ও পথশ্রমে ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা আশ্রয়াভাবে হেদুয়ার ধারে বসিয়া কাঁপিতেছিল ও ক্রন্দন করিতেছিল। উহাদিগকে সেবালয়ে আনা হয়। বলদেবের রোগ বাড়িয়া চলিল। রোগ আমরক্ত বিকার ও কৃমি বিকার। তাহাকে আরাম করিবার জন্য বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এম, বি, ডাক্তার মহাশয় বিনা টাকায় অনুগ্রহ করিয়া অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু বালকটী বাঁচিল না। ১০।১১ দিনের পর প্রাতঃকালে ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে তাহার জননীকে বলিল "মাকে একবার ডাকিয়া দাও"। দাসাশ্রমভুক্ত এক জন দাসীর সেবায় মুগ্ধ হইয়া সে তাঁহাকে এই কয়দিন মা বলিয়া ডাকিত। তিনি আসিলেন। বালক বলিল, "মা, আমি আর বাঁচিব না।" দাসী তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন ও অনেক আশ্বাস দিলেন; কিন্তু বালক ১৫ মিনিটের মধ্যে এই সংসারের দুঃখ যন্ত্রণার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল।

৩। বলদেবের মা। ইহার ইতিবৃত্ত পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। এই দরিদ্রা হতভাগিনী ৫ দিন ক্রমাগতঃ জ্বরে ভুগিয়া সারিয়া উঠে ও পথ্য পায়। তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর তাহার সান্ত্বনার জন্য কয়েক দিন তাহাকে রাখা হয়। পরে তাহাকে কাপড় ও কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করা হয়।

৪। ধ্রুব। ইহার নিবাস মেদিনীপুর জেলায়। ইহার দেশীয় কয়েকজন দলবদ্ধ হইয়া তারকেশ্বর দেখিতে আসে। কলিকাতায় আসিয়া ইহার ওলাউঠা হয়। সঙ্গিগণ ইহার শেষ অবস্থা দেখিয়া রাস্তায় ফেলিয়া যায়। কেবল নরেন্দ্র নামক একটি যুবক উহার পার্শ্বে বসিয়াছিল। তাহাকে সেখান হইতে সেবালয়ে আনা হয়। নাড়া চাড়ার ক্লেশে রোগীর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়, কিন্তু চিকিৎসার গুণে রোগী অনেক ভাল হয়। অবশেষে আর প্রস্রাব হইল না। অনেক চেষ্টা করা হইল। বিখ্যাত ডাক্তার ডি, এন্, রায় মহাশয়

অনুগ্রহ করিয়া বিনা পয়সায় আসিয়া অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে ৩ দিনের পর ১১ই মাঘ রাত্রি ৭টার সময় হতভাগ্য জনক জননী বালিকা স্ত্রী প্রভৃতিকে রাখিয়া এই বিদেশে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ইহসংসার পরিত্যাগ করিল। পূর্ব্বোক্ত নরেন্দ্র নামক যুবকটী বরাবর হতভাগ্য ধ্রুবের সেবা করিয়া আপনার মহত্বের পরিচয় দিয়াছিল, ও তদবধি দাসাশ্রমের কার্য্য কলাপ দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া উহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

৫। এক বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী। জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিল। অত্যন্ত জ্বর হইয়া পথ পার্শ্বে পড়িয়া কাঁপিতেছিল। সেখান হইতে সেবালয়ে আনা হয়। বাবু নীলরতন সরকার এম, ডি, ডাক্তার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া বিনা পয়সায় ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন ও যক্ষ্মাকাশ রোগ ঠিক করেন। চিকিৎসা চলিল। ৪।৫ দিন পরে তাহার গাঁজা বন্ধ করা হইয়াছে বলিয়া রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। অনেক নিবারণ করা হয়, কিন্তু কিছুতেই না শুনিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

৬ ও ৭। দুই জন ব্রাহ্ম। ইহারা মাঘোৎসবের সময়ে আসিয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়েন। ক্রমে উৎসবকালে মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মদিগের জন্য যে বাসা দেওয়া হয়, তাহা হইতে সকলে চলিয়া যাওয়াতে বাধ্য হইয়া ইঁহারা সেবালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কয়েক দিন জ্বর ভোগের পর উভয়েই আরোগ্যলাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান।

৮। একটী হিন্দুস্থানী মেয়ে। মেয়েটী ভয়ানক জ্বর ও বাতশ্লেষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়িয়াছিল। সেখান হইতে অনেক কষ্টে সেবালয়ে আনা হয়। আনিয়াই একবার ঔষধ দেওয়া হয়, ও তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ জ্ঞানসঞ্চার হয় ও জিজ্ঞাসা করে, "এ কোথায় আসিয়াছি?" যেন একবার শেষ সুখটি দেখিবার জন্যই চক্ষু উন্মীলন করিল। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষা করিল না। এই অজ্ঞাত অবস্থাতেই সেবালয়ে আসিবার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

৯। একজন ব্রাহ্ম। ইনি নিজ ধর্ম্মের জন্যই গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া অতি কষ্টে একাকী দিন যাপন করিতেছেন। সংসারে সকল থাকিয়াও ইঁহার

কেহ নাই, বহু অর্থের উত্তরাধিকারী হইয়াও কপর্দ্দকশূন্য বলিলেও হয়। এই অবস্থায় অত্যন্ত জ্বর হয়। বাসায় সেবা করিবার কেহ নাই বলিয়া ইহাকে সেবালয়ে আনা হয়। অবশেষে আরোগ্যলাভ করিয়া ও পথ্য পাইয়া ও যথেষ্ট সুস্থ হইয়া বাসায় ফিরিয়া যান।

১০। কালী। এই বালক উপবীত পরিত্যাগ করাতে ইহাকে অভিভাবকগণ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় পড়িয়া একজনের বাড়িতে থাকে ও আহারাদি করে ও তাহাদের দোকানের কাজকর্ম্ম করে। ম্যালেরিয়া জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ভুগিতেছিল ও সেবা অভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া সেবালয়ে আনা হয়। অবশেষে আরোগ্যলাভ করিয়া ও পথ্য পাইয়া নিজ স্থানে ফিরিয়া যায়।

১১। রজনী কামার। ইহার নিবাস সেনহাটী গ্রামে। গত পাঁচবৎসর কাল অন্ধ হইয়া নানা কষ্ট পাইতেছিল। ইহার এক সহোদরা ভিন্ন আর কেহ নাই। মৃগীরোগাক্রান্ত হইয়া রজনী অনেক সময়ে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া বিছানা মাদুর নষ্ট করিত। তাহা ছাড়া ক্রুদ্ধ হইয়া সমীপস্থ সকলকে কদর্য্য গালাগালি দিত। সেই জন্য হউক অথবা অন্ধের সেবা কে করে বলিয়াই হউক, ঐ হতভাগ্যের সহোদরা পর্য্যন্ত উহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া ঐ স্থানের কয়েকজন যুবক উহাকে কলিকাতায় আনেন। কিন্তু বিশেষ কোনও উপায় করিতে না পারিয়া সেবালয়ে দিয়া যান। এখানকার সেবাতে ও চিকিৎসাতে অন্যান্য লক্ষণ সকল দূর হয় ও অনেকটা জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু সেবালয় হইতে উহার অন্ধতার কোনও প্রতীকার হইবে না দেখিয়া অবশেষে অনেক যোগাড় করিয়া উহাকে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে দেওয়া হয়।

কলিকাতাস্থ সেবালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী রোগী আসিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনটীর মৃত্যু হয়। অনেক রোগীকেই প্রায় শেষ দশায় রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনা হয়। তজ্জন্য মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক। সেবালয়ের সমস্ত ব্যয় একমাত্র ভিক্ষায় চলিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে অনেক ভদ্রলোক আপনারা আসিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক নানা ভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। অনেক মহাত্মা দাসাশ্রমভুক্ত না হইয়াও রোগীদের সেবা করিয়াছেন।

ভগবান্ তাঁহাদের কার্য্যের পুরস্কার দিবেন। ইহাঁদের মধ্যে বাবু অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র মৌলিক, বাবু ভুজঙ্গধর রায়, বাবু মুরলীধর রায়, বাবু রামরতন চট্টোপাধ্যায়, বাবু শশিভূষণ বসু, ও বাবু শরৎচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে নানা ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দাসাশ্রম তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মফঃস্বলে শাখা সেবালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। জালালপুরে একটি শাখা সেবালয় স্থাপিত হইয়াছে। নিতান্ত পল্লীগ্রাম বলিয়া এখনও রোগী যুটে নাই। আশা করা যায় ভবিষ্যতে যুটিবে।

উক্ত গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। বোধহয় নববর্ষে উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। মূলঘর, নওগাঁ ও বাঁকুড়ার কোনও কোনও ভদ্রলোকের সহিত উক্ত স্থান সকলে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের পরামর্শ চলিতেছে। ভগবান্ জানেন কতটা কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে।

গতবৎসর অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে যশোহর জেলাতে অত্যন্ত ওলাউঠার মহামারী হয়, শত শত লোক মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই দুর্দ্দশার সময় চৌগাছা নামক গণ্ডগ্রামেও অত্যন্ত মহামারীর উপদ্রব হয়। যখন ঐ গ্রাম হইতে প্রায় ৫০ জন লোকের মৃত্যু হইল, তখন তথাকার জমীদার বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের জননী দয়ার্দ্র হইয়া নিজ প্রজাদের রক্ষার জন্য পুত্র প্রভৃতিকে উত্তেজিত করেন। দেবেন্দ্র বাবু ও তাঁহার পরমাত্মীয় বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের বিশেষ যত্নে দাসাশ্রম হইতে চৌগাছায় সাহায্য প্রেরণ করা হয়। একজন দাস ও তাঁহার সহিত সহৃদয় বাবু অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গমন করেন। এই কার্য্যের সমস্ত ব্যয়ভার দেবেন্দ্র বাবু বহন করেন। এই মহামারীতে অনেক রোগী দাসাশ্রমের সেবায় জীবন পায়। মৃত্যুসংখ্যা অতি অল্প হয়। দাসাশ্রমের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইয়াছিল। মধ্যবঙ্গ রেলওয়ের হাবড়া ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী ময়না নামক স্থানেও অত্যন্ত মহামারী উপস্থিত হয়। তথায় "রিলীফ ফ্র্যাটার্নিটী" নামক সভা হইতে সাহায্য প্রেরণ করা হয়। দাসাশ্রমেরও একজন দাস ঐ উপলক্ষে উহাঁদের সাহায্য করিতে গমন করেন। ব্যয়ভার পূর্ব্বোক্ত ফ্র্যাটার্নিটী বহন করেন।

সেনহাটী গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক ও কয়েকজন শিক্ষকের বিশেষ চেষ্টায় একজন বালবিধবা পাপের কর্দ্দমের মধ্যে পড়িতে পড়িতে সৎপথাবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের রাখিবার স্থান না থাকাতে তাঁহারা দাসাশ্রমের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অনুরোধানুসারে ঐ বিধবাকে একটি দাস পরিবারের মধ্যে রাখা হইয়াছে। যেমন অতি সূক্ষ্মবীজ কালে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে পরিণত হইয়া বিভুর মহিমা প্রচার করে, সকলে প্রার্থনা করুন যেন তদ্রূপ এই সামান্য আরম্ভ হইতে দাসাশ্রম পরে অধিকতর বিস্তৃতভাবে মানবের সেবা করিতে সমর্থ হয়। এই কার্য্যবিবরণ হইতে দাসাশ্রমের প্রথম বৎসরের সামান্য কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। কোনও কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে দাসাশ্রম ঐ কার্য্যের ব্যয়ের হিসাব করেন না, অথবা টাকা কোথা হইতে আসিবে সে চিন্তা করেন না। দাসাশ্রমের সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই ভগবানের কৃপাকে একমাত্র অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করা হয়। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল অল্প হইলেও দাসাশ্রমের অবস্থার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত। কোথা হইতে এই সকল অর্থ আসিল? এ প্রশ্নের উত্তর, ভগবানের কৃপা। সেবালয় খোলা হইবে, অর্থ নাই। সকল আয়োজন হইল। কোথা হইতে অর্থ আসিল? একজন দাসী আপনার গাত্রের একখানি অলঙ্কার দিলেন। ঐ অর্থে সেবালয়ের বিছানা ও তৈজসাদি কেনা হইল। তাই আজ ভগবানের কৃপাকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া দাসাশ্রম নববর্ষে নূতনভাবে কার্য্য আরম্ভ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নববর্ষে বঙ্গের দুর্দ্দশাগ্রস্ত রোগশোকপীড়িত মহিলাদিগের সেবার ভার বিশেষভাবে গ্রহণ করা হইবে ও সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামসমূহে অধিক পরিমাণে চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভগবান জানেন ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

দীর্ঘজীবন লাভ।

সকলেই দীর্ঘ-জীবী হইতে চায়। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রাণের সাধ, সুখে স্বচ্ছন্দে সুস্থ শরীরে ভোগ বাসনা তৃপ্ত করিয়া সংসার করিয়া যাইতে পারেন। যুবক যুবতীগণ প্রাণের মধ্যে কত বল ও উৎসাহ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন, এবং নব আশা ও উদ্যমে অতি দূর ভবিষ্যৎ গর্ভে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে থাকেন। কিন্তু হায়! অধিকাংশ লোকই এ আশা পূর্ণ করিতে না করিতে, এ পিপাসা মিটাইতে না মিটাইতে, পশ্চাৎ পতিত প্রিয় বস্তু গুলির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিতে চাহিতে শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আলোক রাশির মধ্যে অন্ধকার, পূর্ণ জীবনলীলার মধ্যে মৃত্যু সঞ্চার কি ভয়ানক!!

সকল দেশের মধ্যে এই অধঃপতিত বঙ্গদেশ বিশিষ্টরূপে মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার অভিধান হইতে প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্য কথাগুলি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অথবা যৌবন, সৌন্দর্য্য, তেজ, বীর্য্য—এ সকলের পরিবর্ত্তে অকাল বার্দ্ধক্য আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। এক দিকে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, বসন্ত, ইহার অন্তঃশোণিত পান করিয়া এবং অপর দিকে অনিবারিত ভোগতৃষ্ণা ইহার প্রাণশক্তি শোষণ করিয়া ইহাকে মৃত্যুর একান্ত ক্রীড়া পুতুল করিয়া তুলিতেছে। সঞ্চয়ের ঘর যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত সম্পত্তিশূন্য, কিন্তু মদ ও ইন্দ্রিয় সেবার অপব্যয়ে খরচের ঘর আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থায় এখানে দীর্ঘজীবী হওয়ার আশা মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণত হইয়া উঠিবে ইহা কি বিচিত্র? যদি ইহাতে এই সমস্ত ও অপরাপর কারণ অক্ষুণ্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালীজাতির আবাস ভূমি যে অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে মহাশ্মশানে পরিণত হইবে, ও পরে আর একটী স্বতন্ত্র জাতির আলয় ভূমি হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অতি সত্য কথা।

এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? কি করিলে এ হেন নিরাশ ভূমেও দীর্ঘজীবনের সূত্রপাত করা যাইতে পারে।

কিন্তু সকল কথার আগে আর একটি কথা। সত্যই কি আমরা অন্তরের সহিত দীর্ঘ জীবন চাই? যদি ইহা সত্য হয় যে আমরা সত্য সত্যই নিজেদের ও দেশের কল্যাণের জন্য দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি, তাহা হইলে প্রথমেই এক মহাব্রত সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সেটী চিন্তার অনুরূপ অনুষ্ঠান। আমরা অতিশয় কল্পনাপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছি; আমাদের সমস্ত শক্তি এক কল্পনা করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। যত দিন এই কল্পনা-প্রিয়তা কার্য্যপ্রিয়তায় পরিণত না হইবে, ততদিন সমস্ত আলোচনাই বৃথা। আমরা জানি না কি? সকলই ত জানি। আমাদের সকলেই ত বিজ্ঞ, উপদেষ্টা, পরিচালক, কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের সমস্ত বিজ্ঞতা, উপদেশ ও পরিচালনা শক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়।

অতএব আমাদিগকে সকলের আগে এই অভ্যাস প্রকৃতিগত করিতে হইবে যে, একবার যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিব, যতদিন তাহা সিদ্ধ না হইবে, ততদিন কিছুতেই ছাড়িব না। এই অভ্যাস প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইলে তাহার পরে যাহাতেই হস্তক্ষেপ করি না কেন, তাহা নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দীর্ঘ-জীবন লাভের ভিত্তিভূমি কি? শরীরের স্বাস্থ্য, অন্তরে সুখ ও আত্মায় আনন্দ। যখন এই তিনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, তখনই মানুষ পূর্ণ দীর্ঘজীবন লাভ করিবার আশা করিতে পারে। আমরা সচরাচর পূর্ব্বতন মুনি ঋষিগণের যেরূপ বৃত্তান্ত অবগত হই, তাহাতে তাঁহাদের অধিকাংশই যে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন-কার অবস্থা হইতে এখনকার অবস্থা অনেক ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্যে কি করিলে শরীরের বিকাশ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, অন্তরে সুখ ও আত্মায় আনন্দলাভ হইতে পারে এবং তাহার ফলস্বরূপ অকাল মৃত্যু নিবারিত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ ঘটিতে পারে, আমরা সাধারণভাবে অল্পে অল্পে তাহার উল্লেখ করিব। আমরা অন্তরের সহিত আশা করি, এ সকল আলোচনা নিষ্ফল হইবে না।

ক্রমশঃ।

একটি সৎকার্য্য।

বিগত জ্যৈষ্ঠমাসের একদিন অপরাহ্নে বাঁকুড়া সহরে একজন যুবক অপর কয়েক ব্যক্তির সহিত কাছারী হইতে বাড়ী আসিতেছিলেন। পথে একটি সপ্তদশ কি অষ্টাদশবর্ষীয়া রমণী তাঁহাদিগকে কোন বেশ্যার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া দিলেন এবং বেশ্যা-গৃহে তাহার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল, "তাহার দ্বারের মাটি লইতে যাইতেছি; ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে।" এই উত্তরে যুবকের মনের সন্দেহ দূর হইল না। তিনি স্ত্রীলোকটীর বয়ঃক্রম এবং চেহারা দেখি-য়াই সন্দিহান হইয়াছিলেন; তাহাকে যে তাহাদের বাড়ীর লোক একাকী মাটি আনিতে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইহা তাঁহার নিকট সম্ভব বলিয়াই বোধ হয় নাই। এইজন্য তিনি এক্ষণে স্ত্রীলোকটির পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া বেশ্যার দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গেল, তথাপি স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, যুবক গৃহের অধিস্বামিনী বেশ্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি এই মাত্র গিয়াছে, তাহাকে একবার ডাকিয়া দাও; তাহার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" বেশ্যা তখন শীকার পাইয়াছে; সহজে কি ছাড়িতে চায়? সে বলিল, "বাবু ওর সঙ্গে আমাদের আলাপ ছিল, তাই আসিয়াছে; তোমার ওর সঙ্গে কি দরকার, বাবু? যাও, বাড়ী যাও।" যুবক অনেক জিদ্ করাতেও বেশ্যা যুবতী স্ত্রীলোকটিকে ডাকিয়া দিল না। এমন সময় উক্ত যুবকের পরিচিত আর একটি ভদ্রলোক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। যুবক তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলায়, ভদ্রলোকটি বেশ্যাকে অনেক ধমকা ধমকি করিলেন, এবং যুবতী স্ত্রীলোকটিকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া না দিলে পুলিস ডাকিয়া দিবার ভয় দেখাইলেন। ইহাতে সে ভীত হইয়া স্ত্রীলোকটীকে বাহিরে ডাকিয়া আনিল। তাহাকে অনেক বুঝাইয়া যুবক নিজ গৃহে আপন মাতার নিকট লইয়া গেলেন; এবং জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিতে পারিলেন যে স্ত্রীলোকটির বাড়ী নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে; সে বাড়ীতে পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোকের সহিত

ঝগড়া করিয়া রাগে সহরে আসিয়া পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল। যুবকটি তাহাকে নিজগৃহে রাখিয়া তাহার বাড়ীতে খবর দিলেন। বাড়ীর লোক আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।* সেখানে সমাজে তাহাকে লইতে চায় না। সকলেই বলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। যুবকটি কি করেন, নিজে গাড়ী ভাড়া করিয়া উক্ত পল্লীগ্রামে গিয়া পঞ্চায়েতের সম্মুখে সাক্ষী দিলেন যে তিনি বরাবর তাহার সঙ্গে ছিলেন বলিলেও চলে। তিনি জানেন তাহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। তখন সকলেই তাহাকে গৃহে লইতে অনুমতি দিলেন।

যুবতী স্ত্রীলোকটি যে অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে যে সতীত্বের গৌরব এখনও বুঝে নাই, সে যে ক্রোধ-রিপুর বশীভূত, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সকল দোষেরই ক্ষমা আছে। তাহার শাসন এবং শিক্ষার প্রয়োজন। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাপে নিমজ্জিত করিয়া দিলে কি লাভ হইত? যুবক তাহাকে পাপ-পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া আবার যে গৃহধর্ম্মে ব্রতী করিবার উপায় করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতিশয় প্রশংসার কথা। ঘটনাটির বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া হয়ত মনে হইতে পারে ইহা এমন কি মহৎ কার্য্য বটে? কিন্তু আমরা বলি কার্য্যটির মহত্ত্ব কতটুকু তাহার বিচারে প্রয়োজন কি? যুবকের ন্যায় এতটুকু কষ্ট স্বীকার কয়জন করেন? এতদ্ব্যতীত, একবার তাঁহার কার্য্যের ফলাফল ভাবিয়া দেখ দেখি। তাঁহার চেষ্টায় যে রমণী সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে গৃহলক্ষ্মীরূপে গৃহের শোভা বৰ্দ্ধন করিবেন, তাঁহাকেই এই চেষ্টার অভাবে নরকের কীট হইতে হইত।

পরমেশ্বর যুবকের প্রাণে দয়াবৃত্তি উত্তরোত্তর বলবতী করুন। তাঁহার চেষ্টায় এবং ভগবানের কৃপাবলে যে রমণী রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারও প্রাণে গৃহধর্ম্মের গৌরব উজ্জ্বলতর ভাবে মুদ্রিত হউক, ধর্ম্মের বিমল বিভায় তাঁহার হৃদয় আলোকিত হউক। *

---

* যুবক কাহারও নিকট স্ত্রীলোকটির পরিচয় দেন নাই; উহার বাসগ্রামের নামও বলেন নাই। কি জানি যদি গৃহস্থ অপদস্থ হন। পাছে তাঁহাকে এই সকল জানিবার জন্য কেহ পীড়াপীড়ি করে, এই জন্য আমরাও তাঁহার নামোল্লেখ করিলাম না।

ভিক্ষার ব্যবস্থা।

মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তঃপাতী বেলগাঁও জেলার চিকোদী নামক স্থানের হিন্দু সহকারী সব্‌জজ মহাশয়, যে সকল সন্ন্যাসীর ভিক্ষাই উপজীবিকা, তাহাদের অনেকের অসাধুজীবন দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হন; এবং নানাদিকে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন দেখিয়া, যাহাকে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়ায় সাধারণের যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহার কিয়দংশ সংগ্রহ করিয়া জনহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে উদিত হয়। তিনি প্রায় একশত উকীল মোক্তার, বণিক্, যাজক এবং অপরাপর শ্রেণীর লোককে লইয়া "সদ্বর্ত্তনোত্তেজক সভা" নামক একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। সভ্যগণের প্রত্যেকে পূর্ব্বে যাহা সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে দিতেন, তাহা এক্ষণে সভার সম্পাদককে দেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে যত সভ্য আছেন তাঁহাদের নিকট হইতেই বার্ষিক ১০০০ এক হাজার টাকা আয় হইবে। সভার সভ্য একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে "ভিক্ষুক পরিদর্শক" নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ভিক্ষুকগণের চরিত্র এবং অভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সম্পাদককে বলেন। সম্পাদক সপ্তাহে একদিন সচ্চরিত্র ভিক্ষুকগণকে তাহাদের অভাবানুসারে ভিক্ষা দেন। সভার প্রায় অর্দ্ধেক আয় প্রায় এইরূপে ব্যয়িত হয়; বাকী অপরাপর কার্য্যের জন্য থাকে। এই সামান্য টাকা এবং কয়েকজন সভ্যের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে ইতিমধ্যেই অনেক কাজ হইয়াছে। একজন "ইস্কুল পরিদর্শক" সপ্তাহে দুই দিন সরকারী ইস্কুলে গিয়া অনুসন্ধান করেন, যে ছাত্রদিগের কথা বার্ত্তা পবিত্র কি না, তাহাদের ব্যবহার নীতিসঙ্গত কি না, এবং তাহারা অধ্যয়নে যত্নশীল কি না। এই প্রকারে দুষ্ট বালকগণের দোষ সকলের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে; তাহাতে তাহারা লজ্জিত হইয়া দোষ সংশোধন করিবে বলিয়া আশা করা যায়। একটি ক্রীড়াভূমি, এবং ক্রিকেট ও ফুটবল খেলিবার সমস্ত সরঞ্জাম সভার ব্যয়ে ক্রীত হইয়াছে। দুইজন ক্রীড়া-পরিদর্শক সহরের বালক এবং যুবকগণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতেছেন। বালক এবং যুবকগণও নির্দ্দোষ আমোদ এবং

ব্যায়াম দ্বারা প্রফুল্লচিত্তে এবং সুস্থশরীরে কাল যাপন করিতেছে। মাঝে মাঝে পরিদর্শকদ্বয় ব্যতীত সভার অপর সভ্যগণও অপরাহ্নে ক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত হন; এবং দৌড়াদৌড়ি এবং নানা প্রকার ব্যায়ামের পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সকল দিনে ক্রীড়াভূমির শোভা দেখে কে? উহা বালক এবং যুবকগণে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহাদের অনেকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যায়াম এবং বলের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সুন্দর সুন্দর কোট এবং রৌপ্য পদক পরিয়া আইসে। সভা কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া একটি পাঠাগার স্থাপনপূর্ব্বক, জন সাধারণের বিদ্যানুরাগবর্দ্ধন করিতেছেন। পাঠাগারে সকলেই বিনামূল্যে পড়িতে পান। চিকিৎসা বিদ্যায় উৎকর্ষসাধন, কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদির উন্নতির চেষ্টা, আসন্ন বিপদ হইতে লোককে উদ্ধার, এই সকলও সভার নিকট উৎসাহ পাইয়া থাকে। সভা এই সকল বিষয়েও সাধ্যানুরূপ পুরস্কার দিয়া থাকেন। সভা বিবাহ উপলক্ষে সাধ্যাতীত ব্যয় নিবারণের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁরা বড় বড় অক্ষরে কতকগুলি প্ল্যাকার্ড ছাপাইয়াছেন। তাহাতে এইরূপ ব্যয়ের কি কি দোষ তাহা লিখিত আছে। এই কাগজগুলি যে গৃহে বিবাহ হইবে, তাহার নিকট দেওয়ালে লাগাইয়া দেওয়া হয়।

গ্রাম এবং নগরের দলপতিগণ চেষ্টা করিলে এরূপ সভা বঙ্গের সর্ব্বত্রই স্থাপিত হইতে পারে। এরূপ সভাদ্বারা অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

শিক্ষারম্ভের বয়স।

শিশুগণের শিক্ষা কিরূপ বয়সে আরম্ভ হওয়া উচিত? একজন প্রাচীন শিক্ষককে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "শিশুর জন্মের বিশবৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর। ইহাই শিশুর শিক্ষার সূত্রপাত"। একজন সুরসিক ফ্রান্সদেশীয় লোক বলিয়াছিলেন, "কোন মানুষকে সুসভ্য করিতে হইলে, তাহার ঠাকুরমাকে সুসভ্য করাই প্রকৃষ্ট উপায়।" (এখানে বক্তব্য এই যে পিতৃকুল মাতৃকুল উভয়ের শিক্ষার প্রয়োজন; কারণ শিশু উভয়েরই দোষ গুণের উত্তরাধিকারী হয়)।

একজন বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, শিশুগণের শিক্ষা তাহাদের জন্মের একশত বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হওয়া উচিত। এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে শিশুগণ, বহুল পরিমাণে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের দোষ কিম্বা গুণের উত্তরাধিকারী হয়। তজ্জন্য শিশুর নিজ জীবনে সুশিক্ষা লাভের উপায় অবলম্বিত হইলেও, অনেক সময় তাহা ফলদায়ক হয় না। অনেক শিশু পিতামাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের এমন অনেক দোষ প্রাপ্ত হয়, যে শিক্ষা দ্বারা তৎসমুদয় দূর করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তজ্জন্য সকলেরই এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে নিজে সচ্চরিত্র না হইলে সন্তানগণের সচ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। দোষ গুণ যে অনেক সময় বংশগত হয়, ইহা বড়ই আশার কথা। মানবমাত্রেই যদি নিজ নিজ আত্মার উন্নতি সাধনে সমধিক যত্নবান্ হন, তাহা হইলে কালক্রমে সংসারে পাপের প্রভাব যে মন্দীভূত হইয়া আসিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানেও ইহার অনেক প্রমাণ দেখা যায়। সভ্যজাতির পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর প্রকৃতিতে যেরূপ বুদ্ধি বৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, যেরূপ শিক্ষা লাভ করিবার শক্তি দৃষ্ট হয়, হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলির যেরূপ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, অনেক সময় অসভ্য জাতির অঙ্গীভূত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণেরও প্রকৃতিতে তৎসমুদয় লক্ষিত হয় না। এই পার্থক্য যে মানব জাতির বহুযুগব্যাপিনী শিক্ষার ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিশুর জন্মের পূর্ব্বে পিতা মাতার চরিত্র গঠনের যেরূপ প্রয়োজন, শিশুর জন্মের পরও তাঁহাদের জীবন তদ্রূপ ধর্ম্মানুমোদিত হওয়া উচিত। শিশুর মত অনুকরণ-প্রিয় জীব আর নাই। নাতি সাহেব সহজেই ঠাকুরদাদার হুঁকা টানিতে চেষ্টা করেন। অনেকেই যে বাল্যকালে ধূমপান করিতে শিখে, তাহার কারণ, অভিভাবকগণের কুদৃষ্টান্তের অনুকরণ। যাঁহারা বালকগণকে তামাক সাজিতে বলেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে বালকেরা একটান টানিয়া দিতে পারে। আমরা অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা এই রূপেই প্রথমে তামাক খাইতে শিখেন। প্রথম টানে হয়ত বালক একবার কাশিল। কিন্তু ক্রমেই অভ্যাস বলবান্ হইয়া পড়ে।

ধূমপান অপেক্ষা গুরুতর দোষ সম্বন্ধেও ঠিক্ এই প্রকার অনুকরণের প্রভাব লক্ষিত হয়। পিতার কোন অভ্যাস দেখিলে পুত্র সহজেই মনে করে,

"বাবা এতে কি মজা পান, দেখা যাক্ না।" নিষেধ করিলে তাহার কৌতুহল আরও বাড়িয়া যায়। এই কৌতূহলই তাহাকে পাপপথে লইয়া যায়।

এ বিষয়ে বিশেষ যুক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই। আসল কথা এই, "যদি ভাল ছেলে মেয়ে চাও, তাহা হইলে নিজে ভাল হও।"

বিবিধ।

জলকষ্ট। গ্রীষ্মকালে বঙ্গের সর্ব্বত্রই বড় জলকষ্ট হয়। এবিষয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে অনেক আলোচনা হইয়াছে। জমীদারগণ, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটী ও গবর্ণমেণ্ট, স্থল বিশেষে ইঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ পুষ্করিণী খনন করাইতে পারেন। কিন্তু এতদ্ভিন্ন জলাশয় খননের আরও একটি উপায় আছে। পল্লীগ্রাম সকলের মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোকের বাস। একশ্রেণী দেশের রীতি অনুসারে শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারেন না। অপর শ্রেণীর শারীরিক পরিশ্রমই জীবিকা উপার্জ্জনের প্রধান উপায়। এখন আমাদের প্রস্তাব এই যে, যদি গ্রামের সকলে একমত হইয়া যাঁহারা অর্থ দিতে সমর্থ তাঁহারা অর্থ দেন, এবং যাঁহারা শারীরিক শ্রম করিতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, তাঁহারা শারীরিক শ্রম করেন, তাহা হইলে অনায়াসে গ্রামে গ্রামে একটি করিয়া সাধারণের পুষ্করিণী খনিত হইতে পারে। যেমন বারোয়ারি পূজা হয়, তদ্রূপ বারোয়ারির পুষ্করিণীও হইতে পারে। পুষ্করিণীর আয় গ্রামবাসিগণের সকলের অনুমোদিত কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, এরূপ ব্যবস্থা করা বোধ হয় কঠিন হইবে না।

অশিক্ষিতের সংখ্যা। গত আদমসুমারি অর্থাৎ লোকসংখ্যাগণনাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশে সর্ব্বসমেত চব্বিশকোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ নিরক্ষর লোক আছে। এই কথাটি সহজে বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক সাতজনের মধ্যে ছয় জন নিরক্ষর। পুস্তকপাঠ শিক্ষার একমাত্র উপায় নহে; বস্তুত সংসারের কাজ হাতে কলমে না শিখিলে কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণই হয় না। কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে

যে, পুস্তক পাঠ শিক্ষালাভের প্রধান উপায়। যে লিখিতে পড়িতে জানে না, তাহার নিকট কত সহস্র বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি চিরদিন লুক্কায়িত থাকে। জীবনের একশ্রেষ্ঠ সুখে সে চিরকাল বঞ্চিত থাকে। আত্মার উন্নতি-সাধন তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে।

জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের যত অল্প টাকা খরচ হয়, এত আর কোন দেশেই নয়। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শিক্ষানীতি এই যে, উচ্চশিক্ষা হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অর্থ টানিয়া লইয়া, শিক্ষাবিভাগ প্রাথমিক শিক্ষাতে উক্ত টাকা ব্যয় করিবেন। ইহাতে উচ্চশিক্ষা নিশ্চয়ই ভালরূপ হইবে না। ভাল উচ্চশিক্ষিত লোক না থাকিলে কাহাদের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে?

ঘুমপাড়ান। ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে হইলে মা ঘরটি একটু আঁধার করিয়া এমন স্থলে বসেন যেন কোন শব্দে ছেলে চমকিয়া না উঠে। এক বৃদ্ধা বয়স অধিক হওয়ায় চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেন না; কর্ণও বধির হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে দুঃখিত না হইয়া বলিয়াছিলেনঃ— "মা বিশ্বজননী আমাকে ঘুম পাড়াইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন; আমার পক্ষে সমস্ত সংসার আঁধার, কোন শব্দও কাণে শুনিতে পাই না; এখন ঘুমাইলেই হয়।"

অনিদ্রার ঔষধ। উকীল ফরিয়াদী একজন চাষাকে জেরা করিতেছেনঃ—"আচ্ছা তুমি বলিতেছ, তোমার কোমরে টাকা ছিল, চোরে চুরি করিয়াছে। তোমার ঘুম ভাঙ্গে নাই? এত গাঢ় নিদ্রা হয় কেমন করিয়া?"

ফরিয়াদী উত্তর করিলঃ—"কি জানি মশায়; গরিব লোক সারাটি দিন গতর খাটিয়ে খাই, কারো মন্দে থাকি না; ঘুম হবে না কেন?"

একবার হরিনাম লও না।

ভাই, একবার হরিনাম লও না। দিন যে যায়, চারিদিক আঁধারে ঘিরিতেছে, চারিদিকে মৃত্যুর ছায়া পড়িতেছে, এখন একবার প্রাণ ভরিয়া হরিনাম লও না।

প্রাতঃকালে উঠিয়াছিলে, কত আশায় বুক বাঁধিয়া, কত বল কত উদ্যম লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া ছিলে ; কত পরিশ্রম করিয়াছ, অনুকূলে প্রতিকূলে কত শক্তির প্রয়োগ করিয়া এখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। এখন—এখন এই সময় একবার সেই প্রাণভরা বদনভরা হরিনাম গ্রহণ কর না, প্রাণ জুড়াইবে, বুক শীতল হইবে।

একবার স্মরণ করিয়া দেখ, যদি সমস্ত দিন ভাল কাজ করিয়া, প্রতিবেশীর কল্যাণ কামনা ও দীন দুঃখীর দুঃখদূর করিয়া, রোগীর রোগের শুশ্রূষা করিয়া, ক্ষুধিতকে অন্নমুষ্টি, তৃষিতকে জল দান করিয়া, অন্তরাত্মায় সুখ অনুভব করিয়া থাক, তবে এখন পূর্ণহৃদয়ে, প্রাণ ভরিয়া হরিনাম কীর্ত্তন কর। আর যদি তুমি কাম ক্রোধ লোভ মোহের বশীভূত হইয়া অনাচার ব্যভিচার করিয়া আপনার ও পরের হৃদয়ে পীড়া জন্মাইয়া থাক, তবে তাহা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হও, ও সকাতরে দয়াময় হরির শরণাপন্ন হও।

হিন্দু হও, মুসলমান হও, খ্রীষ্টান হও, সেই মধুমাখা নাম একবার গ্রহণ কর, রসনা চরিতার্থ হউক, হৃদয় নির্ম্মল হউক, আত্মা পবিত্র হউক।

১ম ভাগ। শ্রাবণ, ১২৯৯। ২য় সংখ্যা।

দাসী

মাসিক পত্রিকা।

সূচী।

১। পাঠশালা ও চোখের জল ২৫

২। কিছু নই ৩২

৩। অন্ধের বিদ্যাশিক্ষা ৩৪

৪। সারা মার্টিন ৩৭

৫। দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ ৪০

৬। সেবা-সংবাদ ৪৬

৭। সঙ্গীত ৪৮

কলিকাতা,

৫।১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন হইতে

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে"

শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

নিবেদন।

"দাসী"র গ্রাহক এবং পাঠকবর্গ, ভারতবর্ষীয় কোন সদনুষ্ঠান, কিম্বা আমাদের স্বদেশবাসী মৃত, অথবা জীবিত কোন ব্যক্তির স্বার্থত্যাগের কোন জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলে, তাহা "দাসী"তে প্রকাশিত হইবে। অবশ্য ঘটনাটি প্রকাশ-যোগ্য হওয়া চাই।

দাসাশ্রমের কার্য্য, খাটিবার লোকের অভাবে ইচ্ছানুরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে না। যাঁহারা সেবাব্রত-ধারণেচ্ছু, এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে খাটিতে প্রস্তুত, এরূপ কোন ব্যক্তি আমাদিগকে নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব।

নবীনা জননী।

উপন্যাস।

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, প্রণীত

ও বঙ্গীয় মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কাগজ, লেখা, ছাপা, উৎকৃষ্ট।

মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি হাস্য এবং করুণ রসের সমাবেশে অতি সুপাঠ্য হইয়াছে। ঊষার জীবন দীনদুঃখীর সেবায় স্বর্গের শোভা ধারণ করিয়াছে। এই উপন্যাসখানি সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, সহচর, সময়, নবযুগ, নব্যভারত, বামাবোধিনী, চারুবার্ত্তা, হিন্দু পেট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরার, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার, প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। সমালোচনা হ্যাণ্ডবিলে দ্রষ্টব্য। পুস্তক এবং হ্যাণ্ডবিল কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে, এবং "দাসী" কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

দাসী।

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড।	শ্রাবণ, ১২৯৯	২য় সংখ্যা।

পাঠশালা ও চোখের জল।

যাঁহারা এখন পক্ককেশ, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ পাঠদ্দশার কথা মনে করিতে বলিলে, যদি একবার বাল্যকালে পাঠশালায় পাঠের সময় গুরু মহাশয়ের সংহার-মূর্ত্তি তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, তাহা হইলে বোধ হয় এখনও তাঁহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। যাঁহারা প্রৌঢ়, তাঁহাদেরও শৈশব অধিকতর সুখে যাপিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিগণ গুরু মহাশয়ের এতাদৃশ কঠোর অনুগ্রহে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানেও যে সকল শিশু পাঠশালা কিম্বা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহাদের অনেকেরই পক্ষে বিদ্যাগার কারাগারবৎ প্রতীয়মান হয়। তাহারাও যে কিছু শিক্ষা করে না, তাহা নয়। কিন্তু অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ যে অনিচ্ছার সহিত বিদ্যানুশীলন করে; ক্রীড়াভূমিতে তাহাদের যেরূপ স্ফূর্ত্তি, যেরূপ উৎসাহ, পরিলক্ষিত হয়, বিদ্যামন্দিরে যে তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হয় না; ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং এই প্রশ্ন স্বতই মনে হয়, যে শিক্ষার প্রথমাবস্থা শিশুগণের পক্ষে অতি নীরস, অতিশয় ক্লেশকর হওয়া কি

অবশ্যম্ভাবী? শিশুগণের পক্ষে বিদ্যানুশীলন কি কিয়ৎপরিমাণেও ক্রীড়ার মত সুখপ্রদ হইতে পারে না? তাহারা যেরূপ আগ্রহের সহিত ক্রীড়াভূমিতে গমন করে, এমন কোন বিদ্যালয় কি হইতে পারে না, যেখানে তাহারা সেইরূপ আগ্রহের সহিত যাইবে? আমাদের বোধ হয় শিক্ষাপ্রণালী এরূপ পরিবর্ত্তিত করা যায়, যদ্দ্বারা বিদ্যাশিক্ষা সুখকর হইতে পারে। অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির এরূপ অধ্যয়নানুরাগ দৃষ্ট হয়, যে তাঁহারা পাঠের অনুরোধে উচ্চপদ, অর্থ, যশঃ, স্বাস্থ্য পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দেন। এমন কি কাহারও কাহারও এই বিদ্যানুরাগ ব্যসনে পরিণত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তব্যক্তিগণের পক্ষে বিদ্যার যদি এতাদৃশী মোহিনী শক্তি থাকে, তাহা হইলে শিশুগণের পক্ষে কেন তাহা থাকিবে না? যদি তাহাদের বুদ্ধির স্বাভাবিক গতির অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই বিদ্যালাভে আগ্রহ প্রকাশ করে। কৌতূহল,—জানিবার ইচ্ছা—বিদ্যালাভের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। শিশুগণের মত কৌতূহল আর কাহার আছে? তাহারা পিতামাতাকে অবিরত জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এটা কি", "ওটা কি"। এই কৌতূহলের স্রোতঃ বিদ্যালাভাভিমুখে চালিত করা দুঃসাধ্য নয়। ধৈর্য্যের সহিত তাহাদের প্রশ্ন গুলির সদুত্তর দিলেই যে তাহাদের প্রচুর শিক্ষালাভ হইতে পারে।

বিদ্যানুশীলন সুখপ্রদ করা যায়। কিন্তু বিদ্যাকে এরূপ অনায়াসলভ্য এবং সুখপ্রদ করা উচিত, না, ক্লেশ বিদ্যালাভের নিত্য সহচর হয় এরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত? এ প্রশ্নের মীমাংসা করাও আবশ্যক। আমরা স্থলবিশেষে তিরস্কার এবং প্রহারের কার্য্যকারিতা অস্বীকার করি না; কিন্তু আমরা বৃথা কষ্ট দেওয়ার পক্ষপাতী নই। বাল্যকালে বলপূর্ব্বক বিদ্যা শিখাইবার চেষ্টা করিলে, অতিরিক্ত তিরস্কার বা প্রহার করিলে, অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ও নীরস ভাবে শিক্ষা দিলে, বিদ্যার উপর এরূপ বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়,যে শিশুর পরকাল নষ্ট হয়। শিশুগণ বিদ্যার মধুর আস্বাদ পাইবার পূর্ব্বেই উহা তাহাদের এরূপ তিক্ত বোধ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এতদ্ব্যতীত, অনেক সময়ই বালকগণকে স্বাভাবিক জড়তার জন্য দণ্ডিত হইতে হয়। অবহেলা এবং অমনোযোগের জন্যই তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া উচিত; মেধা বা

বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা না থাকিলে, বরং এরূপ প্রণালীতেই শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে উক্ত শক্তিসমূহ বর্দ্ধিত হয়। আমরা শিক্ষাকে সুখকর করিবার কথা বলিয়াছি। কিন্তু অনেকে সুখের নামেই ভয় পান; আমোদের প্রসঙ্গে তাঁহাদের প্রাণে শঙ্কার উদয় হয়। কিন্তু সুখ কিম্বা দুঃখ কিছুই অবিমিশ্র মঙ্গল বা অমঙ্গলের কারণ নহে। সুখভোগ মাত্রেই যে পাপ আছে, কিম্বা দুঃখভোগ করিলেই যে পুণ্যার্জ্জন করা যায়, তাহাও নয়। অনেকে এরূপ মত প্রকাশ করেন যেন তাঁহারা স্বর্গে হাস্যধ্বনি শুনিতে প্রস্তুত নহেন, সেখানে যেন কেবলই গম্ভীর মুখের সমাবেশ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভগবান শিশুকে হাসিতে শিখান; বিড়াল-শাবককে একটি শুষ্ক পাতা লইয়া ক্রীড়া করিতে শিখান; মেষ এবং ছাগশিশু ঈশ্বরদত্ত-প্রবৃত্তিবশতই আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। আমোদমাত্রেই কখনই তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং আমোদ এবং শিক্ষার একত্র সম্মিলনের প্রসঙ্গে যেন কেহ ভীত না হন। আমরা যে কার্য্য করিয়া সুখ পাই, তাহা কিরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহাতে কত অল্প ক্লান্তিবোধ হয়, তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। বালকগণ যদি জ্ঞানোপার্জ্জনে সুখ পায়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই অধিকতর আগ্রহের সহিত শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হইবে; তাহাদের শ্রমও অধিকতর ফলদায়ক হইবে।

অনেকে যুক্তিসঙ্গত কথাও কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মুখবিনিঃসৃত না হইলে শুনিতে চান না। তাঁহাদের আস্থা জন্মাইবার জন্য আমরা সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতের উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন ঃ—"জ্ঞানোপার্জ্জনেও স্বাধীনমানবের স্বাধীনতা থাকা উচিত। বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অঙ্গচালনা করাইলে কাহারও অনিষ্ট হয় না; কিন্তু বাধ্য হইয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহা মানসপটে সুন্দররূপে মুদ্রিত হয় না। অতএব, বলপ্রয়োগ করিও না; বাল্যশিক্ষা যেন এক প্রকার আমোদের মত বোধ হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করিও। এই উপায় অবলম্বন করিলে শিক্ষার্থীর মনের স্বাভাবিক গতি, (অর্থাৎ কি বিষয় শিখিতে সে স্বভাবতঃ অধিক পটু এবং ইচ্ছুক, তাহা) বুঝিতে পারিবে"। *

* "Because a freeman ought to be a freeman in the acquisition of

আমরা যেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতির পক্ষপাতী তাহা যে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা এক্ষণে একটি জর্ম্মান্ দেশীয় পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী বর্ণন করিব। এই বৃত্তান্তটী ডাক্তার জে, এম, রাইস্, "ফোরাম্" (Forum) নামক মার্কিনদেশীয় মাসিকপত্রে প্রকাশিত করেন। রাইস সাহেব বলিতেছেনঃ—

"আমি যে জর্ম্মান স্কুলের কথা বলিতেছি উহা প্রুসিয়ার অন্তঃপাতী এল্‌বার্‌ফেল্ড্ সহরে অবস্থিত। আমি গত বৎসর (১৮৯০ খৃঃ অব্দে) মার্চ্চ মাসে উক্ত স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিতেছি। আমি প্রথমে একটি শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম; উহাতে ত্রিশটী আট নয় বৎসর বয়স্ক বালক এবং ত্রিশটী তাহাদের সমবয়স্কা বালিকা অধ্যয়ন করে। শিক্ষক তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদিগকে আজ একটি ভূগোলের পাঠ দিব; এল্‌বার্‌ফেল্ড্ সহরের পাশ দিয়া যে নদীটী বহিয়া যাইতেছে উহার বিষয়ে পাঠ দিব।" শিক্ষক প্রশ্ন করিলেন, "এই নদীটির বিষয় আমাকে কেহ কিছু বলিতে পার?" অমনই ষাটটি হস্ত উত্তোলিত হইল, কারণ শিশুগণ সকলেই নদীটি দেখিয়াছিল; এবং তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হইল।

"কয়জন উহার উৎপত্তি-স্থান দেখিয়াছ?" তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র দেখিয়াছে বলিল।

"আরও কয়জন উহার উৎপত্তি-স্থান দেখিতে ইচ্ছা কর"? এবার আবার অমনই সকল হস্তই উত্থিত হইল। শিক্ষক বলিলেন, "আজ আমরা উৎপত্তি-স্থানটি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিব।" শিশুগণ শুনিয়া বড় সুখী হইল; কারণ তাহারা আজ বেড়াইতে যাইতে পাইবে। শিক্ষক সঙ্কেত করিবামাত্র তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার পর স্কুল গৃহ হইতে যাত্রা

knowledge. Bodily exercise, when compulsory, does no harm; but knowledge which is acquired under compulsion has no hold on the mind.

"Very true.

"Then, my good friend, I said, do not use compulsion, but let early education be a sort of amusement; you will then be better able to find out the natural bent."—Plato's Republic, Bk. VII. Jowett's translation, 2nd Ed. p. 233.

করিল। তাহারা দুইজন দুইজন করিয়া রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে কথা কহিতে কহিতে চলিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা যে নদীটির বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহার তীরে উপনীত হইল। তখন শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদিগকে কোন্ দিকে যাইতে হইবে বল দেখি?" একজন ছাত্র বলিল, "আমাদের ডাইনে চলুন"। শিক্ষক, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে?" ছাত্র, "আমি অনেকবার উৎপত্তি-স্থানটি দেখিয়াছি"। আর একজন ছাত্র বলিল, "জল সর্ব্বদাই নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, সুতরাং নদী যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিপরীত দিকে তীরে তীরে গমন করিলে ইহার উৎপত্তি-স্থান পাওয়া যাইবে"। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পর্য্যন্ত তোমরা আর কি লক্ষ্য করিয়াছ"? একজন বায়ু প্রবাহের দিক্ লক্ষ্য করিয়াছিল বলিল, আর একজন কয়েকটি নূতন গৃহ সম্বন্ধে কিছু দেখিয়াছিল বলিল, ইত্যাদি।

নগরের সীমা অতিক্রান্ত হইলে পর, শিক্ষক শিশুগণকে বলিলেন, "তোমরা এখন একটু বেশী গোলমাল করিতে পার।" একটী গান গাহিবার প্রস্তাব হইল; অমনি তাহারা উল্লাসের সহিত গাহিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে তাহারা আবার কথা কহিতে আরম্ভ করিল, এবং বলিল, যে আগেকার চেয়ে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র উচ্চে উঠিতেছে; গাছে ফুলের কুঁড়ি দেখা যাইতেছে; ঘাসগুলিকেও সহরের ঘাসের চেয়ে সতেজ দেখা যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন তাহারা কয়েকটী ক্ষুদ্র গিরিনদী দেখাইল। এই ভ্রমণের সময় শিশুগণের দৃষ্টি নদীর উপর নিবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, কারণ সেদিন উহাই তাহাদের শিক্ষার বিষয় ছিল। একটী শিশু বলিল, "নদীটা ক্রমেই ছোট হইয়া আসিতেছে।" শিক্ষক কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "যেখানে ছোট ছোট স্রোতের জল নদীতে পড়িয়া উহার আয়তন বাড়াইয়া দেয়, আমরা সে স্থান ছাড়াইয়া আরও উপরে আসিয়াছি।" যখন তাহারা একটা রেলওয়ের সেতুর নিকট পৌঁছিল, তখন তাহারা কলের গাড়ী, ট্রেনগুলি কোথায় যাইবে, প্রভৃতি, এবং তারে সংবাদ প্রেরণ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। এক ঘণ্টা পনের মিনিট পর্য্যটনের পর, শিশুগণ পর্ব্বতের চূড়ায় পৌঁছিল। সকলে পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ পর্য্যবেক্ষণ

করিল। তদনন্তর শিশুগণ চতুর্দ্দিকে নদীর উৎপত্তি-স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী শিশু উল্লাসের সহিত চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি।" সত্য সত্যই সে কতকগুলি আল্‌গা পাথরের নীচে একটি ঝরণা খুঁজিয়া পাইয়াছিল; সেইখানেই নদীর উৎপত্তি। শিশুগণ সকলে ঝরণাটী দেখিল, পাথরগুলি লইয়া খেলা করিল, এবং তৎপরে মাঠে চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা শিক্ষকের চারিদিকে আসিয়া সম্মিলিত হইল; এবং কয়েকটি গান গাহিয়া বিদ্যালয়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আবার শ্রেণীবদ্ধ হইল। স্কুল হইতে যাত্রা করিবার তিন ঘণ্টা পরে, শিশুগণ তথায় ফিরিয়া আসিল।

পরদিন শিশুগণ নিজ শ্রেণীতে পূর্ব্ব দিবসের পর্য্যটনের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। এই আলোচনার সময় তাহাদের উৎসাহ এবং আনন্দের সীমা ছিল না। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে সকলেরই হস্ত উত্তোলিত হইতে লাগিল। আমি শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ছাত্রগণকে কেন স্থিরভাবে বসাইয়া রাখিতেছেন না। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি যদি তাহাদিগকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির রাখিতে বাধ্য করি, তাহা হইলে তাহাদের মন কেবল সেই বিষয়েই নিবিষ্ট থাকিবে; তাহারা আর কোন দিকে মন দিতে পারিবে না। এরূপ করিয়া আমি কেন তাহাদের মনের ক্রিয়াশীলতা বিনষ্ট করিব?" সেইদিনকার পাঠে ছাত্রগণ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহারা ততই ভ্রমণকালে শিক্ষিত এত অধিক বিষয়ের উল্লেখ করিতে লাগিল যে, আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। তাহাদের কথাগুলি শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে তাহারা যে সকল বিষয়ের কথা বলিতেছে, সেগুলি জলন্তভাবে তাহাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ ভূগোল শিক্ষার জন্যই বালকগণ বেড়াইতে গিয়াছিল; কিন্তু ভূগোল শিক্ষা ব্যতীত তাহাদের প্রাণে আরও অনেক চিন্তার উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা গাছে ফুলের কুঁড়ি দেখিয়া আসিয়াছিল, এখন ফুল ফোটা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কৃষকগণকে ক্ষেত্রে নদীর জল সেচন করিতে দেখিয়া আসিয়াছিল; এখন জলসেচনের দ্বারা শস্যের কিরূপ

উপকার হয়, তাহা দেখিতে ব্যগ্র হইল। জর্ম্মান্‌দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি এইরূপ ভ্রমণ ও তল্লব্ধ জ্ঞানের উপর স্থাপিত। ছোট বড় সকল সহরেই এই প্রণালী অবলম্বিত হয়। এইরূপ ভ্রমণ দ্বারা ছাত্রগণের মনে যে সকল ধারণা জন্মে, তাহাতেই ভূগোল শিক্ষার সূত্রপাত হয়। এইরূপে ইতিহাস শিক্ষারও সূত্রপাত হয়; কারণ এই অভিপ্রায়ে ছাত্রগণকে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ অনেক স্থান দেখান হয়। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণ ভ্রমণকালে যে সকল পদার্থ দর্শন করে, এবং যে সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা কয়, তাহা হইতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক জ্ঞান লাভ করে। ভূগোলের এই পাঠের পর আমি এ, বি, সি, শ্রেণী (আমাদের ক, খ শিক্ষার শ্রেণী) দেখিতে গেলাম। আমি যখন্ উক্ত শ্রেণীতে প্রবেশ করিলাম, তখন শিশুগণ যাহা করিতেছিল, তাহাতে তাহাদের ভাষা শিক্ষা এবং স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি উভয়ই হইতেছিল। তাহারা একটী "পরীর গল্প" (Fairy tale) অভিনয় করিতেছিল। এতদ্দ্বারা তাহারা বিশুদ্ধ এবং স্পষ্টরূপে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে শিখিতেছিল। তৎসঙ্গে তাহাদের বিলক্ষণ আমোদও হইতেছিল। ইহার পর একটি চেয়ার ও টেবিল তিনটি তিনটি রেখা দ্বারা, একটি ছবির ফ্রেম চারিটি রেখা দ্বারা, একটি জানালা ছয়টি রেখা দ্বারা চিত্রিত করিতে শিখাইয়া, তাহাদিগকে সরলরেখা টানিতে শিক্ষা দেওয়া হইল। যে সকল জিনিষ তাহারা সর্ব্বদাই দেখে শুনে, তৎসমুদয় আঁকিতে তাহাদের বড় আমোদ বোধ হইতেছিল; সুতরাং চিত্রাঙ্কণ তাহাদের পক্ষে বড় সুখকর শিক্ষা বলিয়াই আমার বোধ হইল। অতঃপর তাহারা গত দিবসাবধি কি দেখিয়াছে শুনিয়াছে তাহা বলিতে লাগিল। তাহারা কোন্ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহাতে শীত কি গ্রীষ্ম বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিল। তাহাদের গৃহস্থিত তাপমান যন্ত্রে কত ডিগ্রী তাপ হইয়াছিল বলিতে লাগিল; চন্দ্রের অবস্থিতি এবং আকৃতি, এবং সূর্য্যোদয়ের সময়ের বিষয় বলিল। তাহারা বীজ রোপণ করিয়াছিল; গাছগুলি কেমন বাড়িতেছে, তাহা শিক্ষকের নিকট বর্ণনা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহাদিগকে অতি সহজ ভাবে পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়া হইল।

আমি ইহার পর যিনি শিশুগণকে ভূগোল শিক্ষা দিবার জন্য বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার কার্য্যটি সহজ কি না। তিনি বলিলেন, "না, বড় কঠিন। আমি প্রায় সকল শ্রেণীতেই পড়াইয়াছি; কিন্তু যে শ্রেণীতে খুব ছোট ছোট শিশু পড়ে, সে শ্রেণী পড়ান সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। জার্ম্মেনীতে যে সকল শিক্ষক শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকেই অতি অল্পবয়স্ক শিশুগণকে পড়াইতে দেওয়া হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শিক্ষা দিতে অনুমতি (License) পাইবার পূর্ব্বে আপনাকে কতকাল শিক্ষাধীন থাকিতে হইয়াছিল?" তিনি বলিলেন, "আমাকে শিক্ষকগণের শিক্ষালয়ে ছয় বৎসর শিক্ষা করিতে হইয়াছিল; তাহার মধ্যে শেষ বৎসর সপ্তাহে দুই হইতে চারি ঘণ্টা একজন বিজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ ও আদেশ অনুসারে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হইত। ইহার পর আমি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শিক্ষা দিতে অনুমতি পাইলাম। নির্দ্ধারিত দুই বৎসর কাল শিক্ষা প্রদানানন্তর আমায় রাজকীয় পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। এ পরীক্ষা বড় কঠিন। উক্ত দুই বৎসর আমি শিক্ষাদান কার্য্য যে কত কঠিন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

আমাদের দেশে কিরূপ লোকে শিশুগণকে শিক্ষা দেন, এবং ভূগোলাদি কিরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বলিয়া আর কেন আমাদের এবং পাঠকবর্গের মনস্তাপ বৃদ্ধি করিব? এ সকল কথা সকলেই জানেন। বিদ্যার্জ্জন এবং অশ্রুপাতের মধ্যে কোন দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে কি না, এখন সকলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

কিছু নই।

১

কিছু নই!—একি শুনি আজিকে তোমার মুখে?
কিছু নই, শুনে শুনে বড় ব্যথা পাই বুকে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে অণু হ'তে নূন নও,
জান না যদিও ক্ষুদ্র, পূর্ণতার ভার বও।

২

কেন মনে কর ভাই, তোমাদের কাজ নাই;
এ বিপুল বিশ্বধাম, তুমি তার একজন;
নানা মত শক্তি দিয়ে, নিজ হাতে সাজাইয়ে
বৃথা কি রে বিশ্বমাতা পাঠালেন এ বন?

একটী কীটাণু যার পূর্ণ করে এ সংসার,
তার কাজ তার খেলা, তা সবার আছে দাম
কেবল বৃথাই তুমি? বৃথাই তোমার নাম?

৩

মিছে কান্না কেঁদনাক, একবার চেয়ে দেখ,
বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড মাঝে জড়াজড় সবে ধায়;
শশাঙ্ক তপন তারা কেহ নহে আত্মহারা,
আপন গরিমাভরে ছুটে সবে পায় পায়;
পৃথিবীর জীবলোক, কারও প্রাণে নাহি শোক,
অনিল, উদ্ভিদ্ জাতি, নিরস্ত কেহত নয়!
কেবল তোমারি প্রাণ নিরাশা বিষাদময়?

৪

আঁধার তোমার তরে? মৃত্যু কি তোমার তরে?
না! না! নিশ্চয়ই না!!—ব'ল না বিষাদভরে
ও কথাটী; শুন বাণী, শুন বোন, শুন ভাই,
আশার ব্রহ্মাণ্ড মাঝে নিরাশার স্থান নাই।

৫

কি?
অনন্ত সৌন্দর্য্যভরা নিখিল অম্বর ধরা,
অনন্ত এ রসধাম জীবন যৌবনময়
বিশ্বধাম কার তরে? এই বিশ্ব চরাচরে
জীবনে মরণে হয় বল নিত্য কার জয়?
অদৃশ্যের দৃশ্য ছায়া, কর্ম্মনিষ্ঠা মহামায়া
জননী প্রকৃতি ব্যস্ত কার তরে অবিরাম?
কেন তাঁর এ সংসার? কিবা তাঁর মনস্কাম?

৬

যাহা কিছু ঘরে পরে, সকলই তোমার তরে,
তুমি যদি দুরে থাক, তবে ভাই দোষ কার?
কেন গো বিমর্ষ রও, দেখে শুনে কাজ লও,
ফেল দুরে অলসতা, জড়তা বিষাদ ভার;
জীবন্ত জগৎমাঝে জীবনেরি খেলা সাজে,
আলোকের জীব ছুটে আলোকের পেলে দেখা।
আলস্য জড়তা প্রাণে, তিলে তিলে মৃত্যু আনে,
আঁধারে পড়িলে জীব, দেখে আপনারে একা।

৭

তাই বলি,
ফেল দুরে অলসতা, জড়তা, বিষাদভার,
হুহুঙ্কারে ঝাড় অঙ্গ, জাগ জীব একবার।
মহিমায় জন্ম তব, মহিমার জীব তুমি,
জীবনে মরণে তব মহিমা (ই) আশ্রয়ভুমি।
মহাবৃক্ষ বীজ তুমি, কত আশা তব কাছে,
করমের মহা শক্তি তোমাতে নিহিত আছে।
যদি তাহা অবহেলে মরিচায় কর ক্ষয়,
বিধির বিধান, তাহা ফিরিয়া পাবার নয়।
তাই বলি ছুড়ে ফেল মহামার জড়তায়,
করমের পথে চল ধীরে ধীরে পায় পায়।
একথাটি ভুল'নাক; আর মুখে এন'নাক
কিছু নই, কিছু নই; আর কভু বল্'নাক।
মঙ্গল বিধাতারাজ্যে শূন্যের(ও) আছেরে দাম,
কর্ম্মশীল বিশ্বমাঝে তোমারও আছেরে কাম।
হরিনাম বল মুখে, হরিমন্ত্র জপ বুকে,
আপন গন্তব্য পথে চলরে মনের সুখে।

অন্ধের বিদ্যাশিক্ষা।

বহুসংখ্যক অন্ধব্যক্তিকে যদিও বেশ সন্তুষ্ট এবং প্রফুল্লচিত্ত দেখা যায়, তথাপি, দৃষ্টিশক্তি না থাকায় তাহাদিগকে যে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, তাহার সন্দেহ নাই। পৃথিবীর কোন দেশেই অন্ধের সংখ্যা কম নয়। নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশসমূহে হাজারে একজন অন্ধ দেখা যায়। আমাদের দেশে বোধ হয় এই হার আরও বেশী হইবে। বঙ্গদেশের মোটামুটি লোকসংখ্যা সাত কোটী। ইহার মধ্যে অন্ততঃ সত্তর হাজার ব্যক্তি অন্ধ। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের সকল দেশে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অন্ধজনের বিদ্যা এবং নানাপ্রকার শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে; তাহাদের দারিদ্র্যজনিত এবং অপরাপর কষ্ট নিবারণের জন্য সমিতি আছে। ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর যত অন্ধ ব্যক্তির সাহায্য করা হয়, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য বৎসরে আড়াই শত টাকার উপর চাঁদা আদায় হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত তথায় অন্ধগণ ঝুড়ি বুনিতে, ব্রুস্, ঝাঁটা, গদি, মাদুর প্রভৃতি জিনিষ তৈয়ার করিতে, বেত দিয়া চেয়ার বুনিতে, এবং স্ত্রীলোকেরা মোজা বুনিতে ও সেলাই করিতে শিক্ষা করে। যাহারা অধিক বয়সে অন্ধ হওয়ায় আর নূতন কোন ব্যবসায় শিখিতে পারে না, তাহাদের সাহায্যের জন্য (The Royal Blind Pension Society) নামক একটী সমিতি আছে। গত বৎসর এই সভা ৬৩০ জনের সাহায্য করিয়াছেন। সাহায্যের পরিমাণ মাসিক ৭।৮ টাকা হইতে ১৭।১৮ টাকা পর্য্যন্ত। বঙ্গদেশে কেবল অন্ধব্যক্তিদের সাহায্য করিবার জন্য কোন সমিতি আছে বলিয়া আমরা জানিনা। এরূপ সমিতির বড়ই প্রয়োজন।

সকলেই জানেন, একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলে অপর ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি বর্দ্ধিত হয়। তজ্জন্য দেখা যায়, যে অন্ধগণের শ্রবণ এবং স্পর্শ-শক্তি বড়ই তীক্ষ্ণ। যেখানে যেখানে অন্ধগণকে লেখা পড়া শিখান হয়, তথায় তাহারা স্পর্শ-শক্তির সাহায্যেই লিখিতে পড়িতে শিখে। তাহাদের পড়িবার অক্ষর গুলি উঁচু উঁচু; তাহারা উঁচু উঁচু অক্ষরগুলির

উপর হাত বুলাইয়া বেশ পড়িতে পারে। হাউই (Hauy) নামক একজন ফ্রান্সদেশবাসী ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে অন্ধগণের জন্য উঁচু অক্ষরের একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান সময়ে অন্ধগণের শিক্ষার জন্য নানা-প্রকার লিখন-প্রণালী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ব্রেল (Braille) সাহেবের উদ্ভাবিত প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। নিজ পঠদ্দশায় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বনামপরিচিত লিপি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ইহাতে কোন দেশের প্রচলিত অক্ষর ব্যবহৃত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সজ্জিত ছয়টি বা তন্ন্যূন সংখ্যক উচ্চ বিন্দু দ্বারা বর্ণমালার সমুদয় অক্ষর লিখিত এবং পঠিত হয়। এই প্রণালী অনুসারে লিখিবার একটি যন্ত্র (Writing Frame) আছে। তাহার মূল্য ৪ টাকার অধিক নয়। কাহারও প্রয়োজন হইলে আমরা বিলাত হইতে আনাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারি। কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীতও লেখা যায়। শক্ত মোটা কাগজ একটি ভোঁতা ছুঁচের উপর রাখিয়া টিপিলেই একটি উচ্চ বিন্দুর মত চিহ্ন হয়। যে অক্ষরটী লিখিতে হইবে, তাহাতে যতগুলি বিন্দু যে ভাবে সজ্জিত আছে, সেই ভাবে স্থাপিত ততগুলি উচ্চচিহ্ন উৎপন্ন করিতে বিলম্ব হইতে পারে। এজন্য এক একটি অক্ষরের জন্য এক একটি টিন কিম্বা তামার পাতলা পাত লইয়া তাহাতে এক একটি এইরূপ অক্ষর লিখিতে হয়। কাগজে লিখিতে হইলে শক্ত মোটা কাগজ ভিজাইয়া, এই ধাতু নির্ম্মিত উচ্চ উচ্চ অক্ষরগুলির উপর রাখিয়া চাপ দিলেই অনায়াসে লেখা যায়। অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া ছুঁইয়া এই লেখা অন্ধগণ অনায়াসে পড়িতে পারে। ব্রেল প্রণালী অনুসারে লিখিত একটি বাঙ্গলা বর্ণমালা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এক একটি শূন্যক (০) এক একটি উচ্চ বিন্দু-চিহ্নের স্থানীয় মনে করিতে হইবে।

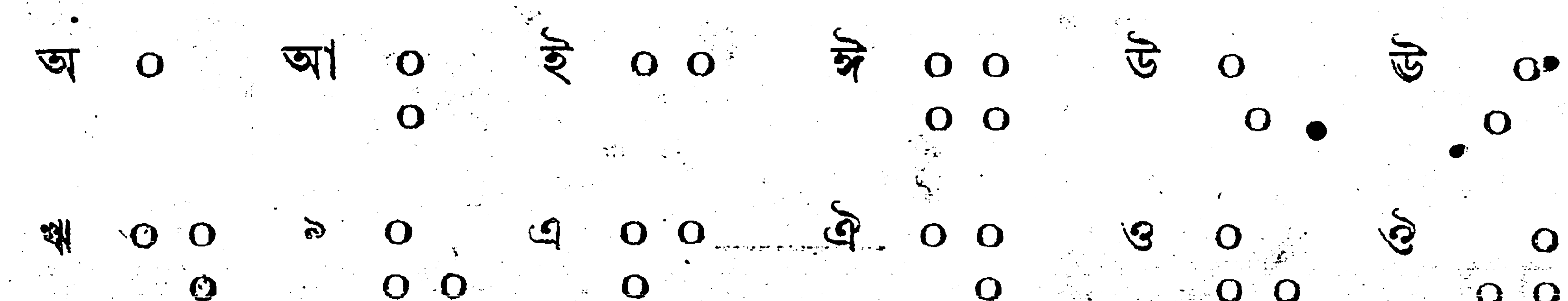

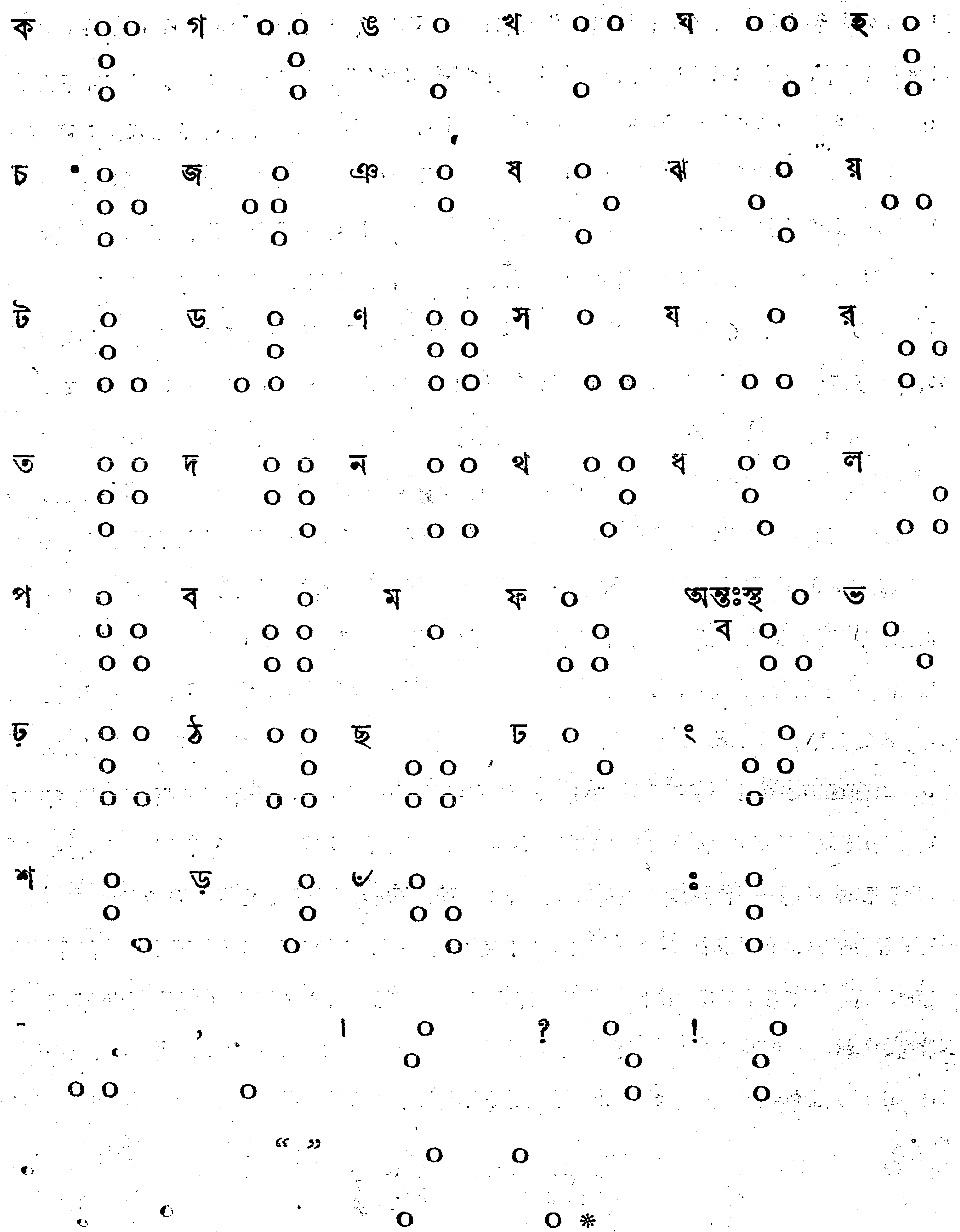

* ব্যঞ্জনবর্ণগুলি ভ্রমবশতঃ বর্গানুসারে সজ্জিত হয় নাই, কিন্তু তজ্জন্য ব্রেল-লিপিপদ্ধতি বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না। সম্পাদক।

নামে ভক্তি জীবে দয়া, ইহাই সার ধর্ম্ম।—এই কথাটি ব্রেল অক্ষরে এইরূপে লিখিত হইবে,—

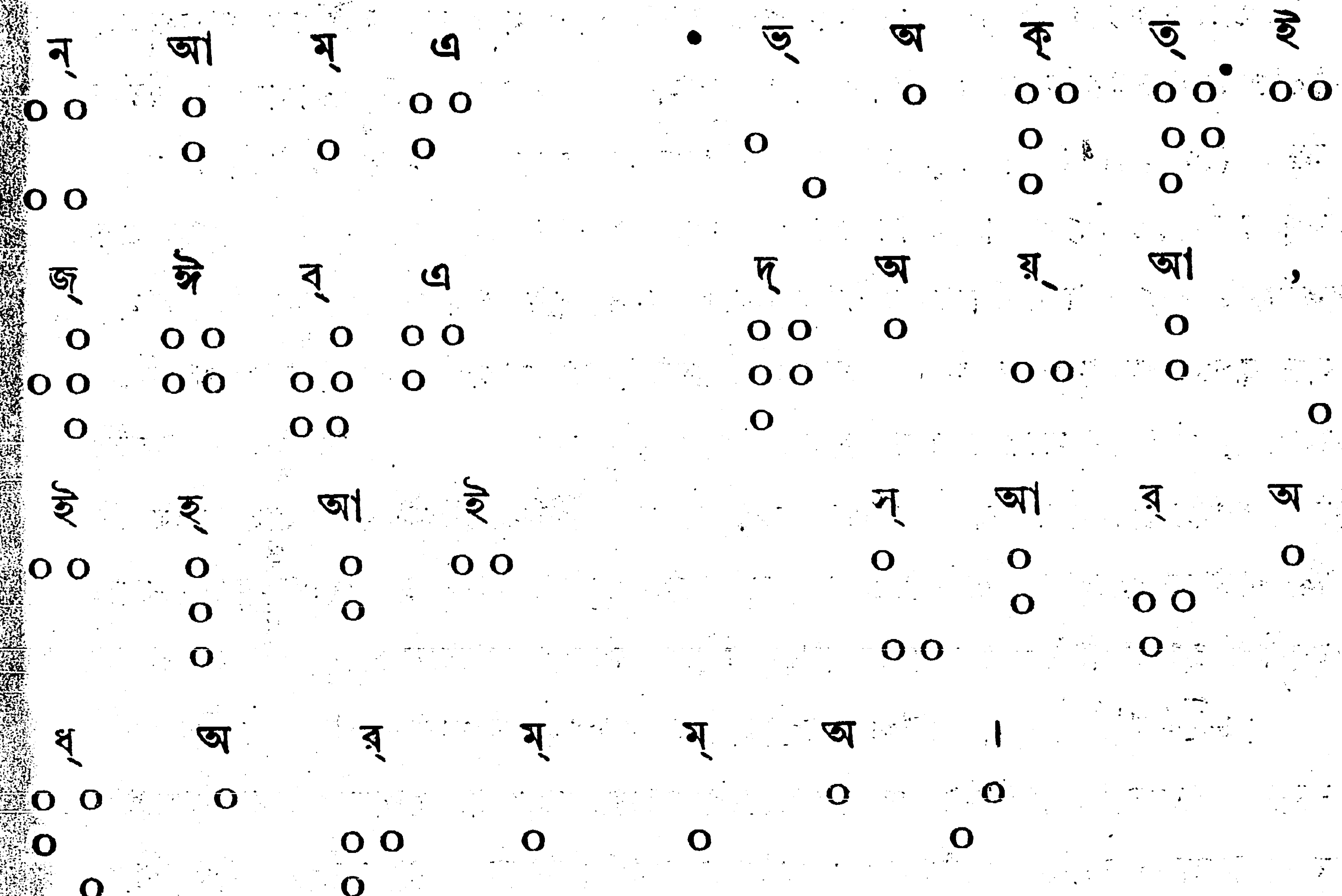

এই লিখন-প্রণালীতে একই অক্ষরের উচ্চ বিন্দুবৎ চিহ্নগুলি যত দূরে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণগুলি তাহার দ্বিগুণ দূরে, এবং ভিন্ন ভিন্ন পদগুলি তাহার চারি-গুণ দূরে অবস্থিত থাকে। ইংরাজিতে এবং অন্য অনেক ইউরোপীয় ভাষায় ব্রেল অক্ষরে অনেক পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে শীঘ্রই অন্ধগণের জন্য একটি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইবে। ইহা ব্রেল প্রণালী অনুসারে মুদ্রিত হইবে।

সারা মার্টিন।

আমরা যেখানে দেখিতে পাই যে কোন মানব আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, পতিত মানবগণের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল, সেখানেই আমাদের হৃদয়ে এক পবিত্রতার ছায়া পতিত হয়। আপনার

সুখ ভুলিয়া পরের হিতের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করে, জগতে ঈদৃশ মানবের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সারা মার্টিন তাঁহাদিগেরই একজন।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সারা মার্টিনের জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়, তাই তাঁহার শিক্ষা তত সম্পূর্ণ হয় নাই। বাল্যকালে তিনি দর্জ্জির ব্যবসায়ে শিক্ষিত হয়েন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে তাহা হইতে মহত্তর কার্য্য করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর, তখন এক দিন তিনি কোন ধর্ম্মযাজকের নিকট এক ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন। সময়ে সময়ে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদের জীবনের গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। সারারও তাহাই হইল। এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া অবধি তিনি ধর্ম্মালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাইবেল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থ আলোচনায় তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন ভাব জাগরিত হইয়া উঠিল। সারা নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সারা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশে ইংলণ্ডের ন্যায় সুসভ্য দেশেও কারাগৃহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কারাবাসিগণ নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত ও পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্ব হইতেই কারাগৃহ সংশোধনের ইচ্ছা সারার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। এই সময়ে একদিন তিনি শ্রবণ করিলেন, যে একজন রমণী তাহার সন্তানের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করায় কারারুদ্ধ হইয়াছে। সারার হৃদয়ে তাহাকে সৎপথে আনয়ন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি কারাগৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবার জন্য কারাধ্যক্ষের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন। অন্য কেহ হইলে হয়ত কারা-সংশোধনের আশা এখানেই পরিত্যাগ করিত; কিন্তু সারা যে কার্য্য সাধনের জন্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া, বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বারংবার চেষ্টার পর কৃতকার্য্য হইলেন।

কারাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভীত হইবারই কথা। শত শত আসুরিকপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হৃদয়বিহীন মানবকে সেখানে দেখিলে বোধ হয়, যেন সে স্থান পাপের লীলাক্ষেত্র। কিন্তু সারা

পশ্চাৎপদ হইলেন না। প্রথমে তিনি পাষাণহৃদয় কারাবাসীদিগের নিকট বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। সপ্তাহে একদিন করিয়া এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

প্রথম প্রথম কয়েদীরা তাঁহাকে উপহাস করিত বটে, কিন্তু পরিশেষে তাহারা তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। জগৎ দেখিল যে পাপ অপেক্ষা পবিত্রতার বল অনেক অধিক। কারাবাসিগণ মনোযোগের সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সারা দেখিলেন যে সুধু উপদেশে কিছু হইবে না। কারাবাসিগণ যত দিন অলসভাবে জীবন যাপন করিবে, তত দিন তাহাদের উন্নতির আশা করা যায় না। তিনি তাহাদিগকে কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং শুধু ইহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া যাহাতে তাহারা কারামুক্ত হইয়া কার্য্য পায়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কারাগৃহে সারার কার্য্য সম্বন্ধে কোন রাজকর্ম্মচারী এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—"আমি একদিন প্রাতঃকালে কারাগৃহে গিয়া সেখানকার উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলাম। সে দিন একজন রমণী (সারা মার্টিন) ধর্ম্মযাজকের আসন গ্রহণ করিয়া কারাবাসীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। রমণীর কণ্ঠস্বর অতিশয় মিষ্ট, কথার উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দর, এবং তাঁহার প্রত্যেক কথা যেন শ্রোতার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। সকল কয়েদীই সেদিন উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিল। সেখানে সেদিন যে দুইটী গীত হইয়াছিল, সেরূপ সুমিষ্ট সঙ্গীত আমি কোন ধর্ম্মালয়েও শ্রবণ করি নাই। রমণী সহজ ভাষায় সরল নীতিকথা এমনই সুন্দর করিয়া বলিয়াছিলেন যে অশিক্ষিত কারাবাসিগণও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আমি দেখিলাম যে কারাবাসিগণ সেই রমণীর বক্তৃতা অত্যন্ত ভক্তি ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিল। সেই দিন সন্ধ্যা কালেই আবার স্ত্রী-কয়েদীদিগের উপাসনা হয়; তাহাও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।"

যখন সারা এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম করেন তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। এমন কি তাঁহাকে সময়ে সময়ে অনাহারে থাকিতে হইত। প্রায় বিংশতি বর্ষ ধরিয়া ক্রমাগত এইরূপ গুরু পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার শরীর

ভগ্ন হইয়া গেল। আর তিনি তেমন গুরুতর পরিশ্রম করিতে পারিতেন না। তথাপিও যত দিন একেবারে শয্যাশায়ী না হইয়াছিলেন, ততদিন কয়েদীদিগের জন্য অল্প অল্প পরিশ্রম করিতেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সারা নশ্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে ঈশ্বরের শান্তিময় ক্রোড়ে চিরশান্তিলাভ করিলেন। পাপমগ্ন মানবগণকে উদ্ধার করিতে সারা তাঁহার জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সারার জীবন নিঃস্বার্থ পরোপকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।*

গত ২৭শে জুন ১৪ই আষাঢ় দাসাশ্রমের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। নূতন বৎসরের প্রারম্ভ হইতে নবোৎসাহে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় এবার বৎসরের আরম্ভ হইতেই কার্য্যক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত হইয়াছে, জনসাধারণেও আমাদের প্রতি তদনুরূপ অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। ভরসা করি স্বদেশবাসী মহাত্মাগণের উৎসাহে, এবং সর্ব্বোপরি ভগবানের আশীর্ব্বাদে, আমাদের কার্য্যক্ষেত্র উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত এবং সকল অভাব দূরীভূত হইবে।

সেবালয়। এই একমাসের মধ্যে সেবালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী রোগী আসিয়াছে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১। রাহু; একটি অশ্রয়হীনা বিধবা রমণী। ভিক্ষা করিয়া আহার সংগ্রহ করিত, ও নাটুবাবুর বাজারের নিকট পড়িয়া থাকিত। ইহার বয়স ৩৫ বৎসর, জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়, বাড়ী বালেশ্বর জেলা। বাতে প্রায় চলৎশক্তি বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, ও জ্বরে কাঁপিতেছিল। এমন সময়ে একজন দাস তাহাকে দেখিতে পাইয়া সেবালয়ে আনয়ন করেন, ও তাহার রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ

* দাসাশ্রমের চিকিৎসা প্রধানতঃ হোমিওপ্যাথী মতেই হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে এলোপ্যাথী ও কবিরাজীর সাহায্য লওয়া হয়। রোগ, চিকিৎসা, ও ঔষধ সম্বন্ধীয় মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

করা হয়। রোগী আফিং খাইত ও গুলি খাইত, তথাপি চিকিৎসা ও সেবায় রোগী জ্বর-শূন্য হয়। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে তাহাকে একটু সবল করিয়া ছাড়িয়া দিব, কিন্তু জ্বর থাকিতে থাকিতেই একদিন পলায়ন করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া গুলি খাইতে যায়। তাহাতে জ্বর ও বাত বৃদ্ধি পায়। জ্বরমুক্ত হইয়াও একদিন ভিজিতে ভিজিতে গুলি খাইতে পলাইয়া যায়। এই জন্যই তাহাকে দুর্ব্বল অবস্থাতেই বিদায় দেওয়া হয়। সর্ব্বশুদ্ধ সে ১১ দিন সেবালয়ে ছিল।

২। দেবকি।—জাতিতে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, নিবাস কাশী, বয়স ৫০।৫৫; পথে বিষ্ঠা মাখা কাপড়ে জ্বরে কাঁপিতেছিল। একজন পাচিকা ব্রাহ্মণী তাহাকে ডাকিয়া সেবালয়ে আনয়ন করেন। একজন দাসী তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধোয়াইয়া দিয়া উপযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া শুয়াইয়া দিলেন। পীড়া জ্বর ও ভয়ানক রক্তামাশয়। তাহার স্ত্রীপুত্রগণ অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হয় বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে সেবালয় হইতে আহার ও কখনও কখনও পয়সা দেওয়া হইত। এই রোগী ৩০শে জুন সেবালয়ে আগমন করে। প্রথমতঃ জ্বর-বিরামের অবস্থায় চায়না ৩০, জ্বরের অবস্থায় ব্যাপ্‌টিসিয়া ১x দেওয়া হয়; তাহার পর মার্কুরিয়াস্ কর, ইপিকাক্ ও হেমামিলিস্ দেওয়া হয়। ছয় দিনের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া অন্নাহার করিলে বিদায় দেওয়া হয়। রোগী কয়েক দিবস্ পরে মহানন্দে একদিন দাসদাসীদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিল।

৩। ননী।—ডোমের মেয়ে, বয়স ১৬। প্রসবকালে তাহার প্রসব-দ্বার ও প্রস্রাব-দ্বার ছিঁড়িয়া যায়। বাবু বিপিনবিহারী মৈত্র এম, বি, অনুগ্রহ করিয়া উহাকে দুই দিবস আসিয়া বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বলেন, এখানে বিশেষ সুবিধা হইবে না, হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দাও। তাঁহার পরামর্শানুসারে উহার মাতাকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া ও অভয় দিয়া, উদ্যোগ করিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

৪। ভূষণ।—ডোমের মেয়ে। বয়স আট বৎসর। রোগ আমরক্ত ও জ্বর। ইহাদের গৃহ অত্যন্ত কদর্য্য ও রোগীর পক্ষে বড়ই অস্বাস্থ্যকর বলিয়া রোগীকে সেবালয়ে আনা হয়। বালিকা প্রায় ছয়মাস কাল ঐ রোগে ভুগিতে

ছিল। এখানে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া যায়। রোগীকে প্রথমতঃ মাকু‍‍র্রিয়াস্ কর, পরে অত্যন্ত পেট বেদনার জন্য কলো-সিন্থ, ও সর্ব্বশেষে জ্বর বন্ধ করিবার জন্য ও অবশেষে যে অল্প দোষ ছিল তাহার জন্য আর্সেনিক্ দেওয়া হয়।

৫। মাতু।—বয়স ৩৫ বৎসর। জাতিতে ডোম। রোগ উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থা, জ্বর ও । যাতায়াত করিতে অক্ষম ও সেবার লোকের অভাব বলিয়া সেবালয়ে স্থান দেওয়া হয়। অন্নাহার করিবার পর চলাচল করিতে সক্ষম হয় ও সারিয়া যায়। তাহার পর তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়, ও দাতব্য বিভাগ হইতে কয়েকদিবস ঔষধ লইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে। রোগীর উপরে প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া রসুনের সেক দেওয়া হয়। রোগীকে বরাবর নাইট্রিক এসিড্ দেওয়া হয়, ও তাহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।

৬। তরফদি।—জাতিতে মুসলমান, বয়স ২৭।২৮, নিবাস তারকেশ্বরের নিকট। এক দিবস ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র, এম, বি, নিজের গাড়ী করিয়া রোগীকে সেবালয়ে রাখিয়া যান। তাঁহার কথা মত রোগীকে প্রথমতঃ মাকু‍র্রিয়াস্ কর দেওয়া হয়। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখা গেল, যে রোগের তখন চরমাবস্থা। হস্তপদ মুখে শোথ, একবারেই রক্তশূন্যতা, এবং ইহার উপর নিদারুণ হিক্কা ও ক্রমি দোষ ছিল। রোগীকে ক্রমান্বয়ে আর্সেনিক, বেলেডোনা, শিনা প্রভৃতি ঔষধ দেওয়া হয়; পেট ফুলিয়া উঠায় কার্ব্বো দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ দিবস রাত্রি ১২ টার পর হইতে রোগীর অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। রোগী বার বার কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "যেন আমি না মরি।" হতভাগ্যের স্ত্রীপুত্র কন্যা সকলেই আছে। রাত্রি ১১ টার সময় একজন দাসীকে সকাতরে আপনার পারিবারিক সকল অবস্থা বলিল। পরে ক্রমে শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। এই সময়ে তাহাকে বার বার আল্লানাম শুনান হয়, কিন্তু হতভাগ্য সে নাম সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে থাকে। কতবার অস্ফুটস্বরে অজ্ঞাত লোকের নাম ধরিয়া ডাকে। এই সময়ে দুইটি দাস সাশ্রুনয়নে রজনীর অন্ধকারাবৃত কক্ষের মধ্যে বসিয়া মুদ্রিতনয়নে জীবনমরণের সঙ্কট স্থলে

অবস্থিত আত্মার জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ৪ টার সময়ে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, আত্মাপক্ষী উড়িয়া গিয়াছে ও মরদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালে মৃত শরীর কবরস্থ করিবার ব্যবস্থা করা হয়, ও মৃত আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা করা হয়।

৭। কালু—পিতৃমাতৃহীন বালক। বয়স ১০।১২ বৎসর। ইহার বিষয় সম্পত্তি আত্মীয়েরা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে বলিয়া হতভাগ্য রাস্তায় রাস্তায় পাগলের ন্যায় ঘুড়িয়া বেড়ায়। ইহার পেট হইতে ভয়ানক তাজা রক্ত পড়িতে ছিল। সেবালয়ে ইহাকে রাখা হয় ও এক ফোঁটা হেমামিলিসে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে।

৮। ডাহা।—হিন্দুস্থানী ধোপা; স্ত্রীবিয়োগের পর ১॥০ বৎসরের কন্যাকে লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ভয়ানক রোগাক্রান্ত হয়। শান্তি সম্প্রদায়ের এক ভ্রাতা উহাকে সেবালয়ে দিয়া যান। তাহার ১॥ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া এক দাসীর তত্ত্বাবধানে দেওয়া হইল। লোকটি দ্বৌকালীন জ্বর ও অতিসারে ভুগিতেছিল। দুই দিবস থাকার পর ভাত না দেওয়াতে রোগী রাগ করিয়া নিজ কন্যা লইয়া চলিয়া যায়। উহাকে ব্যাপ্‌টিসিয়া ও ব্রায়োনিয়া দেওয়া হয়। জ্বর কমিয়াছিল।

৯। রাজকুমারী।—ডোমের স্ত্রী, বয়স ২০।২১ বৎসর। বাটিতে উপযুক্ত সেবা হয় না ও নানাপ্রকার কুপথ্য করে বলিয়া সেবালয়ে আনা হয়। প্রথমতঃ যকৃতে রক্তাধিক্য বলিয়া ব্রায়োনিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে রোগ্নী পেটের বেদনায় মূর্চ্ছিত হইতে থাকে বলিয়া নক্স্ দেওয়া হয়। মূর্চ্ছা বন্ধ হয়, কিন্তু বেদনা অসহ্য হয়। দুই তিন বার করিয়া নক্স্ দেওয়াতে বেদনা নরম পড়ে। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ রায় পরীক্ষা করিয়া বলেন যে যকৃতের উপর ফোড়া হইয়াছে। তজ্জন্য উহাকে বেলেডোনা ও মাকু‍র্রিয়াস্ দেওয়া হয়। তাহাতেই সম্পূর্ণ নরম পড়িয়া যায়। ফোলার উপর ছাতিমের ছাল, মরিচ ও হুঁকার জলের প্রলেপ করিয়া দেওয়া হয়। এখনও অল্প ফুলা ও বেদনা একটু আছে বলিয়া রোগীকে সেবালয়ে রাখা হইয়াছে।

১০। বিনয়।—মানিকদহ ইস্কুলের শিক্ষক বাবু কুঞ্জবিহারী শীলের পুত্র; ইহার মাতা হাঁসপাতালে আছেন বলিয়া ইহাকে একজন দাসীর তত্ত্বাবধানে

রাখিয়া যান। রোগ ক্রমি, দুর্ব্বলতা ও গুহ্যপাত। প্রথমতঃ সিনা, তাহার পর স্যাণ্টোনাইন দেওয়া হয়। কিন্তু বিশেষ উপকার না হওয়াতে ইগ্‌নেসিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে অনেক উপকার হইয়াছে, ও এখনও শিশুটী ঐ দাসীর তত্বাবধানে আছে।

১১। পূর্ণ।—একজন বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র। বয়স ৭।৮ বৎসর। পল্লীগ্রাম হইতে নূতন আসিয়াছে। রোগ বাল্য-উপদংশ। রোগ সংক্রামক বলিয়া একটা পৃথক ঘর ভাড়া করিয়া রাখা হয়। মার্কুরিয়াস দেওয়া হয়। অনেক নরম পড়ে। কিন্তু রোগী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আরোগ্য হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। রোগীর অবস্থানকালে তাহার মাতাকেও খাইতে দিতে হইয়াছিল।

১২। রাজেশ্বরী।—পূর্ব্বোক্ত কুঞ্জবাবুর পত্নী। ইনি প্রায় বৎসরাধিক সূতিকা রোগে ভুগিতেছিলেন। অবশেষে ইহাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে রাখা হয়। সেখানে ১॥০ মাসের উপর থাকেন। কিন্তু পথ্যাপথ্যের ভাল ব্যবস্থা হয় না বলিয়া, ও রোগ ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া, তিনি জীবনে নিরাশ হন, এবং শান্তিতে মরিবেন এই আশা করিয়া সেবালয়ে আসিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করেন। এখানে আসিয়া ইহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার বিষয় আগামী সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে লিখিত হইবে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে মাণিকদহের জমীদার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মহোদয় ইহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, কলিকাতা। ২৮শে জুন হইতে এই চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। এক মাস তিন দিনের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮ জন রোগী ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ২৬ জন পুরুষ, ৩২ জন স্ত্রীলোক। রোগের তালিকাঃ—মাথাঘোরা ১, গলগণ্ড ১, চক্ষু-প্রদাহ ৫, রক্তামাশায় ৪, যকৃত ১, বাত ৪, উপদংশ ৫, পেটের অসুখ ৬, ক্রমি ২, স্বল্প জ্বর ১,মাথার পীড়া ২, ফিতাক্রমি ১, পুরাতন জ্বর ৩, পাভাঙ্গা ১, জরায়ু-স্থানচ্যুতি ১, পারার ঘা ১, জ্বর ৩, প্রমেহ ৩, মাথার ঘা ১, দাঁত ওঠা ১, দন্তশূল ১, ও অন্যান্য রোগ ১০। ইহার মধ্যে আরোগ্য

লাভ করে ৩৪ জন, ছাড়িয়া যায় ১১ জন, এখন চলিতেছে ১১ জন,মেডিক্যাল কলেজে পাঠান যায় ১ জন এবং একজনকে সেবালয়ভুক্ত করা যায়। এই অল্প সময়ের মধ্যে বেশ বুঝা গিয়াছে যে দুরবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে দুর্নীতিজাত পীড়াই অধিক। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার রোগই অধিক। দুরবস্থাপন্ন লোকদের যাহাতে নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় ও স্ত্রীলোকদের যাহাতে উপযুক্ত যত্ন করা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা স্বদেশহিতৈষী লোকমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, জালালপুর।—জালালপুরে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ঔষধাদি প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু ভারার্পণ করিবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই বলিয়া এখনও খোলা হয় নাই। ভরসা করি শীঘ্রই খোলা হইবে।

দাসাশ্রমের আয়ব্যয়ের হিসাব।

জমা।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩টা মশারির জন্য ৪৲, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৲, মিঃ এ, এম, বসু ২৲, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, একজন দাসী কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে ॥০, বাবু বিপিনবিহারী মৈত্র ১৲, শ্রীমতী হেমনলিনী বসু ১৲, বাবু রামরতন চট্টোপাধ্যায় বিবাহ উপলক্ষে ১৲, একজন বন্ধু ২৲, বাবু প্যারীচরণ মিত্র ১৲, বাবু রাধানাথ দেব স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১৲, কতকগুলি যুবক পূর্ব্বোক্ত মহিলার দাহকালীন জলখাবার হইতে ১৲, বাবু নীলমণি ধর ১৲, একজন ভদ্রলোক ৵০, একজন বন্ধু ।০, একজন ভদ্রলোক ॥০, ক্ষুদ্র দান ৫৲, বাবু অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী ।৴১৫, বাটীভাড়াকাত প্রাপ্ত ১০৲, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে সংগৃহীত ৮॥৵১৫, একজন ভদ্র মহিলার মাসিক চাঁদা ২৲, বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার গুহ বি,এ, আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টার চট্টগ্রাম ৫৲।

খরচ।

রোগীর পথ্যাদি খরচ ১২৸৵১৫, রোগীর মশারি ৩টা ৪৲, একটী রোগীর সমাধি খরচ ৫৸০, বাটী ভাড়া ১৮৲, নূতন ঔষধ ক্রয় ৸৵০।

মোট জমা ৪৫।৶১৫; মোট খরচ ৪১।৶১৫; বাকী ৪৲ টাকা হস্তে স্থিত।

সেবা-সংবাদ।

স্নেনহাটী দাতব্য-ভাণ্ডার।—আমরা জুলাই মাসের "সখা" হইতে সেনহাটী দাতব্য-ভাণ্ডারের বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছি:—

"গ্রামস্থ দরিদ্রগণকে পালন করাই [এই] ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য। ঐ গ্রামটিতে প্রায় একশত জন নিঃস্ব ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহাদিগের কাহারও পরিশ্রম করিয়া খাইবার শক্তি নাই;—কেহ বা রোগা, কেহ বা বালক, আর কেহ বা ভদ্র-বিধবা। খাইবার এত লোক আছে বটে, কিন্তু দিবার লোকের বড়ই অভাব। গ্রামের অধিকাংশ লোকই মধ্যবিত্ত অবস্থার। একেবারে অনেক টাকা সাহায্য করিবার শক্তি কাহারওই নাই। এই জন্য দাতব্য ভাণ্ডার পয়সার পরিবর্ত্তে চাউল লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবারে যখন রান্না করিবার চাউল লওয়া হয়, তখন তাহা হইতে গৃহকর্ত্রী একমুঠা করিয়া চাউল দাতব্য-ভাণ্ডারের জন্য উঠাইয়া রাখেন। এইরূপে প্রত্যেক পরিবার হইতে সপ্তাহে ১৪ মুষ্টি—প্রায় ৩ পোয়া চাউল, সংগৃহীত হয়। এই সমুদায় চাউল সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক পাড়ায় ২।৩ জন করিয়া বালক আছে। তাহারা প্রত্যেক রবিবার অপরাহ্ণে নিজের পাঠাদি সমাপন করিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া আনে, এবং ভাণ্ডার গৃহের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট মাপিয়া রাখিয়া আইসে। এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ পয়সা দেন, তাহাও তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকে। কেহ কেহ রীতিমত চাঁদাও দেন,—এবং তাহা ছাড়া গ্রামে বিবাহাদি উৎসব হইলে কর্ম্মকর্ত্তা দাতব্য ভাণ্ডারে কিছু কিছু সাহায্য করেন। এই প্রকারে সপ্তাহে প্রায় দেড়মণ চাউল ও কিছু নগদ পয়সা হয়। যে সকল ব্যক্তি ভাণ্ডারের সাহায্য লন, তাঁহাদিগকে জনপ্রতি পূর্ব্বে সাপ্তাহিক তিন সের হিসাবে চাউল দেওয়া হইত। এক্ষণে সাহায্য-প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে এবং বালক ও বৃদ্ধের গড়ে তিন সের অত্যন্ত অধিক হয় বলিয়া দুই সের করিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রত্যেক পাড়ার আদায়কারী বালকেরাই ঐ পাড়াস্থ দরিদ্রদিগকে চাউল বিতরণ করে। সোমবার অপরাহ্ণে স্কুলের পর উহারা চাউল মাপিয়া নিজের নিজের পাড়ায় বিতরণ করিয়া আইসে। দান কার্য্য অতি গোপনে হয়; কারণ তাহা না হইলে যে সমুদয় ভদ্র পরিবার সাহায্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা পাইতে হয়। গত বৎসরে এই প্রকারে ৫৪ চুয়ান্ন মণ চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গত শীতে কোন কোন ব্যক্তিকে শীতবস্ত্রও দেওয়া হইয়াছে। একুনে প্রায় চল্লিশ জন নিঃসম্বল ব্যক্তি প্রতিপালিত হইয়াছে; এবং বৎসরের শেষে সম্পাদকের নিকট পঞ্চাশ টাকা মজুত আছে। প্রথম যখন এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তখন অনেকেই ইহাতে নানাপ্রকারে বাধা দিয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহারাই ইহার শুভাকাঙ্ক্ষী।"

বালকগণকে এরূপ শুভকার্য্যে উৎসাহী দেখিলে প্রাণ পুলকিত হয়।

আমরা আশা করি অন্যান্য গ্রামের বালকগণও এবম্প্রকার সাধুকার্য্যে মন দিবেন। তাহা বলিয়া যেন কোন ছাত্র, পাঠে অমনোযোগী না হন। অধ্যয়নই ছাত্রাবস্থার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

বাঁকুড়া জেনানা হাঁসপাতাল।—বিগত জুলাই মাসে ছোট লাট বাঁকুড়া পরিদর্শনের সময় তথায় স্ত্রীলোকগণের চিকিৎসালয় থাকা আবশ্যক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তদনুসারে প্রধানতঃ রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ব্যয়ে তথায় যাহাতে পর্দ্দা থাকে এরূপ ভাবে কতকগুলি স্বতন্ত্র কুটীর এবং একজন মহিলা ডাক্তারের একটী বাসগৃহ নির্ম্মিত হইবে। ইতিমধ্যেই হাঁসপাতালটীর ভিত্তি স্থাপন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। নানা কারণে আমাদের দেশের পীড়িতা রমণীগণের সুচিকিৎসা হয় না। এই হেতু যতই তাঁহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়, ততই আনন্দের বিষয়। যাঁহারা মূর্ত্তিমতী সেবা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, রোগের সময় তাঁহাদের চিকিৎসা বিষয়ে কাহারও উদাসীন থাকা উচিত নয়।

পশু চিকিৎসালয়। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী স্যার দিনশা মানকজি পেতিত তথাকার "বাই শকরবাই দিনশা পেতিত পশুচিকিৎসালয়ে" আট হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহার সুদ হইতে উক্ত হাঁসপাতালের পীড়িত পশুগণের জন্য ঘাস ও খড় ক্রীত হইবে। বঙ্গদেশেও রুগ্ন পশুগণের জন্য জৈনদিগের "পিঞ্জরা পোল" আছে। দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে বৌদ্ধ নৃপতি অশোক এক অনুশাসন প্রচার করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার রাজ্যে বহুসংখ্যক পশু চিকিৎসালয় প্রতিষ্টিত হয়। ইতরজীবে এরূপ দয়া ভারতবর্ষের পক্ষে গৌরবের বিষয়; কিন্তু বর্ত্তমানে গবাদি গৃহপালিত পশু যেরূপ অযত্নে রক্ষিত হয়, তাহা বড়ই লজ্জার বিষয়। ইহাতেই দিন দিন গোজাতির অবনতি, এবং দুগ্ধাদি দুর্ম্মূল্য হইতেছে। জীবে দয়ার হ্রাস হওয়ায় আত্মারও অবনতি হইতেছে।

কলিকাতা অনাথাশ্রম।—গত ১০ই জুলাই তারিখে নববিধান-প্রচারক শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের যত্নে একটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই একখণ্ড ভূমি ক্রীত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার উপর

একটি কাঁচা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে তিনটি অনাথা বালিকা ও একটি অনাথ বালক প্রতিপালিত হইতেছে। গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৬৬ টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি সকলে এই আশ্রমটিকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিবেন। ভগবান্ বাহ্যাড়ম্বরের আদর করেন না; কণামাত্র জীব-সেবা তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়; আমরা এ কথাটি যেন বিস্মৃত না হই।

সঙ্গীত।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

যায় যাবে প্রাণ কি ভয় তায়?
জগতের সেবা কর রে;
প্রাণ গেলে প্রাণ পাবি রে।
এ দেহ যখন মাটিতে মিশিবে,
বিফলে মিশিবে কেন রে?
প্রাণ গেলে প্রাণ পাবি রে।
কত নর নারী আছে অসহায়,
রোগে শোকে পাপে তাপে ক্লেশ পায়,
চক্ষের জল তাদের মুছাতে হায়!
মুখ তুলে কেবা চায় রে?
বুকে আশা লয়ে, ব্রহ্মনাম গেয়ে,
মা'র কাজে তোরা আয় রে।
প্রাণ গেলে প্রাণ পাবি রে।

"পরোপকারায় সতাং জীবনম্।"
সাধুগণের জীবন পরোপকারের জন্য।

১ম ভাগ। ভাদ্র, ১২৯৯। ৩য় সংখ্যা।

দাসী

জন হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

সূচী।

১। পতিত পুরুষগণের উদ্ধার ৪৯
২। সেবালয়—রাজেশ্বরীর পরলোক-গমন ৫৪
৩। গ্রেস্ ডার্লিং ৫৯
৪। ঈশা-বীজ ও ঈশা-বৃক্ষ ৬২
৫। আবাহন (পদ্য) ৬৫
৬। দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ ৬৬
৭। "কাঙ্গালের বেশে হে" ৭১

কলিকাতা,
৫।১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন দাসাশ্রম হইতে
শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে"
শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত।
১২৯৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

নিবেদন।

"দাসী"র গ্রাহক এবং পাঠকবর্গ, ভারতবর্ষীয় কোন সদনুষ্ঠান, কিম্বা আমাদের স্বদেশবাসী মৃত অথবা জীবিত কোন ব্যক্তির স্বার্থত্যাগের কোন জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলে, তাহা "দাসী"তে প্রকাশিত হইবে। অবশ্য ঘটনাটি প্রকাশ-যোগ্য হওয়া চাই।

দাসাশ্রমের কার্য্য, খাটিবার লোকের অভাবে ইচ্ছানুরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে না। যাঁহারা সেবাব্রত-ধারণেচ্ছু, এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে খাটিতে প্রস্তুত, এরূপ কোন ব্যক্তি আমাদিগকে নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব।

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ "দাসী"র ১ বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য দিয়াছেন।

বাবু রাখালচন্দ্র বসু সবজজ	বরিশাল	,, কালীদয়াল বসু	ঐ
,, উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট,		,, অশ্বিনীকুমার গুহ, বি-এল	ঐ
		,, রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ,বি এল	ঐ
,, গোপালচন্দ্র মুখার্জি	ঐ	,, সারদাচরণ ঘোষ এম-এ,বিএ-ল	ঐ
,, প্রসন্নকুমার দত্ত	ঐ	,, মধুসূদন কুণ্ড বি-এল	ঐ
,, প্রসন্নকুমার কার ফরমা	ঐ	,, চাঁদমোহন গোস্বামী বি-এল	ঐ
,, দীনেশচরণ রায় মুনসেফ	ঐ	,, দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-এল	ঐ
,, শ্রীনাথ পাল	ঐ	,, গণেশচন্দ্র দাস এম-এ, বি-এল	ঐ
,, ব্রজেশচন্দ্র সিংহ	ঐ	শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী ঘোষ বানরিপাড়া গাজ গ্রাম।	
,, যোগেন্দ্রনাথ			
,, চারুচন্দ্র মুখার্জ্জি	ঐ	বাবু অভয়ানন্দ দাস বি-এল গবর্ণমেণ্ট প্লীডার	
,, গঙ্গাচরণ দাস বি-এল	প্লীডার		
,, গোরাচাঁদ দাস, বি-এল	ঐ	,, শশীকান্ত রায় বি-এল	ঐ
,, গিরিজা প্রসন্ন রায় বি-এল,	ঐ	শ্রীমতী সৌদামিনী সেন গুপ্তা গৈলা	ঐ
,, গোপালগোবিন্দ গুপ্ত,বি-এল,	ঐ	বাবু অমৃতলাল গাঙ্গুলী বি-এল	ঐ
,, বিপিনচন্দ্র সেন, বি-এল,	ঐ	,, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য বি-এল	ঐ
,, হরনাথ ঘোষ, বি-এল,	ঐ	,, রসিকলাল মিত্র বি-এল	ঐ
,, রজনীকান্ত দাস,	ঐ	,, দীনবন্ধু দাস বি-এল	ঐ
,, জানকীনাথ গুহ, বি-এল,	ঐ	,, নিবারণচন্দ্র দাস এমএ,বিএল	ঐ

দাসী।

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। | ভাদ্র, ১২৯৯। | ৩য় সংখ্যা।

পতিত পুরুষগণের উদ্ধার।

সকল দেশেই দেখা যায় যে ব্যভিচার দোষে দোষী পুরুষগণের সামাজিক দণ্ড অতি লঘু, কিন্তু ব্যভিচারিণী রমণীর দণ্ড অতি কঠোর। পুরুষ রমণী উভয়েই সমান অপরাধী হইলেও, রমণী কলঙ্কিনী নামে অভিহিতা এবং সমাজ-কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। তাহাতে ফল এই দাঁড়ায় যে, যে নারীর একবার অধঃপতন হইয়াছে, তিনি ক্রমেই গভীরতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে থাকেন। অপরদিকে পুরুষ শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও ভদ্রলোকের বেশে সমাজে সর্ব্বত্র অবাধে গতিবিধি করিতে থাকেন; এবং সেই সুযোগে আরও কত রমণীর সর্ব্বনাশ করেন। এইরূপে পাপরূপ সংক্রামক ব্যাধি ক্রমেই বিস্তৃত হইতে থাকে। আমরা অবশ্য এরূপ মনে করি না যে রমণী কি পুরুষ কাহারও অপরাধ লঘু বলিয়া পরিগণিত হউক। ব্যভিচারিণী রমণী বাস্তবিকই কলঙ্কিনী এবং পাপীয়সী। তাঁহার পাপের দণ্ড হওয়া উচিত। তদ্রূপ ব্যভিচারী পুরুষকেও পাপী এবং কলঙ্কিত মনে করা উচিত। তাঁহারও দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য। কিন্তু সমাজ যদি তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে দণ্ডের উদ্দেশ্য যে চরিত্র-সংশোধন, তাহা কিরূপে সংসাধিত হইবে? পুরুষের ব্যভিচারও ব্যভিচার, নারীর ব্যভিচারও ব্যভিচার। সুতরাং উভয়েরই পাপ সমান ঘৃণাস্পদ। কিন্তু উভয়েরই পাপের প্রতি সমান কঠোরভাব প্রদর্শন না করিলে কখনই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল

হইতে পারে না। কিন্তু যেমন একদিকে পাপের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে হইবে, তদ্রূপ আবার পাপীদিগকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবারও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। জগতের নানাদেশে প্রধানতঃ খ্রীষ্টের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পতিতা রমণীগণের উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। তাঁহারাই পতিত পুরুষগণেরও উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষেরা হিংস্র পশুর ন্যায় নৃশংস। তাহারা যে সকল হতভাগিনী রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন করে, তাহাদের ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা একবার ভাবিয়াও দেখে না। কিন্তু তাহারা যেমন হৃদয়বিহীন, তেমনই কাপুরুষ।

আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্লিন নগরে সর্ব্বপ্রথমে পতিত পুরুষগণের উদ্ধারের চেষ্টা হয়। তথায় রসেল্ ডাউস্ নামক একজন পবিত্রচেতা উৎসাহী পুরুষ নগরে বহুসংখ্যক বেশ্যাগৃহের অস্তিত্বে ব্যথিত হইয়া, যাহাতে তৎসমুদয় উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। যাহাতে পুরুষেরা বেশ্যালয়সমূহে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই অভিপ্রায়ে তিনি একটী সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিশীথে সহরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়া বেড়ান। ইহাঁদের চেষ্টা ফলবতী হইতেছে; অনেক বেশ্যাগৃহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং অনেক ইন্দ্রিয়দাস পুরুষের উদ্ধার-সাধন হইয়াছে। ডাউস্ সাহেব ও তাঁহার সহযোগিগণ জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পরে ডেন্মার্কের রাজধানী কোপেন্হেগেন নগরে একটী পতিতোদ্ধারক সম্প্রদায় গঠিত হয়। সেখানেও অতিশয় সুফল ফলিতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে কোপেন্হেগেনের পতিতোদ্ধার কার্য্যের একটী বৃত্তান্ত এক খানি ওলন্দাজ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহা দেখিয়া হল্যাণ্ড দেশস্থ রটার্ড্যাম্ নগরে একটি পতিতোদ্ধারক সম্প্রদায় গঠিত হয়। গভীর রাত্রে পাপের বিভীষিকাপূর্ণ ও ডাকিনী-সমাকীর্ণ রাজপথ এবং সংকীর্ণ পথে টহল দিবার জন্য লোক খুঁজিয়া পাওয়া প্রথমতঃ কঠিন হইয়াছিল। পরিশেষে তিনজন যুবক এই সাধুকার্য্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদিগকে লইয়াই কার্য্যারম্ভ হইল। তাহার পর ক্রমেই খাটিবার লোক বাড়িতেছে, এবং এখন রটার্ড্যামে বহুসংখ্যক উৎসাহী পুরুষ পর্য্যায়ক্রমে রাস্তায় রাস্তায়

টহল দেন। ইহাঁদিগকে কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম পালন করিতে হয়। ইহাঁদের একজন নেতা আছেন। ইহাঁরা দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে বাধ্য। নিম্নে কয়েকটী নিয়মের উল্লেখ করা যাইতেছে:—

১। কেহ এই সম্প্রদায়ের সভ্য হইতে চাহিলে তাঁহাকে চরিত্রাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রশংসা-পত্র দিতে হয়।

২। যাঁহারা টহল দিবেন, তাঁহারা কখনও একাকী থাকিবেন না; দুইজন করিয়া একত্রে টহল দিতে হইবে।

৩। কেহই কোনও ব্যপদেশে বা যথার্থ কারণ থাকিলেও (পতিতা) রমণীগণের সহিত কথা কহিবেন না, বা তাহারা কথা কহিলে তাহাদের কথার উত্তর দিবেন না।

৪। সভ্যগণ কোন কারণেই বল-প্রয়োগ দ্বারা বল-প্রয়োগের প্রতীকার করিবেন না। কর্ত্তব্যপালন-কালে কেহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, তাঁহারা কেহই প্রহারের প্রতিশোধ দিবেন না।

চতুর্থ নিয়মটী পালন করিতে গিয়া সভ্যগণকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। একবার কয়েকজন পাপ-গৃহের অধিস্বামী একজন সভ্যকে আক্রমণ করে। তাহারা তাঁহাকে একটী কৃত্রিম খালের (canal) তীর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়া, খালের মধ্যে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, এমন সময় কয়েকজন প্রতিবেশী বাহির হইয়া তাঁহাকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করেন।

পতিতোদ্ধারক সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের উদ্যম জয়লাভ করিবেই করিবে। তাঁহারা উৎসাহী, নির্ভীক ও সৎসাহসী। পাপীদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহারা একদিকে যেমন স্পষ্টভাবে পাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, অপর দিকে তেমনই আবার তাহাদের প্রতি সপ্রেমভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, ও তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় সৎপথে আনিবার চেষ্টা করেন। রটার্ড্যামে কিরূপে প্রচারকার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। রাত্রি দশটার সময় সভ্যগণ একটী গৃহে সমবেত হন; দশটা হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত কফি পানের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে। সাড়ে দশটা বাজিলে সম্প্রদায়ের নেতা সভাপতির আসন গ্রহণ

করেন, এবং দুই দুই জন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার কার্য্য করিবার জন্য সভ্য নির্ব্বাচন করেন। নির্ব্বাচন হইয়া গেলে সভাপতি সংক্ষেপে প্রার্থনা করেন, এবং সভ্যগণ নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে গমন করেন। সভ্যগণের সঙ্গে একটী ভদ্রলোক একরাত্রি যাপন করিয়াছিলেন; তিনি বলেন ঃ—

"আমরা যাই রাস্তায় ঢুকিলাম, দেখিলাম, দুইটী স্ত্রীলোক রাস্তার ধারে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পথিকগণকে পাপ-পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা তাহাদের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, এমন সময় একটী "ভদ্রলোক" প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন। আমার বন্ধু অমনই দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে ধীরে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। তদনন্তর অতি ভদ্রভাবে টুপি খুলিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়, আপনার সহিত একটী কথা আছে।" "ভদ্রলোক"টী বড়ই বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিলেন; দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। একদিকে আমার বন্ধু মিনতির সহিত তাঁহাকে পাপ-পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন ও সাবধান করিয়া দিতেছেন, অপর দিকে পাপীয়সীরা তাঁহাকে স্বগৃহে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকক্ষণ এইরূপ যুদ্ধের পর আমার বন্ধুরই জয় হইল। "ভদ্রলোক"টী বিবাহিত ছিলেন; বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।"

আমরা রটার্ড্যাম্ নগরের পতিতোদ্ধার সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। এই সম্প্রদায়ের একজন অতিশয় অধ্যবসায়শীল সভ্য আছেন। ইনি কিছুতেই নিরাশ হন না। ইনি একজন অতি দরিদ্র যুবাপুরুষ; তাঁহার উপর আবার ইহার একটী পা নাই। তজ্জন্য ইঁহাকে একটা কাঠের পা ব্যবহার করিতে হয়। তিনি উদ্ধারের কার্য্যে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার চেষ্টা যে বিশেষভাবে ফলবতী হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যখন তিনি গভীর রাত্রে একটা দুইটার মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়া বেড়ান, তখন তাঁহার কাঠের পায়ের শব্দ বহুদূর হইতে শুনা যায়। এই কাঠের পায়ের ঠক্ ঠক্ শব্দে ব্যভিচারী পুরুষগণের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ভীতিমিশ্রিত ভাবের উদয় হয়। একদা রাত্রিকালে তিনি এক বেশ্যাগৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশাভিলাষী

এক যুবককে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই গৃহের হতভাগিনী রমণীগণ জানিত যে এই খঞ্জ কাষ্ঠপাদের চেষ্টা প্রায়ই সফল হয়; তিনি একবার যাঁহাকে ধরেন, তাঁহাকে আর বেশ্যাগৃহে ঢুকিতে হয় না। সুতরাং হতভাগিনীগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্রভাবে আঁকসি বাঁধা একটা লম্বা বাঁশ লইয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল। আঁকসিটি কাঠের পায়ের পায়জামাতে লাগিয়া যাওয়ায় পায়জামাটী ছিঁড়িয়া গেল। পতিতোদ্ধার সম্প্রদায়ের অপর কয়েকজন সভ্য আসিয়া বাঁশটী বেশ্যাদের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া থানায় গেলেন। আক্রমণ ছেঁড়া পায়জামা হইতেই প্রমাণিত হইল। বেশ্যাগণ এই খঞ্জ যুবককে একজোড়া নূতন পায়জামা দিতে বাধ্য হইল। সেইটী পরিধানপূর্ব্বক তিনি এখন উদ্ধারকার্য্য সম্পাদন করেন। এই খঞ্জের কি উৎসাহ, কি বিশ্বাস, কি সাহস! আমরা যে হাত পা থাকিতেও পঙ্গু! কবে আমরা ভগবানের সেবায় সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া প্রভূত শক্তিশালী হইব! পতিতোদ্ধারক সম্প্রদায়ের চেষ্টায় অনেক বেশ্যাগৃহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কারণ পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ এই সম্প্রদায়ের কার্য্যক্ষেত্রের নিকট দেখা দিতে ভীত হয়। রটার্ড্যাম ব্যতীত ইউট্রেক্ট্, হার্ডেনউইক প্রভৃতি সহরেও উৎসাহের সহিত এইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে।

ইঁহাদের কার্য্যবিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক; কিন্তু আমরা স্থানাভাবে সকল কথার উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। ইঁহাদিগকে অশ্রাব্য গালাগালি, বিদ্রূপ, প্রহার, সকলই সহ্য করিতে হয়। প্রাণসংশয় পর্য্যন্তও হয়। কিন্তু ইঁহারা সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী, অথচ মেষশাবকের ন্যায় ধীর। ইঁহারা অটলভাবে নিজ কার্য্য সাধন করেন। আক্রমণ করিলে আত্মরক্ষার জন্য অঙ্গুলিসঞ্চালন পর্য্যন্তও করেন না, অথচ এক অঙ্গুলিও পশ্চাৎপদও হন না। প্রত্যূষ হইলে ইঁহাদের কার্য্যশেষ হয়, তখন তাঁহারা আবার সমবেত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

আমাদের দেশেও নগরে নগরে এইরূপ সম্প্রদায় গঠিত হওয়া উচিত। কার্য্য আরম্ভ করিলেই অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম, এবং বিবিধ প্রকার বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু অপমান, নির্য্যাতন ত ভগবানের অনু-

গত সেবকগণের অঙ্গের ভূষণ। তাহার জন্য কি কাহারও পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত? *

সেবালয়—রাজেশ্বরীর পরলোক-গমন।

রাজেশ্বরী নাই। যিনি কঙ্কালবাসিনী হইলেও জ্যোতির্ম্ময়ী, তেজোময়ী, যে মুখের তরল লাবণ্যরাশির অন্তরাল হইতে মহাপ্রাণতা প্রস্ফুট হইয়া পড়িত, যাঁহার অন্তর্ম্মুখী শক্তি আত্মাকে নিত্যানন্দরসপানে বিভোর করিয়া দিয়া মৃত্যু-যাতনা অতিক্রম করিতে সমর্থ করিয়াছিল, আজ সে মূর্ত্তি, সে মুখ নাই।

"দাসী"র দ্বিতীয় সংখ্যায় রাজেশ্বরীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইনি প্রায় এক বৎসর ধরিয়া সূতিকা রোগে জীর্ণ হইতেছিলেন। তাঁহার স্বামীর এমন আর্থিক অবস্থা ছিল না, যে পীড়িতা পত্নীর চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে পারেন। এইজন্য মাণিকদহের দয়ালু জমীদার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মহাশয় তাঁহাকে ২০৲ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজেশ্বরীর স্বামী কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে মেডিক্যালকলেজ হাঁসপাতালে রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দেড় মাস কাল মেডিক্যালকলেজ হাঁসপাতালে ছিলেন। তথায় তাঁহার পীড়া নিরতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুপথ্য-সেবনে ও কদন্ন-ভক্ষণে তাঁহার ভেদ ও বমন ভয়ঙ্কর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ইহার উপর দীর্ঘকালব্যাপী রোগ-ভোগে তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সকলেই তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার স্বামী সেবালয়ে আসিয়া তাঁহার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার

* এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Vigilance Record এবং বোম্বাই হইতে প্রকাশিত Banner of Asia নামক পত্রিকাদ্বয় হইতে সংগৃহীত। ইহার কিয়দংশ ইতি-পূর্ব্বে "ধর্ম্মবন্ধু" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

অবস্থা পরিদর্শনার্থ একজন দাস তদ্দণ্ডে প্রেরিত হইলেন। তিনি সেই রক্তের লেশমাত্র বিবর্জ্জিতা কঙ্কালময়ী রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া এমন ভীত হইলেন, যে, তাঁহাকে দ্বিতল গৃহ হইতে নামাইতে গেলে তাঁহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে সাহস করিলেন না; সুতরাং সে কল্পনাই একেবারে পরিত্যক্ত হইল।

সপ্তাহ অতীত হইল। তাঁহার স্বামী আবার আসিয়া বলিলেন, যে তিনি স্থানান্তরিত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ত বাঁচিবেন না; তবে এমন স্থানে যাইতে চাহেন, যেখানে তিনি শান্তির ক্রোড়ে জীবনলীলা সমাপ্ত করিতে পারেন।

প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইল। রাজেশ্বরী সেবালয়ে আসিয়াছেন। তাঁহার বমন বন্ধ হইয়াছে, জ্বরও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়া অল্পস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। আশার সঞ্চারে মুখমণ্ডল অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দাস দাসীদিগের মধ্যে কাহাকেও বাবা, কাহাকেও দিদি বলিয়া ডাকিয়া কত প্রাণের কথা বলিতেন। রাজেশ্বরীর বন্ধুগণ আজ আশার আনন্দে কত আশ্বস্ত! তিনি এখন এক বেলা পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন ও খাবার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পনা করিতে আনন্দলাভ করেন।

রাজেশ্বরী। বাবা! আমাকে ডালিম এনে দাও, আমার বড় খেতে ইচ্ছে হ'চ্চে।

দাস। ডালিম না দিয়ে বেদানা দিলে হয়, কিন্তু এখন যে পাওয়া যায় না।

রোগিণী ডালিম খাইতে চাহিয়াছেন শুনিয়া একজন বন্ধু আপনার খরচের ৪টী টাকা হইতে অম্লানবদনে ২৲ টাকা দান করিলেন।

রাজে। বাবা! আমি আর বার্লি খেতে পারিনা; আমাকে এ বেলা ভাত দিতে হবে।

দাস। ওমা, তুমি যে এখনও ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল; আমি কেমন ক'রে তোমায় ভাত দেব? মা আমার, লক্ষ্মী আমার, সোণা আমার, আর দিন কয়েক চুপ করে থাক, তার পর তোমাকে ভাত দেব।

২২ শে জুলাই—অপরাহ্ণ ৬৷০ টা।

রাজে। ও বাবা, আজ যদি ভাত না দাও, আমি কিছুই খাব না।

দাস। না, আমার মা, অমন করে কি জেদ কত্তে আছে? ছি!

রাজে। (উগ্রভাবে) তুমি রোজ রোজ আমায় ভোলাও, আজ আমি কিছুতেই শুনব না। [সে দিন তাঁহাকে কিছুই খাওয়াইতে পারা গেল না]।

২৩ শে জুলাই—প্রাতঃকাল ৬ টা।

একজন সহায়। (শুষ্কমুখে ও ভীতিবিহ্বল চক্ষে) দেখুন, দেখুন, আজ temperature বড় নেমে গেছে, রোগীর চেহারাও ভাল নয়।

দাস। তুমি ভাল ক'রে, temperature নিয়েছ ত? দেখি। (থার্ম্মমিটার দেখিয়া) না, আমিই দেখিতেছি। শীঘ্র আর্সেনিক প্রস্তুত কর।

প্রাতঃকাল ৭॥০ টা, ডাক্তারের আগমন।

দাস। আজ বড় দুঃসম্বাদ।

ডাক্তার বাবু সমস্ত কথা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিলেন। একটু রুক্ষভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই তোমরা কিছু কুপথ্য দিয়াছ, নয়ত হঠাৎ এমন মন্দ অবস্থা হইবার ত কোন কারণ দেখি না।" দাস পূর্ব্ব দিনের ঘটনা বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া ডাক্তার বাবু একেবারেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। বলিলেনঃ—"আরও দু ডোজ আর্সেনিক দাও, আর ব্রথের ব্যবস্থা কর। যদি temperature rise না করে, আর নাড়ী না উঠে তবে ৯॥০ বা দুপর পার হওয়া দুর্ঘট।"

২৯শে জুলাই—সন্ধ্যা ৭টা।

দাস। ওমা, এই টুকু খাও।

ব্রথ খাইবা মাত্র তুলিয়া ফেলিলেন। দাস হাত পাতিয়া ধরিলেন। কি সর্ব্বনাশ!! একি! ছানা?

২য় দাস। তাইত! এল কোত্থেকে?

তিনি অঙ্গুলি দিয়া বিশেষ করিয়া দেখিলেন। তাইত এ কদিন পেটে ত এমন কিছুই পড়েনি যাতে এ আস্তে পারে? হায়! হতভাগিনী কোন ডোমের ছেলেকে দিয়ে হয়ত এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে। রোগিনীর স্বামী একবারে হতবুদ্ধি।

৩০শে জুলাই—পূর্ব্বাহ্ণ।

দাস বাতাস করিতেছেন ও সস্নেহে এক এক বার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। রাজেশ্বরী দাসের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া প্রীতিপূর্ণ কোমল কণ্ঠে বলিলেনঃ—

"ও বাবা! যদি আমি মরি, তুমি কি কাঁদ্‌বে?"

দাস। ছি মা! অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে।

৩০শে জুলাই—অপরাহ্ণ।

রাজেশ্বরী। (স্বামীর প্রতি) দেখ, আমি ম'লে তুমি বিবাহ ক'র'। আমার বোনকে বাক্সটী দিও, আর মাকে (অমুক)টী দিও।

৩১শে জুলাই—অপরাহ্ণ ২ টা।

রাজে। বাবা! একজন শাঁখারি ডেকে দাও, আমি শাঁখা পরব।

দাস। ও বাবা, এখানে ত তোমাদের দেশের মত দুয়োরে শাঁখা বেচ্‌তে আসেনা। শাঁখা দোকান থেকে কিনে আন্‌তে হয়।

রাজে। না, আমি নিজের চোখে দেখে বেছে নেব।

দাস। আচ্ছা দেখি, সত্যকে (অন্যতরা রোগিণীর স্বামীকে) দিয়ে যদি কোন শাঁখারিকে ডাকৃতে পারি।

১লা আগষ্ট—পূর্ব্বাহ্ণ ৯ টা।

আজ রাজেশ্বরীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। প্রতি মুহূর্ত্তেই সকলেই মরণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত বাড়ী বিষাদময়, মৃত্যুর ছায়ায় তমসাবৃত। প্রাণের মধ্যে আজ কে গাঢ় কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। সকলের আত্মা আজ ভগবানের ভাবে পরিপূর্ণ; যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

রাজেশ্বরী। বাবাকে বল, গান ক'ত্তে।

একতারা আনীত হইল। দাসদল পূর্ণহৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে গাহিলেন;—

ধুন—একতালা।

ভিখারী ডাকে দ্বারে হে, শুন দয়ার ঠাকুর।
তৃষিত আত্মা জুড়াতে চাহে থেক'না থেক'না দূর;
পিয়াসু প্রাণে আসিয়ে সিঞ্চহ অমিয় সুমধুর।
আঁখির আলো, প্রাণ তুমি কৃপানিধান হে;
নিরাশ ক'র'না, আঁধারে রেখ'না,
মাগি এ কাতরে।

কোথা যাব আর,
কে আছে আমার,
কে দুঃখ নিবারে;
আশার বাণী কে আর শুনাবে?
তুমি ডেকে লও ঘরে।

১লা আগষ্ট, অপরাহ্ণ ৩টা।

রাজে। ঐ চুড়িওয়ালাকে ডাক না, আমি পরব্।

স্বামী। আচ্ছা, ডাকি তবে।

চুড়িওয়ালা আসিল। চুড়ি পড়িয়া মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

রাত্রি ২ টা

একজন রাত্রি জাগরণে সাহায্যকারী বন্ধু। * * বাবু, * * বাবু, শীঘ্র আসুন।

দাস। কেন? ব্যাপার খানা কি?

বন্ধু। নাড়ী পাই না। চেহারা অত্যন্ত খারাপ।

সত্যই নাড়ী বিচ্ছিন্ন। এখন হইতে কখনও গান, কখনও প্রার্থনা চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজেশ্বরীর হস্ত, পদ, অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। চক্ষুদ্বয় পলকশূন্য হইয়া আসিল। রোগিণীকে একটী ব্রাহ্মণ যুবক মা বলিয়া ডাকিতেন এবং রোগিণীও তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি বলিলেন "কি ক'রব?"

দাস। যতক্ষণ কাণ আছে নাম শুনাও।

যুবক। কি ব'লব?

দাস। "জয় সচ্চিদানন্দ হরে"।

সেই রজনীর গম্ভীর সময়ে নিস্তব্ধ আকাশ ভেদ করিয়া "জয় সচ্চিদানন্দ হরে" ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে মিশাইতে লাগিল। বিষাদ, বৈরাগ্য, শান্তি ও আশায় প্রাণ পূর্ণ; আজ ইহলোক পরলোক একীভূত। ভগবানের মধুর নাম আজি রোগিণীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিল। যতক্ষণ নাম-গান, ততক্ষণ প্রাণে শান্তি; নাম বন্ধ করিলেই সেই মুমূর্ষু প্রাণ দারুণ যাতনায় অস্থির হইয়া উঠে। নাম কীর্ত্তন করিবামাত্র অনন্তস্নেহময়ী বিশ্বজননীর সুশীতল করস্পর্শে তাঁহার দুহিতা ভীষণ রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেছিলেন। অবিশ্বাসিন্! একবার ভাবিয়া দেখিবে কি?

২রা আগষ্ট প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় পূর্ণযোগবাসিনী রাজেশ্বরীর শেষ প্রাণশ্বাস বহিয়া গেল। যবনিকা পতিত হইল।

ভগবন্! মানব জীবন তোমার মহিমার কি বিচিত্র লীলাক্ষেত্র!

গ্রেস্ ডার্লিং।

ইংলণ্ডের উত্তর অংশকে নর্থাম্বারল্যাণ্ড কহে। নর্থাম্বারল্যাণ্ডের উপকূল হইতে অতি অল্পদূরেই ফার্ণ দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জে পঁচিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দূর হইতে দেখিলে সুনীল সিন্ধুবক্ষের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মত বোধ হয়। এই সকল দ্বীপের মধ্যে লাঙ্গষ্টোন দ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

সমুদ্রের অনেক স্থান বড় ভয়ানক। তথায় জলের নিম্নস্থিত পর্ব্বত প্রভৃতিতে লাগিয়া অনেক জাহাজ একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়; আবার অনেক জাহাজ সময় সময় অন্ধকার রাত্রে বন্দর স্থির করিতে পারে না এবং অন্যস্থানে যাইয়া বড়ই বিপদে পতিত হয়। নিশাকালে জাহাজগুলিকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে উচ্চগৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। এই সকল উচ্চগৃহের চূড়ায় আলোক স্থাপিত হয় এবং তাহা দেখিয়া নাবিকগণ বিপদ-স্থান ও বন্দর স্থির করিতে পারে। এই সকল গৃহকে আলোক-স্তম্ভ কহে।

লাঙ্গষ্টোন দ্বীপে এইরূপ একটী আলোক-স্তম্ভ অবস্থিত। গ্রেসের পিতা এই স্তম্ভের রক্ষক ছিলেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখ দিয়া সুনীল সিন্ধু শুভ্রফেনময় তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইত। গ্রেস্ বাল্যকালে বিমুগ্ধনয়নে স্বভাবের এই সকল সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেন। সহস্র সহস্র তরঙ্গ অনবরত দ্বীপের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সমুদ্রফেনে তীরভূমি শ্বেত হইয়া গিয়াছে, এই সকল দেখিতে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। এই বিজন দ্বীপে পিতামাতার নয়নানন্দস্বরূপ গ্রেস্ আনন্দ-প্রতিমার ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেন। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের কুটীরখানি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। ইহার সহিত তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব কেমন জড়াইয়া গিয়াছিল। এই

নির্জ্জন দ্বীপে গ্রেস্ কোলাহল শূন্য জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গ্রেস্ ক্রমে ক্রমে বাল্য অতিবাহিত করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। বালিকার মুখে কেমন এক লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল; তাহা স্বর্গীয়, তাহা দেখিলে দর্শকের মনে কেমন এক পবিত্র ভাবের উদয় হইত। তাঁহার পবিত্রতাপূর্ণ মুখ দেখিলেই দর্শকের মনে সহসা বোধ হইত যেন কারুণ্যের আধার কোন স্বর্গীয় রমণীর সম্মুখে তিনি আসিয়াছেন।

এই সময় এক শরৎকালীন দুর্য্যোগের রাত্রে একখানি জাহাজ ফার্ণ দ্বীপপুঞ্জের নিকট দিয়া যাইতেছিল। চারিদিক ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত, দুই হস্ত দূরের মনুষ্যকে চেনা যায় না। সহসা জাহাজের তলদেশে ছিদ্র হইয়া প্রবলবেগে জল উঠিতে লাগিল। একে প্রবল বায়ুবেগে জাহাজ দোলায়মান হইতেছিল, তাহাতে আবার জাহাজে ছিদ্র হওয়ায় আরোহিগণ নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহাদের জীবনের আশা বড়ই কম। ঝটিকার বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও কিছুক্ষণ পরে জাহাজখানি এক ক্ষুদ্র দ্বীপে যাইয়া ঠেকিল। জাহাজের পশ্চাৎভাগ সমুদ্র গর্ভে একেবারে নিমগ্ন হইয়া গেল, এবং জাহাজের অধ্যক্ষ এবং অনেক আরোহী সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইল। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক আরোহী জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই ভগ্নাবশেষের উপর পড়িয়া রহিল। সেই ভীষণ ঝড়ে সমুদ্র অতি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত তরঙ্গ তাহাদের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে প্রভাতের সহিত ঝটিকার বেগ নির্ব্বাপিত হইল; বালসূর্য্যের লোহিত কিরণ সাগরের জলের উপর পড়িয়া এক সুন্দর দৃশ্য উৎপাদন করিল। প্রভাতে গ্রেস্ কুটীরের বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সহসা প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত একটী দ্বীপের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন সেখানে কি একটা বস্তু পড়িয়া রহিয়াছে। সুস্পষ্ট রূপে দেখিবার জন্য গ্রেস্ গৃহমধ্য হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আনয়ন করিলেন, ও তাহার সাহায্যে দেখিতে পাইলেন যে কতকগুলি হতভাগ্য একখানি জাহাজের ভগ্নাবশেষ অবলম্বন করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রেসের হৃদয় তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কাঁদিয়া উঠিল।

এতগুলি মানব তাঁহার চক্ষের উপর মরিবে ও তিনি তাহা দেখিবেন, এ চিন্তাও তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি পিতাকে সকল কথা জানাইলেন। তাঁহার পিতা প্রথমে সেই ভয়সঙ্কুল সমুদ্রে আপনার ক্ষুদ্র তরি ভাসাইতে সাহস করিলেন না, কিন্তু কন্যার অনেক অনুরোধে পরিশেষে স্বীকার করিলেন। পিতা ও কন্যা আপনাদিগের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেই ভীষণ তরঙ্গময় সমুদ্রের উপর তরি ভাসাইয়া দিলেন। গ্রেস পিতার পার্শ্বে বসিয়া দাঁড় টানিতে লাগিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডলে এক অতি পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতি বিভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ে আর ভয়ের লেশমাত্রও রহিল না।

জীবনাশায় হতাশ জাহাজবাসিগণ যখন পিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট এই স্বর্গীয় প্রভাময়ী রমণীকে দেখিতে পাইল, তখন তাহারা যেন বুঝিতে পারিল যে বিধাতা তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত বিস্তার করিয়াছেন। পিতা ও কন্যা ঐ দ্বীপে উপস্থিত হইলে জাহাজবাসিগণ তাঁহাদের নৌকায় আরোহণ করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্রোত বিপরীত দিকে বহিতে লাগিল। পিতা ও কন্যা বহুকষ্টে অতিথিগণকে গৃহে আনিলেন, কন্যা সযত্নে অতিথিগণের সেবা করিতে লাগিলেন। তাহারা কয়দিন তাঁহাদের গৃহে থাকিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পূর্ব্বে এই দরিদ্র আলোকস্তম্ভ-রক্ষকের দুহিতাকে কেহই চিনিত না; এখন দেশে দেশে সংবাদপত্রে এই ঘটনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। গ্রেস্ বহু সম্মানসূচক পত্র এবং অনেক বহুমূল্য উপহার প্রাপ্ত হইলেন, বিপণিতে বিপণিতে তাঁহার আলেখ্য বিক্রয় হইতে লাগিল। কিন্তু পবিত্র হৃদয়ে যাহা হইয়া থাকে গ্রেসের তাহাই হইল, এসকল সম্মানে একদিনও তাঁহার হৃদয় গর্ব্বিত হয় নাই।

কিন্তু গ্রেসের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার কাশরোগ হইল এবং প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া এই রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিধাতার প্রিয় সন্তান তাঁহার ক্রোড়ে স্থান পাইলেন।

উল্কা যেমন অন্ধকার মধ্য হইতে আসিয়া সুনীল আকাশবক্ষ অল্পক্ষণের জন্য আলোকিত করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া কোথায় চলিয়া যায়, গ্রেস তেমনি দারিদ্র্যের অন্ধকার মধ্য হইতে আসিয়া জগতে পরোপকার

বৃত্তির উৎকর্ষ দেখাইয়া অসীম রহস্যময় দেশে চলিয়া গেলেন। জগতে রহিল কেবল তাঁহার করুণা ও তাঁহার পবিত্রতা! মানবের জন্য তিনি রাখিয়া গেলেন কেবল তাঁহার আদর্শ!!

ঈশা-বীজ ও ঈশা-বৃক্ষ।

বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে মহর্ষি ঈশা কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত এবং অপরাপর রোগগ্রস্ত বহুসংখ্যক নরনারীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন; বধিরকে শ্রবণশক্তি, মূককে বাক্‌শক্তি, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি এবং খঞ্জকে চলৎশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন; উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আবার প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন। একবার ক্ষুধিত পাঁচ সহস্র ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন। পাপের প্রতি তাঁহার ঘোরতর ঘৃণা ছিল। কিন্তু তিনি পাপীকে ঘৃণা করিতেন না। একবার এক ব্যভিচারিণী ইহুদী রমণী তাঁহার সম্মুখে আনীত হয়। যাহারা সেই রমণীকে তাঁহার নিকট আনিয়াছিল, তাহারা বলিল, "মূসা বলিয়াছেন, ব্যভিচারিণীর প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রস্তর নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাকে মারিয়া ফেলা উচিত। আপনি কি করিতে বলেন?" ঈশা বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিষ্পাপ, সে প্রথমে প্রস্তর নিক্ষেপ করুক।" কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই আপনাকে নিষ্পাপ মনে না করায় সকলেই একে একে চলিয়া গেল। তখন ঈশা বলিলেনঃ—"নারি! যাও, আর পাপ করিও না।"

ইহাই ঈশা-বীজ।

ঈশা দুই একটী কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার শিষ্য দামিয়েন কুষ্ঠরোগীর সেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়া জগৎকে অসীম প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। শুধু কি দামিয়েন জগতের ঘৃণিত কুষ্ঠরোগীর সেবায় প্রাণ দিয়াছেন? আরও কত ভগবদ্ভক্ত পুরুষ এই কার্য্যে প্রাণমন নিয়োগ করিয়াছেন, কত কোমলহৃদয়া রমণী সংসারের সুখলালসা বিসর্জ্জন দিয়া এই মহাব্রত ধারণ করিয়াছেন। ঈশার শক্তিতে দুই একটি পক্ষাঘাত-

গ্রস্ত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, কয়েক জন মাত্র নানারোগে মৃতপ্রায় ব্যক্তি আবার যেন নবজীবন লাভ করিয়াছিল। আজ তাঁহার শিষ্যগণ দেশে দেশে চিকিৎসালয় স্থাপনপূর্ব্বক অতিশয় যত্ন ও প্রেমের সহিত রোগীর চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। খ্রীষ্টীয় মহিলাগণ এই কার্য্যে তাঁহাদের দেবভাবের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ভগিনী ডোরা, প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া নারীর নাম জগতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহাদেরই মত কোমলহৃদয়া, সেবাপরায়ণা কত রমণী নীরবে অজ্ঞাতভাবে নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতেছেন, কত রোগযন্ত্রণায় কাতর নর নারীর যাতনা দূর করিতেছেন, কে তাহার সংখ্যানির্দ্দেশ করিবে?

চিকিৎসার গুণে যাহাদের আরোগ্যলাভ সম্ভব, এরূপ অন্ধ, বধির, মূক এবং খঞ্জ ব্যক্তি, আবার দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক্ ও চলৎশক্তি প্রাপ্ত হইতেছে। তদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয় জগতে অন্ধজনকে বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষাদান, এবং অন্যান্য নানা উপায়ে তাহাদের জীবন সুখময় করিবার কতই চেষ্টা হইতেছে। যাহারা বধির, কিন্তু যাহাদের বাক্‌শক্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই, তাহাদিগকে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে কথা কহিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যাহারা বধির এবং মূক তাহাদিগকে সঙ্কেত দ্বারা নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে এবং অপরের ভাব বুঝিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। জেনারেল বুথের ন্যায় কত মহাত্মা জগতের নিরাশ্রয়, অসহায়, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিতেছেন। ঈশা একটী ব্যভিচারিণী রমণীকে ক্ষমা করিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "রমণি! যাও, আর পাপ করিও না।" আজ তাঁহার শিষ্যগণ পতিতা রমণীগণের উদ্ধারের জন্য কতদেশে যে কত প্রকার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাদের জন্য শত শত আশ্রয়-বাটিকার দ্বার সদাই উন্মুক্ত। এইরূপ কত হৃদয়ের পাপের কালিমা প্রক্ষালিত হইয়া আবার তাহা নিষ্কলঙ্ক হইতেছে; কত রমণী পাপের ভীষণ আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইতেছে। মুক্তিসেনাদলের রমণীগণ অনেক বড় বড় সহরের অতি জঘন্য, দুর্নীতিসঙ্কুল পল্লীতে অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন, কেবল এইজন্য, যে তাঁহারা তদ্দারা পতিতা রমণীগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিবেন। তুমি যদি প্রতিদিন

নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বর্গের দেবতার মত তাহাদিগকে এক একবার উপদেশ দিতে, সাহায্য করিতে, সহানুভূতি দেখাইতে যাও, তাহাতে কিছু ফল হইতে পারে। কিন্তু পতিতা রমণীগণ মনে করিতে পারে,যে তোমার মত অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষে ভাল হওয়া খুব সহজ, কিন্তু তাহাদের মত অবস্থায় থাকিয়া কেহ ভাল হইতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ তাহাদেরই মত কুস্থানে, এবং দুরবস্থায় প্রলোভনের মধ্যে জীবন যাপন করেন, অথচ যদি তাঁহার জীবনের পবিত্রতা বিনষ্ট না হয়; যদি এরূপ কোন ব্যক্তি তাহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহাদের গৃহ কার্য্যাদিতে সাহায্য করিয়া তাহাদের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিতে পারেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের জীবন সাধুতার দিকে আকৃষ্ট হইবে। মুক্তিসেনাদলভুক্ত নারীগণ এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টাও ফলবতী হইতেছে।

ইহাই ঈশা-বৃক্ষ। এই বৃক্ষ চতুর্দ্দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। ইহা খ্রীষ্টীয় জগতের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণও ঈশার ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছেন। ঈশা-বৃক্ষ সেবা-বৃক্ষেরই নামান্তর মাত্র। এই সেবা-বৃক্ষ কালে সমগ্র জগতে নিজ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিবে। ইহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া সংসার তাপে ক্লিষ্ট নরনারী আনন্দে হরিনাম সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে।

বঙ্গীয় পুরুষগণ, তোমরা কি নিজ জীবনে এক একটী ক্ষুদ্র সেবা-বীজ বপন করিতে পারিবে না? একটী প্রেমপ্রসূত কার্য্য তদ্রূপ শত শত কার্য্যের জনয়িতা। তোমার আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত, তুমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে, এবং তোমার লোকান্তর গমনের পর শত শত ব্যক্তিকে আত্মোৎসর্গ শিক্ষা দিবে। অয়ি, সুভগে বঙ্গরমণি! তুমিও কি নিজ জীবনে একটি ক্ষুদ্র সেবা-বীজ রোপণ করিয়া যাইতে পারিবে না? জানিও, ভগবান্ এই বীজটিকে কখনও শুকাইতে দিবেন না। তাঁহার যত্নে ইহাই কালে একটি সুশোভন সেবা-বৃক্ষে পরিণত হইবে।

"Small service is true service while it lasts."—*Wordsworth.*

আবাহন।

আয় লো ভগিনি, সবে মিলি আয়,
জগতের তরে ঢালি গে প্রাণ!
এ জীবন বোন্, ছেলে খেলা নয়;
পাপী, তাপী হেরে কাঁদে কি প্রাণ?

আয় লো ভগিনি, ত্বরা করি আয়,
শোকীরে সান্ত্বনা করিতে দান!
জগতের তরে,——আয় সবে আয়,—
বিলাইয়ে দিগে এ ছার প্রাণ!

রোগী জনে দিতে উৎসঙ্গে আশ্রয়,
মুছাইতে পাপী-নয়ন-ধার,
আয় বোন্, তোরা সবে মিলি আয়,
ঘুচাই গে চল দারিদ্র ভার!

রোগীর যাতনা, পাপীর রোদন,
শুনে দারিদ্রের কাতর বাণী,
কাঁদে নি পরাণ? ঝরে নি নয়ন?
বৃথা কেন তবে ধর পরাণী?

এসেছি কি কাজে, এ ভবের মাঝে?
নয় কি পালিতে আদেশ তাঁর?
সাজাব কি দেহ বিলাসীর সাজে?
কি বলিব শেষে চরণে তাঁর?

মিশাইগে চল্ এ দেহ পরাণ,—
শোকীর অশ্রুতে, রোগী-শয্যায়!
বিশ্বসেবা-যজ্ঞে—এ জীবন, মন,
দিব লো আহুতি; আয় লো আয়।

জগতের কাছে ঋণী আছি মোরা।
শোধিতে সে ঋণ চল্ লো এবে!
আয় সবে বোন্, আয় করি ত্বরা!
ঋণী হয়ে কেন জগতে রবে?

নশ্বর এ দেহ দুদিনের তরে!
কাল-স্রোতে কাল(ই) যাইবে ভেসে।
কর আয়োজন অনন্তের তরে!
কত কাল আর ঘুমাবে বসে?

ত্যজি বারাণসী, স্বর্ণ অলঙ্কার,
সন্ন্যাসিনী বেশে সাজ্‌লো বোন!
বিলাসে সময় কাটাস্ নে আর,
কর্ত্তব্যের ডাক্ শোনরে শোন্।

জগতের দুঃখ করিতে মোচন,
গলাগলি হয়ে আয় লো যাই!
স্বার্থ-শূন্য প্রেম করি বিতরণ,
চল লো আনন্দে পিতার ঠাঁই!

জগত-সেবায়, এস সব নারী,
করিগে এছার জীবন দান!
বিলাস-বাসনা চল পরিহরি,
লভি গে প্রসাদ পিতার স্থান!

জগত সেবায় ঢালিতে পরাণ,
(তোরা) আয় লো ভগিনি, আয়না
তোদের প্রেমাশ্রু গলাক পাষাণ,
(সবে) এক সাথে মিলে আয়না!

কোন হিন্দু-মহিলা।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ।

নিম্নস্থ বিশেষ বিবরণ পাঠে দৃষ্ট হইবে, গত মাসে জনসাধারণে আমাদের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন ও সকলেই সর্ব্বদা উৎসাহ দান করিয়াছেন। সেবালয়ের কার্য্য দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে এবার রোগীর সংখ্যা কিছু অল্প, কি কারণে তাহা বলা যায় না। দাতব্য চিকিৎসালয়েরও রোগীর সংখ্যা অল্প। ইহার কারণ বোধ হয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে সাধারণতঃ এই পাড়ার লোকই আগমন করে। গত মাসে যাহারা বহুকাল হইতে পুরাতন রোগে ভুগিতেছিল, তাহারা সকলে একবারে আগমন করে বলিয়া রোগীর সংখ্যা ৫৮ হইয়াছিল। এ মাসে তাহারা প্রায় সকলেই আরাম হইয়াছে। সুতরাং রোগীর সংখ্যা অল্প হইয়া গিয়াছে। এ মাসে অধিকাংশ রোগীই নূতন রোগ গ্রস্ত।

সেবালয়—এই এক মাসের মধ্যে সেবালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ আটটি রোগী আসিয়াছে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১। রাজকুমারী।—ইহার বিবরণ গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এ মাসে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। রোগীর স্ফোটকের বেদনা ও ফুলা যে টুকু বাকী ছিল, তাহা মার্কুরিয়াস্ দেওয়াতেই আরোগ্য হয়।

২। বিনয়।—ইহারও বিশেষ বিবরণ পূর্ব্বমাসে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মাতৃহীন বালক সেবালয়ে আর একমাস প্রতিপালিত হইয়াছে। সে যে মাতৃহীন হইয়াছে একথা সে এখনও বুঝিতে পারে নাই। সে সেবালয়ের একজন দাসীকেই মা বলিয়া জানে। তাহার রোগ এখনও ভাল করিয়া আরোগ্য হয় নাই। ৩১ শে আগষ্ট তাহার পিতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কর্ম্মস্থল মাণিকদহে লইয়া গিয়াছেন।

৩। এক কারিগর।—রোগী বাতে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে লাঠি ভর করিয়া সেবালয়ে আগমন করে। তাহাকে প্রথমতঃ রাস্টক্স্ ৩০

দেওয়া হয়। কিন্তু রোগী গাঁজা খাইবার জন্য বার বার বাহিরে যাইতে চাওয়ায় তাহাকে অবশেষে বিদায় দেওয়া হয়।

৪। এক বৃদ্ধ মুসলমান।—ইহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। বৃদ্ধের পুত্র আছে কিন্তু পিতাকে প্রতিপালন করে না। বৃদ্ধ অতি কষ্টে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আহার সংগ্রহ করিত। তাহার বর্ণনাতীত কষ্ট দেখিয়া মহাত্মা বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এক জন দাসকে ডাকিয়া দেখান ও অবশেষে বাবু জ্ঞানচন্দ্র বসু তাহাকে সেবালয়ে আনিয়া দিয়া যান। সেবালয় উহাকে স্থায়ী ভাবেই গ্রহণ করেন। পর দিবস তাহার পুত্র আসিয়া বলিল, "আমার জাতে হুঁকা বন্ধ করিয়াছে, আমার পিতাকে আমি লইয়া যাইব।" দাসগণ বৃদ্ধের মত জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, "পুত্র যখন জাতিচ্যুত হইতে বসিয়াছে, তখন আমি যাই।" এই বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত গমন করিল।

৫। জয়পাল।—এক দিবস প্রায় রাত্রি ১১ টার সময় রাস্তার ধারে একটি বৃদ্ধ পড়িয়া রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, ও কতকগুলি সহৃদয় লোক তাহাকে ঘিরিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; এমন সময়ে দাসাশ্রমের প্রিয়বন্ধু বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথ দিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক গাড়ি ডাকিয়া তাহাকে লইয়া আসিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই সহৃদয় ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইয়া অবিনাশ বাবুকে গাড়ী ভাড়াটা দিলেন। তাহাকে সেবালয়ে আনা হইল। জয়পালের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, কলিকাতায় চাকুরীর চেষ্টায় আসিয়া পথে জ্বর, উদরাময় ও কাশিরোগগ্রস্ত হয়। প্রথমতঃ তাহাকে ব্যাপ্‌টিসিয়া ১× দেওয়া হয়। তাহাতে জ্বর ত্যাগ হইলে তাহার পর চায়না দেওয়া হয়। তাহার পরেও অল্প জ্বর আসাতে আর্সেনিক ৩০ দেওয়া হয় ও উহাতেই জ্বর কাশি আরোগ্য হয়। পরে দু একবার পল্‌সেটিলা দেওয়াতে উদরাময় একবারে আরোগ্য হইয়া যায়।

৬। মেরী।—ফিরিঙ্গী বালিকা। মেরী ৯ বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীনা হয়। তখন হইতে এক রোমান ক্যাথলিক অনাথনিবাসে প্রায় ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হয়। ঐ সময়ে একজন ভদ্রমহিলা অনাথ-

নিবাস দেখিতে গিয়া মেরীকে চাকরাণী করিয়া লইয়া আসেন। তিনি যখন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, মেরীকে তখন লইয়া গেলেন না। সে পথের ভিখারিণী হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে পাপ-পথ অবলম্বন করে। হায়! কত হতভাগিনী আশ্রয় অভাবে পাপ-পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের সংবাদ কে লয়? এক বৎসর কাল এইভাবে জীবনযাপন করিয়া অবশেষে মেরী রোগাক্রান্ত হইয়া হাঁসপাতালে গমন করে। তথায় স্থান শূন্য না থাকাতে কয়েকটি ছাত্র উহাকে সেবালয়ে পাঠাইয়া দেন, ও আমাদের একজন বন্ধু ও শান্তি সম্প্রদায়ের একজন ভ্রাতা গাড়ী করিয়া উহাকে আনয়ন করেন। আসিবামাত্র উহার সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা আরম্ভ হইল। রোগ, জ্বর, উদরাময়, পেট হইতে রক্তস্রাব ও পাপজনিত বিষাক্ত ব্রণ। প্রথমতঃ বাপ্টিসিয়া ১× দেওয়া হয়। তাহাতে জ্বর ও উদরাময় নরম পড়ে। স্বল্প জ্বরের অবস্থায় চায়না ৩০ দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুতেই সারে না। অবশেষে বিষাক্ত ব্রণের কথা প্রকাশ হইল। তখন বেলেডোনা ও আর্সেনিক ৩০ দেওয়া গেল। তাহাতেই জ্বর সারিল, কিন্তু স্ফোটক পাকিল। হেপার সাল্ফার ৬ দেওয়াতে পূঁজ বাহির হইয়া গেল। মেরী সারিতে লাগিল। কিন্তু ইহাকে এখন কি করা যায়? মিঃ এ, এম, বসু ব্যারিষ্টার মহাশয় আশ্রম দর্শনে আসিয়া পরামর্শ দিলেন মুক্তিসেনার উদ্ধারাশ্রমে দিয়া আইস। তৎপর দিবস বসু মহাশয়ের নিকট পরিচয় পত্র লইয়া সেখানে একজন দাস গমন করিলেন। এই আশ্রম ৮১ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থাপিত। পতিতা রমণী অথবা যাহাদের পতিতা হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য এই আশ্রমের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত। তাঁহারা বলিলেন যে যদি কোনও পতিতা হিন্দুরমণী আইসেন, তবে তাঁহারা হিন্দুভাবেও রাখিতে প্রস্তুত আছেন। এক কথায় তাঁহারা কাহারও ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। যাহা হউক, মুক্তিসেনাদলের তিনটি মহিলা সেবালয়ে আসিয়া মেরীকে অনেক বুঝাইলেন, মেরীর শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া কাতর কণ্ঠে অনেক প্রার্থনা করিলেন। সে হৃদয়ভেদী প্রার্থনা বাক্যে গৃহ পূর্ণ হইল, উপস্থিত নরনারীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল; কিন্তু হতভাগিনী মেরীর মত পরিবর্ত্তিত হইল না। অবশেষে "আমরা গৃহে গিয়া উহার জন্য

প্রার্থনা করিব" বলিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। প্রার্থনার কি বল! পর দিবস মেরীকে বলা গেল, "তোমার জন্য হাঁসপাতালে স্থান ঠিক করা গিয়াছে, তোমাকে সেখানে যাইতে হইবে।" মেরী বলিল, "আমি ভগ্নীদের নিকট যাইব বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছি।" দাসদাসীগণ মহানন্দে তাহাকে গাড়ি করিয়া উদ্ধারাশ্রমে দিয়া আসিলেন। ভগবান করুণা করিয়া পতিতা মেরীকে উদ্ধার করুন।

৭। এম, ঘোষ।—একজন বিলাত-প্রত্যাগত কারিগর। রোগ হাঁপ-কাশ, অর্শ ও বাত। উহাকে কিছুক্ষণ সেবালয়ে রাখিয়া যোগাড় করিয়া হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

৮। এতোয়ারিয়া।—রোগ, শোথ, উদরাময় ও জ্বর। বয়স ১৫।১৬। ইহাকে অবিনাশ বাবু রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইয়া আসেন। আর্সেনিকে ইহার কিছু উপকার হয় ও এপিস একুলায় নরম পড়ে। অবশেষে স্থান ঠিক করিয়া ও গাড়ি করিয়া ইহাকে হাঁসপাতালে রাখা হয়।

স্থায়ীরোগী রাখিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, আমরা এখন হইতে যে সকল রোগী সেবালয়ে আসিবে, তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া অবশেষে স্থান ঠিক করিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। এইজন্য এ মাসে এতগুলি রোগীকে অন্যত্র পাঠান হইয়াছে। চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত এখান হইতে যে হাঁসপাতালে উৎকৃষ্টতর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এখন স্থায়ী ভাবে ৬টী অসমর্থ নরনারীর ভার লইতে প্রস্তুত আছি। পুরুষের বয়স পঞ্চাশের উপর ও স্ত্রীলোকের বয়স চল্লিশের উপর হওয়া আবশ্যক।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, কলিকাতা—১লা হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন নূতন রোগী হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১০ জন পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীলোক। রোগের তালিকাঃ—পক্ষাঘাত ১, যকৃতের উপর স্ফোটক ১, উপদংশ জনিত বাত ৪, চক্ষু প্রদাহ ১, যকৃৎ প্রদাহ ১, নবজ্বর ৪, উদরাময় ২ ও পাথরী পীড়া ১। ইহার মধ্যে আরোগ্যলাভ করে ১২ জন, ছাড়িয়া যায় ১ জন ও চিকিৎসাধীন ২ জন। গত মাসের চিকিৎসাধীন ১১ জনের মধ্যে সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, নওগাঁ।—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ নামক স্থানে একটি শাখা দাতব্য চিকিৎসালয় বিগত ৩ রা ভাদ্র শুক্রবারে স্থাপিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার বাবু হীরালাল রায় পূর্ব্বে এখানে ঔষধাদি দান করিতেন। তাহার উক্ত স্থানত্যাগে সকলেই বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারই বিশেষ যত্নে এই শাখা চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। বাবু কিশোরীলাল মুন্সী ও বাবু বামাচরণ বসু মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া চিকিৎসালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকজন সহৃদয় যুবক এ কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বাবু হীরালাল রায় এই চিকিৎসালয়ের ব্যবহারের জন্য ১ খানি চেয়ার, ১ খানি টেবিল ও ১টী থার্ম্মমিটার দান করিয়াছেন। এই ১০ দিনে শাখা চিকিৎসালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী রোগী হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষ ৫, স্ত্রীলোক ১। রোগের তালিকা:— নব-জ্বর ১, পুরাতন জ্বর ১,উদরাময় ৩,কৃমি ১। আরোগ্য ৩, চিকিৎসাধীন ৩। সকলে সংবাদ পাইলে এখানে আরও রোগী হইবার সম্ভাবনা।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, শিবহাটী,—বসীরহাট সব-ডিবিজানের অন্তর্ব্বর্ত্তী শিবহাটী গ্রামে একটি শাখা চিকিৎসালয় গত ২৮ শে আগষ্ট রবিবারে খোলা হইয়াছে। তাহার বিশেষ বিবরণ এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই।

ছুর্ভিক্ষ। পাদরী হেগার্ট সাহেব বোম্বাই গার্জ্জেন পত্রিকায় জামতড়ার নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল গ্রাম সমূহে ছুর্ভিক্ষ এবং ওলাউঠায় কয়েকজনের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করায়, সাঁওতালগণের সাহায্যার্থ কুড়ি টাকা পাঠান হইয়াছে। হেগার্ট সাহেবের ঠিকানা, A. Haegert, Bethel, *via* Jamtara.

দাসাশ্রমের আয়ব্যয়ের হিসাব।

জমা।

বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, ডুমরাওন ১৲, একজন বন্ধু।০, বাবু বিপিনবিহারী রায়ের দান (রাজেশ্বরীর দাহ উপলক্ষে) ৬।০, দাতব্য বাক্সে প্রাপ্ত ৬৵১৫, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে ॥০, বাবু মনোরঞ্জন গুহ ২৲, বাবু অক্ষয়কুমার রায় ঢ্যাঙ্কানেল ১৲, বাবু কুঞ্জবিহারী শীলের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, বাবু মধুসূদন জানার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাঁথি হইতে ১৲, একজন বন্ধু জামতড়া ছুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ৫৲, মিঃ জে, সি, বসুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২৫৲, বাবু বিপিনবিহারী রায় জমীদার ৫৲, শান্তি সম্প্রদায়ের উৎসব উপলক্ষে ১৲, একজন ভদ্রলোক।০, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবীর মাসিক চাঁদা ১৲, কোন ভদ্রমহিলার মাসিক চাঁদা ২৲, হস্তেস্থিত জমা ৪৲, দাসাশ্রমের স্থায়ী ফণ্ড হইতে গৃহীত জমা ৪৬৲, কর্জ্জ জমা ৬৯৸৶০, খুচরা জমা ৸৶৫। মোট জমা ১৭৪৴০।

খরচ।

রোগীর পথ্যাদির খরচ ৯॥৶১৫, রাজেশ্বরীর দাহ বাবৎ ৬।১০, চাঁদার খাতা ক্রয় ১।৶০ চাকরের বেতন ৩৲ টাকা হিসাবে ৬ মাস ১০ দিনের ১৯৲, বাটিভাড়া ৩০৲, রাঁধুনী ২৲, জামতড়া ছুর্ভিক্ষে পাঠান যায় ২০।০, ঔষধ নগদ ক্রয় ॥৴০, রোগীদের হাঁসপাতালে পাঠাইবার গাড়ি ভাড়া ১।৴০, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ঔষধ ক্রয় ৫৪॥৶০। মোট খরচ ১৪৫৵৫।

মোট জমা ১৭৪৴০, মোট খরচ ১৪৫৵৫, হস্তে স্থিত ২৮৸৶১৫।

"কাঙ্গালের বেশে হে।"

রাজা হেমচন্দ্র এখনও যৌবন-সীমা অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার অতুল সম্পদ। প্রাসাদে বিলাস-সামগ্রীর অভাব নাই। কিন্তু তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ কিম্বা ভোগাসক্ত নহেন। তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গে কালযাপন করিতে বড় ভাল বাসেন। যখন কোন ভক্তপ্রবর যোগিজনমনোহারী পরম সুন্দর হরির রূপ কীর্ত্তন করেন, তখন হেমচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে; প্রেমাশ্রুতে গণ্ডস্থল প্লাবিত হয়; "হরি হে, কোথা তুমি?" এই কথাগুলি ভাবের আবেগে স্বতই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে; তিনি আপন মনে গান করিতে থাকেন, "কোথা গেলে পাই তোমায়, বল, বল।" হেমচন্দ্র সৌন্দর্য্যের উপাসক। তাঁহার হরিদর্শন-লালসা দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল।

একদিন সায়াহ্নে স্থির করিলেন, কল্যই ভগবানের অন্বেষণে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি সুনিদ্রায় অতিবাহিত হইল।

বসন্ত কাল। বাল-সূর্য্যের অরুণ কিরণে প্রকৃতি হাসিতেছে। সুশীতল বসন্ত-সমীরণ গাছের পাতা ও ফুল নাড়িয়া নাড়িয়া তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেছে। তটিনীর জল মৃদুপবন-কর-স্পর্শে নাচিতে নাচিতে কুল কুল স্বরে বহিয়া যাইতেছে। মধুর প্রভাতে বিহঙ্গকুল গাছের ডালে বসিয়া কাকলী করিতেছে। হেমচন্দ্রের মনে হইল, যেন তাহারা বিভুগুণ গান করিতেছে। বাহিরে নব বসন্তের শোভা ; হেমচন্দ্রের হৃদয়েও আজ ঋতুরাজ বিরাজমান— তিনি যে আজ তাঁহার হৃদয়েশ্বরের দর্শনাভিলাষে ঘরের বাহির হইবেন! হেমচন্দ্র চলিলেন ; প্রাসাদ পড়িয়া রহিল।

সিংহদ্বার হইতে বাহির হইয়াই রাজা এক কুষ্ঠরোগীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার সর্ব্বশরীর স্ফীত, ক্ষতপূর্ণ, হস্তপদ অঙ্গুলিবিহীন। সে ফটকের পার্শ্বে বসিয়া ভগ্নকণ্ঠে নিজের দুঃখের কথা বলিতেছে, এবং অঙ্গুলিবিহীন হাত দুটি বাড়াইয়া ভিক্ষা মাগিতেছে। তাহাকে দেখিয়া হেমচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। প্রকৃতির সুশোভন বদন মণ্ডলে এ কলঙ্কটা কোথা হইতে আসিল? সহসা যেন তাঁহার হৃদয়ে সুখের প্রদীপ নিবিয়া গেল ; প্রাতঃকালের শোভা যেন হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। হেমচন্দ্র নাকে কাপড় দিয়া ঘৃণার সহিত একটা মোহর ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কুষ্ঠরোগী মাটী হইতে মোহরটী তুলিল না। ভাবিল, গরিবের ঘরের দুটী উচ্ছিষ্ট অন্ন বরং ভাল ; গরিবের দ্বার হইতে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিতে হইলেও তাহারা যে "আহা!" বলে, তাহাও ভাল। হস্তের মুষ্টিতে যে ভিক্ষা ধরে, সে ভিক্ষা ভিক্ষাই নয়। যে কর্ত্তব্যবোধে দান করে, সে কেবল অকিঞ্চিৎকর অর্থ দেয় মাত্র। কিন্তু যিনি একটিমাত্র কপর্দ্দক দান করেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজের হৃদয়টীও প্রেরণ করেন, ভিক্ষা দিবার জন্য হাত বাড়াইবার আগে যাঁহার হৃদয় ভিক্ষুককে আলিঙ্গন করে—তাঁহার দান কি হাতে ধরে? দুটি হাত পাতিলেও তাঁহার দান উথলিয়া পড়ে, তাঁহার দান হৃদয় পাতিয়া লইতে হয়। সামান্য হইলেও তাঁহার দান অতি প্রচুর ; তাঁহার দান হৃদয়ের

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করে। মানুষের হৃদয় অন্ন অপেক্ষা প্রেমের কাঙ্গাল, করুণা-ভিখারী। প্রেম মাখা একটি কড়ি পাইলে, কুষ্ঠরোগী লইত, করুণা মাখা "আহা" কথাটী পাইলে হৃদয়ে তুলিয়া রাখিত ; কিন্তু ঘৃণামাখা মোহরটী লইতে তাহার সেই ক্ষতপূর্ণ অঙ্গুলিবিহীন হস্তও প্রসারিত হইল না।

হেমচন্দ্র বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, কোথাও ভগবানের দেখা পান নাই। আজ তিনি পক্ককেশ ; তাঁহার বসন মলিন ; তাঁহাকে দেখিলে আর রাজা বলিয়া চেনা যায় না। তাঁহার রাজবেশ গিয়াছে ; কিন্তু হৃদয় নব-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছে। পথের ভিখারী, শীতাতপক্লিষ্ট হেমচন্দ্র গরিবের মর্ম্ম-বেদনা বুঝিয়াছেন। তিনি আজ অর্থহীন, কিন্তু প্রেম-ধনে ধনী। হেমচন্দ্র নিরাশ মনে বহুবর্ষের পর মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে নিজ প্রাসাদের সিংহ-দ্বারে উপনীত হইলেন। ধরণী জ্যোৎস্নাবিধৌতা, শোভাময়ী। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি? এখন আর একজন রাজা হইয়াছেন। দ্বারবান্ তাঁহাকে পথের ভিখারী দেখিয়া তাড়াইয়া দিল। তিনি ছিন্ন বস্ত্রে গা ঢাকাইয়া রাস্তার উপর বসিয়া পড়িলেন। যাহার কিছু নাই, তাহার কল্পনা আছে। তিনি কল্পনার সাহায্যে দারুণ শীত ভুলিয়া গেলেন। যে দিন যৌবনকালে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই বসন্তের প্রভাত-কালীন সুখস্পর্শ সমীরণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। "গরিব নাচারকে একটি পয়সা দাও বাবা," এই কথা-গুলি তাঁহার কাণে গেল। তিনি দেখিলেন, এক ঘৃণিত কুষ্ঠরোগী সম্মুখে উপস্থিত। আজ তিনি শিহরিয়া উঠিলেন না। ভিক্ষালব্ধ যৎ-সামান্য খাদ্য তাঁহার কাপড়ে বাঁধা ছিল। তাহাই দুইজনে ভাগ করিয়া খাইলেন। কুষ্ঠরোগীর জন্য একটী মাটীর ভাঁড়ে করিয়া নদীর ঘোলা জল আনিয়া দিলেন। হেমচন্দ্র ভিক্ষুককে যাহা খাইতে দিয়াছিলেন, তাহা অখাদ্য বলিলেও চলে, আর পান করিতে দিয়াছিলেন মাটীর ভাঁড়ে ঘোলা জল। কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, কুষ্ঠরোগী রাজভোগ্য সুখাদ্য আহার করিতেছে, এবং স্বর্ণময় পাত্রে কর্পূরবাসিত সুনির্ম্মল জল পান করিতেছে। হেমচন্দ্র বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেস্থান আলোকময় হইয়া উঠিল। এইমাত্র যে মূর্ত্তি কুষ্ঠরোগের

আক্রমণে বীভৎস দেখাইতেছিল, এখন তাহা মহিমাময়, এবং আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি দিব্যজ্যোতিতে মিশাইয়া গেল। সেই জ্যোতির্মণ্ডল হইতে ধীরে ধীরে অমৃতনিস্যন্দিনী দৈববাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল ঃ—

"দেখ, আমি আসিয়াছি, ভীত হইও না। তুমি আমার দর্শনলালসায় দেশ দেশান্তরে জীবনের কত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছ; কিন্তু তোমার শ্রম সফল হয় নাই। আজ আমি কাঙ্গালের বেশে তোমার দ্বারে আগত। এই বেশে তোমায় প্রথমেই দেখা দিয়াছিলাম। তখন চিনিতে পার নাই। স্বপ্নেও ভাব নাই যে আমি কুষ্ঠরোগীর বেশে তোমায় দেখা দিব। জানিও, মানব হৃদয়ের প্রেমে আমি প্রকাশিত হই। নিজের অংশ হইতে গরিব দুঃখীকে বাঁটিয়া দিলে আমাকে—পরব্রহ্ম নারায়ণকেই—ভোগ দেওয়া হয়। মানুষ নিজ উদ্বৃত্ত হইতে অনায়াসে যাহা দান করে, তাহাতে আমায় ভোগ দেওয়া হয় না; নিজের যাহা নিতান্ত আবশ্যক, মানুষ গরিব দুঃখীকে যদি তাহারই ভাগ দেয়, তবে তাহা আমাকেই দেওয়া হয়। যে দানের সহিত হৃদয় প্রদত্ত হয় না, হৃদয়ের প্রেম, করুণা, সহানুভূতি যাহার সহিত মিশ্রিত নয়, তাহা দান নামের অযোগ্য। এইজন্যই আমি পূর্ব্বে তোমার প্রদত্ত মোহরটী লই নাই। যে ভিক্ষার সহিত আপনাকে বিলাইয়া দেয়, সে তিনজনের সেবা করে; নিজের, স্বীয় ক্ষুধিত প্রতিবেশীর, এবং আমার;—তদ্দ্বারা তাহার নিজ আত্মার পুষ্টিসাধন হয়, তাহার প্রতিবেশীর শারীরিক ক্ষুধা ও আত্মার প্রেম-ক্ষুধা দূর হয়, এবং আমিও এইরূপ ভোগে পরম প্রীত হই।"

"তুমি পবিত্র সুন্দর হরি, ভক্ত-হৃদয়-বিহারী,
আমার মলিন হৃদয় দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন অনুক্ষণ;
কাঙ্গালের বেশে হে।"

প্রভু, কাঙ্গালের বেশে কতবার আসিয়াছ, ফিরাইয়া দিয়াছি। অপরাধ মার্জ্জনা কর; আর যেন ফিরাইয়া না দিই। *

* এই আখ্যায়িকাটী মার্কিন কবি Lowell প্রণীত Vision of Sir Launfal নামক কবিতা অবলম্বনপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। ভাদ্র মাসের "নব্যভারতে" "গরিব সেবকদল" নামক প্রবন্ধে হিরণ্ময় রাজার উপাখ্যানটীও এই কবিতা হইতে গৃহীত; যদিও লেখক তাহা স্বীকার করেন নাই।

১ম ভাগ। আশ্বিন, ১২৯৯। ৪র্থ সংখ্যা।

দাসী

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

সূচী।

১।	দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ	৭৫
২।	উত্তেজনা (পদ্য)	৮২
৩।	কুমারী ডীন	৮৩
৪।	সেবা-সংবাদ;—পঞ্জাব	৮৫
৫।	গোলাপের কাহিনী	৮৮
৬।	দানশীলতা এবং অর্থনীতি	৯৩
৭।	ফুলরেণু	৯৬
৮।	নিবেদন	৯৭

কলিকাতা,
৫।১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন দাসাশ্রম হইতে
শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে"
শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত।
১২৯৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের অনেক গ্রাহকমহোদয়কে "দাসী" প্রেরণে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। প্রথম প্রথম উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অভাবে ও ডাকঘরের গোলযোগে এইরূপ হইয়াছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এরূপ হইবে না। অতঃপর কোন বিশৃঙ্খলা হইলে যেন গ্রাহকবর্গ আমাদিগকে তাঁহাদের নম্বর সহিত পত্র লেখেন, এই অনুরোধ।

ডাকবিভাগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে বিলম্ব হওয়ায় এবং পূজার সময় ছাপাখানা কয়েক দিন বন্ধ থাকায় আশ্বিন মাসের "দাসী" বাহির হইতে বিলম্ব হইল।

"দাসী"র আগামী সংখ্যায় ভগিনী ডোরার সচিত্র জীবনী প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

পুস্তকপ্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা সমালোচনার জন্য "মুরলী" নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। সাক্ষাৎ কিম্বা পরোক্ষভাবে মানব-সেবা যে পুস্তকের বিষয়ীভূত, তদ্ভিন্ন অপর পুস্তকের আমরা সমালোচনা করি না। সুতরাং "মুরলী" সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিলাম না।

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

১৬	শ্রীমতী শরৎকুমারী রায়	খুলনা	১০৬	তারাচাঁদ ঘোষ	খিদিরপুর।
১৯	গোপালচন্দ্র বিশ্বাস	কলিকাতা।	১১৭	উপেন্দ্রনাথ দাস	কলিকাতা
২১	দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ	১২২	শরৎচন্দ্র রায় বি এ, টাকী	শ্রীপুর
২২	বেণীমাধব পোদ্দার	ঐ	১২৫	হরমতি সরকার	কলিকাতা
২৩	গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৩৮	আশুতোষ দাসগুপ্ত	ঐ
২৪	বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১৪৩	শরৎচন্দ্র রায় উকিল, হাইকোর্ট	ঐ
৪৫	কুঞ্জবিহারী সেন	ঐ	১৪৯	অক্ষয়কুমার দত্ত	ঐ
৭৮	প্রভাতরঞ্জন ঘোষ	ঐ	১৫১	প্রমথনাথ বসু	ঐ
৭৯	কালীশঙ্কর শুকুল এম, এ	ঐ	১৭২	মধুসূদন সেন	ঐ
৯৯	সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১৮২	রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	ঐ

দাসী।

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। | আশ্বিন, ১২৯৯। | ৪র্থ সংখ্যা।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

দাসাশ্রম হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "দাসী"র গ্রাহক সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাদ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, জনসাধারণ দাসাশ্রমকে প্রভূত উৎসাহ দান করিতেছেন। বলদাতা পরমেশ্বর দাসাশ্রমের দাস দাসীগণের প্রাণে এমন বল সঞ্চার করুন, যেন তাঁহারা অদম্য হৃদয়ে নর নারীর সেবা করিয়া আমাদিগের উৎসাহদাতাদিগের আশা সফল করিতে সক্ষম হন। বড় সুখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ গ্রাহকেরই চাঁদা অগ্রিম আদায় হইয়াছে। যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া "দাসী"র গ্রাহক সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সেবালয়।—গত এক মাসের মধ্যে সেবালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়জন রোগী আসিয়াছে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। বাঁশী।—খুলনার একজন বিধবা রমণী, বয়স আন্দাজ ৫০ বৎসর। এই অনাথা বিধবার আর কেহ নাই। পীড়িত অবস্থায় খুলনার হাঁসপাতালে আনীত হয়। কিন্তু সেখানে আরোগ্যলাভের কোন আশা নাই বলিয়া সেখান হইতে বিদায় প্রাপ্ত হয়। তাহার আর যাইবার স্থান ছিল না বলিয়া তত্রস্থ আমাদের প্রধান সহায় বাবু গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তাহাকে একজন দাসের হস্তে অর্পণ করেন। এই প্রকারে বাঁশী সেবালয়ে আনীত হয়. তাহার ক্ষত বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তাহার এখনও

আরোগ্যলাভের আশা আছে। সেইজন্য তাহাকে হাঁসপাতালে দেওয়া হইয়াছে। তাহার সংবাদ লওয়া হইতেছে। সে সেখানে ক্রমে আরোগ্য-লাভ করিতেছে।

২। রাইচরণ।—একজন কায়স্থের সন্তান। নানা কারণে সংসার ত্যাগ করিয়া অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নানা অত্যা-চার বশতঃ যক্ষ্মাকাশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। রোগীর বয়স ৪৫ বৎসর হইবে। নিবাস আবাদ মালঞ্চ। ইহাকে বাবু হরিমোহন ঘোষাল সেবালয়ে আনিয়া দিয়া যান। কয়েক দিবস পরেই রোগী একবার বাড়ী যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অনেক বুঝান গেল কিন্তু কিছুতেই বুঝিল না। সুতরাং তাহাকে পাথেয় দিয়া দেশে পাঠান হইয়াছে।

৩। ভগবান।—একজন জাজপুর বাসী উড়িয়া। বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হইবে। সাহেবের বেহারা ছিল। প্রায় চারিমাস উদরাময় রোগে ভুগিতে ছিল। অবশেষে সাহেব তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বেচারার তখন মুমূর্ষু দশা। এই অবস্থায় ভগবান বহুবাজারের মোড়ের মাথায় পড়িয়াছিল। একজন "দাসী"র সহৃদয় গ্রাহক এই দৃশ্য দেখিয়া বিগলিত হন, এবং আমাদের একজন সহায় ও শান্তি সম্প্রদায়ের ভ্রাতাকে সংবাদ দেন। তিনি বহু-বাজারে যাইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে পাষাণ বিগলিত হয়। রাত্রি প্রায় ১১টা; ভগবান মৃতবৎ ভূতলে পতিত, আর পাহারাওয়ালা মহাশয় তাহাকে রুল দিয়া গুঁতা মারিতেছেন, আর উঠিয়া যাইবার জন্য বার বার বিরক্ত করিতেছেন। আমাদের বন্ধু তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাহাকে সেবা-লয়ে আনয়ন করিলেন। ভগবানের অন্ত্র পচিয়া বাহির হইতে লাগিল। নক্স্, পাল্স্, আর্সেনিক প্রভৃতি দেওয়া হইল, কিন্তু কোনও উপকার হইল না। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ রায় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়া আসিল। তখন দাস দাসীগণ ব্যাকুল হইয়া প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু চন্দ্রশেখর কালীকে আনয়ন করিলেন। তিনি আসিয়া সোরেনাম ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। তখন আর হোমিওপ্যাথিতে আশা নাই দেখিয়া রোগীকে মেডিকেল কলেজে দিয়া আসা হইল ও তাহার সংবাদ গ্রহণ করা যাইতে লাগিল।

ভগবান সুদূর উড়িষ্যায় আত্মীয় পরিজন রাখিয়া ভগ্নহৃদয়ে কলেজ হাঁস-পাতালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। রোগীর রোগের সংবাদ তাহার আত্মীয়গণকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই।

৪। বাদউল্লা।—বয়স আন্দাজ ৪৫ বৎসর হইবে। জাতিতে মুসলমান। জগতে ইহার আর কেহ নাই। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা রোগে আক্রান্ত। যত-ক্ষণ জাগ্রত থাকে ততক্ষণ ইহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে থাকে। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে গেলে টলিয়া পড়িয়া যায়। হাঁটিবার সময় দর্শক মাত্রেরই মনে হয় বাদল বুঝি উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইবে। গলার স্বর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় বাদল বাগেরহাটে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিত, এবং বৃক্ষমূলে ও পথের ধারে পড়িয়া বিশ্রাম করিত। এক দাস ঐ অঞ্চলে "দাসী"র গ্রাহক সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। মহম্মদ রাসেফ্ নামক "দাসী"র এক দয়াশীল গ্রাহক বাদলের অবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া নিজে ১৲ টাকা দিয়া ও আর একজন বন্ধুর নিকট হইতে এক টাকা সাহায্য লইয়া বাদলের পাথেয় স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত দাসকে দিলেন, ও বাদলকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

তিনিই উহাকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। বাদল জগতের দুইটি কার্য্য বুঝেন, আহার ও ধূমপান। বাগেরহাটে যখন ভিক্ষা করিত, তখন বাদল, যখন যাহার বাড়ী যাইত সেই এক মুষ্টি অন্ন দিত, তাই বাদলের অনেক বার খাওয়া অভ্যাস হইয়াছে। এখানেও বাদল কত খাইল সে দিকে দৃষ্টিপাত নাই, কিন্তু কয়বার খাইল সমস্ত দিন বসিয়া সেই হিসাব করে। "ওমা—মা—ওমা—মা" বলিলেই দাসী বুঝিবেন যে বাদলের ভাত চাই। দিতে বিলম্ব হইলে বাদল বলে "আমি চলিলাম, তোমাদের কাপড় নাও।" বাদল ঘরের মধ্যে দিব্য পরিষ্কার বিছানায় শুইতে পারে না; জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "মশায়—চিরকাল গাছের তলায় শোয়া অভ্যাস, দালানের মধ্যে শুইলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে।" বাদলকে ফস্‌ফরাস ও নাক্স দেওয়া হইতেছে।

৫। নিবারণ।—পিতৃমাতৃহীন বালক। নিবাস বাগেরহাটের নিকট। অপরের সাহায্যে বাগেরহাট ইস্কুলে পাঠ করে। প্রায় ২৷৷০ বৎসর কাল পুরাতন জ্বরে ভুগিতেছে। পেট জোড়া প্লীহা। পূর্ব্বোক্ত দাস যখন বাগেরহাট যান,

তখন ইহাকে সঙ্গে করিয়া সেবালয়ে আনেন। "দাসী"র একজন সহৃদয় গ্রাহক বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস উহার পাথেয় দেন। ইহাকে সিয়ানোথাস্ খাইতে ও উহার পটি প্লীহার উপর দিতে দেওয়া হইয়াছে। আবশ্যক মত চায়না ও নক্স দেওয়া যাইতেছে। নিবারণ এখনও সেবালয়ে আছে।

৬। আবদুল।—মুসলমান বালক; বয়স ১০।১২ বৎসর। ইহার পিতা মাতা নাই, কেবল মাত্র এক বৈমাত্র ভাই আছে। পীড়া পায়ে পুরাতন ঘা। প্রায় এক বৎসর এই ঘায়ে ভুগিতেছে। ঘায়ে বড়ই পচা গন্ধ। নিবাস নড়ালের নিকট। আমাদের খুলনাস্থ সহায় গিরিশ বাবু স্বয়ং ইহাকে সেবালয়ে আনিয়া পাথেয়াদি ও বস্ত্রের জন্য ১ টাকা দিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার ঘা দুই তিন বার করিয়া নিমের জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া কদমের পাতার উল্টা পিঠ দিয়া বাঁধা হইতেছে। কালি বাইক্রোম্ ও মাঝে মাঝে আর্সেনিক খাইতে দেওয়া হইতেছে। আবদুল এখনও এখানে চিকিৎসাধীন আছে।

স্থায়ী রোগী রাখিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে, কিন্তু এখনও সে ভাবের রোগী একটীও জুটে নাই। "দাসী"র পাঠকগণ যদ্যপি এ প্রকার রোগী পান, যাহার জগতে সেবা করিবার কেহ নাই, যাহার রোগ আরোগ্য হইবার আশা নাই, যে অন্ধতাপ্রযুক্ত বড়ই কষ্ট পাইতেছে, বৃদ্ধত্ব বশতঃ যে বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছে, এক কথায় যাহাকে দেখিয়া "দাসী"র পাঠক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না, ভাবিয়া আকুল হন কে ইহার সহায় হইবে, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিবেন।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, কলিকাতা।—১লা হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ জন রোগী হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১৮ জন পুরুষ ও ১৭ জন স্ত্রীলোক। রোগের তালিকা—নবজ্বর ১৪, উদরাময় ৪, অস্থি ভঙ্গ ১, পারার ঘা ১, পক্ষাঘাত ১, ওলাউঠা ১, বাতব্যাধি ১, যকৃৎ প্রদাহ ১, পুরাতনজ্বর ২, চক্ষুক্ষত ১, কাশি ১, গাত্রবেদনা ১, চক্ষুপ্রদাহ ১, জ্বরাতিসার ১, নালীঘা ১, অন্যান্য ১। ইহার মধ্যে আরোগ্যলাভ করে ২৪ জন, ছাড়িয়া যায় ৬ জন, ও চিকিৎসাধীন আছে ৫ জন। গত মাসের চিকিৎসাধীন ২ জনের মধ্যে ১ জন আরোগ্য লাভ ও ১ জন চিকিৎসা ত্যাগ করে।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, নওগাঁ।—এই চিকিৎসালয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্ব্ববারে প্রকাশিত হইয়াছে। গতমাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জন রোগী হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও ৩ জন স্ত্রীলোক। রোগের তালিকাঃ—নবজ্বর ৩, পুরাতনজ্বর ১, বাত ১, উদরাময় ৩, অজীর্ণ ৫, কৃমি ১, ও চর্ম্মরোগ ৩। ইহার মধ্যে আরোগ্য লাভ করে ১৩ জন, ছাড়িয়া যায় ২ জন, ও চিকিৎসাধীন আছে ২ জন।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, শিবহাটী।—এই শাখা স্থাপনের কথা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এক্ষণে শিবহাটীস্থ চিকিৎসক মহাত্মা বাবু মতিলাল রায়ের অধীনে আছে। তিনি রীতিমত প্রাতঃকালে রোগীদিগকে দেখিয়া ঔষধ দান করেন। ইহাতে গত মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ জন রোগী হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষ ৮ জন ও স্ত্রীলোক ৫ জন। রোগের তালিকাঃ—পুরাতনজ্বর ৩, শোথ ১, কৃমি ২, প্লুরা ১, পেটফুলা ২, ও স্বল্প বিরামজ্বর ৪। ইহার মধ্যে আরোগ্য লাভ করে ৮ জন, মৃত্যু ১ জন, চিকিৎসা ত্যাগ করে ২ জন, ও চিকিৎসাধীন আছে ২ জন।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়, জালালপুর।—এই চিকিৎসালয় গত ২৫ সেপ্টেম্বর খোলা হইয়াছে এবং বাবু যদুনাথ দত্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আছে। গত মাসের কয়েক দিনে সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী রোগী হইয়াছে, তন্মধ্যে সকলেই পুরুষ। রোগের তালিকাঃ—পুরাতনজ্বর ৪ ও চর্ম্মরোগ ১। আরোগ্যলাভ করে ১জন ও চিকিৎসাধীন আছে ৪ জন।

আমরা প্রথম সংখ্যা "দাসী"তে প্রকাশ করিয়াছি যে আমরা খুলনা হইতে একজন বিপথগামিনী অল্পবয়স্কা রমণীকে ফিরাইয়া সৎপথাবলম্বন করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। এই সংবাদ প্রকাশ হওয়াতে দেখা যাইতেছে যে বহু সংখ্যক হতভাগিনী রমণী আমাদের আশ্রয় পাইবার জন্য আমাদের নিকট সংবাদ পাঠাইতেছে। ইহারই মধ্যে আমরা এই প্রকার ৮টী রমণীর সংবাদ পাইয়াছি। কিন্তু ইহাদের ভার লইতে হইলে স্বতন্ত্র আশ্রম আবশ্যক ও তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত দাসীর আবশ্যক। তাঁহাকে প্রেমে পাষাণ দ্রব করিতে হইবে, পুণ্যাগ্নিতে পাপের আবর্জ্জনা দগ্ধীভূত করিতে হইবে, এবং বিশ্বাস দ্বারা পাপীর হৃদয় অগ্নিময় করিতে হইবে।

এই মহৎকার্য্যের ভার প্রবীণা দাসী ভিন্ন আর কাহারও হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের তদ্রূপ বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা নাই। স্থান থাকিলে এই সমস্ত হতভাগিনীদের ইতিবৃত্ত বাহির করা যাইত, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় "দাসী"তে স্থানের টানাটানি। তবুও দু'এক জনের কথা বলি। কাহারও নাম ধাম প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। একজন পুণ্যাত্মা লোক কোনও ওলাউঠা রোগীকে চিকিৎসা করিতে যান। পরে জানিতে পারিলেন যে রোগিনী পতিতা রমণী। হতভাগিনী আরোগ্য লাভ করিলে, পূর্ব্বোক্ত বাবুটি তাহাকে সৎপথাবলম্বন করিতে বলিলেন। রোরুদ্যমানা হতভাগিনী বলিল, কে তাহাকে আশ্রয় দিবে, কে তাহার ভার লইবে। সে এখনই ভাল হইতে প্রস্তুত আছে। বাবুটি বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া দাসাশ্রমকে জানাইলেন। দাসাশ্রম অশ্রুজলের সহিত প্রস্তাব ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এই হতভাগিনী বাল বিধবা। কোনও পাষণ্ড তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়া যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আর এক দিন একজন পরিচিত লোক আসিয়া নিম্নলিখিত বিবরণ বলিলেন। একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের এক কন্যা ১৮।১৯ বৎসরে বিধবা হইয়া নিজ অলঙ্কার ও নগদ টাকা গুলি লইয়া পিত্রালয়ে আগমন করে। তাহার পিতা কন্যার গহনা বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে আরম্ভ করে। কন্যা বুঝিল তাহার ভবিষ্যৎ কি প্রকার অন্ধকার। সুতরাং নিজ অর্থ রক্ষা করিবার মানসে যাহা কিছু ছিল তাহার কতকাংশ লইয়া এক বৃদ্ধ চাকরের সহিত পলায়ন করিয়া এক আত্মীয়ের বাড়ী যায়। টাকা বড় শত্রু; আত্মীয় তাহা আত্মসাৎ করে। তখন তাহার পিতা ঐ কথা শুনিয়া আমাদের সংবাদদাতা বাবুটিকে ঐ অলঙ্কার গুলি উদ্ধার করিয়া কন্যাকে কাশীতে ছাড়িয়া দিয়া আসিতে পাঠান। বাবুটি বলিলেন তিনি কতক গুলি গহনা উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন্ প্রাণে হতভাগিনী লক্ষ্মী-স্বরূপিনী ভদ্র লোকের কন্যাকে কাশীতে ব্যভিচারিণীদের দলে ছাড়িয়া দিয়া আসিবেন? কি শোচনীয় ব্যাপার! কন্যা না বলিয়া বাটির বাহির হইয়াছে বলিয়া পিতা আর গৃহে লইবেন না। হায় হায়, এই সকল হতভাগিনীদের উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু বঙ্গদেশকে পুড়াইয়া ছার খার করিবে। বঙ্গমাতার কি কোনও উদারপ্রাণা,

প্রেমময়ী কন্যা নাই, যে আপনার প্রেম পক্ষপুটের আচ্ছাদনের নিম্নে রাখিয়া এই হতভাগিনীগণকে পাপের হস্ত হইতে, অপার যন্ত্রণার হস্ত হইতে রক্ষা করেন? কেহ যদি থাক এস মা এস, অগ্রসর হও। ভগবান্ তাঁহার উপর কৃপাবারি বর্ষণ করিবেন। দাসাশ্রম তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে লইবেন ও সকল প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিবেন।

বস্ত্রাদিদান। একদিন একজন যুবক এক মুটিয়ার মাথায় দিয়া এক মোট বস্ত্রাদি লইয়া সেবালয়ের দ্বারে ফেলিয়া দিয়া গেলেন। দাতার নাম না বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা মোট খুলিয়া অবাক হইলাম। প্রায় ৫০৲ কি ৬০৲ টাকার বস্ত্রাদি কে দিল? ঐ মোটে নিম্নলিখিত বস্ত্র সকল ছিলঃ—কালবনাতের চাপকান ২ টা, গোলাপী বনাতের চাপকান ১টা, ঐ চোগা ১টা, কাশ্মীরার কোট ১টা, তসরের চাপকান ৩টা, কোট ১টা, চোগা ১টা, নূতন মসারি ১টা, ষ্টকিং ২ জোড়া, তোয়ালে ৬ খানা, সাদা ইজার ২টা, সাদা পিরাণ ১২টা, পাজামা ৮টা, রুমাল ২ খানা, বালিসের ওয়াড় ৬টা, বিছানার চাদর ৫টা, সাদাধুতি ৬ খানা। শ্রীমতী ক্ষান্তমোহিনী বসু, বাবু কালীশঙ্কর শুকুল, বাবু উমাপদ রায়, বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু, ও ৪৫।৫ বেনিয়াটোলা লেনের মেসের ছাত্রগণ পুরাতন বস্ত্রদানে আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় ১টী থার্ম্মমিটার দিয়াছেন।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা।

বাবু রাধানাথ দেব ॥০, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ॥০, শ্রীমতী ক্ষান্তমোহিনী বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১৲, বাবু রমেশচন্দ্র সিংহের পিতৃস্বসা ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, শ্রীমতী যামিনী গুহ ১৲, বাবু কৃষ্ণগোপাল সান্ন্যাল ৪৲, বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ৫৲, মাসিক চাঁদা শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী ১৲, বাক্সে দান প্রাপ্তি ১।০, "দাসী" ফণ্ড হইতে সাহায্য প্রাপ্তি ৩১।৫, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য কর্জ্জ জমা ২৬।/০, গত মাসের বাবৎ হস্তে স্থিত জমা ২৮৸৴১৫; মোট জমা ১০১৸০

খরচ।

রোগীর পথ্যাদি খরচ ১৬৷৵, রাঁধুনীর বেতন ৭৲, বাটী ভাড়া ৩০৲ তক্তপোষ খরিদ ১৸৵১৫, স্পিরিট ষ্টোভ ১৷৵০, অয়েল ক্লথ ২৷৵০, "আনন্দ-লীলা" ছাপাইবার কাগজ খরিদ ৮৶১০, একটি রোগীর বাটী যাইবার খরচ ২৲, রোগী আনিবার গাড়ীভাড়া ৷৴১০, একটি রোগীকে মেডিকেল কলেজে পাঠাইবার পাল্কী ভাড়া ৷০, "দাসী"র সংগ্রাহকের গাড়ি ভাড়া ২৲, রোগীর টিকিটের ফ্রেম ১৶৫, কাচের পিচকারী ।০, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঔষধ খরিদ ২৬৷৴০। মোট খরচ ১০১৸০।

মোট জমা ১০১৸০। মোট খরচ ১০১৸০। হস্তে স্থিত ০।

উত্তেজনা।

১

হ'লে একি তুমি?
ভিখারী দুয়ারে, মরে অনাহারে,
তোল ভাত কোন্ মুখে?
প্রতিবেশী রোগে করে আর্ত্তনাদ,
ঘুমাইছ কোন্ সুখে?
আপনার সুখ, আপনার শান্তি,
তোমার চিন্তার সার,
আপনার তরে, সদা ঘরে পরে,
পীড়য়িছ অনিবার।
কি আঁখি পেয়েছ, দেখেও দেখনা;
কি কান পেয়েছ, শুনেও শোননা;
কি প্রাণ পেয়েছ, কিছুতে গলেনা;
কি পাপে তোমার এ পরিণতি?
জীবত্ব ডুবিল জড়ত্বের মাঝে,
বল বীর্য্যক্ষয় সুধু বিনা কাজে,
জীবন ডুবিছে মরণের মাঝে,
এ কি পরিণাম! হা বসুমতি!

২

সৌন্দর্য্য পেয়েছ দেবের সমান,
সুধু কি বৃথাই হবে?
প্রেম করুণায় হৃদয় নির্ম্মাণ
বৃথা কি হ'য়েছে তবে?
একবার জাগ, একবার চাও,
ঘুম ঘোর ছাড় ছাড়।
মানবের ঘরে জনম লইয়ে,
কেমনে হ'লে অসাড়?
সুখ অভিলাষ, স্বার্থ বা বিলাস,
মাছি প্রজাপতি জনে চায়;
মনুষ্য সন্তান মানুষের মত
দেবতার কাজে ধায়।
দেবভাব ময় মানব হৃদয়,
প্রাণের জীবন্ত ছবি।
প্রাণময় ধাম এ মহীমণ্ডল,
তায় মৃত কেন রবি?
মরুস্থান নয়, শ্মশান এ নয়,
জীবন্ত জীবের ধাম।
দেবতার প্রায় দেবকাজে আয়
পূর্ণ হ'ক মনস্কাম।

কুমারী ডীন।

(১)

একদিন লণ্ডন নগরে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারবিষয়িণী কোন একটি সভাতে বঙ্গদেশের ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। একজন ভারত-প্রত্যাগত মিশনারী বলিলেনঃ—"আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্যমশীল খৃষ্টীয়ান মিশনারীদিগের চেষ্টাতে বাঙ্গালী পুরুষদিগের চরিত্র অনেকটা উন্নত হইয়াছে; তাহারা নীতির মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ না হউক, কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছে; কিন্তু আজিও বঙ্গমহিলাদিগের অন্তঃকরণ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমার মনে হয় বঙ্গদেশীয়া রমণীগণ অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারের জীবন্ত প্রতিরূপ স্বরূপ। হায়! তাহারা জানেনা, পৃথিবীর মধ্যে তাহাদের কি শোচনীয় অবস্থা! আপনারা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যদি কিছু করিতে ইচ্ছা করেন এবং আমার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি বলিব, সর্ব্বাগ্রে নারীজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাহাদিগকে দেশীয় ভাষায় নৈতিক শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বঙ্গনারীগণ স্ত্রী-চিকিৎসকের অভাবে অনেক সময় নিদারুণ যাতনা ভোগ করে; এমন কি অনেককে অকালে জীবনলীলা শেষ করিতে হয়। আমাদের মধ্য হইতে যদি কোন সদাশয়া মহিলা চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গদেশীয়া নারীগণের সেবা করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন এবং দেশীয় ভাষায় উপদেশ দিয়া তাহাদের মধ্যে নৈতিক বীজ বপনের জন্য অগ্রসর হন, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন।" এই কথা বলিয়া বক্তা নীরব হইলে, সভার এক প্রান্ত হইতে জর্জ্জিয়ানা ডীন নাম্নী এক কুমারী বলিয়া উঠিলেন, "এই কার্য্য করিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। আমার বিশ্বাস বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়া অপেক্ষা রাত্রি জাগিয়া রোগীর সেবা করা অধিকতর শান্তিপ্রদ।" এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিবার উপায়

অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট টাকা ছিল না; কি করিয়া পাথেয় সংগ্রহ করিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে উপায়ান্তর অভাবে কোন খৃষ্টীয় প্রচার ফণ্ডের ম্যানেজারের নিকট দরখাস্ত করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ম্যানেজার বলিলেন, "তোমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ; বঙ্গদেশের উষ্ণ জল বায়ু তোমার সহ্য হইবে না। বিশেষতঃ মিশন কোম্পানী এই জন্য এত টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। এই কথা শুনিয়া ডীন মেম্বরদিগের বাড়ী বাড়ী হাঁটিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার আবেদনের শেষ মীমাংসা করিবার জন্য এক কমিটী বসিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, কোম্পানী টাকা দেওয়া উচিত মনে করেন না। তখন সেই উদ্যমশীলা মহিলা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আপনারা টাকা দিন, আর নাই দিন, আমাকে বঙ্গদেশে যাইতেই হইবে। যদি আর কোন উপায় করিতে না পারি, যাত্রীদিগের আয়ার কার্য্য করিয়া যাইব।" এই কথা শুনিয়া একজন সদাশয় সভ্য বলিয়া উঠিলেন, "যদি তোমার প্রাণ এতই কাঁদিয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি যাওয়ার সব স্থির কর, আমি সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিব।" জর্জ্জিয়ানা হৃষ্টমনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইলেন। বরিশাল জেলায় তাঁহার কার্য্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি খ্রীষ্টান পাড়ার পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান পল্লীতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। রোগীকে ঔষধ দেওয়া, তাহার পরিচর্য্যা করা এবং মিষ্ট কথায় তাহার মন সন্তুষ্ট রাখা, জর্জ্জিয়ানার প্রচারের প্রধান অঙ্গ ছিল। এতদ্ভিন্ন কেমন করিয়া বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখিতে হয়, সন্তান পালন করিতে হয়, পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে হয়, এই সকল বিষয়েও তিনি উপদেশ দিতেন এবং পাড়ার স্ত্রীলোকদিগকে অবকাশ মত কিছু কিছু বাঙ্গালা বই পড়াইতেন। মুসলমানেরা প্রথম প্রথম কুমারী ডীনের উপর বড় বিরক্ত ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি এক সময়ে আমাদের নিকট একটি গল্প করিয়াছিলেন। তিনি কোন সময়ে একজন মুসলমান স্ত্রীকে বর্ণ পরিচয় শিক্ষা দিতেছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী খ্রীষ্টানের নিকট বই পড়িতে দেখিয়া স্ত্রীকে অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিল

এবং কুমারী ডীনকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল। এই ঘটনার দুই তিন মাস পরে, সে তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল। এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ, একমাত্র কুমারী ডীনের নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা। ঐ ঘটনার কিছু দিন পরে সেই স্ত্রীলোকটীর প্রসবকাল উপস্থিত হইল। সংসারে তাহার কেহই ছিল না, সুতরাং গৃহস্থকে মহাবিপদে পড়িতে হইল। কুমারী ডীন তাহার এই দুরবস্থা জানিতে পারিয়া যথাসাধ্য আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। কখনও চিকিৎসক হইয়া ঔষধ দিতেন, কখন বা পরিচারিকা সাজিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেন; আবার কখনওবা সুমধুর আলাপ এবং প্রেম-পূর্ণ মুখ-চুম্বন দ্বারা মাতৃ-স্নেহ দেখাইতেন। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া উদ্ধত চাষার প্রাণ বিগলিত হইল। তাই সে অনুতপ্ত হৃদয়ে এই সাধ্বী মহিলার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিল। কোথায় সুদূর ইংলণ্ডে বিলাসের ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিতা ইংরেজ মহিলা, আর কোথায় এই বরিশালের দরিদ্র চাষার পত্নী! (ক্রমশঃ)

সেবা-সংবাদ;—পঞ্জাব।

পঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে একটী সুনীতি সঞ্চারিণী সভা আছে। তাহার নাম "পঞ্জাব পিউরিটি য়্যাসোসিয়েশ্যন্" (Punjab Purity Association)। এই সভার এক খানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা আছে। তাহার নাম "পিউরিটি সার্ভেণ্ট" (Purity Servant)। উক্ত পত্রিকার অক্টোবর মাসের সংখ্যায় পূর্ব্বোক্ত সভার সভ্যগণের একটী সাধু অনুষ্ঠানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

সম্প্রতি লাহোর নগরে জ্বর ও ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, সভা রোগীদিগের গৃহে গৃহে গিয়া ঔষধ এবং পথ্য বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং এইরূপ স্থির হয় যে সেবকগণ দুই দলে বিভক্ত হইবেন। এক দল দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ

সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং আর এক দল রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্য ২রা সেপ্টেম্বর আরব্ধ হয়। প্রথম দশ দিন প্রাতঃসন্ধ্যা কেবল একদল সেবক রোগিগণের সেবা করিয়াছিলেন। তখন রোগীর সংখ্যা ছিল ষাট জন; ইহার মধ্যে অধিকাংশই জর রোগাক্রান্ত, কিয়দংশ ওলাউঠাগ্রস্ত। এই সেবকগণ সর্ব্বসমেত ২১টি ওলাউঠা রোগীর চিকিৎসা করেন; তন্মধ্যে ৮ জনের মৃত্যু হয়; অবশিষ্ট সকলে আরোগ্যলাভ করে। লাহোরের ভাটি সিংহদ্বার হইতে রায় মেলারামের গৃহের পশ্চাৎ দিয়া তকৃসালি সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যে গলিটি গিয়াছে, তাহাতে মেথর, ভিক্ষুক এবং দরিদ্র মুসলমানগণ বাস করে। সহরের এই অংশ হইতে রোগী দেখা আরম্ভ হয়। কিন্তু সর্ব্বত্রই চিকিৎসার প্রয়োজন অনুভূত হয়। গলির পর গলি, বড় রাস্তার পর বড় রাস্তা, যেখানে সেবকগণ যাইতে লাগিলেন, সেখানেই পীড়িত ব্যক্তিগণ করুণস্বরে তাঁহাদিগকে ডাকিতে লাগিল। এই হেতু ভিক্ষা সংগ্রহ কার্য্য বন্ধ করা হইল, এবং দুই দল সেবকই রাস্তাগুলি ভাগ করিয়া লইয়া রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এখনও সকাল সন্ধ্যা রোগী দেখা হয়।

সর্ব্বসমেত ৩০০ তিনশত রোগী ইহাদের সেবায় আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আরও প্রায় দুইশত চিকিৎসাধীন আছে। ইহারা যে সকল গলিতে গিয়াছেন, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহাদের অবস্থা অপর গলিগুলি অপেক্ষা ভাল। তাঁহারা অপর গলি সকল উপযুক্ত সংখ্যক সেবকের অভাবে পরিদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, ভগবান্ যেন তাঁহাদিগকে লোকবল প্রদান করেন।

ইহারা এ পর্য্যন্ত নগদ ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা অর্থ সাহায্য, এবং কয়েক শিশি কুইনাইন সাহায্য পাইয়াছেন। মিউনিসিপালিটীও ইহাদিগকে তিন শিশি কুইনাইন দিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে আরও সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সংগৃহীত অর্থ সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। পঞ্জাবের জন সাধারণের নিকট ইহাঁরা অর্থ ভিক্ষা করিতেছেন; আশা করি, অপরাপর প্রদেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণও যথাসাধ্য ইহাঁদের সাহায্য করিবেন। সাহায্য শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, "পিউরিটী সার্ভেণ্ট" আফিস, লাহোর, এই ঠিকানায় পাঠাইলেই হইবে।

লাহোরের ট্রিবিউন (Tribune) পত্রিকার একজন সংবাদদাতা উক্ত পত্রিকায় এই পুণ্যাত্মা সেবকগণের স্বার্থত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, রোগীদের চিকিৎসায় ধৈর্য্য, এবং তাঁহারা যেরূপ সস্নেহে রোগীদিগের সহিত কথা কহেন, তৎসমুদয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

পরমেশ্বর, সেবা তোমারই বিধান। তুমি সকলের প্রাণে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দাও।

পেশোয়ার জেলা ও সহরে জ্বর এবং ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উক্ত সহর নিবাসী লালা হরজি মল নামক এক ধনশালী মহাজন সেপ্টেম্বর মাসের ১৬ই হইতে জ্বর ও ওলাউঠার ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। তিনি সহরে দুইটি স্থানে ঔষধ রাখিয়াছেন। তথায় দিবারাত্রি ঔষধ বিতরিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিযুক্ত লোকেরা সর্ব্বদাই বাজার এবং গলির মধ্যে ঘণ্টা বাজাইয়া বেড়াইতেছেন, এবং বলিতেছেন, "বুখার আউর হাইজে কি দাওয়াই মুফ্‌ত্ লে লো," "জ্বর এবং ওলাউঠার ঔষধ বিনামূল্যে গ্রহণ কর।" সহৃদয় লালা মহাশয় একজন সরকারী হস্পিট্যাল আসিষ্ট্যাণ্টের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

হুসিয়ারপুরের নিকট একটী নদী আছে। নদীগর্ভ সাধারণতঃ শুষ্ক থাকে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ তীরবেগে প্রবল বন্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। কয়েক দিন পূর্ব্বে লালা দেবীপ্রসাদ নামক একজন পুলিস কর্ম্মচারী, আর কয়েক জন ভদ্র লোকের সহিত নদীতীরে দাঁড়াইয়াছিলেন। নদীতে তখন অনেকগুলি স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকা ছিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ বন্যা তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে দেখা গেল। নদীগর্ভস্থ সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তীরাভিমুখে ধাবিত হইল, এবং সকলেই নিরাপদে তীরে পৌঁছিল। কেবল একটি মহিলা পৌঁছিতে পারিলেন না। বন্যার উত্তাল তরঙ্গ তাঁহাকে তৃণ খণ্ডের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। লালা দেবীপ্রসাদ দেখিবামাত্র বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সমস্ত পোষাক সহিত নদীতে ঝাঁপ দিলেন,

এবং বহুকষ্টে উক্ত মহিলার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকা বলেন, হুসিয়ারপুরের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিস হাণ্টার সাহেব লালা দেবীপ্রসাদ যাহাতে রয়্যাল হিউমেন সোসাইটীর (Royal Humane Society) পুরস্কার পদক পান, তজ্জন্য লিখিয়াছেন।

কাশ্মীর। বর্ত্তমান বৎসরে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে আগুন লাগিয়া ১,৩০০ তের শতেরও অধিক গৃহ পুড়িয়া যায়। তাহাতে প্রায় ৭,০০০ সাত হাজার লোক গৃহশূন্য হয়। ইহাদের অবস্থা যে কিরূপ হৃদয়বিদারক তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। ইহার পরও আবার আগুন লাগিয়াছিল। কাশ্মীরের মহারাজা গৃহশূন্য ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া এই আদেশ দিয়াছেন যে গৃহস্বামিগণ প্রত্যেকে ৫০৲ টাকা মূল্যের গৃহনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ কাজকীয় বনবিভাগ হইতে বিনামূল্যে পাইবেন। তদ্ভিন্ন কাশ্মীর রাজ্যে চূণ এবং ইষ্টকের উপর যে কর নির্দ্ধারিত আছে, দগ্ধ-গৃহ পুনর্নির্ম্মাণার্থ যত চূণ ও ইট লাগিবে, তাহার উপর সেই করের কেবল অর্দ্ধেক দিতে হইবে। মহারাজা রাজশক্তির অতি সাধু ব্যবহার করিয়াছেন।

গোলাপের কাহিনী।

আশ্বিন মাস। বিজয়া-দশমী। শরতের সুবিমল সুনীল আকাশে অগণ্য তারকারাজি শোভা পাইতেছিল। নগরের দীপমালা নক্ষত্রমালারই মত দীপ্তি পাইতেছিল।—নক্ষত্রগুলি কেমন সুন্দর! যদি তাহারা যুগান্তে একবারমাত্র মানবের নয়নগোচর হইত, তাহা হইলে মানুষ কেমন বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে, অতৃপ্তহৃদয়ে, তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিত! ভাবিত, এই বুঝি স্বর্গধাম! কিন্তু দিন দিন দেখিয়া দেখিয়া মানুষ আর এ শোভা দেখিতে পায় না।—আকাশ শরৎ-প্রসন্ন,নক্ষত্র-ভূষিত; বহুজনাকীর্ণা

নগরী দীপমালা—বিভূষিতা; গৃহে গৃহে সুমধুর বাদ্যধ্বনি। কত লোক সম্বৎসর খাটিয়া আজ বিশ্রাম করিতেছে। আজ যেন জীবন-সংগ্রামের অবসান হইয়াছে। আজ কত লোকের চক্ষে ধরণী যেন গোলাপ-রাগে রঞ্জিত বোধ হইতেছে। কতদিনের বৈরভাব আজ যেন বিলুপ্ত হইয়াছে। বহুদিনব্যাপী মনোমালিন্যের পর বন্ধুগণ আবার হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইলেন। যাহারা কখনও হাসে নাই, তাহাদের ললাটের বিষাদরেখা আজ বুঝি বা হাসিতে মিশায়। ধনী নির্ধনী আজ সকলেই সুখী; গরিবের কুটীরেও আজ যেন অভাব নাই। সরলপ্রাণ বালকবালিকাগণের তান-লয়-সমন্বিত তরল হাসি যে শুনিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে।

কিন্তু আজ একটী গৃহে সকলই আঁধার। তথায় বিষাদের অমানিশা বিরাজ করিতেছে। সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত সুচিত্রিত কক্ষগুলি আজ নিস্তব্ধ। মর্ম্মরপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত সোপান-শ্রেণী দিয়া সকলে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে উঠিতেছে, নামিতেছে। শোকের করুণ-ধ্বনি পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না। কারণ, তথায় একটী শিশু মুমূর্ষু অবস্থায় শায়িত রহিয়াছে।

তাহার চারিপাশে রেসমের মশারি; মখ্‌মলের গালিচায় পদধ্বনি মিলাইয়া যাইতেছে; বিছানার চারিধারে কত বহুমূল্য খেলনা পড়িয়া রহিয়াছে; হায় সে সকল আজ কে দেখে! শিশুটীর সুকোমল কুঞ্চিত কেশগুলি বালিসের উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে। এত বড় সহরের বড় বড় কত চিকিৎসক আসিলেন; সকলই বৃথা! মায়ের প্রাণের নিদারুণ যাতনা, তাঁহার হৃদয়ের অতল স্নেহও শিশুটীকে সুস্থ করিতে পারিল না। তাই আজ তিনি স্থিরভাবে সন্তানের পাশে বসিয়া আছেন। ঐ দেখ তিনি হাসিমুখে নিজের প্রাণপুতুলীকে বলিতেছেন ঃ—"বাছা, আর অল্পক্ষণ পরে তোমার সকল যাতনা দূর হইবে।" সে হাসি এ সংসারে দুর্লভ; কে তাহার রহস্য বুঝিবে? মা মৃদুস্বরে কত সুললিত গান গাইতেছেন। কত বার

"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বান্"

এই কবিতাটী আবৃত্তি করিয়াছেন; আজ আবার সেইটী শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন।

হঠাৎ গৃহে কে যেন আসিল। কেহ দেখিতে পাইল না। কিন্তু শিশু-

টীর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি আর শুনা যায় না; তাহার সুনীল চক্ষু দুটী সবিস্ময়ে, শূন্যে-ভাসমান কাহার উপর চাহিয়া রহিয়াছে। শিশু চমকিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার মুখখানি হাসি-ভরা। একটী দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যাধরী হাসিমুখে শিশুর উপর চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বসন শুভ্র; স্কন্ধদেশ হইতে তুষারসন্নিভ শ্বেত পক্ষদুটী বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার মস্তক নক্ষত্রের মত স্নিগ্ধ রশ্মিতে উদ্ভাসিত। বিদ্যাধরী স্নেহের সহিত শিশুটীকে কোলে লইয়া ধীরে ধীরে বুকের উপর রাখিলেন। সেই মুহূর্ত্তে সকলে কাঁদিয়া উঠিল। মা জানিলেন, বাছা যাতনা হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

শিশুটীর দেহপিঞ্জর পড়িয়া রহিল। বিদ্যাধরী পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক বায়ু-সাগর ভেদ করিয়া চলিলেন। তিনি স্নেহের সহিত রক্তবর্ণ গোলাপের একটী শাখা শিশুর পাশে রাখিলেন। সে যখন তাঁহার অঙ্কশায়ী হইয়া আনন্দধাম অভিমুখে চলিতেছিল, এবং থাকিয়া থাকিয়া একবার তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী রক্ষয়িত্রীর মুখ পানে, একবার পার্শ্বস্থিত গোলাপ শাখার দিকে, চাহিতেছিল, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলেন,—

"বাছা, জানিও, সংসারের কিছুই স্বর্গধামবাসিগণের উপেক্ষার বস্তু নহে। মানবের সুখদুঃখ তাঁহাদের হৃদয়ে তেমনই সুখদুঃখের তরঙ্গ উৎপাদন করে। প্রেম—মর্ত্ত্য ধামে যাহার শক্তি এত ক্ষীণ—সেই প্রেম, স্বর্গে ঐশীশক্তিতে বলবান্ হয়।

"আমাদের নীচে ঐ সহরের একটী দরিদ্রপল্লীর অপ্রশস্ত গলিতে একটী অনাথ বালক বাস করিত। জীবনের বন্ধুর পথে কেহ কখনও তাহার দিকে করুণা-কটাক্ষে তাকায় নাই। আহা! তাহাকে জীবন-পথে একাকী কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতে হইত। যে সকল চিতানলসম দুশ্চিন্তা বয়োবৃদ্ধিসহকারেই মানবের প্রাণে উদিত হয়, তৎসমুদয় শৈশবেই তাহার কোমল হৃদয়ে গুরুভারের মত চাপিয়া বসিয়াছিল। জীবন-সংগ্রামের ভীষণতম দৃশ্য শৈশবেই তাহার নয়নগোচর হইয়াছিল। দরিদ্রতা তাহার ধাত্রীরূপিনী ছিল। পিতা মাতার নিকট হইতে দুঃখব্যতীত তাহার আর কোন সম্পত্তি লাভ ঘটে নাই। তাহার এমন বল ছিল না যে তাহার সমবয়স্ক বালক বালিকাদের খেলায় যোগ দেয়। তাই বহুকষ্টে তাহার দিন গুলি যাইত। দিন ত নয়, যেন এক একটী বৎসর। সে তাহার ক্ষীণ ছোট ছোট হাত দুটীর উপর যাতনায় অস্থির মাথাটী রাখিয়া বসিয়া থাকিত; আবার মাঝে মাঝে বিছানায় শুইয়া ছট্ ফট্ করিত, ঘুম হইত না। নিদ্রা আসিলেই স্বপ্ন দেখিত। যেন সে দূরে, বহুদূরে, গহনবনে গাছের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া রহিয়াছে। যেন দেখিতেছে, প্রস্ফুটিত নবমল্লিকার শাখা হাতে লইয়া কত শিশু হাসিমুখে খেলিতে খেলিতে বৃক্ষশ্রেণী-সুশোভিত পথ দিয়া বাড়ী আসিতেছে। সে এরূপ সংকীর্ণ গলিতে থাকিত, যে সুনীল আকাশের শোভা কখনও দেখিতে পাইত কিনা সন্দেহ। তোমরা বসন্তের মলয়ানিলের কত প্রশংসা কর। কিন্তু সেই সংকীর্ণ গলিতে বসন্তকালে দূষিত উত্তপ্ত বায়ু তাহার গায়ে লাগিলে তাহার যেন জ্বর আসিত।

"একদিন—সে বড় সুন্দর দিন—সেই অনাথ বালক ক্ষীণ-পাদ-বিক্ষেপে ধীরে ধীরে নিজের গৃহ হইতে বাহির হইল। নগরীর জনাকীর্ণ পথদিয়া যাইতে যাইতে সে অবশেষে এক সুরম্য উদ্যানের প্রাচীর সমীপে উপনীত হইল। সে উদ্যানে শত শত বিশালতরু মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তথায় নবদূর্ব্বাদলশোভিত ভূমিতলে ছায়া লুকাইয়া থাকিতে ভাল বাসিত। মাঝে মাঝে জলের ফোয়ারা সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। তথায় কত জাতি ফুল যে ফুটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। শিশুটী বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি সে ফুলের সৌরভ পাইতেছিল। উদ্যানের মধ্যে এক সুশোভন প্রাসাদ। বালক লৌহনির্ম্মিত দ্বারের রেলে শুষ্ক মুখখানি রাখিয়া সতৃষ্ণভাবে উপবনের অঙ্কশায়ী প্রাসাদের শোভা দেখিতেছিল। স্বপ্নেও সে কখন এত শোভা দেখে নাই। তুমি তখন বাগানে খেলা করিতেছিলে। ফুল ছিঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া দিতেছিলে। যখন ফুলের পাপ্‌ড়ি গুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমার চুলের উপর পড়িতেছিল, তখন তুমি হাসিতেছিলে। কতলোক সস্নেহে তোমার খেলা দেখিতেছিল;—তুমিই সে পরিবারের বংশধর, একমাত্র আশা ভরসার স্থল ছিলে। যখন তোমার দাস দাসীরা অনাথবালকটীর মলিন শুষ্ক মুখ দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত হইয়া, তাহাকে কিছু পয়সা দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিতে বলিল; আহা! তখন তাহার শীর্ণ, বিবর্ণ কপোল দিয়া বিষাদের অশ্রু বহিতে লাগিল।

হা বিধাতঃ! সে যে আজন্মকাল প্রাণে পোষিত সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা মিটাইতেছিল; দাসদাসীগণ কেন তাহাতে বাদ সাধিল? দুদণ্ড চোখের দেখা বই ত নয়?

"কিন্তু সেই বালকের মলিনমুখ দেখিয়া তোমার কোমল প্রাণ ব্যথিত হইল। তুমি যে গোলাপ গাছটীকে বড় ভাল বাসিত, তাহা হইতে বড় বড় ফুল তুলিয়া, লৌহ দ্বারের রেলের ভিতর দিয়া সেগুলি তাহার হাতে দিলে। হাতে দিয়া সস্নেহে সুমিষ্ট স্বরে তাহাকে বিদায় দিলে। সৌরভে ভরা সেই অমূল্যধন পাইয়া, স্নেহপূর্ণ সেই কথাগুলি শুনিয়া, অনাথ বালকের হৃদয় মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বসন্ত-সমাগমে যেমন প্রকৃতি নবজীবন লাভ করে; লতা, পাতা, ফুল যেমন হঠাৎ ঘুম হইতে জাগ্রত হয়; তেমনি তাহার হৃদয়ে হর্ষ, আশা, প্রেমের উদয় হইল। হাতে ফুলগুলি, এবং হৃদয়ে সেই স্নেহপূর্ণ কথাগুলি লইয়া সে ধীরে ধীরে তাহার জীর্ণ কুটীরে চলিল। আজ আর সে দরিদ্র নয়। নক্ষত্রালোক-শোভিত সেই বাসন্তী যামিনীতে তাহার শয্যাপার্শ্বে শৈশবের প্রিয় স্বপ্নগুলি—স্নেহ, শান্তি, আশা, প্রাণের আলো,—যেন খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইল। বালকের স্বপ্ন কিন্তু ফুরায় না। শরীর অবসন্ন; সমস্ত দিন শুইয়া রহিল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছিল যে, কেহই আর সে দিন তাহাকে কটু কথা বলে না, সকলেই তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেছে? তবে ত তাহার প্রাণের ধন গোলাপ গুলির অলৌকিক সন্তাপহারিণী শক্তি ছিল। সে গুলি শুকাইয়া যাইতেছিল; এক একটী করিয়া তাহাদের পাপ্‌ড়ি গুলি খসিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু বালক হাসিতে হাসিতে আপন মনে বলিতেছিল, "এমন সুন্দর জিনিস গুলি নিশ্চয় মরিবে না, ইহারা আবার ফুটিবে।" পরদিনউষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপের শোভা এবং সেই অনাথ শিশুর প্রাণ পৃথিবী ছাড়িয়া সৌন্দর্য্যধামে চলিয়া গেল।

"বাছা জানিও, আমাদের পিতা কোন দয়ার কার্য্যকেই সামান্য জ্ঞানে তুচ্ছ মনে করেন না। সংসারে যে প্রেমের জন্ম, স্বর্গে তাহাই আবার নবজীবন, ঐশীশক্তি, লাভ করে। স্বর্গধামে অমৃতের পুত্রকন্যাগণ মর্ত্ত্যধামের স্নেহ ভুলিয়া যান না।"

এই বলিয়া বিদ্যাধরী নীরব হইলেন। শিশুটী একবার তাঁহার মুখপানে, একবার সেই গোলাপশাখাটীর পানে চাহিতে লাগিল। গোলাপশাখাটীর রহস্য বুঝিতে পারিল না। বিদ্যাধরী তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেনঃ—"তোমার কোমল প্রাণটী সংসারের পাপতাপে কঠিন হইবার পূর্ব্বেই তোমাকে আনন্দধামে লইয়া যাইতে আমি পরমপিতার অনুমতি পাইয়াছি। আমিই পৃথিবীতে সেই অনাথ শিশু ছিলাম!" *

দানশীলতা এবং অর্থনীতি।

অনেকের ধারণা, আধুনিক অর্থনীতি-শাস্ত্র দানশালতার বিরোধী, এই শাস্ত্রের প্রভাবে দানশীলতা কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রমপূর্ণ। তবে এইরূপ বিশ্বাস হইবার কারণ আছে বটে। ইউরোপ মহাদেশেই অর্থনীতি শাস্ত্রের উৎপত্তি, এবং তথায়ই ইহার সমধিক উন্নতি হইয়াছে। ইউরোপের অনেক দেশে ভিক্ষা একটি অপরাধের মধ্যে পরিগণিত। উহা আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। বোধ হয় এইরূপ আইনই পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যেমন একদিকে বিলাত এবং অপরাপর পাশ্চাত্য দেশে ভিক্ষা অপরাধ মধ্যে পরিগণিত, তেমনই আবার ভিক্ষুকের জন্য গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, অনাথনিবাস এবং শ্রমাগার (Workhouse) আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভিক্ষা দ্বারা না হউক, নিঃস্ব ব্যক্তিগণ অনেকে অন্য উপায়ে প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে চিন্তাশীল বক্তিগণ ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে ভিক্ষাদানের বিরোধী কেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাহারা আলস্য বশতঃ কোন শ্রমসাধ্য ব্যবসার দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিলে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আবার যাহারা প্রথমে

* Adelaide Proctor প্রণীত The Angel's Story নামক কবিতা অবলম্বনে লিখিত।

কোন সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, পরে পানদোষ বা অপর কোন কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ায় আর জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিলে তাহাদিগকে নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তিরই দাস থাকিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহারা হয়ত ভিক্ষা করিয়া যে পয়সাটি পাইল, তাহা তৎক্ষণাৎ মদ অথবা আফিং খাওয়াতে ব্যয় করিবে। সুতরাং ইহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়া পুণ্যজনক না হইয়া বরং তাহার বিপরীত ফলই উৎপাদন করে। ভিক্ষা দেওয়া ব্যতীত আর এক উপায়ে নিঃস্ব ব্যক্তিগণের সাহায্য করা হইয়া থাকে। কেহ হয় ত একটি অতিথিশালা স্থাপন করিলেন, তথায় যে যাইবে সেই খাইতে পাইবে। ইহাতে সাময়িক কিছু ভিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা স্থায়ী উপকার করা হয় বটে, কিন্তু ইহারও বিরুদ্ধে আপত্তি আছে। শারীরিক অবস্থা বা বয়স নির্ব্বিশেষে এরূপ ধর্ম্মশালায় সকলে প্রতিপালিত হইলে অলস ব্যক্তিগণ প্রশ্রয় পায়।

তিন শ্রেণীর ভিক্ষুকগণ সাহায্যের উপযুক্ত পাত্র ঃ—(১) দুর্ভিক্ষের সময় অনাহার ক্লিষ্ট নর নারী ও বালক বালিকা, (২) অন্ধ, খঞ্জ, চিররুগ্ন, আত্মীয় বন্ধু বিহীন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি এবং যে কোন কারণে হউক যাহাদের আপাততঃ জীবিকানির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা নাই ; (৩) যাহারা কার্য্য করিতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না। তৃতীয় শ্রেণীর ভিক্ষুকের সংখ্যা আমাদের দেশে অধিক কি না, অনুসন্ধান না করিয়া বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ দ্বারা আমরা ইহা বলিতেছি না যে, কার্য্যক্ষম অথচ অলস ব্যক্তি, কিম্বা নেশাখোর সাহায্যের উপযুক্ত পাত্র নয়। কিন্তু তাহাদিগকে সাহায্য দিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা এবং বুদ্ধির প্রয়োজন। এখন দেখা যাক্, আমরা যে নিঃস্ব ব্যক্তিগণের সাহায্য করি, তাহার উদ্দেশ্য কি? অনেকেই বলিবেন, উক্ত ব্যক্তিগণের প্রাণ রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ইহা যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহায্য দানের আর একটি উদ্দেশ্য আছে ; তাহা অনেকেই জানেন না, বা জানিয়াও বিস্মৃত হন। মানুষ ত কেবল জড়দেহ নয়। তাহার আত্মা আছে। সুতরাং তাহার দেহ রক্ষা হইলেই হইল না। যাহাতে তাহার আত্মার পরিপুষ্টি হয়, তাহাও করা উচিত। গরিবকে অন্ন

দেওয়া অতি পুণ্যের কাজ, কিন্তু তাহাকে মনুষ্যত্ব দেওয়া তদপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ কার্য্য। সুতরাং আমরা যাহাকে সাহায্য দিতেছি, যদি তাহাকে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে এমন শিক্ষা দিতে পারি, যে সে পরে নিজেই জীবিকা-নির্ব্বাহে সক্ষম হইবে, জীবিকার জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে ঘৃণা করিবে, তাহা হইলে কি আমাদের কার্য্য কেবল অন্নদান অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে না? যে ব্যক্তি সাহায্য পায়, সে যদি মনে মনে এইটুকু বুঝিতে পারে যে আমি কেবল পরের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছি না, কিয়ৎ পরিমাণেও নিজ ঈশ্বর-দত্ত শক্তির সাহায্যে আপনার ভরণ পোষণ করিতেছি,তাহা হইলে তাহার মনের কত স্ফূর্ত্তি হয়! সে আপনাকে মানুষ বলিয়া নিজের পা দুখানার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। সুধু জীবন ধারণ মানবজন্মের উদ্দেশ্য নয়। স্বাবলম্বন চাই। এই জন্য দুর্ভিক্ষের সময়ও, যাহারা খাটিতে পারে, তাহাদিগকে খাটাইয়া তাহাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া উচিত। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য উক্ত মূল্যের অধিক যাহা আবশ্যক তাহা অবশ্য দান করা উচিত। সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে ভিক্ষোপজীবী হওয়া অপেক্ষা নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করা কিরূপ সম্মানকর। অবশ্য যাহারা খাটিতে পারে না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের বিনা পরিশ্রমে সাহায্য পাওয়া উচিত। অলস ব্যক্তিগণকে কাজ জুটাইয়া দেওয়া উচিত ; ভিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। এমন কি জন্মান্ধ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত প্রভৃতি যাহারা অতি কৃপার পাত্র, তাহাদিগকেও কাজ করান উচিত ; এবং তৎসঙ্গে শ্রমের গৌরব বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অন্ধগণকে যে নানাপ্রকার অর্থকর শিল্প শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা "দাসী"র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশ্য কুষ্ঠরোগীদিগকে কেবল তাহাদের নিজের ব্যবহারের উপযোগী জিনিসই প্রস্তুত করান উচিত। কারণ কুষ্ঠরোগ সংক্রামক বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। শ্রমের আর একটি গুণ এই যে ইহাতে মন প্রফুল্ল থাকে। পাপপ্রবৃত্তি সকল হৃদয়ে স্থান পায় না। আলস্য অসন্তোষ ও পাপের আকর। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"An idle man's head is the devil's workshop"—অলস মানুষের মাথা সয়তানের কারখানা। কথাটী খুব সত্য।

অপরের প্রকৃত সাহায্য করা লোকে যত সহজ মনে করে, তত সোজা নয়। তুমি হয়ত একজনকে ভিক্ষা দিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলে। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা চাই, ঐ ভিক্ষাতে তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইল কি না। যদি মানুষটার আত্মাকেই মারিয়া ফেলিলে, তবে তাহার দেহটা রাখিয়া আর কি একটা বড় কাজ হইল? আমরা অন্নদানের বিরোধী নই; কিন্তু অন্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের মনে যে মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত আছে, তাহা অঙ্কুরিত করিয়া দিতে চাই। কিরূপে ইহা সাধন করিতে হয়, তাহা না জানিলে, শুধু ভিক্ষা দিয়া কি ফল? ভিক্ষা দিতে জানিতে হয়। বাক্‌স হইতে দুটা পয়সা ফেলিয়া দিলেই হয় না; গরিব দুঃখীকে হৃদয়টা দাও দেখি, ভাই; তোমার ভাই, ছেলের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য যেমন উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা কর, গরিবকে তেমনি করিয়া ভালবাসিয়া, তাহার প্রকৃত উপকারের জন্য প্রগাঢ়ভাবে চিন্তা কর দেখি। তবেই তাহার মঙ্গল হইবে। শুধু কি টাকার উপর দাওয়া? তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি,চিন্তাশক্তি, প্রেম সকলেরই উপর গরিবের দাওয়া আছে। ভগবান্ তোমাকে শুধু টাকা দেন নাই। আরও কত অমূল্য ধন দিয়াছেন। গরিব ভাই বোনকে তারও অংশ দাও।

ফুলরেণু।

১। সাংসারিক আত্মা পাথরের মত; আপনিও ডুবিয়া যায়, যাহার সহিত মিলিত হয় তাহাকেও ডুবায়।

২। পবিত্র আত্মা সোলার মত; সুখে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

৩। প্রেমিক আত্মা ব্যোমযানের মত; আপনিও স্বর্গধামে গমন করে, আর যাহাকে আপনার বুকে আশ্রয় দান করে, তাহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

৪। যাঁহার সহবাসে হৃদয়ের অবনতি হয়, সংসারে তিনি পণ্ডিত বা ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইলেও তাঁহার সহবাস পরিহার্য্য।

৫। যাহা হৃদয়ের উন্নতি সাধনের সহায়, নিতান্ত নীচ ও অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহা প্রার্থনীয়।

৬। হায়রে! তুমি কোন্ কর্ম্মফলে হীরক না হইয়া অঙ্গারত্ব লাভ করিয়াছ? আমার আত্মা, কোথায় তুমি বুদ্ধ চৈতন্য হইতে যত্ন করিবে; তাহা না হইয়া একেবারে জগাই মাধাইকেও লজ্জা দিলে?

৭। কপটী আত্মা ও কাঁকড়া—দুইই সমান; ইহাদের পেটের মধ্যে মাথা; তাই প্রয়োজনমত আগে পিছে দুই দিকেই চলিতে মজবুত।

৮। সংসার বিচিত্র স্থান; এখানে জননীও বিষবৎ কার্য্য করেন এবং বিষও জননীর কার্য্য করিয়া থাকে।

৯। আমাদের দুর্ব্বলতাই আমাদের ক্ষমতার আবেষ্টনী (বেড়া)। দুর্ব্বলতার কত বল!

১০। যদি গন্ধই গেল, তবে কুসুম আর কোন্ সুখেই বা বাঁচিবে? যদি আমার প্রেমই যায়, তবে আমার জীবনে সুখ কি?

১১। নদী যতদিন কূল রাখিয়া চলিতে চায়, ততদিন তাহার প্রাণ সঙ্কীর্ণ, ও তাহার গতি বক্র থাকে; কিন্তু মহাসমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিলে জাতি কুলমান সঙ্গে সঙ্গেই ডুবিয়া যায়। ওঁ শান্তিঃ।

—*—

নিবেদন।

আমাদের কতকগুলি অভাব আছে; পাঠক পাঠিকা-বর্গকে নিবেদন করিতেছি।

খাটিবার লোকের অভাবই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব। কেহ যদি সমস্ত সময় দাসাশ্রমের কার্য্যে নিয়োগ করিতে না পারেন, তাহা হইলেও তাঁহার দ্বারা যে আমাদের কোন সাহায্য হইতে পারে না, এমন নয়। যিনি যতটুকু সময় পারেন, আমাদের কার্য্যে নিয়োগ করিয়া আমাদের সাহায্য করিতে পারেন। "দাসী"র গ্রাহক সংগ্রহ, দাসাশ্রমের জন্য অর্থ এবং পুরাতন বস্ত্রাদি ভিক্ষা করিয়া আনা, "দাসী"র জন্য সেবাবিষয়ক সংবাদ, প্রবন্ধ, জীবনচরিত প্রভৃতি প্রেরণ, কোথাও নিরাশ্রয় চিররুগ্ন বা অতিবৃদ্ধ কোন ব্যক্তি থাকিলে আমাদিগের নিকট তাহার সংবাদ প্রেরণ,

ইত্যাদি নানাপ্রকারে সাধারণে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন। কলিকাতাবাসী সহৃদয় ব্যক্তিগণ সেবালয়ে আসিয়া রোগীর সেবা এবং রোগশয্যার পার্শ্বে রাত্রি জাগরণাদি দ্বারা আমাদের সহায়তা করিতে পারেন।

শীতকাল আসিতেছে। শীতের সময় রোগীদের আহার, শয্যা, শীতবস্ত্র, প্রভৃতিতে অনেক ব্যয় হইবে। তজ্জন্য অর্থের প্রয়োজন। নগদ অর্থ, কম্বল, নূতন বা পুরাতন বস্ত্রাদি, যিনি যাহা পারেন সেবালয়ে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। বিলাতে বহুসংখ্যক সমিতি আছে; তাহাদের নাম "অড্ মিনিট্ সোসাইটী" (Odd Minute Society)। এই সকল সভার সভ্যগণ প্রতিদিন অন্ততঃ ১৫ মিনিট অথবা সপ্তাহে ১॥০ ঘণ্টা মোজা প্রভৃতি বুনিতে এবং জামা সেলাই করিতে অঙ্গীকার করেন। এই সকল জিনিস অনাথনিবাসাদির সাহায্যার্থ প্রেরিত হয়। আমাদের পাঠিকাগণও পুরাতন বস্ত্রাদি সেলাই এবং ধৌত করিয়া কিম্বা পুরাতন পরিষ্কার বস্ত্রের কাঁথা সেলাই করিয়া দিলে অনেক কাজ হয়। দিনের মধ্যে ১৫ মিনিটও সময় দিতে পারেন না, এমন কেহই নাই।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক "দাসী"র এজেণ্টের কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁরা "দাসী"র মূল্য আদায় করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণীকুমার সোম	বরিশাল।
" " অন্নদাচরণ সেন	বরিশাল।
" " গিরিশচন্দ্র বসু	খুলনা।
" " নলিনীকুমার দত্ত	ঢাকা।
" " এককড়ি সিংহ রায়	উলুবেড়িয়া।
" " শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস	মুঙ্গের।
" " দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী	কাণপুর।

ভাগ। কার্ত্তিক, ১২৯৯। ৫ম সংখ্যা।

দাসী

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

সূচী।

১।	দুর্ভিক্ষ	৯৯
২।	দীর্ঘজীবন লাভ (২)	১০০
৩।	দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ	১০৪
৪।	দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যবিবরণ ...	১১০
৫।	মাতৃভাব	১১১
৬।	ভগিনী ডোরা (সচিত্র)	১১৫
৭।	ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল	১১৮
৮।	সেবা	১২১

কলিকাতা,
৫।১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন দাসাশ্রম হইতে
শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে"
শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত।
১২৯৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কুল সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী।

"বিজ্ঞান সোপান"।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বি, এল,

প্রণীত।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি এরূপ বিশদরূপে ও ধারাবাহিক ভাবে অন্য কোন গ্রন্থে বর্ণিত নাই। নিম্নের ঠিকানায় পাওয়া যায়।

"সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী"
১৪৮ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

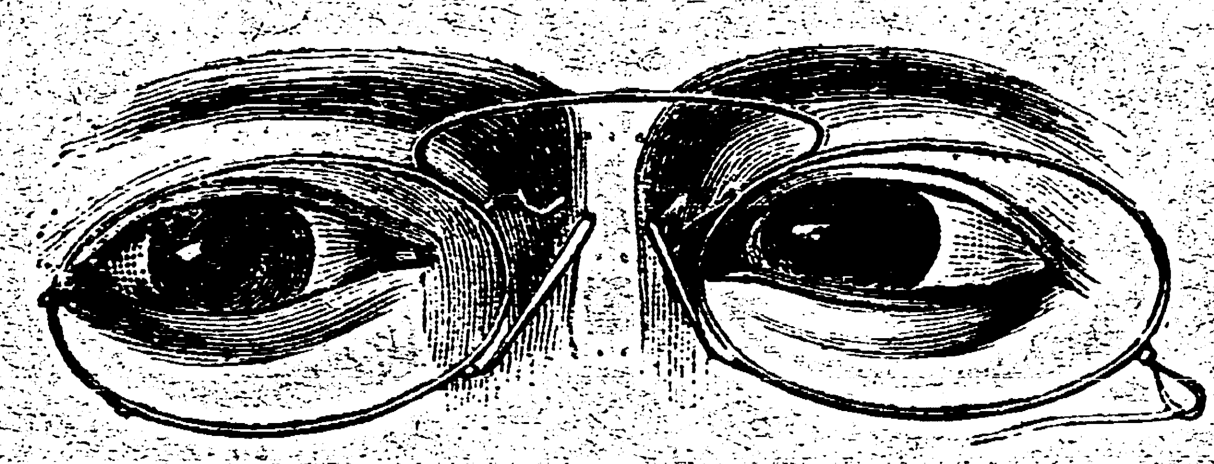

রীতিমত চক্ষু পরীক্ষা করিয়া ইংরেজ দোকানাপেক্ষা স্বল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট ব্রেজিল পাথরের চসমা আমরা বিক্রয় করি। বিশেষ সুবিধা এই যে, চসমার কোন ক্রুটী বাহির হইলে, এক মাসের মধ্যে মূল্য ফেরত কিম্বা নম্বর পরিবর্ত্তন করিয়া দিই। ফ্রেম অনুসারে ষ্টীল ফ্রেম চসমা ৬৲।৭৲।৮৲ রূপার ১০৲ সোণার ২৫৲।২৮৲ ছানি চসমা ৮৲ গোল ও ডিসেপ্ট আই প্রিজারভার ১০৲।

মফস্বলস্থ গ্রাহকগণ বয়স ও দিবালোকে ছোট অক্ষর কিরূপ দেখিতে পান, লিখিলে চক্ষুর ঠিক উপযোগী চসমা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাই। রায়, মিত্র, এণ্ড কোং। ব্র্যাঞ্চ দোকান পটুয়াটুলী, ঢাকা।

১০১ নং নূতন চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাসী।

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। | কার্ত্তিক, ১২৯৯। | ৫ম সংখ্যা।

দুর্ভিক্ষ।

বঙ্গের নানাস্থানে ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। জেলা চব্বিশ পরগণার জয়নগর অঞ্চলে, এবং ময়মনসিংহ ও বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের বিশেষ প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে। অন্নাভাবে দরিদ্র ব্যক্তিগণ গাছের পাতা, কচু, এবং বহুবিধ জলজ লতা পাতা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এ সকল বস্তু মানবের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য নহে। স্থানে স্থানে কাহারও কাহারও অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। অতঃপর যে বহুসংখ্যক লোক অনাহার-জনিত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সন্তানবতী জননীগণ ভাবিয়া দেখুন, আপনাদেরই মত শত শত সন্তানবৎসলা নারী অন্নাভাবে স্নেহের সন্তানগুলিকে অল্পে অল্পে শীর্ণ এবং, হয়ত, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিতেছেন। পুত্রকন্যার পিতাগণ ভাবিয়া দেখুন, আজ কত পিতা পুত্রকন্যার মুখে এক মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেছেন না। যাঁহাদের খাইবার সংস্থান আছে, তাঁহাদিগকে বলি, দরিদ্রেরও হৃদয় আছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, ভ্রাতা প্রভৃতির কষ্টে তাহাদেরও হৃদয় ব্যথিত হয়। দুইবেলা অন্নের গ্রাস মুখে তুলিবার সময় আপনারা এই অসহায় নরনারীগণের কথা কি একবার ভাবিবেন না? যিনি গরিবকে দেন, তিনি ভগবানকেই দেন।

খাটিবার লোক এবং অর্থের অভাবে দাসাশ্রম এ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের কোন সাহায্যই করিতে পারেন নাই। যতদিন এই অভাব থাকিবে, ততদিন আমরা অর্থ সাহায্য পাইলে অন্ন বিতরণে নিযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন সভা এবং সদাশয় ব্যক্তিগণের নিকট তাহা প্রেরণ করিব। আশা করি সকলে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিবেন।

দীর্ঘজীবন লাভ।

(২)

আমরা প্রথম সংখ্যায় দীর্ঘজীবন লাভের ভিত্তিভূমি কি, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। এই সংখ্যায় সেই বিষয়ের পুনরায় অবতারণা করিতেছি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শরীরের স্বাস্থ্য, অন্তরের সুখ ও আত্মার আনন্দই দীর্ঘজীবনের ভিত্তি। এই তিনটির কোন একটির অভাব হইলে দীর্ঘজীবন লাভের আশা নাই। আমরা একটি একটি করিয়া ইহা দেখাইব।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য।—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্—ইহা আমাদের দেশের পুরাতন কথা। দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে যে শরীরের স্বাস্থ্যের প্রয়োজন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদিগের আয়ু স্বাস্থ্যের দ্বারা পরিমিত। ভিন্ন ভিন্ন মানবের জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। এ কথা বোধ হয় সকলে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না, কারণ অকালমৃত্যু আমাদিগের চক্ষের উপর নিয়তই সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদিগের কতকগুলি কথা বলিবার আছে। মানবের একটী সাধারণ আয়ুষ্কাল আছে। ইহা ন্যূনাধিক একশত বৎসর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যিনি শরীরের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী, তিনি অনায়াসে এই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে সক্ষম হন। রোগই মানবের আয়ুঃক্ষয়ের প্রধান কারণ। এবং প্রত্যেক রোগের কারণ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কোন না কোন প্রকার অমনোযোগিতা; এই সকল অমনোযোগিতা

আমরা কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক আর কখনও বা অজ্ঞতানিবন্ধন করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা অবশেষে উভয়বিধ অমনোযোগিতারই সমান ফলভোগ করি। এতদ্ভিন্ন পিতা মাতার শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর সন্তানের দীর্ঘজীবন অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখাইতে পারি যে উপদংশ বিষ দূষিত পিতা বা মাতার সন্তান জরায়ুগর্ভ হইতে মৃত অবস্থায়ই অনেক সময়ে বহির্গত হয়। সন্তান ইহার অপেক্ষা আর কি ভীষণ ব্যাধি পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত হইতে পারে? এমন দুর্ল্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া হতভাগ্য সন্তান পিতা মাতার দুষ্কৃতির ফলভোগ করিয়া ভূমিষ্টই হইতে পারিল না; হায়! হায়! কত সন্তানই এইরূপে মাতৃগর্ভেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এ সকল হত্যাপরাধের জন্য পিতামাতাগণ কি দায়ী নহেন? পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে মানবের আয়ু পিতা মাতার স্বাস্থ্যের উপর কত পরিমাণে নির্ভর করে। এতদ্ভিন্ন অনেক রোগ পিতা এমন কি পিতামহ হইতে সংক্রামিত হইয়া চলিয়া আইসে। এই ত গেল পিতামাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। দেশের জলবায়ু বাসস্থানের অবস্থা, আহার, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, পানীয় জল, শারীরিক আচ্ছাদন, প্রভৃতির উপর শরীরের স্বাস্থ্য, ও তন্নিবন্ধন দীর্ঘজীবন নির্ভর করিতেছে। এ সমস্ত বিষয়গুলিই স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তর্ভূত। এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত মনোযোগ অভাবে আমাদিগের স্বাস্থ্যের বিনাশ ও তাহার সহিত অল্পে অল্পে জীবনেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে যে দীর্ঘায়ু লোকের এত অভাব লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে লক্ষিত হইতেছে, তাহার মূলে আমরা অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাই। যথা;—বিলাসপ্রিয়তা, সভ্যতার অপব্যবহার, নীতি ও ধর্ম্মের অভাব, পানদোষ, অস্বাস্থ্যকর আহার ও বাসস্থান, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, এবং ব্যায়ামের অভাব। আমাদিগের এ সকল কথা উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে আমাদিগের দোষেই আমরা দীর্ঘজীবন হইতে বঞ্চিত হই; পরমেশ্বর কখনও অন্যায় বিচার করিয়া কাহাকেও দীর্ঘায়ু এবং কাহাকে অল্পায়ু করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন না। আমরা চেষ্টা করিলে বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি। এখন শরীরের

স্বাস্থ্যবিধানের জন্য যে যে বিষয়ের প্রয়োজন, তাহাই আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

প্রথমতঃ আহার।—ক্ষুধা-নিবৃত্তিই আহারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। যদিও ক্ষুধা দ্বারা চালিত হইয়া আমরা আহার করি বটে, কিন্তু ক্ষুধা নিবারণ জন্য যদৃচ্ছা আহার করিলেই যে আহারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাহা নয়। ক্ষুধা আহার প্রার্থনা করে, পুষ্টিকর, পাচ্য ও জীবন ধারণের উপযোগী আহারই অধিক প্রার্থনা করে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমরা যাহা ইচ্ছা আহার করিতে পারি বা করিতে বাধ্য হই, কিন্তু তাহাতে শরীর রক্ষা হয় না। সুতরাং ক্ষুধার উদ্দেশ্য শরীর রক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন আমরা যদি শরীর রক্ষাই ক্ষুধার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে পারি, তবে অপরিপাচ্য, অস্বাস্থ্যকর আহার যে জীবন রক্ষার পক্ষে উপযোগী না হইয়া বরং জীবন বিনাশেরই সহায়তা করে, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব। এখন জিজ্ঞাস্য এই, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী আহার কি? মানবজাতি বহুকালের অভিজ্ঞতা দ্বারা ও জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির সঙ্গে আপনাদিগের আহার্য্য খাদ্যদ্রব্য নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছে। এখন বিজ্ঞান রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা কোন্ কোন্ খাদ্যে কি পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহা অতি সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। আমরা এখানে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিব না। কেবল কোন্ কোন্ খাদ্য পুষ্টিকর তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্বেতসারবিশিষ্ট পদার্থ সকল (starchy materials) শারীরিক উত্তাপ রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী; মেদ ও তৈলাক্ত পদার্থ সকল (fatty and oily materials) শারীরিক যন্ত্র ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির পুষ্টিবর্দ্ধন করে ও তাপ উৎপন্ন করে। যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ সকল (nitrogeous materials) শরীরের মাংস ও তন্তুর বৃদ্ধি সাধন করে। শরীরের যত কিছু পদার্থ, সকলেরই প্রধান উপাদান এই যবক্ষারজান। কেবল এই সকল পদার্থই শরীর রক্ষা করিতে সমর্থ। শ্বেতসার ও তৈলাক্ত পদার্থ শরীরের পক্ষে উপযোগী হইলেও কেবল ঐ সকল পদার্থ দ্বারা জীবন রক্ষা হয় না। যদি কোন জন্তুকে আহারের সকল পদার্থই দেওয়া হয়, কিন্তু যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ হইতে বঞ্চিত রাখা হয়, তবে সেই শরীর

শীঘ্র শীর্ণ ও মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই পদার্থ (nitrogen) কিসে আছে? আমাদিগের দেশীয় আহারের মধ্যে মাংস ও মৎস্য এবং মুসুর, ছোলা ও সেই জাতীয় পদার্থ সকলের মধ্যে অধিক পরিমাণে আছে। এতদ্ভিন্ন ডিম্বে, ও নারিকেল প্রভৃতি ফল সমূহেও ইহা বর্ত্তমান। দুগ্ধেও ইহা আবশ্যকীয় পরিমাণে আছে। শরীর রক্ষার উপযোগী যে যে প্রকার আবশ্যকীয় আহার্য্য পদার্থের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সমস্ত গুলিই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। আমরা যদি আর কোন প্রকার খাদ্য পদার্থ না খাইয়া কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর করি, তাহা হইলেও আমাদিগের শরীর সুন্দররূপে রক্ষিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে শরীর রক্ষার পক্ষে দুগ্ধ বেশ উপযোগী। আমাদিগের খাদ্যের প্রধান ও পর্য্যাপ্ত উপাদান শ্বেতসার (starch)। ইহা আমাদিগের চাউল, ময়দা, আটা, আলু, পটল, প্রভৃতিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। তৎপরে তৈলাক্ত পদার্থের মধ্যে ঘৃত ও অন্যান্য দ্রব্য। এতদ্ভিন্ন লবণ ও জলও আমাদিগের আহারের এক একটি উপাদান। আমাদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে এ সকল গুলিরই বিশেষ প্রয়োজন। আহারের খাদ্য সরস ও উপাদেয় হওয়া উচিত। অতিকটু, অতিরুক্ষ, অত্যুষ্ণ, অতিতিক্ত, অতিলবণ, অতি অম্ল, ও অতি শীতল খাদ্য আহারের অনুপযুক্ত। আমরা এবিষয়ে পরে আরও কিছু প্রকাশ করিব। আহারের বিষয়টী যেরূপ প্রয়োজনীয়, তাহার সম্বন্ধে সাধারণের কিছু অধিক জানিতে অভিলাষ হওয়াই সম্ভব।

ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী খানখানাপুর স্কুলের একজন সহৃদয় শিক্ষক লিখিয়াছেন:—

"নানা কারণে এখানে চাউলের দাম বড় চড়িয়া গিয়াছে। অনেক দীন দরিদ্র অর্দ্ধাহার বা অনশনে দিন কাটায়। সে দিন আমাদের স্কুলের একটি ছেলে দুই দিন উপবাসের পর হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল লোকের সাহায্যের জন্য আমাদের স্কুলে মুষ্টি-ভিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ছেলেরা স্কুলে আসিবার সময় এক মুষ্টি করিয়া চাউল লইয়া আসিয়া ঐ ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে। এই চাউল দ্বারা দীনদুঃখীদিগকে সাহায্য করা হয়। যে সকল দরিদ্র ছাত্র অন্নাভাবে কষ্ট পায়, তাহাদেরও সাহায্য করা হয়।"

বালকগণের এই দৃষ্টান্ত অনুকরণের যোগ্য।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ।

দেখিতে দেখিতে দাসাশ্রমের উপর দিয়া এক মাস চলিয়া গেল। ক্রমেই ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ইহার সাহায্য লাভের জন্য চারিদিক হইতে প্রার্থনাপত্র আসিতেছে। আমরা কি করিব? আমাদের ধনের অভাব, জনের অভাব, শক্তির অভাব, সমস্তই ত অভাব। এই অভাবরাশির মধ্যে অনাথ নিরাশ্রয়দিগের প্রতি ভগবানের করুণার লীলাখেলা দেখিয়া অবাক্ হইতেছি, এবং সাশ্রুনয়নে কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আজিকার কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

চারিমাস হইল "দাসী" প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় আমরা ইতিমধ্যেই ৯৭৫ জন গ্রাহক পাইয়াছি। কিন্তু এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক গ্রাহকের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সেবালয়ে রাখিয়া যে পরিমাণে রোগীর চিকিৎসা, এবং বাহিরের রোগিগণকে ঔষধ বিতরণ করা যাইতেছে, তাহাতে অন্ততঃ চারি হাজার গ্রাহক হইলে এবং সকলেরই নিকট নিয়মিতরূপে চাঁদা আদায় হইলে, কেবল "দাসীর" উপস্বত্ব হইতে সেবালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। তজ্জন্য আমরা "দাসী"র পাঠক পাঠিকাবর্গের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহারা প্রত্যেকে "দাসীর" যতগুলি পারেন গ্রাহক যুটাইয়া দেন।

সেবালয়। অক্টোবর মাসে সেবালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ২১ জন রোগীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। রোগীদের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যাহাদের নামের পার্শ্বে "৪র্থ সংখ্যা" লেখা আছে, তাহাদের বিবরণ "দাসী"র গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১। বাঁশী (৪র্থ সংখ্যা)।—খুলনার বিধবা-রমণী বাঁশী আজিও হাঁসপাতালে। বাঁশী ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছে। আশা করা যায় অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া সে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

২। বাহুল্লা (৪র্থ সংখ্যা)।—বাহুল্লা পূর্ব্বের মতই আছে। কোন ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় নাই।

৩। নিবারণ (৪র্থ সংখ্যা)।—আজিও চিকিৎসাধীন হইয়া সেবালয়ে অবস্থিতি করিতেছে। দাসীর একজন সহৃদয় ডাক্তার গ্রাহক নিজ ব্যয়ে তাহার চিকিৎসা করিতেছেন। নিবারণ এখন অনেক ভাল হইয়াছে।

৪। আবদুল (৪র্থ সংখ্যা)।—বালক আবদুল দূরদেশে আসিয়া দাদার মুখ দেখিতে না পাইয়া নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাহার কাতরোক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে—এই আশায় দাসগণ তাহাকে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে পাঠান। সে সেখানে ভাল আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের এখনও বিলম্ব আছে।

৫। কালু হিন্দুস্থানী।—জ্বর ও আমাশয় রোগগ্রস্ত হইয়া স্বয়ং সেবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে সে ১॥ দিন ছিল। সম্পূর্ণরূপে নিরাময় না হইতেই সে ভাত ও মিঠাই চাহিয়া বসিল; তাহার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় চলিয়া গেল।

৬। জাফর।—একজন হিন্দুস্থানী মুসলমান; ঘাসিয়াড়ার কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহার যেমন জ্বর তেমনিই দাস্ত। সে এই অবস্থায় নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে গঙ্গাতীরে পড়িয়াছিল। দাসাশ্রমের একজন সহায় তাহাকে সেবালয়ে আনিয়া রাখিয়া যান। সমস্ত রাত্রি ব্যাপ্‌টিসিয়া সেবনে তাহার জ্বর ও দাস্ত কমিয়া আসিল। সকাল বেলা মিঠাই, রুটী ও ভাত খাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল, এবং না পাইয়া নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

৭। রাম শুকুল।—হিন্দুস্থানী, ব্রাহ্মণের কাজ করিত। যে উঠানে সে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে একজন মালী কাঠ কাটিতেছিল। দৈবাৎ একখানি কাঠের কুচী বেগে আসিয়া তাহার চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাতেই তাহার দারুণ চক্ষুর প্রদাহ ও শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। সে গবর্ণমেণ্ট চক্ষুচিকিৎসালয়ে যাইয়া চক্ষু দেখাইল। তথাকার কর্ত্তৃপক্ষীয় জনৈক কর্ম্মচারী তাহাকে সেখানে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জাতি যাইবার ভয়ে সে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া ফিরিয়া আসিল। যখন চক্ষু ও মাথার যাতনা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন সে সেখানে গেল। ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার যাতনা এত বৃদ্ধি পাইল,

যে পথ দেখিতে না পাইয়া পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল এবং বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। একজন সহায় সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া সেবালয়ে আনিলেন, এবং অবসরক্রমে তাহার পরদিন তাহার ভ্রাতার নিকট সংবাদ দিয়া আসিলেন। প্রথম তিন দিন বেলেডোনা ৬ ও ৩০ এবং কফিয়া ৩০ এবং আর্ণিকা দেওয়া হয়, তাহাতে তাহাকে অনেকটা সুস্থ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার পর তাহার যাতনা এমন বাড়িয়া উঠিল যে সকলের আশঙ্কা হইল যে তাহার চক্ষুটী বিনষ্ট হইবে। এই জন্য তাহাকে বিবিধপ্রকারে বুঝাইয়া ও সম্মত করিয়া হাঁসপাতালে রাখিয়া আসা হয়। তথায় তাহার চক্ষে অস্ত্র করা হয় ও তাহা হইতে কাঠের কুচি বাহির হয়। এখন সে আরোগ্য লাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।

৮। পার্ব্বতীচরণ মজুমদার।—বাড়ী খুলনা জেলায়; বয়স ২৫ বৎসর। প্রায় ৩ বৎসর উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে ক্লেশ পাইতেছে। বাগেরহাটের কয়েকজন দয়াশীল ভদ্রলোক চাঁদা করিয়া তাহাকে কলিকাতায় মেয়োহাঁস-পাতালে পাঠাইয়া দেন। সেখানে প্রায় এক মাসের উপর ছিল। দুরন্ত লোভ বশতঃ খাইবার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসে এবং সেবালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার লোল চর্ম্মপরিহিত জীর্ণ কঙ্কাল মূর্ত্তি দর্শনে আবার আমাদের রাজেশ্বরীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহাকে চায়না ৩০ দেওয়া হইল এবং মেয়ো হাঁসপাতালে ভাত খাইত শুনিয়া তাহাকে প্রথম দিন ভাত দেওয়া হইল। কিন্তু দাস্তের সহিত সমস্ত আস্ত ভাতগুলি নিঃশেষে বহির্গত হইয়াছে দেখিয়া—সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। বার্লি, আরারুট ও চুণের জলের সহিত দুধ ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা হইল। যথাসম্ভব সাবধানতার সহিত তাহার চিকিৎসাদি চলিতে লাগিল ও উপকার দর্শিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ চিকিৎসার কঠোরতা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে নিরন্তর ভাত ভাত করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং সমস্ত উপদেশ বাণী বিফল হইয়া গেল। এক দিন লোভের জ্বালা কোনক্রমে সহ্য করিতে না পারিয়া—সময় বুঝিয়া পলায়ন করিল এবং নিকটবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে গিয়া ছোলাভাজা খাইয়া আসিল। দাস্ত

ৃদ্ধি হইল ও আমাশয় দেখা দিল। এই অবস্থায় তাহার খাইবার লালসা অনিবার্য্যরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সে যেরূপ উগ্র হইয়া উঠিল ও যেরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাতে ভাত না পাইলে আত্মহত্যা করিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল। শেষে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া তাহাকে হাঁস-পাতালে পাঠান গেল। সেখানে তাহার অবস্থা অনেক পরিমাণে আশাজনক।

৯। ফুলিয়া। ১০। বড়ুডি। ১১। বসন্তি। ১২। পিয়র্ব্বা। ১৩। চলিয়া। ১৪। সোমনি ১৫। গন্তি। ১৬। খেলাড়িয়া। ১৭। আর একটী বালক। ইহারা কোল জাতীয়, রেওয়া ইহাদের বাসস্থান। ইহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা। ইহারা কাছাড়ের চা-বাগানে কুলির কাজ করিত। যখন জ্বর প্লীহায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল, তখন সেখান হইতে তাড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিল। তথায় হ্যারিসন রোডের ধারে অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় করুণহৃদয় বাবু উমাপদ রায় মহাশয়ের যত্নে ও সাহায্যে তাহারা সেবালয়ে আনীত হয়।

ফুলিয়া।—জ্বর, প্লীহা, হস্ত পদে ও মুখমণ্ডলে শোথ, রক্তহীনতা, কাশী; বাঁচিবার আশা নাই। তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ ৯০ ডিগ্রী। আর্সেনিক ৩০ ও তাহার সঙ্গে ডাক্তার বি, এন রায়ের জ্বর ধ্বন্বন্তরি দেওয়া গেল। উপকার ও বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষুধাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ভাত খাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল, শেষে তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে কোন মতে বুঝাইতে না পারিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইবার উদ্যোগ করা হইল। কিন্তু তাহাদের দলস্থ একটী বালক কোন মতে যাইতে স্বীকার না করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। সেই জন্য আর তাহাদের যাওয়া হইল না। যাহা হউক তাহারা ভাত না পাইয়া সদলবলে পরদিন চলিয়া গেল। ইহাদের মধ্যে অবস্থা বুঝিয়া কাহাকে কাহাকে ভাত দেওয়া যাইত। একটী ক্ষুদ্র বালিকা জীর্ণ কঙ্কাল মাত্র ধারিণী হইয়া উঠিয়াছিল, শুইতে শুইতে তাহার নিতম্বে ক্লেদপূর্ণ ক্ষত হইয়াছিল। ১১ দিনে সকলেরই বাঁচিবার আশা হইয়াছিল। এই সময়ে উমাপদ বাবু স্বয়ং আসিয়া দেখিয়া যাইতেন ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেন না। যাহাহউক ভাত না পাইয়া অবশেষে তাহারা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিয়াই চলিয়া গেল।

১৮। কুমার। একটী বন্ধু ইহাকে অসহায়, ও বৃষ্টিতে জ্বরের অবস্থায় ভিজিতে দেখিয়া সেবালয়ে পাঠাইয়া দেন। এই রোগী প্রায় ৫ দিন চিকিৎসার পর আরোগ্য লাভ করিয়া বিদায় প্রাপ্ত হয়।

১৯। সুখদা।—এই পিতৃহীন বালকের বাড়ী মেদিনীপুর জেলায় লক্ষ্মণ গ্রামে। প্রায় দুই বৎসরকাল পুরাতন জ্বর ও প্লীহা রোগে ক্লেশ পাইতেছিল। উহার স্বদেশীয় কয়েকটী লোকে যত্ন করিয়া উহাকে সেবালয়ে আনিয়া দিয়া যায়। সুখদা সেই অবধি সেবালয়েই আছে। আমাদের একজন ডাক্তার বন্ধু নিজ ব্যয়ে ইহার চিকিৎসা করিতেছেন। সুখদা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল।

২০। হরিদাসী—এই কায়স্থ বিধবা রমণীর বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলায়। ইহার মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত অন্ননালী ও অন্ত্র পারদ জনিত ক্ষতে পরিপূর্ণ। ইহার উপরে স্বতন্ত্র স্ত্রী-রোগও আছে। হরিদাসী এখন শেষ অবস্থাপন্ন। এই অবস্থায় তাহার একজন ব্রাহ্মণী সহচরী সেবালয়ে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সে প্রতিদিন একবার একবার করিয়া দেখিয়া যায়। প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু নীলরতন সরকার এম্, ডি মহাশয় স্বয়ং ইহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়া নিজ ব্যয়ে ঔষধাদি দিতেছেন। দয়াশীলা ধাত্রী শ্রীমতী ক্ষান্তমোহিনী বসু মহাশয়া ধাত্রীর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া কার্য্যের সুবিধার জন্য একটী নূতন পিচ্‌কারি দান করিয়াছেন। ইহার অবস্থা নিতান্ত সন্দেহাত্মক। ইহার জীবন সম্বন্ধে নীলরতন বাবু সম্পূর্ণরূপে আশা করেন না। ঔষধ ও পথ্য রীতি মত চলিতেছে। এক্ষণে ভগবানের কৃপা।

২১। পীতাম্বর।—হিন্দুস্থানী; বাড়ী প্রয়াগের নিকট। কলিকাতায় নূতন চাকরী করিতে আসিয়াছে। আমাদের একটি বন্ধুর বাড়ীতে—অসহায় অবস্থায় বাহির বারাণ্ডায় পড়িয়াছিল। তিনি দয়া করিয়া স্বয়ং গাড়ী ভাড় দিয়া রাত্রি ৯টার সময় রাখিয়া যান। রোগী জ্বর ও বাতশ্লেষ্মায় অভিভূত প্রা থাকিত। এক্ষণে সে আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা

একটি বালিকা ১৲, শ্রীমতী ক্ষান্তমোহিনী বসু বিজয়া উপলক্ষে ২৲ মুঙ্গে ভিক্টোরিয়া জুবিলী স্কুল ১৲ নলধা বালক সমিতি ৫৲ মনোরমা চট্টোপাধ্যায় ১

কে, জি, গুপ্ত মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫৲ বামনদাস মজুমদার।০ কোনবন্ধু মাণিকদহ ১৲ কাশীনাথ দত্ত মাণিকদহ ॥০ গঙ্গাধর বন্দোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, ১৲, কুমারী শৈলমতী রায় ১৲, চাদরের জন্য শ্রীমতী থাকমণি ঘোষ ৩৲, একজন বন্ধু।০, একজন বন্ধু।০, একজন বন্ধু ৵০, একজন বন্ধু ⁄১৫, একজন বন্ধু ২৲, একটি ভদ্র লোকের দান ৮৵০, মধুসূদন সেন ॥০, কুঞ্জবিহারী পাল ১৲, বেণীমাধব মিত্র নাসরথগঞ্জ ৪৲, দীনেশচন্দ্র বসু মুন্‌সেফ্ বরিশাল ৫৲, মহেন্দ্রনাথ সরকার ১৲, একজন বন্ধুর দান ২৲, একটি মহিলা সেপ্টেম্বর, অক্টোবরের চাঁদা ৪৲, শ্রীমতী নারায়ণী দাসীর মাসিক ।০ আনা হিসাবে অক্টোবর, নবেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসের চাঁদা ১৲, বাক্সে দান প্রাপ্তি ৬৸৶১৫, দাসীর সাহায্য ১১৸৶৫ হাওলাত জমা ৩৪৵০, মোট জমা ৯৬৸৶১৫।

খরচ।

রোগী পাঠাইবার গাড়ী ভাড়া ২৸৶১৫, রাঁধুনীর বেতন ২॥০, বস্ত্র ধোলাই ১৲, ল্যাম্পের ফিতা ৻১৫, সাবান ৻৫ পথ্য ৫৲৸৵৫, ঔষধ ৩৪৻১০ গ্লাস ৵৫ বাজে খরচ ৻১০ চাকরের বেতন ১৵৫ যক্ষ্মারোগীকে দান ১৲, কুষ্ঠরোগীকে দান ⁄০ অসহায়কে দান ॥১০ মোট খরচ ৯৫।⁄০।

মোট জমা ৯৬৸৶১৫, মোট খরচ ৯৫।⁄০; হস্তেস্থিত ১॥১৫।

বস্ত্রাদি দান। গদী ও গদীর ওয়াড় ১, ফ্লানেলের জ্যাকেট ১ মেরুনার জ্যাকেট ১, ছিটের ছোট কোট ৫, মশারি ১ জামিয়ার ১ বিলাতি কম্বল ১ থানের চাদর ১, আর দুইটী ভদ্রলোক ৪ খানি ধুতি।

পুস্তক দান—ঢাকার কোন বন্ধু, "নবতন্ত্রী"। বাবু শশীভূষণ বসু "সাধু গিরীন্দ্রমোহন"।

দাস—এনিমা সিরিঞ্জ ২ টা শ্রীমতী ক্ষান্তমোহিনী বসু।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যবিবরণ।

বিষয়	কলিকাতা	নলধা	জালালপুর	শিবহাটী	নওগাঁ
পুরুষ ...	২৪	৪৮	১৮	লেখা নাই	৩
স্ত্রী ...	২৬	২৩	১২		০
মোট সংখ্যা ...	৫০	৭১	৩৩		৩
জ্বর ...	২৮	৫৪	কোন পীড়ার রোগী কত তাহা বিশেষভাবে লিখিত হয় নাই।	৬	৩
পুরাতন জ্বর ...	১	০		৪	০
চক্ষুপ্রদাহ ...	২	০		১	০
কর্ণপ্রদাহ ...	১	০		০	০
আমাশয় ...	১	৩		০	০
পেটেরপীড়া ...	৫	২		১	০
ওলাউঠা ...	১	০		০	০
কুষ্ঠ ...	১	০		০	০
বাত ...	১	১		০	০
মাথার অসুখ ...	১	১		০	০
যকৃতপ্রদাহ ...	১	১		০	০
স্ত্রীরোগ ...	২	১		০	০
মাথাঘোরা ...	২	০		০	০
বেদনা ...	১	০		০	০
অর্শ ...	১	০		০	০
কাশী ...	০	১		০	০
মেহ ...	”	২		০	০
উপদংশ ...	”	২		০	০
বমি ...	”	১		০	০
স্নায়ুদুর্ব্বলতা ...	”	২		০	০
অন্যান্য ...	১	০		০	০
আরোগ্য ...		৪৩	১৩	৬	২
ত্যাগ ...		১৮	১২	০	১
চিকিৎসাধীন ...		১০	৮	০	০
মৃত ...		০	০	০	০

মন্তব্য। শিবহাটীর কার্য্য সন্তোষজনক নহে। চতুর্দ্দিকে এত পীড়া হইতেছে, এসময়ে রোগীর সংখ্যা এত অল্প হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না। জালালপুরের ত্যাগের সংখ্যা অধিক। সে সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে রোগীগণ ১ ফোঁটা ঔষধ দেখিয়া ও ঔষধের কোনও আস্বাদ নাই দেখিয়া অবিশ্বাস বশতঃ আর আসে না। আশা করা যায় যখন আরোগ্যের সংখ্যা দেখিবে তখন রোগিগণ আসিতে ক্রটি করিবে না। নওগাঁয়ের কার্য্যকারকগণ পূজার সময় স্থানান্তরে যাওয়াতে ঐ স্থানের ফল ভাল হয় নাই।

মাতৃভাব।

রাধা ডোমের নিবাস বাঁকুড়া জেলায়। রাধা ছুতারের সন্তান ছিল, কিন্তু উহার পিতা দুর্ভিক্ষের সময়ে উহাকে এক ডোম স্ত্রীলোকের নিকট বিক্রয় করিয়া যায়। তদবধি রাধা ডোম নাম প্রাপ্ত হইল। উক্ত ডোম স্ত্রীলোক রাধাকে পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিল, কিন্তু রাধার যৌবনারম্ভের সহিত তাহার ডোম পিতা মাতার মৃত্যু হইল। বিপদ কখনও একাকী আসে না। পিতৃ মাতৃ বিয়োগের সহিত রাধাও দুরন্ত বাতরোগে আক্রান্ত হইল ও অবশেষে বাঁকুড়া হাঁসপাতালে আনীত হইল, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না। কয়েক মাস পরে একজন ভয় দেখাইল, "তোর পা টানিয়া সোজা করিয়া দিবে।" সেই দিবস রাধা ভয়ে হাঁসপাতাল পরিত্যাগ করিল, ও রাস্তায় রাস্তায় খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু এত টুকু সুখও রাধার ভাগ্যে অধিক দিন ঘটিল না। অল্প দিন পরেই রাধার সর্ব্বাঙ্গে এমন বেদনা হইল যে সে একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হইল। এই অবস্থায় হতভাগ্যের মাথা রাখিবার স্থান নাই। রাধা একখানি ইষ্টক মস্তকে দিয়া পথের ধারে নর্দ্দমার মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে। সেই পল্লীতে কতক গুলি হাড়ী পতিতা রমণীর বাস। রমণী চরিত্র যতই কলুষিত হউক না কেন, ভগবান তাহার মধ্যে যে মাতৃত্বের বীজ রোপণ করিয়াছেন তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না। রাধা যখন তৃষ্ণায় "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিত, তখন এই সকল কলুষিত চরিত্রা রমণীগণ তাহার মুখে জল দিত, নিজেদের পাপবৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত অন্নেরও এক মুষ্টি তাহাকে দিত। পাড়ায়ত অনেক পুরুষ আছে, কিন্তু কেহ কি রাধার সংবাদ লইত? না, কঠোর প্রকৃতি পুরুষের এ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ নাই। কিন্তু কোমলপ্রকৃতি রমণীর মুখে অন্ন উঠে না। ঐ ক্ষুধার্ত্ত দরজার নিকট পড়িয়া অন্নের জন্য চীৎকার করিবে, আর রমণী কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলিবে? রমণী মায়ের জাতি, রমণী তাহা পারে না। তাই রাধারও আহার এক প্রকার চলিতেছিল। এ বৎসর বাঁকুড়ার লোকের অত্যন্ত অন্নকষ্ট হইয়াছে। চারি দিকে হাহাকার। ভিক্ষুকের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল কাড়িয়া লইতেও লোকে পশ্চাৎপদ না। দরিদ্রগণ গাছের পাতা

কদমফল ইত্যাদি খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অন্নকষ্টের মধ্যেও রাধার আহার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চলিল। কিন্তু আর চলিবে না। আজ ছয় দিবস রাধার আহার যুটে নাই। অনাহারে রোগ-যন্ত্রণায় রাধা মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত। এ সময়ে একজন দাস বাঁকুড়ায় আসিয়াছিলেন। "দাসীর" একজন সহৃদয় গ্রাহক ইঁহাকে এই সংবাদ দিলেন ও নিজে অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাধাকে দেখাইয়া দিয়া আসিলেন। রাধার অবস্থা দেখিয়া তিনি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন। রাধার চক্ষু মুদ্রিত, সর্ব্বাঙ্গ ধুলি-ধুসরিত, শিয়রে একখানি ইষ্টক। কিছু দূরে মাতৃস্থানীয়া পূর্ব্বোক্ত পতিতা রমণীদের একজন বসিয়া রহিয়াছে। রাধার সংবাদ জিজ্ঞাসা করাতে পূর্ব্বোক্ত রমণী সকাতরে বলিল, "আহা বাছা, তাহার কেহ নাই। কত দিন এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা এক এক মুঠা ভাত দিতাম, কিন্তু আজ কয়দিন হইল তাহাও বন্ধ হইয়াছে।" রমণীর ভাবে বোধ হইল যেন রমণীর প্রাণ রাধার জন্য ক্রন্দন করিতেছে। ঐ পতিতা রমণীর মাতৃভাবের নিকট দাসের মস্তক অবনত হইল, তাহার হৃদয়াবেগে ভগবানের বিশ্বপ্রেম প্রতিফলিত হইল।

দাস বাঁকুড়ার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার মুখার্জি ও হাঁসপাতাল আসিষ্টাণ্ট বাবুর নিকট গিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তখন তাঁহারা বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, এখনই তাঁহাকে হাঁসপাতালে আনা হউক। কিন্তু তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে উত্থানশক্তিরহিত, কি করিয়া দাস তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যান? অনন্যোপায় হইয়া তিনি সেখানকার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বাবু হরিহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্রের দ্বারা রাধার কতক অবস্থা জ্ঞাত করেন। সুখের বিষয় উক্ত মহোদয় বিশেষ সহৃদয়তার সহিত সেই দিনই রাত্রিকালে মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীদের দ্বারা রাধাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করেন। দাস হাঁসপাতালে যাইয়া তাহার সংবাদ লইয়াছেন, সেখানে সে অনেক ভাল আছে। তবে তাহার আরোগ্য লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। বোধ হয় আজীবনই তাহাকে এই পঙ্গু অবস্থায় থাকিতে হইবে। সুতরাং দাসাশ্রমের সেবালয়ই ইহার উপযুক্ত স্থান। সুবিধা করিয়া ইহাকে কলিকাতায় পাঠান আবশ্যক।

ভগিনী ডোরা।

ভগিনী ডোরা।

(১)

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ইয়র্কষায়ারভুক্ত হক্‌ওয়েল গ্রামে মার্ক্ প্যাটিসন্ নামক যাজক বাস করিতেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গৃহে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা ডোরোথীর জন্ম হয়। এই কন্যাই ভবিষ্যতে ভগিনী ডোরা নামে পরিচিতা হন। ডোরা বাল্যকালে বড় রুগ্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু পীড়াবশতঃ তাঁহার স্বভাব ক্রোধ-প্রবণ হয় নাই। বরং তিনি পীড়িতাবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা সহিষ্ণু এবং শান্তপ্রকৃতি হইয়া উঠেন। বালিকা ডোরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার শরীর রুগ্ন বলিয়া তাঁহাকে লেখা পড়া শিখিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু তিনি দেখিয়া শুনিয়া অনেক বিষয় শিখিয়া ফেলিতেন। একদিকে যেমন তাঁহার প্রকৃতি ধীর, শান্ত এবং নিঃস্বার্থ পর ছিল, তেমনই আবার তাঁহার প্রতিজ্ঞার বল অজেয় ছিল। একবার যাহা করিব মনে করিতেন, সহস্র বাধা বিঘ্নও তাঁহাকে তাহা হইতে নিরস্ত করিতে পারিত না। কথিত আছে একবার তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও তাঁহার ভগিনীকে তাঁহাদের মনোমত টুপি না পরাইয়া গির্জ্জায় লইয়া যান। দুই ভগিনী এইজন্য মাতার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং মাকে জব্দ করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন খুব বৃষ্টি হইতেছে, মাও বাড়ীতে নাই; এই সুযোগে দুই বোনে নিজ নিজ টুপি বাহির করিয়া বৃষ্টিতে ভিজাইলেন, এবং তাহার পর সে গুলিকে বাক্সর ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিলেন। টুপি দুটি নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহাদের মা তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় দিবার লোক ছিলেন না। তিনি কন্যাদ্বয়ের শিক্ষার জন্য উপর্য্যুপরি অনেক রবিবার তাঁহাদিগকে পচা টুপি পরাইয়া গির্জ্জায় লইয়া গিয়াছিলেন। সন্তানগণের সুশিক্ষা বিষয়ে এইরূপ মনোযোগী না হইলে কি তাহারা কখনও মানুষের মত হইতে পারে?

প্যাটিসন্ দুহিতাদ্বয় বড় দয়াশীলা ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই দুইজনে একটি ডালায় করিয়া গ্রামের গরিব লোকদিগের বাড়ী বাড়ী গিয়া খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিয়া আসিতেন। তাঁহারা গরিব, ধনী, যে কেহ তাঁহাদের বাড়ী আসিতেন,

সকলকেই অতি যত্নের সহিত আহারাদি করাইতেন। সকলেই তাঁহাদের মিষ্ট ব্যবহারে অতীব প্রীত হইতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা গরিব লোকদিগকে যে কেবল অর্থদান করিতেন, তাহা নয়। নিজেদের পুরাতন ছিন্ন বস্ত্র গুলি সেলাই করিয়া পরিতেন; এবং নূতন পোষাক কিনিতে হইলে যে টাকা লাগিত, তাহা দিয়া গরিব লোকদিগকে আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া দিতেন। তাঁহারা অনেক সময় নিজে না খাইয়া,নিজেদের খাদ্য গরিবলোকদিগকে দিতেন। অর্দ্ধাশন বা উপবাসের ক্লেশ গ্রাহ্য করিতেন না। স্বর্গ আর কোথায়? এইরূপ পরিবারই স্বর্গ।

ডোরা যখন যৌবন দশায় উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার শরীর ক্রমেই সবল হইতে লাগিল। তিনি অশ্বারোহণাদি পুরুষোচিত ব্যায়ামে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ এই সময়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তিনি অতিশয় পরিহাস-রসিক হইয়া উঠিলেন। তিনি সহজেই লোককে হাসাইতে পারিতেন।

ডোরার বয়স যখন উনত্রিশ বৎসর, তখন তিনি একদিন হঠাৎ শুনিলেন, যে কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কতকগুলি দয়াশীলা রমণীকে লইয়া রুসিয়ার অন্তঃর্গত ক্রীমিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত সৈন্যগণের সেবা করিতেছেন। শুনিবামাত্র তাঁহারও কুমারী নাইটিঙ্গেলের অধীনে থাকিয়া আহত সৈনিকগণের সেবা করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি ক্রীমিয়ায় যাইবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার আহত সৈনিকগণের সেবা করিবার উপযোগী শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া তাঁহাকে অনুমতি দিলেন না। ডোরা পিতার বাধ্য ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ক্রীমিয়া যাওয়া হইল না।

ডোরার মাতা চিররোগী ছিলেন। ডোরা প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। জননীর মৃত্যুর পর ডোরার হৃদয় যেন কেমন উদাস এবং শূন্য বোধ হইতে লাগিল। গৃহস্থাশ্রমের বন্ধন যেন ছিঁড়িয়া গেল। তিনি কাজের জন্য উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। "এই সময় ডোরা একবার রেড্‌কারনগরে বেড়াইতে যান। তথায় এক ভগিনী সম্প্রদায়ের কতকগুলি রমণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। এই রমণীগণ রোগীর সেবা ও অন্য বহু-

প্রকারের পর-সেবারূপ সুমহৎকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ইংলণ্ডের ভিতর নানা স্থানে ইঁহারা এই সকল কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সরলস্বভাবা ডোরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'আহা! ইঁহারা কেমন মনের সাধে কাজ করিতেছেন! জগতে পরসেবার তুল্য কি আর কাজ আছে! ইঁহারাই ধন্য! আমারও ইচ্ছা হয় ইঁহাদের মত হই।' " *

ডোরার পিতা তাঁহার অভিলষিত কার্য্যে যত প্রকার বাধা বিঘ্ন আছে, সমুদয়ই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু ডোরার মন মানিল না। তিনি উনত্রিশ বৎসর বয়সে, ১৮৬১ সালে, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। আজ ডোরার পুনর্জ্জন্ম হইল। মানব যেদিন নিজ সুখান্বেষণ ছাড়িয়া দিয়া পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করে, সেই দিনই মানব প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া দেবরাজ্যের অধিবাসী হয়। ডোরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়াই ভগিনী সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলেন না। উল্‌স্টন নামক গ্রামের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্য তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার একটি বিশেষ কারণও ছিল। তাঁহার বয়স উনত্রিশ বৎসর হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে শিশুর সরল ভাব, শিশুর ক্রীড়াপ্রিয়তা বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি যখন শিশুগণের সহিত মিশিতেন, তখন তাহাদেরই এক জন হইয়া যাইতেন। "বিদ্যালয়ে ডোরা বালকবালিকাদিগের শিক্ষক, গৃহে তাহাদের ক্রীড়ার সঙ্গী, রোগ-শয্যায় তাহাদের নিত্যসেবিকা। ডোরার এইরূপ আচরণে অভিভাবকেরা তাঁহার প্রতি নিরতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং ডোরাও তাঁহাদের সঙ্গে যত্নের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেন। উল্‌স্টনবাসী দরিদ্র ও পীড়িত লোকেরাও ডোরার সাহায্য লাভ করিয়া পরম সুখী হইত। ফলতঃ ডোরার ভাবী জীবনের প্রথম বিকাশ উল্‌স্টনেই প্রথম আরম্ভ হয়।" ("ভগিনী ডোরা," ২৩ পৃষ্ঠা)। তিনি এখানে অতি সামান্য বেতন পাইতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার পিতা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। উল্‌স্টনে তিনি একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেন। ভৃত্যাদি কেহই ছিলনা, তিনি নিজে সমস্ত কাজ করিতেন। তিনি আপনার আয় হইতে কখনও

* "ভগিনী ডোরা", ১৯ পৃষ্ঠা।

চারি আনার অধিক পয়সা কাছে রাখিতেন না। চারি আনার অধিক যাহা বাঁচিত, অমনি তাহা গরিব লোকদিগকে দান করিতেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ডোরা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। "ক্রমে পাঁজরে ব্যথা হইল, তথাপি ডোরার পরিশ্রমে বিরাম নাই। তিনি এই অবস্থাতেও দিবসে স্কুলের কাজ, ও রজনীতে রোগীর বাড়ী গিয়া সারারাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন।" ("ভগিনী ডোরা," ২৫ পৃষ্ঠা)। হঠাৎ একদিন প্রাতে দেখা গেল ডোরা বিছানা হইতে উঠিতে পারিতেছেন না। শরীরে বিন্দুমাত্রও শক্তি নাই। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "শক্ত ব্যারাম, শরীর একটু সবল হইলেই ইঁহাকে স্থানান্তরে পাঠাইতে হইবে।" চিকিৎসা ও বিশ্রাম লাভ দ্বারা যখন তিনি একটু সবল হইলেন, তখন তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত রেড্‌কার নামক স্থানে পাঠান হইল।

এই রেড্‌কারেই তাঁহার সহিত ভগিনী সম্প্রদায়ের প্রথম পরিচয় হয়। এখানে আসিয়া ডোরার ভগিনী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার পুরাতন বাসনা আবার জাগিয়া উঠিল। ১৮৬৪ সালে ডোরা ভগিনী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল।

জগতে পরের হিতের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করে, এমন মানবের সংখ্যা বড়ই কম। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে মানব আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই ব্যস্ত; পরের জন্য সে একবার ভাবে না। কিন্তু এরূপ মানবমণ্ডলীর মধ্যে আবার আমরা সময় সময় দেবভাবাপন্ন মানব দেখিতে পাই। যাঁহারা পরের জন্য আপনার জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ইঁহাদিগের একজন।

১৮২০ খৃঃ অব্দে প্রকৃতির লীলাভূমি ফ্লোরেন্স নগরে নাইটিংগেলের জন্ম হয়। উক্ত নগরের নামানুসারেই তাঁহার নামকরণ হয়। তাঁহার পিতা মাতার আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তাঁহার পিতা অতি যত্নের সহিত

কন্যার লালন পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। পিতার সাহায্যে ফ্লোরেন্স অঙ্কশাস্ত্র ও অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তিনি নিপুণা হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন, "মানব বড় হইলে কেমন হইবে, শৈশবে তাহার আভাস পাওয়া যায়।" ফ্লোরেন্সের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। বালিকা বয়সেই তিনি অত্যন্ত সহৃদয়া ছিলেন। দরিদ্রদিগকে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন এবং নিজ হস্তে রোগীদিগের সেবা করিতেন।

২১ বৎসর বয়সের সময় ফ্লোরেন্স বহুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সুখে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে পারিতেন; কিন্তু পরের জন্য যাঁহার হৃদয় একবার কাঁদিয়াছে, তিনি কি আপনার সুখ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারেন? পরোপকারেই তাঁহার সুখ, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেই তাঁহার আনন্দ। ফ্লোরেন্স রোগীর সেবা শিক্ষা করিবার জন্য সমস্ত য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন।

১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে য়ুরোপের রাজনৈতিক আকাশ ঘন কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রুশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণা হইল এবং ২৫,০০০ ইংরেজ সৈন্য ক্রীমিয়ায় প্রেরিত হইল। সেই ভীষণ যুদ্ধে শত শত আহত সৈনিক হাঁসপাতালগৃহ পূর্ণ করিল। চারি মাইল ব্যাপিয়া আহতদিগের শয্যা রচিত হইল। এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ ইংলণ্ড হইতে শুশ্রূষাকারিণী রমণীগণকে প্রেরণ করা স্থির করিলেন। ফ্লোরেন্স ৪২ জন শুশ্রূষাকারিণীর সহিত ক্রীমিয়া যাত্রা করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সদ্বংশজাতা রমণী ছিলেন। কুমারী ফ্লোরেন্স যে দিবস সেখানে উপস্থিত হইলেন, তাহার পর দিবস ইন্কারমানের ভীষণ যুদ্ধ হইল। সে দিবসের যুদ্ধে এত সৈনিক আহত হইয়াছিল যে হাঁসপাতালগৃহে তাহাদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় বারান্দায় তাহাদিগকে স্থান দিতে হইয়াছিল। যন্ত্রণার ভীষণ চীৎকারে হতভাগ্যগণ হাঁসপাতালগৃহ কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। ফ্লোরেন্স ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ তাহাদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ এ পর্য্যন্ত কখনও রমণীর শুশ্রূষা পায় নাই। যখন তাহারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহারা আর নিষ্ঠুরতার ক্রীড়াভূমি সমরক্ষেত্রে পড়িয়া

নাই, হাঁসপাতাল গৃহের রমণীগণ মাতার ন্যায় তাহাদিগের সেবা করিতেছেন, তখন তাহারা যে আনন্দলাভ করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

সেবার রুশিয়ায় বড় ভীষণ শীত পড়িয়াছিল। সৈনিকদিগের পরিচ্ছদ সে শীতের উপযোগী ছিল না। ইহার উপর আবার সমস্ত দিন কর্দ্দমপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের পর রাত্রিতে তাহাদিগকে আর্দ্র ভূমিতে শয়ন করিতে হইত। এই সকল কারণে অনেক সাহসী সৈন্য সেবার প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, এবং এত অধিক সংখ্যক সৈন্য প্রতিদিন পীড়িত হইতে লাগিল যে কর্ত্তৃপক্ষগণ পরিণাম ভাবিয়া সিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। কুমারী ফ্লোরেন্স দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কখন কখন তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইত এবং অনেক সময় তিনি নিজ হস্তে রোগীদিগের খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। সৈনিকদিগের উপর তাঁহার এক আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল। তিনি যাহা বলিতেন তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা করিত। যে সকল সৈনিক কখন তাহাদের ক্ষতস্থানে চিকিৎসককে হস্তার্পণ করিতে দিত না, তাহারাই ফ্লোরেন্সের আজ্ঞায় চিকিৎসকের অস্ত্র প্রয়োগ অকাতরে সহ্য করিত।

এই বৎসর গ্রীষ্মের সময় ফ্লোরেন্সের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহাকে য়ুরোপে আসিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই ভাবিয়া তিনি আবার স্কুটারিতে ফিরিয়া যাইলেন।

ইংলণ্ডবাসিগণ অকৃতজ্ঞ নহে। তাহারা কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের এই সকল জনহিতকর কার্য্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে রাজযোগ্য অভ্যর্থনা দিবে স্থির করিল। কিন্তু তিনি প্রশংসার জন্য কোন কার্য্য করেন নাই, কেবল পরোপকার বৃত্তির অধীন হইয়াই কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন না এবং লণ্ডনে না যাইয়া আপন বাসস্থান ডার্বি সহরে যাইলেন।

ভারতবর্ষে সিপাহি বিদ্রোহের সময় এক অতি সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হয়। তাহাতে শত শত সৈনিক অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। কুমারী ফ্লোরেন্স কিসে তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে তাহা দেখাইয়া একখানি

ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার পরোপকার বৃত্তি কেবল তাঁহার স্বদেশেই আবদ্ধ নহে। তিনি ভারতবর্ষে কৃষি ও শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং এদেশের পল্লীগ্রাম সমূহে যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার উত্তম উপায় অবলম্বিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রিয় কার্য্য করিতেছেন; ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন।

সেবা।

সেবা শুধু বাহিরের জিনিষ নয়; ইহা ভিতরের জিনিষ। পরোপকার করিলেই যে সেবা করা হয়, তাহা নয়। মানুষের প্রকৃতি বড় জটিল। মানুষ কখন যে কি উদ্দেশ্যে কাজ করে, তাহা বুঝা বড়ই কঠিন। অনেকে মানবের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন, কেবল যশের নিমিত্ত; কেহ কেহ রাজদ্বারে সম্মানিত হইবার নিমিত্তও পরের উপকার করেন। ইহাতে মানবের হিত হয় বটে। কিন্তু যিনি উপকার করিতেছেন, তাঁহার দিক হইতে দেখিলে ইহাকে সেবা বলা যায় না। পরোপকার কথাটির ভিতর যেন এই ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, যে আমি অপরকে সুখী করিতেছি, অপরে উপকৃত হইতেছে। কিন্তু সেবার মনের ভাব এরূপ নয়। সেবা মনে করেন, ঈশ্বরের কি মহৎ অনুগ্রহ যে আমিও তাঁহার কাজে লাগিলাম; জগৎবাসিজন আমার সেবা গ্রহণ করিলেন, আমি ধন্য হইলাম। পরোপকারী ব্যক্তি আপনাকে অনুগ্রাহক মনে করিতে পারেন, কিন্তু সেবকের সেবা গৃহীত হইলে তিনি আপনাকে অনুগৃহীতই মনে করেন। সেবা এক প্রকার দাসত্ব। সেবকের দাসত্বে আর ক্রীতদাসের দাসত্বে প্রভেদ এই যে ক্রীতদাসকে অপরে বিক্রয় করিয়াছে; তাহার শরীর তাহার প্রভুর কার্য্য করে, কিন্তু হৃদয় তাহার প্রভুর হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ ভাবই পোষণ করে। সেবক ঈশ্বরের নিকট, সুতরাং সমস্ত জগৎবাসীর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন; তাঁহার শরীরই যে কেবল জগতের হিতে নিয়োজিত হয়, তাহা

নয় ; তাঁহার হৃদয় আর তাঁহার নাই, তিনি স্বকীয় জীবন ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন ; ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়টিকে জগৎবাসীর সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। কবির সহিত সেবক বলিতে পারেন,

"ঈশ্বরের শিশু হব ; ঈশ্বর আমারে
বেচিবেন জগতের দ্বারে ;
যে ডাকিবে তারি ছেলে, প্রাণ দিব প্রাণ খুলে,
সবে চাবে লইতে আমারে ;
কাড়াকাড়ি পড়িবে সংসারে।"

ক্রীতদাস এ কথা বলিতে পারে না, পরোপকারী ব্যক্তিও পারেন না।

পরোপকারী ব্যক্তি স্বকৃত কার্য্যের পরিমাণ গণনা করিতে পারেন ; কিছু কাজ করিয়া ভাবিতে পারেন, "আমি ত জগতের এতটুকু হিত করিতেও বাধ্য ছিলাম না ; কত লোক ত কেবল নিজের সুখসাধনেই আজীবন ব্যস্ত থাকে। যাহা করিয়াছি ইহাই যথেষ্ট। দীন দরিদ্রদিগের ভাগ্য ভাল যে আমার মত লোক সংসারে আছে।"

সেবকের মনে এরূপ কোন ভাবের উদয় হয় না। তিনি নিজের কাজের হিসাব রাখেন না ; যাহা করা উচিত ছিল, কিন্তু করিতে পারেন নাই, তাহারই হিসাব রাখেন ; তাহারই পরিমাণ দেখিয়া আপনাকে অপরাধী মনে করেন। জগতের জন্য প্রাণ দিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হন না। জগতের যতই সেবা করুন না কেন, তাঁহার চক্ষে সমস্তই অপর্য্যাপ্ত মনে হয়। যাঁহার অনন্ত সেবাতৃষ্ণা জন্মে নাই, যিনি সেবাব্রতের উদ্‌যাপন করিবার আশা রাখেন, তিনি সেবক নামের যোগ্য নহেন। প্রকৃত সেবক আর একটি নিগূঢ় সত্য জানেন। সেটি এই ; ঈশ্বর মানবহৃদয়ের ষোল আনা দখল করিতে চান। যতদিন পর্য্যন্ত একটি কড়া ক্রান্তিও বাকী থাকে, ততদিন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না। সংসারের সহিত ঈশ্বরের সপত্নী-ভাব। তিনি ইচ্ছা করেন না যে তিনি ব্যতীত সংসার, যশোলিপ্সা, স্ত্রী পুত্রাদি, ধন মান লাভেচ্ছা, সুখাভিলাষ, কিম্বা আর কিছু মানবের হৃদয়ে সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানও পায়।

সেবকের আত্মা পত্নী, পরমাত্মা পতি। সেবকের আত্মা সতীত্বের মর্ম্ম বুঝেন। তিনি একমাত্র ঈশ্বরকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। তিনি ত অসতী নন, যে আর কেহ হৃদয়ে স্থান পাইবে। সেবক নিয়তই ভগবানকে বলিতেছেন :—"জীবিতেশ, কি তোমার আদেশ বল, বুক পাতিয়া লই ; কায়মনোবাক্যে পালন করি।"

দাসী।

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। | অগ্রহায়ণ, ১২৯৯। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

"একি, সখা ?"

"একি, সখা ? একি হ'লে তুমি ? কোথা তব
যৌবনের হাসি খেলা ? প্রফুল্ল আনন,
প্রস্ফুটিত শতদল সম ? একা একা
থাক কেন, বিরলে বসিয়া ? সঙ্গ মম
লাগে নাকি ভাল ?"

"প্রাণের সো[illegible]র মম,"
কহিনু তাহারে, "বসন্তের সুর আর
লাগে নাক ভাল ; অদৃশ্য জগৎ হইতে
ক্রন্দনের ধ্বনি সদা পশিছে শ্রবণে।
বরিষার সুরে, সখা, বাঁধিয়াছি আজি,
হৃদয়ের তন্ত্রী মম ; জীব-দুঃখ-মেঘে
ঘন ঘটাচ্ছন্ন মোর হৃদয় আকাশ।
সে আকাশ ভেদি যবে নয়ন-আসার,
বরিষার ধারা সম পড়িবে ধরায়,
যাবে না কি ভাসি, সখা, সে অশ্রুর স্রোতে,

একটি জীবেরও দুখ? হৃদয় কালিমা
পাপী কোন মানবের, যাবে না কি ধুয়ে?
সংসার মরুর মাঝে, বিষয় আগুনে
জ্বলে যারা অবিরত, তাদের হৃদয়ে,
পড়িবে না এক বিন্দু স্বর্গের শিশির?"

উত্তরিল সখা মম, "হইবে সকলি।
কিন্তু তাহে বল, সখা, কি সুখ তোমার?
জনম যাইবে তব কাঁদিয়া কাঁদিয়া;—
জীব-দুঃখ-পরিমাণ কল্পনা-অতীত।"

"নব-নীরদের কোলে বিজলীর খেলা
সুশোভন, দেখিয়াছ;—হৃদয় আমার
আচ্ছন্ন হইবে যবে জীব-দুঃখ-মেঘে,
মাঝে মাঝে খেলিবে তাহাতে, ক্ষণপ্রভা
স্বরগ-সম্ভবা।—পরদুঃখে যবে, হায়!
কাঁদে রে পরাণ, প্রীতি উদ্ভাসিত মুখে
বিশ্বমাতা হাসেন তখনি; বলি, 'তুমি
সুসন্তান মম।'—মধুমাখা সে মুখের
হাসি, খেলিবে হৃদয়ে মম, স্বর্গের বিজলী!"

ফুলমণি।

আমাদের একজন পত্রপ্রেরক নিম্নলিখিত ঘটনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেনঃ—

ফুলমণি একজন শিক্ষিতা ধাত্রী। তিনি প্রথমে কলিকাতাতেই নিজের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে সুবিধা না হওয়ায় তিনি ঢাকা গমন করেন। তথায় কি সদরে কি মফঃস্বলে, সর্ব্বত্রই তাঁহার বেশ সুনাম হয়।

নারায়ণগঞ্জ ঢাকা হইতে ১৫ মাইল। এখন ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ রেল হইয়াছে; কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রেল ছিল না; নৌকায় বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করিতে হইত। এই স্থানেই নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

নারায়ণগঞ্জের একখানা ছোট ঘরে, প্রসববেদনায় কাতরা একটি রমণী আলুলায়িত কেশে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন; এমন সময়ে ঢাকার একটি বিজ্ঞ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সমভিব্যাহারে ফুলমণি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই নারায়ণগঞ্জের নেটিভ ডাক্তারবাবু সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে বাহিরে এক জনরব উঠিল, "বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে।" তখনি ডাক্তার বাবুদ্বয় গৃহ হইতে দৌড়িয়া পলাইলেন।

ফুলমণি নির্ব্বাক্ গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। ছেলের মাথাটি মোটে বাহির হইতেছে, এমন সময়ে সূতিকা গৃহে আগুন ধরিল। বাহির হইতে চীৎকার আরম্ভ হইল, "ফুলমণি, শীঘ্র বাহির হইয়া আইস, ঘরে আগুন ধরিয়াছে; শীঘ্র আইস, নতুবা মরিবে।"

ডাক্তার বাবুদ্বয়ও বাহিরে দাঁড়াইয়া সেই চীৎকারে যোগ দিয়াছিলেন। ফুলমণি গৃহ হইতে শান্ত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "আপনারা চেঁচাইবেন না; আমার যদি অদৃষ্টে থাকে, তবে মরিব। আমি এই দুইটি প্রাণ রাখিয়া নিজের প্রাণ লইয়া ঘর হইতে কিরূপে বাহির হইয়া যাই? ইহাদের প্রাণ হইতে কি নিজের প্রাণের দরদ বেশী? মরিতে হয়, তিনজনে মরিব।"

প্রসবান্তেই ফুলমণি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "শীঘ্র তিন জন লোক আইস।" লোক আসিল, কিন্তু দ্বার হইতে তিন চারি হাত দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

নাড়ীর দুইধারে বাঁধন দিয়া মাঝখানে নাড়ী কাটিয়া দিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া ছেলেটি একজনের হাতে দিয়া গেলেন।

তার পর তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দেখেন ঘরের এক কোণ দগ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়াছে। যাহা হউক তিনি অতি শীঘ্র প্রসূতিকে বিছানা দিয়া জড়াইয়া টানিয়া দ্বারের নিকট আনিলেন। তখন আর দুইজন লোক প্রসূতিকে তুলিয়া লইয়া জনতা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। ঈশ্বরানুগ্রহে প্রসূতি ও সেই বালক এখনও জীবিত আছে। ফুলমণি যখন প্রসূতিকে

লইয়া নিরাপদে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে এক স্বর্গীয় আনন্দের জ্যোতিঃ দেখা গিয়াছিল। সেই আনন্দের মত আনন্দ কি আমরা এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি? পাঠকবর্গের গোচরার্থে ইহাও বলিতেছি, তখন ফুলমণি বিবাহিতা হইয়াছেন, এবং তাঁহার সন্তান সন্ততিও অনেকগুলি হইয়াছিল।

সেবা-সংবাদ।

দেরাদুন হইতে কোন পাঠিকা লিখিয়াছেন ঃ—

বলিতে গেলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ সীমায়, হিমালয়ের পাদদেশে মুস্থরী, দেরাদুন প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থান সকল অবস্থিত। এই সকল প্রদেশে যেমন একদিকে শীতকালে ভয়ানক শীতে পাহাড়ী দরিদ্র লোকেরা ভয়ানক কষ্ট পায়, অন্যদিকে তেমনি আবার গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম পড়ে। পাহাড় সকল রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে তাতিয়া উঠে, গরমে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। গত বৎসর ফাল্গুন চৈত্র মাসে মুস্থরী ও দেরা প্রভৃতি স্থানে যেরূপ গরম পড়িয়াছিল, ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে সেরূপ গরম পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ। এই ভয়ঙ্কর গরমের সময় মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সকল প্রাণীই ছট্‌ফট্ করিতেছিল; এমন সময় ভয়ানক মহামারীর ভয় উপস্থিত হইল। সকলের প্রাণই ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। যে সকল প্রদেশে কোন ব্যারামের ভয় নাই, সেখানে কোন একটু অসুখ হইলেই প্রাণে মহা ভয় উপস্থিত হয়। তাহাতে আবার ভীষণ মহামারী উপস্থিত! লোকের প্রাণ ভয় ও ত্রাসে কিরূপ হইল, সহজেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারেন। এই সকল প্রদেশে আবার ভাল ডাক্তারও নাই, যে রোগের হস্তে পতিত হইলে ভাল চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা হইতে পারে। পাহাড়ী দরিদ্র লোকদের কথা দূরে থাকুক, যাহাদের একটু অবস্থা ভাল, তাহারাও জানে না যে ব্যারাম হইলে ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়। ব্যারাম হইলেই মৃত্যু, এটী ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং চতুর্দ্দিকে কিরূপ অবস্থা ঘটিতে আরম্ভ হইল, পাঠকবর্গ সহজেই অনুভব করিতে পারেন। চতুর্দ্দিকেই ওলাউঠায় লোক আক্রান্ত হইতে লাগিল, আর মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইতে লাগিল। কেহ ভয়ে বাড়ীর বাহির হইত না। যদিও কোন সদাশয় লোক পাহাড়ীদের দুরবস্থা দেখিয়া সেবা শুশ্রূষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ কোন মতেই তাঁহাকে বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না। সকলেই প্রাণের ভয়ে জড়সড়।

চতুর্দ্দিকে যখন হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে, প্রাণের ভয়ে সকলে অস্থির তখন দুটী যুবক নিজেদের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, পর-সেবায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, ঘরের বাহির হইলেন। কি রাত্রি কি দিন আহার নিদ্রার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া রোগীদের চিকিৎসা, আহারপথ্যদান, এবং সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ দেশের লোকে ব্যারাম হইলে যে ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানে না। সুতরাং বাবুদিগকে কোন্ বাড়ীতে রোগী আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইত। রোগীদের সেবা শুশ্রূষার জন্য রাত্রি জাগিয়া তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া নিজ হস্তে সাগু এরারুট পাক করিয়া দিতে হইত। তাঁহারা অনেক নিরাশ্রয় রোগীর মল মূত্র পর্য্যন্ত নিজ হস্তে পরিষ্কার করিয়াছেন। ঘোর অন্ধকার রাত্রে একটী বাবুকে আমি একা রোগীদের বাড়ী যাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে দেখিয়াছি। আমাদের নিজের বিষয়ই বলি। আমার একটী ছোট ভাইয়ের এই সময় ওলাউঠা হয়। তখন এই দুইটী বাবু বিশেষ যত্ন না করিলে, তাঁহারা সেবা শুশ্রূষা না করিলে, আমরা কখন তাহাকে বাঁচাইতে পারিতাম না। এই দুইটী বাবুর মধ্যে একটী স্কুলের ছাত্র; নাম, মহেন্দ্রলাল সরকার, ফরেষ্ট স্কুলে পড়েন। আর একটী বাবু কোন আফিসের কেরাণী; সামান্য বেতন পান; নাম, বাবু ললিতমোহন বসাক। ইহারা লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া ঔষধাদি কিনিতেন ও রোগীদের পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। এই সময়ে ইহারা যে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাহা আর বলিতে পারি না।

পরিবার কত বড় ?

আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন না। তবে তিনি বিষয়ী লোক ছিলেন বটে। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি যে সম্পত্তি পাইয়াছিলাম, তাহাতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আমাকে আর উপার্জ্জন করিতে হইত না। পিতার যত্নে আমি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। আমাদের পুস্তকালয়ে ভাল ভাল ইংরাজী, বাঙ্গালা সকল পুস্তকই ছিল। আমাদের বাড়ী সহর হইতে কিছু দূরে একটি বাগানের মধ্যে অবস্থিত ছিল। তাহার সম্মুখে একটি পুকুর; তাহার বাঁধা ঘাটে বসিবার আসন ছিল। আমাদের বাড়ীতে বিলাসের সমস্ত উপকরণ না থাকিলেও, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ই ছিল।

আমি মনে মনে জীবনের একটা আদর্শ স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। সত্য কথা কহিব, কাহারও অনিষ্ট করিব না, নিজের ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, নিজ পুস্তকালয়ে পুস্তকাদি পাঠ করিব ;—আমার জীবনটা মোটামুটি এইরূপ হইবে স্থির করিয়াছিলাম। আমাদের সহরে একজন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন ; তিনি কিন্তু বলিতেন, "তোমাকে তোমার ভৃত্যবর্গেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে ; সহরের অপর প্রান্তে দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ গলির দুই পাশে যে গরিব লোকেরা থাকে, তাহারা যাহাতে জ্ঞানলাভ করে, তাহাদের যাহাতে ধর্ম্মে মতি হয়, যাহাতে তাহাদের খাদ্য বাসস্থান প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর হয়, তাহার চেষ্টাও তোমার করা উচিত। তোমার ছেলেরা ভাল হইলেই হইল না। ঐ গরিব লোকদের ছেলেদেরও যাহাতে ভাল হয়, তাহা করিতে হইবে।" আর বেশ্যাদের দুর্গতি দেখিয়া তিনি কাঁদিতেন, এবং আমাকে তাহাদের দুর্গতি দূর করিতে বলিতেন। আমার চরিত্র ভাল ছিল। বেশ্যাদের কথা উঠিলে আমার বড় ঘৃণা হইত ; দয়া হইত না। গরিব লোক এবং তাহাদের ছেলে মেয়েদের কথা এক একবার মনে হইত বটে। কিন্তু ভাবিতাম, নিজের পরিবারেরই ভাবনায় অস্থির, পরের কথা কে ভাবে ?

নিজের পরিবারের মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকেই ভগবানের নিকট দায়ী। গরিব লোক ময়লা ঘরে থাকে তো, আমি কি করিব ? সে তাদের দোষ। আমার ছেলে মেয়েরা যাহাতে কুসঙ্গ না করে, সে বিষয়ে আমি খুব সাবধান ছিলাম। তাহাদিগকে পাড়ার কোন বালকবালিকার সহিত মিশিতে দিতাম না। আমার বাড়ী ঘর এমন পরিষ্কার ছিল যে, রোগ তাহার ত্রিসীমায় পৌঁছিতে পারিত না।

একদিন বন্ধুবর্গের সহিত বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময় আমার একটি ছেলে খুব জোরে একটা অশ্লীল কথা বলিল। আমি বড়ই লজ্জিত হইয়া তাহাকে সে কথা বলিতে নিষেধ করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে না বটে, তথাপি ভৃত্যের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের দুই চারিটা খারাপ কথা শুনিয়া শিখিয়া ফেলিয়াছে। ভৃত্য নিষেধ করা দূরে থাক্, বরং তাহাকে সেই কথাগুলা অভ্যাস করাইয়াছে। আমি মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন সেই ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয়ের কথাটী মনে পড়িল। ভাবিলাম, সংসারে থাকা বিষম দায় দেখিতেছি। কোথায় নিজের ছেলেপিলের যাহাতে ভাল হয়, সেই চেষ্টা করিব, না, আবার চাকর বাকরের এবং পাড়াপড়সীর ছেলেদেরও যাহাতে শিক্ষা হয়, তাহারও চেষ্টা না করিলে নিস্তার নাই। সংসারটার উপর বড়ই চটিয়া গেলাম।

কয়েক বৎসর অতীত হইল। এক দিন হঠাৎ শুনিলাম, সহরের অপর প্রান্তে,—যেখানে দরিদ্র লোকেরা বাস করে,—ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। আমি অমনি আট ঘাট বাঁধিলাম। পরিবারের সকলের খাদ্য পরিধান বস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইলাম। ওলাউঠার প্রকোপ হ্রাস করিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, ভয়ে দরিদ্র পল্লীর দিক দিয়াও যাইতাম না। নানা ধর্ম্মগ্রন্থে পড়িয়াছিলাম বটে যে ধনী, দরিদ্র সকলকেই আত্মীয় মনে করা উচিত ; "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি স পণ্ডিতঃ," এ কথাটীও মনে ছিল। কিন্তু প্রাণ ভয়ে এবং দরিদ্রের বিপদে ঔদাসীন্য বশতঃ গৃহের সীমায়ই আবদ্ধ রহিলাম। দরিদ্র-পল্লীতে রোগ ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ আমার কনিষ্ঠ পুত্র ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত

হইল। সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইলাম; কিন্তু কোন ফল হইল না। আমার প্রাণের পুতুলীটি ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিপদের উপর বিপদ;—আমার পত্নীও সন্তানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রোগাক্রান্ত হইলেন। ভীষণ ব্যাধির হস্ত হইতে তিনিও নিস্তার পাইলেন না। আমার গৃহ শূন্য হইল। ধনী, দরিদ্র, সকলেই যে ভগবানের সন্তান, সকল মানবেরই যে পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া উচিত, মানুষ যে মানুষের ভাই, এ সকল কথা পূর্ব্বে শোনা কথা ছিল। এখন দেখিলাম, আমরা মানি আর নাই মানি, দরিদ্রের বিপদে ধনীরও বিপদ। মৃত্যুর কাছে ছোট বড় নাই। মৃত্যু আমাকে বুঝাইয়া দিয়া গেল, যে মানুষ সত্য সত্যই মানুষের আত্মীয়। ভাবিলাম, যদি আমি ইতিপূর্ব্বে দরিদ্রগণের খাদ্য, বাসস্থান, প্রভৃতির উন্নতির চেষ্টা করিতাম, যদি তাহাদিগকে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী বুঝাইয়া দিতাম, এবং তাহারা যাহাতে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি দ্বারা তৎসমুদয় পালন করিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতাম, তাহা হইলে হয়ত আজ আমার গৃহ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইত না। যাহা হউক, গতানুশোচনায় ফল নাই, ভাবিয়া আবার সেই পূর্ব্বের মত স্বার্থের সংকীর্ণ গৃহে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

পরিবারের মধ্যে এখন কেবল আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবিত ছিল। সে এখন কলেজে পড়ে। তাহার মা নাই। আমারও মনটা কেমন সকল বিষয়েই উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহাকে গৃহে আবদ্ধ রাখে, এমন কোন আকর্ষণই ছিল না। সে কলেজে উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণের সহিত মিশিত। কখন বাড়ী আসে, কখন যায়, তাহার স্থিরতা ছিল না। এক দিন রাত্রে শুইয়া আছি; ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, যে একজন কনষ্টেবল দেখা করিতে চায়। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেলাম। কনষ্টেবল আমার ছেলের নাম করিয়া বলিল, "সে খুন করিয়াছে।" আমি ত একেবারে বসিয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিলাম, সে মত্তাবস্থায় ঈর্ষা ও ক্রোধবশতঃ এক বেশ্যাকে খুন করিয়াছে। আর কি বলিব? বিচারে তাহার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। আমারও শিক্ষা হইল। আমি বুঝিলাম, কেবল নিজের সন্তান-

গণের নয়, সকল যুবকেরই যাহাতে চরিত্র বিশুদ্ধ থাকে, তাহার চেষ্টা করা নিজ নিজ স্বার্থের জন্যও আবশ্যক। আর একটা কথাও বুঝিলাম। অনেক হতভাগিনী নারী যে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাতে যে শুধু তাহাদেরই ঐহিক ও পারত্রিক অনিষ্ট হয়, তাহা নয়। পাপ সংক্রামক। সমাজভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণও বেশ্যাদিগের দ্বারা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়। সুতরাং অন্ততঃ স্বার্থের অনুরোধেও তাহাদের উদ্ধারসাধনে প্রত্যেকেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত।

কিন্তু কি ঘৃণার কথা! আবার ঐ স্বার্থ! এত স্বার্থ বুঝিবার দরকার কি? মানুষের মন যে স্বভাবতই অপরের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া কাঁদে। আমরা মনটাকে পাষাণ করিয়া রাখি, তাহাতেই তো স্বার্থের দিক্ দিয়া ভগবানের রাজ্যের সুদৃঢ় নিয়ম আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়; অনেক সময়ই প্রেমের দিক্ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। হরি নাম কর। স্বার্থবুদ্ধি নয়, প্রেম পাইবে।

আমি এখন সন্ন্যাসী। কিন্তু নূতন ঘরকন্না পাতিবার চেষ্টায় আছি। আমি এখন ভগবানের কাছে প্রেমের ভিখারী। যে দিন সেই ধন এক বিন্দু পাইব, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে, নিজ পরিবারের কুশল সংবাদ লইয়া বেড়াইব।

* "One of Dr. Alison's Scotch facts struck us much. A poor Irish Widow, her husband having died in one of the Lanes of Edinburgh, went forth with her three children, bare of all resource, to solicit help from the Charitable Establishments of that City. At this Charitable Establishment and then at that she was refused; referred from one to the other, helped by none;—till she had exhausted them all; till her strength and heart failed her: she sank down in typhus-fever; died, and infected her Lane with fever, so that 'seventeen other persons' died of fever there in consequence. The humane Physician asks thereupon, as with a heart too full for speaking. Would it not have been economy to help this poor Widow? She took typhus-fever, and killed seventeen of you!—Very curious. The forlorn Irish Widow applies to her fellow-creatures, as if saying, "Behold I am sinking, bare of help: ye must help me! I am your sister, bone of your bone; one God made us: ye must help me!" They answer, "No, impossible; thou art no sister of ours." But she proves her sisterhood; her typhus-fever kills them: they actually were her brothers, though denying it! Had human creature ever to go lower for a proof!" Carlyle's PAST and PRESENT, Book III. Ch. II.

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

দাসাশ্রমের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আমরা স্বদেশবাসিগণের আশাতিরিক্ত সহানুভূতিও পাইতেছি। কিন্তু এ দেশের দরিদ্রদিগের অভাব এত প্রকার, যে দাসাশ্রমের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে তৎসমুদয় দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। দরিদ্রদের সহিত ঘনিষ্টতা না হইলে তাহাদিগের প্রকৃত অবস্থা জানা অসম্ভব। দাসাশ্রমের কার্য্য উপলক্ষে আমাদের সহিত যতই তাহাদের ঘনিষ্টতা হইতেছে, ততই তাহাদের বচনাতীত দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদিগকে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে। এই দুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ প্রতিকার করিতে হইলেও বহু অর্থের প্রয়োজন। পরদুঃখকাতর স্বদেশবাসিগণের নিকট তাই আমরা এই প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা এই অসহায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যদের কথা স্মরণ করিয়া মুক্তহস্তে দাসাশ্রমের সাহায্য করেন। "দাসী"র গ্রাহক যতই বাড়িবে, দাসাশ্রমের স্থায়ী আয় ততই অধিক হইবে। আজ ভগবানের প্রসাদে আমাদের গ্রাহক সংখ্যা বারশতেরও অধিক হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও আমাদের কুলায় না। একপক্ষে যেমন গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, পক্ষান্তরে তদ্রূপ কার্য্যক্ষেত্রও বাড়িয়া চলিয়াছে। কেহ হয় ত একথা বলিতে পারেন, যে আয় বুঝিয়া ব্যয় করা কর্ত্তব্য। একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু দাসাশ্রমের সাহায্যপ্রার্থিগণ সাধারণতঃ এ প্রকার অবস্থার লোক, যে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া আমাদিগের অসাধ্য হয়। প্রথমতঃ ৪টী রোগীর বন্দোবস্ত করিয়া সেবালয় খোলা হয়, তার পর আর দুটীর বন্দোবস্ত করা হয়; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যে অন্ততঃ আর ৪টী রোগীর বন্দোবস্ত না হইলে কুলায় না। এবৎসর প্রায় চতুর্দ্দিকে অন্নকষ্ট গিয়াছে ও যাইতেছে। সুতরাং হতভাগ্য নরনারীগণ পেটের জ্বালায় নানাপ্রকার অখাদ্য আহার করিয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভয়ানক মহামারী। আমরা এবৎসর আর দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিব না ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু নানাদিকে ঔষধাভাবে লোক মরিতেছে শুনিয়া দাসগণ কি করিয়া

স্থির থাকিতে পারেন? ইহারই মধ্যে স্থানে স্থানে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। না জানি ইহার পর কি ভয়ানক ব্যাপার দেখিতে হইবে। আমরা সংবাদ পাইয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না বলিয়া ওলাউঠার ঔষধাদি রাখিবার ও দান করিবার ব্যবস্থা করা যাইতেছে। "দাসীর" পাঠকগণের নিকট নিবেদন, যেন তাঁহারা, আমাদিগের অভাবের কথা স্বদেশবাসিগণের কর্ণে তুলিয়া দাসাশ্রমের প্রতি স্বদেশবাসিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারকের অভাব অধিক। জানি না কতদিনে ভগবান্ এ অভাব দূর করিবেন।

সেবালয়।—নবেম্বর মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩টী রোগী সেবালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। রোগীদিগের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। বাহুল্লা।—বাহুল্লা পূর্ব্বের ন্যায় খায় দায়, আর ডোমপাড়ায় ঘুরে। পাড়া শুদ্ধ তাহার আত্মীয়। এক দিন একটি পতিতা রমণী তাহাকে রাস্তা হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বেশ করিয়া তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল, ও মাতৃস্নেহের সহিত বাল্তিতে করিয়া তাহার গাত্র পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইয়া দিল। ঐ রমণী এক দিন তাহাকে আহার করাইয়া দিয়াছিল। আমরা যতই দেখিতেছি, স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব কোন পাপেই ঢাকিতে পারে না, এ বিশ্বাস আমাদের ততই দৃঢ় হইতেছে।

২। নিবারণ।—নিবারণ এখনও ৫ম সংখ্যায় উল্লিখিত ডাক্তার বাবুর চিকিৎসাধীন আছে। মধ্যে তাহার জ্বর হইয়াছিল। এখন ভাল হইয়াছে। ডাক্তার বাবু বলিয়াছেন, নিবারণ বাগেরহাটে গেলে আবার জ্বরাক্রান্ত হইবে। সেইজন্য "দাসীর" একজন সহৃদয় গ্রাহক তাহার আহারের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আশা করা যায়, নিবারণ কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে সমর্থ হইবে।

৩। সুখদা।—সুখদা এখনও পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বাবুর চিকিৎসাধীন আছে। বালকের এখন চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে। সে এখন হাস্যমুখে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। আর এখন জ্বর হয় না। ডাক্তার বাবু বলেন, সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে আরও ৩।৪ মাস লাগিবে।

৪। হরিদাসী।—হরিদাসীর যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দেখিয়া,

ও নীলরতন বাবু উহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন দেখিয়া, উহাকে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে হরিদাসী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

৫। লীলা।—লীলার বয়স ১৮।১৯ বৎসর। নিবাস উড়িষ্যার অন্তর্গত গোপালপুর নামক স্থানে। লীলাকে ভুলাইয়া আসামে কুলি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেখানে হতভাগিনীর এক মাত্র কন্যা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। লীলা তথায় কালাজ্বর নামক ভয়ানক জ্বরাক্রান্ত হয়। চা-করগণ এই অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, ও অসহায় অবস্থায় কলিকাতায় ফেলিয়া যায়। লীলা পথের ধারে পড়িয়া কাঁপিতেছিল। দাসাশ্রমের গোয়ালা তাহার এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইল, ও শরৎ বাবু নামক একজন যুবকের সাহায্যে গাড়ী করিয়া সেবালয়ে আনয়ন করিল। দাসাশ্রমের যদি অর্থ থাকিত তাহা হইলে "দাসীর" পাঠকগণকে ইহার একটী ফটোগ্রাফ উপহার দিতাম। তাহা হইলে পাঠকগণ জানিতে পারিতেন, চা-করদের কি প্রকার অমানুষিক ব্যবহার। লীলা তাহার কন্যার শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে সেবালয়ে প্রবেশ করিল। নীলরতন বাবু প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, রোগ সাংঘাতিক, জীবনের আশা অল্প। কয়েক দিন রাখিয়া একটু সুস্থ হইলে লালাকে হাঁসপাতালে রাখিয়া আসা হইল।

৬। ভোলানাথ।—নিবাস বাগেরহাট। বয়স ৩৫। ৩৬। বাগেরহাটের সহৃদয় উকিল বাবু গোবিন্দদাস গুপ্ত ইহাকে সেবালয়ে আসিতে পরামর্শ দেন, ও স্বয়ং রোগীর আসিবার সকল ব্যয় ভার বহন করেন। ভোলানাথের রোগ কঠিন। পারা ব্যবহার প্রযুক্ত এখন উহার যকৃত প্রদাহ উপস্থিত হইয়া ও যকৃতে রক্ত সঞ্চিত হইয়া শক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর ভয়ানক জ্বর হইতেছিল। প্রথমতঃ ব্রায়োনিয়া প্রভৃতি যকৃতের ঔষধ দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফলোদয় হয় নাই। তৎপরে নাইট্রিক এসিড্ ৩০ দিয়া রোগীর যন্ত্রণা অনেক কমিয়া যায়। এখন মারকুরিয়াস্ ২× দেওয়া হইতেছে। রোগীর আর এখন জ্বর হয় না। সে অনেক সুস্থ হইয়াছে। কিন্তু যকৃতটি এখন ভয়ানক শক্ত হইয়া রহিয়াছে।

৭। ব্রহ্মানন্দ স্বামী।—ইনি এক জন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। ইনি প্রায় বাগবাজারে থাকিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন। দুইটি যুবক (বোধ হয় "দাসী"র পাঠক হইবেন) ইহাঁকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। ইনি তখন টাইফয়েড্ জ্বরাক্রান্ত ও অত্যন্ত দুর্ব্বল। জ্বরের সময় ভয়ানক ভেদ ও বমন হইত। সেই দিনই ব্যাপ্‌টিসিয়া ১× দেওয়া হয় ও রাত্রের মধ্যে বিশেষ উপকার দর্শে। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে জ্বর কমিয়া আসে বলিয়া চায়না ৩০ দেওয়া হয়। রোগী ৩।৪ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হন। কিন্তু অন্নাহারের পূর্ব্বেই বিদায় গ্রহণ করেন; কারণ তিনি বলেন, তাঁহাকে কোথায় বক্তৃতা করিতে যাইতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ স্বামী যে কয় দিবস সেবালয়ে ছিলেন, সে কয় দিবস প্রায় সর্ব্বদাই অন্যান্য রোগীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন ও কার্য্যকারকদিগের সহিত ধর্ম্ম সংক্রান্ত উচ্চ বিষয়ে আলাপাদি করিতেন।

৮। কাশেম আলি।—পশ্চিম দেশীয় একটি মুসলমান। বয়স আন্দাজ ৪০। রোগ টাইফয়েড্ জ্বর। অর্থোপার্জ্জন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিল। ইহাকেও ব্যাপ্‌টিসিয়া ১× দিয়া বিশেষ উপকার দর্শে, ও অবশেষে আর্সেনিক ৩০ দিয়া জ্বর একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু রোগী আহারের বিষয় বিশেষ ধরাবাঁধা করায় স্ব ইচ্ছায় চলিয়া যায়। ইহাকে আমাদের একজন সহায় রাস্তা হইতে সেবালয়ে আনয়ন করেন।

৯। উমাচরণ।—নিবাস কালনা গোবিন্দবাটী। রোগ, পারা ক্ষত। রোগী প্রথমতঃ মেওহাঁসপাতালে ছিল, কিন্তু সেখানকার ডাক্তার পা খানি কাটিয়া ফেলিতে হইবে বলাতে বৃদ্ধ ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক অনন্যোপায় হইয়া পথে বসিয়াছিল। আমাদের এক জন সহায় সেই অবস্থায় রোগীকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। এখন প্রত্যহ রোগীর ঘা পরিষ্কার করিয়া কার্ব্বলিক অয়েল দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেওয়া হয়। খাইবার জন্য একদিন নাইট্রিক এসিড্ ৩০ ও একদিন হেপারসালফার ৬ দেওয়া হয়। অনেকগুলি ঘায়ের মুখ লাল হইয়া আসিয়াছে, রোগীর যন্ত্রণা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আরোগ্য হইবে, কি পা খানি কাটিতে হইবে, তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না।

১০। মহামায়া।—ভবানীপুরে কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীর ঝি। সেখানে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় রোগশয্যায় শায়িত ছিল। আমাদের একজন বন্ধু একদিন রাত্রি প্রায় ৯টার পর একখানি গাড়ী করিয়া রোগীকে সেবালয়ে দিয়া যান। রোগ প্রবল জ্বর ও ভয়ানক রক্ত-স্রাব। সমস্ত রাত্রি একোনাইট ১× ও হেমামিলিস্ দেওয়া হইল। তাহাতে বিশেষ ফল হইল না ও নানাপ্রকার সন্দেহ হইল। সেই জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়কে তৎপরদিবস আনা হয়। তিনি আসিয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বলেন, ভয়ের বিশেষ কারণ নাই। তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় রোগী শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। ডাক্তার বাবু বিনা ভিজিটে বিশেষ যত্নসহকারে রোগীর চিকিৎসা করেন।

১১। মঙ্গলা।—ডোমপাড়ার একটি বৃদ্ধা। রোগ জ্বর ও হিক্কা। বয়স আন্দাজ ৫০। অবস্থা খারাপ বলিয়া সেবালয়ে আসে। নাক্স্ ৩০ ও চায়নাতে বিশেষ উপকার হয়। কিন্তু আমাদের আর স্থান সংকুলান না হওয়াতে তাহাকে হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

১২। দাসী।—বয়স ১১।১২। নিবাস অম্বিকা কালনার নিকট। বালিকার আর কেহ নাই। ছেলেবেলায় মাতৃ বিয়োগ হয় ও আজ ১॥০ বৎসর হইল পিতৃবিয়োগও হইয়াছে। মাতৃবিয়োগের পর এক বৃদ্ধা ইহাকে লালনপালন করে। কিন্তু হতভাগিনীর ভাগ্যে সে বৃদ্ধাও বেশী দিন বাঁচিল না। বালিকা নানা রোগে ভুগিয়া ও নানা কষ্ট পাইয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য ষ্টীমারে উঠে। একজন পতিতা রমণী ঐ ষ্টীমার হইতেই বালিকার অবস্থা জানিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতাস্থ নিজ ভবনে আনয়ন করে। কিন্তু বালিকা তৎপরদিবস পলায়ন করিয়া রাস্তায় ভিক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে আমাদের কয়েকজন বন্ধু তাহাকে পাইয়া কলেজ হাঁসপাতালে দিয়া আসেন। সেখানে একটু আরোগ্যলাভ করিলে, পুরাতন রোগ বলিয়া দাসীকে বিদায় দেয়। পূর্ব্বোক্ত বন্ধুগণ অন্য উপায় নাই দেখিয়া তাহাকে সেবালয়ে আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। বালিকা প্লীহা ও প্রদর রোগে ভুগিতেছে। বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বালিকাটিকে তাঁহার স্থাপিত অনাথাশ্রমে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। দাসী আরোগ্যলাভ করিলে যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে।

১৩। ভল্লুক-পালিতা কন্যা।—একদিন কয়েক জন চা বাগানের কুলি জলপাইগুড়ির কোনও জঙ্গলে কার্য্যোপলক্ষে গমন করে। তথায় এক ভল্লুকের আবাসের নিকট একটি বালিকাকে দেখিতে পায়। তাহারা আসিয়া চা বাগানের সাহেবকে এই সংবাদ প্রদান করে। সাহেব কৌতূহল-পরবশ হইয়া লোকজন ও বন্দুকাদি লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হন। ভল্লুক ভয়ে পলায়ন করিলে সাহেব বালিকাকে লইয়া আসেন ও জলপাইগুড়ির কমিসনরের দ্বারা হাঁসপাতালে প্রেরণ করেন। ভল্লুক-পালিতা কন্যা তখন হাতেপায়ে ভল্লুকের ন্যায় চলিত ও উপুড় হইয়া আহার করিত। তখন ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভল্লুকের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। হাঁসপাতালে আনিয়া অনেক যত্নে ইহাকে দুই পায়ে দাঁড়াইতে, চলিতে ও হাত দিয়া ভাত খাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইখান হইতে বালিকা বস্ত্রও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। পাঁচ কি ছয় বৎসর পরে এই বালিকাকে হাঁসপাতাল হইতে বিদায় দেওয়া হয়। তখন এই হতভাগিনী পথে ঘুরিয়া বেড়াইত ও যে যাহা দিত তাহাই আহার করিত। রাস্তার দুষ্ট বালকেরা ইহার গাত্রে ধুলি নিক্ষেপ করিত। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত জলপাইগুড়িতে প্রচার উপলক্ষে গমন করেন। তিনি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বালিকাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন ও সেবালয়ে দিয়া যান। বালিকা এখন অনবরত হাস্য করে, কিন্তু কোনও কথা কহিতে পারে না। ভল্লুকের ন্যায় থপ্ থপ্ করিয়া চলে, ও মাঝে মাঝে হুঙ্কার করে। এখনও রীতিমত আহারাদি করিতে শিখে নাই। বালিকার একটী বিশেষ গুণ এই যে, যে তাহাকে ভালবাসে, বালিকা তাহাকে আর ছাড়িতে চায় না। শত শত লোক দাসাশ্রমে আসিয়া এই বালিকাকে দেখিয়া যাইতেছেন।

এই বালিকার কথা ভাবিলে মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। ভগবানের কি অপার মহিমা, যে হিংস্র-প্রকৃতি ভল্লুকের হৃদয়েও মানবশিশুর প্রতি বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল! ইহার কথা ভাবিলে মনে কত প্রশ্নেরই উদয় হয়। অন্য ভল্লুক অথবা অপর হিংস্রজন্তুগণ কেন ইহার প্রাণ বধ করে নাই; শীতকালে কিরূপে ইহার শীত নিবারণ হইত; বর্ষাতেই বা কিরূপে ইহার প্রাণ রক্ষিত হইয়াছিল; এ সকল প্রশ্নের এখন আর সন্তোষ-

জনক মীমাংসা করা যায় না। বালিকাকে কথা কহাইবার চেষ্টা করা হইতেছে; কিন্তু তাহার জিহ্বা স্থূল হইয়া যাওয়ায়, এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাসিক কার্য্যবিবরণী।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, কলিকাতা ঃ—পার্শ্ববেদনা, ১, জ্বর ১৮, যকৃত প্রদাহ ২, বাত ২, কাশি, ১, হাতবেদনা ১, উপদংশ ১, চক্ষু প্রদাহ ১, মাথার অসুখ ১। মোট রোগীর সংখ্যা ২৮; স্ত্রী ১২, পুরুষ ১৬। আরোগ্য ২৩, মৃত ১, চিকিৎসাধীন ৪।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, জালালপুর ঃ—চর্ম্মরোগ ২, শোথ ৪, জ্বর ২০, পারদদোষ ১, প্রমেহ ১, কর্ণরোগ ১, উদরাময় ২, আমাশয় ১, দন্তরোগ ১, গলাবেদনা ২, স্ত্রীরোগ ৪। মোট রোগী সংখ্যা ৪০; স্ত্রীলোক ১৭ ও পুরুষ ২৩। আরোগ্য ২১, ত্যাগ ১৬, চিকিৎসাধীন ৩।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, শিবহাটী ঃ—জ্বর ২৫, আমাশয় ১, ওলাউঠা ১, যকৃত প্রদাহ ১, সন্ন্যাস ১, কৃমি ১, ল্যারিন্‌জাইটিস্ ১, রক্তামাশয় ১, ডিসেন্‌সিয়া ১। মোট রোগীর সংখ্যা ৩৫। আরোগ্য ৩০, ত্যাগ ২, মৃত ১। চিকিৎসাধীন ২।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, নওগাঁ ঃ—হাঁপকাশ ১, জ্বর ৯, হিক্কা ১, অজীর্ণ ২, ওলাউঠা ১, সুতিকা ১, কোষ্টবদ্ধ, ১, আমাশয় ১, আমরক্ত ২, কর্ণপ্রদাহ ১, কাশি ২। মোট রোগীর সংখ্যা ২২; স্ত্রীলোক ৪, পুরুষ ১৮। আরোগ্য ১১, মৃত ১, ত্যাগ ২, চিকিৎসাধীন ৮।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, নলধা ঃ—জ্বর ৩০, প্লীহাযকৃত ৩, ওলাউঠা ৩, উদরাময় ৭, আমাশয় ৩, ধাতুদুর্ব্বলতা ১, প্রমেহ ১, স্ত্রীরোগ ১, উপদংশ ১, কৃমি ১, অর্শ ১, সর্দ্দি ২, কাশি ১, অন্যান্য ৩। মোট রোগীর সংখ্যা ৫৮; স্ত্রীলোক ২৯, পুরুষ ২৯। আরোগ্য ৪৩, ত্যাগ ২, চিকিৎসাধীন ১৩।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, সুর্পানগর ঃ—বাঁকুড়াজেলার অন্তর্গত সুর্পানগর গ্রামে অনেক জগন্নাথের যাত্রী অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে ও ঔষধাভাবে নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পায়। তন্নিবন্ধন বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ যত্নে ঐ গ্রামে কতকগুলি ঔষধ রক্ষিত হইয়াছে। মাসিক কার্য্য বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

এবার মোটের উপর সকল দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যই সন্তোষজনক হইয়াছে। যাঁহারা দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

দানপ্রাপ্তি।

বস্ত্রাদি দান—একটি হিন্দুমহিলা একখানা র‍্যাপার, থানখানাপুরের বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত বস্ত্র, প্রেরণের ব্যয় তাঁহার স্ত্রী দান করেন। বাবু রোহিণীনাথ বসু, বস্ত্র, গরম কোট ও পিরাণ। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকজন বন্ধু বস্ত্রাদি দান করেন। বাবু গুরুচরণ মহলানবিস, ঔষধ, স্পঞ্জ ও থার্ম্মমিটার বাবৎ ১॥০। বাবু কেদারনাথ রায় পিচকারী ও কড্‌লিভার-অয়েল। এতদ্ভিন্ন আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু কতকগুলি রোগীর ঔষধের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন।

পুস্তক দান—বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ—বনফুল, বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মোহমুদ্গর।

দাসাশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা।

বাবু রজনীনাথ বসু ঝালকাটী ৫, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী দীক্ষা উপলক্ষে ২, বাবু প্রিয়নাথ রায়চৌধুরী মধুপুর ১, বাবু কেদারনাথ কুলভী বাঁকুড়া ১, একটী বন্ধু ৭, বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার ॥০, বাবু কানাইলাল নন্দী ৩, বাবু গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু ॥০, মাণিকদহ ব্রাহ্মসমাজ ২৫, বাবু পরেশনাথ সেন ১, বাক্সে দান প্রাপ্ত ॥৫, একজন বন্ধু ১৴৫, বাবু হরনাথ ঘোষ, নবেম্বর মাসের চাঁদা ১, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্বৎসরিক পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ

উপলক্ষে ২, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবীর অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের চাঁদা ২, একজন অজ্ঞাত নামা ভদ্রলোক তাঁহার মাতৃস্নেহ স্মরণার্থ ২০, বাবু ললিত-মোহন সেন ঢাকা ।০, বাবু ক্ষেত্রনাথ চন্দের মাতুলের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ॥০, দাসীর সাহায্য ৬০৮/০, কর্জ্জ জমা ঔষধের বাবৎ ২৭৶০, পূর্ব্ব মাসের হস্তে-স্থিত ১॥১৫ ; মোট জমা ১৬৩৻৫ ।

খরচ।

রোগীর পথ্যাদি খরচ ৪০॥/৫, ফেনাইল ।৵০, তুলা ৵০, একটি রোগীর দাহ খরচ ৮, রাঁধুনী ৬, বাটীভাড়া সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের বাবৎ ৬০, রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার গাড়ী ভাড়া ১॥০, শিশি ৻১০, দান ।০, মেথর ১, ধোবা ১, সাবান ৶১০, খাটিয়া মেরামত /০, পরদা ।/০, ডাকের কাগজ ।৵০, চাকরের বেতন ৪৮৵০, ঔষধ খরিদ ২৭৶০, অন্যান্য খরচ ১॥১৫ ; মোট খরচ ১৪৮৮৵১৫। মোট জমা ১৬৩৻৫, মোট খরচ ১৪৮৮৵১৫, হস্তেস্থিত ১৪/১০।

ভগিনী ডোরা।

(২)

ডোরা ভগিনী-সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু নানাকারণে তিনি ভগিনী-সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি যে সুনীতি কিম্বা ধর্ম্মভাবে কোন ভগিনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন, তাহা নয় ; তাঁহার হৃদয়ের এমন অনেক বাসনা ছিল, যাহা ভগিনীদিগের মত জীবনে পরিতৃপ্ত হইবার নয়। তদ্রূপ জীবনে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিরও সম্যক্ বিকাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, তিনি উল্‌ষ্টনে যদ্রূপ সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন, ভগিনীগণের মধ্যেও তদ্রূপ সকলেরই প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি এই সময় বড়ই কাজের ভক্ত হইয়া পড়েন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি হৃদয়ের মধ্যে কোন

উচ্চতর ধর্ম্ম লাভ করেন নাই। সুতরাং হৃদয়ের গভীর ধর্ম্মপিপাসা কার্য্য-শীলতা দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন।

ভগিনীগণ ডোরাকে প্রথমেই বড় কঠোর শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে বিছানা করিতে, ঘরের উঠান ও মেজে ঝাঁট দিতে, এবং রন্ধন করিতে হইত। কখনও কখনও তিনি যে ভাবে শয্যা রচনা করিতেন, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের কাহারও পছন্দ না হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ বিছানা তুলিয়া ফেলিয়া দিতেন। যদিও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এই প্রকার অনভ্যস্ত কঠোর পরি-শ্রমে বেদনাপূর্ণ হইয়া পড়িত ; তথাপি ডোরা অশ্রুসিক্তলোচনে, আবার শয্যারচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু তিনি এইরূপ কঠোর শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমার পক্ষে ইহা ভালই হইয়াছিল।"

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশে ডোরা ওয়াল্‌সল নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র হাঁসপাতালে রোগীর সেবার জন্য প্রেরিত হইলেন। এই হাঁসপাতালটি তখন প্রায় এক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ভগিনী-সম্প্রদায়ের তত্ত্বাব-ধানে ছিল। ওয়াল্‌সল নগর কয়লা এবং লৌহের খনি পূর্ণ একটি প্রদেশের সীমান্তভাগে স্থাপিত। এই স্থানের পুরুষ অধিবাসিগণ জীবনের অনেক সময়ই ভূগর্ভে যাপন করে। অবশিষ্ট সময় প্রধানতঃ আহার ও নিদ্রায় যাপিত হয়। তাহাদের শারীরিক বল প্রভূত, বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ ; কিন্তু মন বড়ই সংকীর্ণ। তাহারা লোহা কিম্বা কয়লার খনি ব্যতীত পৃথিবীর অতি অল্প অংশই দেখে, এবং পরস্পরের সংসর্গেই জীবন যাপন করে। তাহারা যথেষ্ট বেতন খায় ; কিন্তু তৎসমুদয়ই সুখাদ্য দ্রব্য ক্রয় এবং মদ্যপানে ব্যয় করে। তাহারা মনে করে, যে, কঠোর জীবন যাপন করে বলিয়া, তাহা-দের এইরূপে উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার আছে। সুতরাং অনেক সময়েই তাহাদের পরিবারের অভাবের দিকে তাহারা দৃষ্টিপাত করে না। তাহাদের যে প্রভূত পাশব সাহস আছে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ; কারণ তাহারা যখন প্রতিদিন নিজের কাজ করিতে যায়, তখন প্রাণটি হাতে লইয়া যায়। তাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্ম-বিশ্বাস নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কেহ তাহাদের উপকার করিলে তাহার প্রতি তাহারা অসীম কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। এখানে রমণীগণও ভয়ানক পরিশ্রম করে। মত্ততা এবং

পাপাচার তাহাদের চক্ষে ঘৃণ্য নয় বলিলেও চলে। ওয়াল্‌সলের চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন লৌহ এবং কয়লার খনি খাত হওয়ায়, হাত পা ভাঙ্গা, এবং অপ-রাপর গুরুতর আঘাতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। চিকিৎসকগণ বলেন যে, যে সকল আহত ব্যক্তির অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহা-দিগকে সাত মাইল দূরবর্ত্তী বার্ম্মিংহাম সহরে প্রেরণ কথনই যুক্তিসঙ্গত নয়। তদনুসারে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ওয়াল্‌সলে উল্লিখিত প্রকার গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের চিকিৎসার জন্য চারিটি শয্যাযুক্ত একটি ক্ষুদ্র হাঁস-পাতাল খোলা হয়। এক বৎসরেরই মধ্যেই চারিটির স্থলে চৌদ্দটি শয্যার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল।

ভগিনী ডোরা ওয়াল্‌সলে গিয়া সবেমাত্র সেবা শুশ্রূষার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় তিনি বসন্ত রোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে একটি ঘরে আবদ্ধ রাখা হইল। এই ঘরটির দ্বার জানালা সর্ব্বদাই বদ্ধ থাকিত। সকল সদনুষ্ঠানেরই শত্রু আছে। হাঁসপাতালেরও শত্রু ছিল। তাহারা একটা গুজব রটাইয়া দিল, যে ঐ ঘরে পূজা করিবার জন্য মেরী মাতার একটি প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং অনেক মূর্খ লোক হাঁসপাতালের জানালায় পাথর ও কাদা ছুড়িতে লাগিল। ভগিনী ডোরা আরোগ্য লাভ করিলে পর ভগিনীগণের প্রেম এবং সেবায় মুগ্ধ হইয়া হাঁসপাতালের বিপক্ষ-গণ ক্রমে তাহাদের শত্রুতা ভুলিয়া গেল। শেষ উৎপীড়ন ভগিনী ডোরা-কেই সহ্য করিতে হয়। একদিন সন্ধ্যার পর ভগিনী ডোরা ওয়াল্‌সলের রাস্তা দিয়া একটি রোগীকে দেখিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় একটা দুরন্ত বালক চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ একটা হতভাগিনী ভগিনী যাইতেছে।" এই বলিয়া সে একটা পাথর ছুড়িয়া ডোরাকে মারিল। পাথরটা ডোরার কপালে লাগিল। তাঁহার কপাল বহিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি তথন কিছু বলিলেন না। কিছুদিন পরে ঐ দুষ্ট বালক কয়লার খনিতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় হাঁসপাতালে আনীত হইল। ভগিনী ডোরা একবার কাহাকেও দেখিলে আর তাহাকে ভুলিতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বালককে চিনিতে পারিয়া স্বগত বলিলেন, "এইবার তাকে পেয়েছি!" বালক অনেকদিন তাঁহার শুশ্রূষাধীন ছিল; এবং তিনি বোধ হয় তাহার

খুব বেশী যত্ন করিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে, যখন বালক ক্রমেই আরোগ্য লাভ করিতেছিল, ভগিনী ডোরা দেখিলেন সে কাঁদিতেছে। ভগিনী ডোরা এই ঘটনাটি বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন; "আমি, বালক কেন কাঁদিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলাম না; কারণ আমি তাহা জানিতাম। সে নিজে নিজের দোষ স্বীকার করে, আমার ইহাই অভিপ্রায় ছিল।" কিয়ৎক্ষণ পরে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভগিনী, আমিই তোমাকে পাথর ছুড়িয়া মারিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন, "তুমি কি মনে করিয়াছিলে যে আমি তাহা জানিতাম না?" তুমি যখনই গৃহে প্রবেশ করিলে, আমি যে তখনই তোমায় চিনিয়াছিলাম।" বালক সবিস্ময়ে উত্তর করিল, "কি! আপনি আমায় চিনিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহা সত্ত্বেও আমার এইরূপ সেবা করিতেছিলেন?" উপকার দ্বারা যে অপকারের প্রতিশোধ করিতে হয়, বালক তাহা এই প্রথম দেখিয়াছিল; সুতরাং ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

১৮৬৫ সালের এপ্রেল মাসে ডোরা ভগিনী সম্প্রদায়ের আবাসস্থান কোট্‌হামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার যেরূপ শারীরিক তেজ ও স্ফূর্ত্তি ছিল, তাহাতে ভগিনীগণের উপযোগী গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে বড়ই দুষ্কর হইত। একদিন একটি সুন্দর বৃহৎ গর্দ্দভ ভগিনীগণের আশ্রমের দ্বারে আনীত হয়। গর্দ্দভের এই খ্যাতি ছিল যে, তাহার পিঠে যে কেহই চড়ুক, সে তাহাকে পিঠ হইতে ফেলিয়া দিবে। ভগিনী ডোরা বলিলেন, "আমি একবার উহার পিঠে চড়িব; ও আমাকে ফেলিয়া দিতে পারিবে না।" তিনি জিন না দিয়া এবং ভগিনীদের পোষাক পরিয়াই তাহার পিঠে চড়িলেন। কিছুক্ষণ পরেই সে ডোরাকে পিঠ হইতে ফেলিয়া দিল। তিনি হাঁটুর উপর পড়িলেন। তাঁহার হাঁটুতে এমন গুরুতর আঘাত লাগিল, যে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত উপাসনা করিবার সময় অতি কষ্টে হাঁটুর উপর ভর দিয়া বসিতেন। কিন্তু তিনি এই ঘটনার বিষয় কাহাকেও বলেন নাই।

ডাক্তার বার্ণার্ডোর আশ্রয়-বাটিকা।

২৭ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন সহরে ডাক্তার বার্ণার্ডো অনাথ এবং নিরাশ্রয় বালক বালিকাগণের জন্য এক আশ্রয়-বাটিকা স্থাপন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, যে ১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত ১৭,১২২টি বালক বালিকা আশ্রয়-বাটিকাতে প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হইয়াছে। যখন তাহারা আশ্রমে আসিয়াছিল, তখন কেহ বা দুগ্ধপোষ্য শিশু, কেহ বা কৈশোর দশা প্রাপ্ত, কেহ বা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ২,০০০ দুই হাজার শিশুকে বহন করিয়া আনিতে হইয়াছিল; কারণ তাহারা তখনও চলিতে শিখে নাই। ৮,০০০ আট হাজার বালক বালিকার বয়স দশ বৎসরের ন্যূন ছিল। বাকী ৭,০০০ সাত হাজারের বয়স আরও অধিক, কিন্তু দুই একজন ব্যতীত সকলেই উনিশ বৎসরের অনধিকবয়স্ক। অপর অনেক বিষয়েও তাহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। তাহাদের মধ্যে ৮,০০০ আট হাজারের গণ্ডদেশ আশ্রমে আনীত হইবার সময় শোকাশ্রু পরিপ্লুত ছিল; কারণ তাহাদের হয় পিতৃবিয়োগ, নয় মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, কিম্বা পিতা মাতা উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছিল। ৬,০০০ ছয় হাজার পিতৃমাতৃহীন শিশুগণ অপেক্ষাও দুরবস্থাগ্রস্ত। তাহাদের পিতা মাতা উভয়ই বর্ত্তমান। কিন্তু তাহাদের পিতামাতা বিবাহিত ছিল না। দুই হাজারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষত-পূর্ণ এবং রক্তাক্ত। তাহাদের গৃহ নিষ্ঠুরতাময়। তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছিল। ১,৫০০ পনের শত নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছিল। কাহাকেও কাহাকেও হাত ধরিয়া আনিতে হইয়াছে, কারণ তাহারা অন্ধ। কেহ কেহ খঞ্জ, তজ্জন্য যষ্টির উপর ভর দিয়া আসিয়াছে; কেহ কেহ বা চিরনিস্তব্ধতার মধ্যে বাস করে, কারণ তাহারা শুনিতেও পায় না, কথা কহিতেও পারে না। এতদ্ব্যতীত হাজার হাজার বালক বালিকা আশ্রম হইতে সাহায্য পাইয়াছে, যদিও তাহাদিগকে আশ্রয়

বাটিকাতে স্থান দেওয়া হয় নাই; হাজার হাজার শিশু ডাক্তার বার্ণার্ডোর অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে; এবং আহারও পাইয়াছে। ইহার উপর হাজার হাজার বয়ঃপ্রাপ্ত দরিদ্র ব্যক্তি রোগে ঔষধ ও সেবা শুশ্রূষা, এবং দারিদ্র্যের উৎপীড়নে সাহায্য লাভ করিয়াছে, এবং আরও নানা প্রকারে সাহায্য পাইয়াছে। উল্লিখিত ১৭,১২২ জন ব্যতীত, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ৬,৩৭৮ জন বালক বালিকা আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। সাহায্যপ্রাপ্ত বালক বালিকাগণের মধ্যে নানা জাতীয় শিশু ছিল। আমরা পড়িয়া আশ্চর্য্য হইলাম, যে তাহার মধ্যে একজন হিন্দুও ছিল। ডাক্তার বার্ণার্ডোর এই সদনুষ্ঠান ৪১ একচল্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আমেরিকার অন্তঃপাতী কানাডাপ্রদেশে ইহাঁর এক উপনিবেশ আছে। তথায় কৃষিকার্য্যে দক্ষ যুবকগণ এক এক খণ্ড সুবিস্তৃত ভূমি প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার বার্ণার্ডো যে কেবল কোন সাহায্যপ্রার্থী আসিলেই তাহাকে সাহায্য এবং আশ্রয় দেন, তাহা নয়, তাঁহার কর্ম্মচারিগণ দিবারাত্রি অসহায় বালক বালিকা, কিম্বা নৈতিক বিপজ্জালে জড়িতা বালিকাগণের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার বার্ণার্ডো ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট একলক্ষ দশহাজার চারিশত আটাত্তর পাউণ্ড মুদ্রা দান প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান রূপার বাট্টা ধরিলে, ইহার পরিমাণ প্রায় সতের লক্ষ টাকা। ইংলণ্ডের মত সদনুষ্ঠানে মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন, এরূপ লোক আমাদের দেশে অতি অল্পই আছেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে আমাদের দেশেও এইরূপ কার্য্যের সূত্রপাত হইতেছে।

"গরিব সেবক দল।"

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় একটি "গরিব সেবক দল" গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। তিনি সংপ্রতি

"গরিব সেবক দলে"র নিকট কি ভাবে "গরিব-সেবা" চান, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে ঃ—

"তপঃ পরং কৃতযুগে, ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে,
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচু, দানমেকং কলৌযুগে।—পরাশর-সংহিতা। ১। ২২।

"সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে একমাত্র দানই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।"

আপাততঃ শিক্ষা দানই গরিব সেবার প্রধান কার্য্য। আপাততঃ গরিব-সেবকদলের মধ্যে যিনি যাহা জানেন, অশিক্ষিত গরিবদিগকে তিনি তাহা শিখাইবেন। শিখাইবার উপায়, নৈশ বিদ্যালয় এবং সাপ্তাহিক বৈঠক। নৈশ বিদ্যালয়ে অল্প লোক পড়িবার সম্ভাবনা। সমুদয় দিন খাটার পর, রাত্রিতে আবার পড়ার পরিশ্রম স্বীকার করিবে, এরূপ কৃষক বা মজুর অল্প। তাই যাহাতে, সহজে বিনাকষ্টে মুখে মুখে, তাহারা শিক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্য প্রতি সপ্তাহে সন্ধ্যার পর, গ্রামের কোন স্থানে, যতগুলি লোক পারা যায়, ততগুলি লোক একত্র করিয়া, গল্পের ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। * * * যাঁহাদিগের টাকা আছে, তাঁহারা টাকা দিয়া, যাঁহাদিগের শিক্ষা আছে, তাঁহারা শিক্ষা দিয়া, গরিব সেবার কাজ চালান, এই প্রার্থনা। যিনি প্রত্যহ বা প্রতি সপ্তাহে দুটী লোকেরও নিয়মমত শিক্ষা দিবেন, যাহা তাহারা জানে না, এমন প্রয়োজনীয় হিত-কর বিষয় তাহাদিগকে জানাইতে থাকিবেন, তিনিও ধন্য, তাঁহার এই সদনুষ্ঠানের প্রচুর ফসল ফলিবে। পরোপকারের ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকেই পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা আবাদ করিবার জন্য কোন জমীদারের নিকট পাট্টা লইতে হয় না, কোন গোমস্তা বা নায়েবের খোসামোদ করিতে, বা "আমলা খরচ" করিতে হয় না। জমীদারের যিনি জমীদার, ভূস্বামীর উপরেও যিনি ভূস্বামী, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি জমীদার ও স্বামী, তিনি এই সমগ্র পৃথিবী, এই সমুদয় সংসার সৃষ্টি করিয়া, যেন পরোপকারের নিষ্কর ক্ষেত্র, ধর্ম্মের লাখেরাজ জমী আমাদিগকে দান করিয়াছেন। আমরা তাহা আবাদ করিলেই, তাহাতে শ্রমের হল চালনা করিলেই, বীজ বুনানী করিলেই প্রচুর সুফসল ফলিবে। তাই, আইস, পরোপকারের কৃষাণু ভাই, গরিব সেবক ভাই, চল আমরা মাঠে যাই, বেলা হইল, সময় যাইতেছে।"

ইহা কার্য্যের সূচনা মাত্র। জ্ঞানেন্দ্র বাবু পরে অন্যবিধ নানা উপায়েও দরিদ্র জনের দুর্গতি নিবারণ করিতে ইচ্ছুক। তাঁহার ঠিকানা—৪ নং দুর্গা-দাস মুখুয্যের লেন, খিদিরপুর, কলিকাতা।

দাসী।

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। } পৌষ, ১২৯৯। { ৭ম সংখ্যা।

ইতর প্রাণীর প্রতি দয়া।

কর্লিস (Corliss) নামে একজন বিখ্যাত যন্ত্র-নির্ম্মাতা ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি নিজ যন্ত্র-গৃহ বিস্তৃত করা আবশ্যক মনে করেন। তজ্জন্য তিনি গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তরাদির আয়োজন করিবার জন্য এক দল মজুর নিযুক্ত করেন।

একদিন প্রাতে, যখন আয়োজন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন কর্লিস যেখান হইতে প্রস্তর সংগ্রহ করা হইতেছিল, সেই স্থানটি দেখিতে গেলেন। মজুরেরা যখন এক বৃহৎ শিলাখণ্ড বারুদের দ্বারা স্থানচ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছিল, তখন তাহাদের সর্দ্দার শৈলের উপর উড্ডীয়মান একটি পক্ষীকে দেখাইয়া বলিল ঃ—

"যদি পাখীটি বাঁচিতে চায়, তাহা হইলে উহাকে শীঘ্রই উহার বাসা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।"

কর্লিস আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার বাসার ভিতর কি ডিম আছে ?" মজুর উত্তর করিল, "হাঁ, চারিটি ডিম আছে। শীঘ্রই তাহাদের ভিতর হইতে ছানা বাহির হইবে। আমাদের কার্য্যের আরম্ভ অবধি পাখীটি ডিমগুলির উপর উৎকণ্ঠার সহিত উড়িয়া বেড়াইতেছে।"

বিশালহৃদয় কর্লিস উত্তর করিলেন,—"তবে এখন যে পর্য্যন্ত পক্ষী-শাবকগুলি উড়িতে সমর্থ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কার্য্য বন্ধ থাকুক।"

সর্দ্দার মজুর বলিল, "মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই তামাসা করিতেছেন।" কর্লিস বলিলেন, "না, আমি তামাসা করিতেছি না। পরমেশ্বর-সৃষ্ট ক্ষুদ্রতম জীবেরও বাসগৃহ ভাঙ্গিবার আমার অধিকার নাই। এই পক্ষীটীর অধিকারের উপর হস্তার্পণ করা কখনই উচিত নয়।"

সর্দ্দার মজুর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "মহাশয় জানেন যে আপনার হুকুম মানিয়া চলিলে সমুদয় কার্য্যই বন্ধ হইবে।" কর্লিস বলিলেন, "আমি এ সকলই বুঝি; তথাপি আমি আমার প্রথম আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য। একটি পাখীরও ঘর ভাঙ্গিয়া, তাহার উপর আমার ঐশ্বর্য্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে আমার কি অধিকার আছে?"

সর্দ্দার মজুর বলিল, "মহাশয়, কাজ বন্ধ হইলে মজুরেরা অসন্তুষ্ট হইবে; তাহাদেরও ত অধিকার আছে।"

কর্লিস উত্তর করিলেন, "আমি তাহাদিগকেও তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহি না। যে কয়দিন তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে, সে কয়দিন কাজ করিলে তাহারা যেরূপ বেতন পাইত, তদ্রূপ বেতনই পাইবে। তাহারা এখন নিজ নিজ গৃহে গিয়া গৃহের এবং বাগানের উন্নতি করুক।"

এই কথাগুলি উচ্চারিত হইবামাত্র মজুরদের মুখ হইতে অসন্তোষের চিহ্ন তিরোহিত হইল। অভিশাপ এবং কটূক্তির পরিবর্ত্তে তাহারা কর্লিসের প্রশংসাধ্বনিতে আকাশ পরিপূরিত করিল। তাহাদের প্রশংসাধ্বনিতে তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন; কারণ তিনি কখনও ভাবেন নাই, যে নিজ বিবেকের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে কেহ তাঁহার প্রশংসা করিবে।

এক সপ্তাহ পরে দেখা গেল যে চারিটি পাখীর ছানা শৈলের উপর অল্প অল্প উড়িয়া বেড়াইতেছে। আরও দুই সপ্তাহ পরে তাহারা বাসা ছাড়িয়া অনেকদূর উড়িতে সমর্থ হইয়াছিল। এই তিন সপ্তাহ কাল বিলম্ব হওয়ায় কর্লিস বিন্দুমাত্রও অধীর বা বিরক্ত হন নাই। বরং তিনি পক্ষী-শাবকগুলি কেমন বড় হইতেছে দেখিতে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন।

তিন সপ্তাহ পরে মজুরেরা যখন আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া এই মহানুভব যন্ত্রনির্ম্মাতার ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে চেষ্টা করিল।

মহাত্মা শাক্যসিংহের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, যে তিনি একদা বসন্তকালে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন; একদল মরাল মধুর ধ্বনি করিতে করিতে হিমালয়বক্ষে নিজ নিজ কুলায়াভিমুখে উড়িয়া যাইতেছিল। দেবদত্ত নামক তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র তীর নিক্ষেপ করিয়া একটি মরালকে বিদ্ধ করিল। পক্ষীটি রক্তাক্ত-কলেবরে ভূতলে পতিত হইল। বালক শাক্যসিংহ করুণার্দ্রহৃদয়ে তাহাকে নিজ অঙ্কে শায়িত করিলেন; এবং সযত্নে তীরটি উৎপাটিত করিলেন। তদনন্তর পক্ষীটির দেহের ক্ষতস্থানে শীতল ঔষধ লেপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক কষ্টসম্বন্ধে জ্ঞান এত অল্প ছিল যে, পক্ষীর কিরূপ কষ্ট হইতেছে অনুভব করিবার জন্য তীর দিয়া নিজ বাহু বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং কষ্টে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। তীর উৎপাটিত হওয়ায় এবং ঔষধ প্রয়োগ করায় পক্ষী সজীবতা লাভ করিতে লাগিল। এমন সময় শাক্যসিংহের পিতৃব্য-পুত্রের এক অনুচর আসিয়া পক্ষীটি চাহিল। শাক্যসিংহ বলিলেন, "যদি পাখীটি মারা পড়িত, তাহা হইলে তিনি উহা চাহিতে পারিতেন বটে; কিন্তু উহা বাঁচিয়া রহিয়াছে।" কিন্তু দেবদত্তের অনুচর কহিল, "পক্ষী জীবিতই হউক আর মৃতই হউক, যিনি উহাকে আকাশ হইতে ভূতলশায়ী করিয়াছেন, উহা তাঁহারই।" শাক্যসিংহ পক্ষীটির গ্রীবাদেশ নিজ মসৃণ গণ্ডস্থলের নিকট রাখিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, "না, না, পাখীটি আমার; করুণারগুণে এবং প্রেমের শক্তিতে যে সকল অসংখ্য প্রাণী ভবিষ্যতে আমার হইবে, ইহা তাহাদেরই প্রথম। কারণ, কে যেন আমার হৃদয়ে বলিয়া দিতেছে, যে আমি মানবকে করুণা শিক্ষা দিব, এবং কেবল মানবের নয়, কিন্তু প্রাণীমাত্রেরই দুঃখের লাঘব করিব। কিন্তু যদি দেবদত্ত এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হন, তিনি মীমাংসার জন্য জ্ঞানী লোকদিগের নিকট এই প্রশ্ন উপস্থিত করিতে পারেন।" তদনুসারে তাহাই করা হইল। সভাস্থলে নানাজনে নানামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক অজ্ঞাত-

নামা ব্রাহ্মণ উঠিয়া বলিলেন, "যদি জীবনের কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে জীবিত প্রাণীতে জিঘাংসু ব্যক্তি অপেক্ষা জীবন রক্ষকেরই অধিক অধিকার আছে। শাক্যসিংহকেই পক্ষীটি দেওয়া হউক।" সকলেই এই বিচার ন্যায়সঙ্গত মনে করিলেন। এই বালকই ভবিষ্যতে জগদ্বাসীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ও গৃহ পরিজন পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি-পথ আবিষ্কার করেন, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া বুদ্ধদেব নামে জগতে পরিচিত হন। এই প্রকারেই তিনি জীবদুঃখ বিমোচন ব্রতে নিযুক্ত হন।

স্ত্রীজাতির দুঃখ বিমোচন।

কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপে "নাইট" (Knight) নামক এক সম্প্রদায় যোদ্ধা ছিলেন। এখনও "নাইট" পদবী বিদ্যমান আছে; কিন্তু উহা এখন সম্মানসূচক উপাধিমাত্র। পূর্ব্বে "নাইট" বলিলে যাহা বুঝাইত, এখন আর তাহা বুঝায় না। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার নিবারণ, বিশেষতঃ অসহায় স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার দমন, "নাইট"গণের একটি ব্রত ছিল। অবশ্য অনেক "নাইট" নিজেই অত্যাচারী ছিলেন; কিন্তু আদর্শ "নাইট" উক্ত ব্রতাবলম্বী ছিলেন। মহাকবি টেনিসন "নাইট" গণের কর্ত্তব্য নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

"To ride abroad redressing human wrongs,
To speak no slander, no, nor listen to it,
To honour his own word as if his God's,
To lead sweet lives in purest chastity."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানবের প্রতি অত্যাচার দমন করিয়া বেড়ান, পরনিন্দা কীর্ত্তন বা শ্রবণ হইতে বিরত থাকা, পরমেশ্বরের আদেশের মত নিজ সত্যপালন, পবিত্রভাবে জীবন যাপন, ইত্যাদি "নাইট" গণের কর্ত্তব্য ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ এবং অপরাপর সভ্য মহাদেশে আর এক শ্রেণী

যোদ্ধা "নাইটের" প্রয়োজন নাই; কিন্তু দুর্ব্বলের সাহায্য করা পূর্ব্বেও যেমন আবশ্যক ছিল এখনও তদ্রূপই আছে। নবযুগে এক নূতন "নাইট" সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হওয়া চাই। অপর উৎপীড়িত সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, যে এখন অপরাপর নানা বিষয়ে উন্নতি হইলেও, মানব-সমাজ এক বিষয়ে বহুল পরিমাণে পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। স্ত্রীজাতির উপর অবিচার পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। এই জন্য বর্ত্তমান যুগে এরূপ বহুসংখ্যক লোকের প্রয়োজন, যাঁহারা বিশেষ ভাবে স্ত্রীজাতির মাতৃত্বের সম্মান করিবেন, এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন এবং অবিচার হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

সার উইলিয়ম নেপিয়ার একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন; তিনি "নাইট" ছিলেন। কিন্তু যোদ্ধা অপেক্ষা উচ্চতর অর্থেও তিনি "নাইট" ছিলেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুঃখেও ব্যথিত হইতেন। কথিত আছে একদা তিনি লণ্ডন নগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি দরিদ্রা ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা বালিকাকে ক্রন্দন করিতে দেখিলেন। মস্তক নত করিয়া বালিকার মুখের নিকট কাণ পাতিয়া শুনিলেন যে বালিকা নিজের ক্ষুদ্র মাটির কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে; তাই কাঁদিতেছে। তাঁহার সঙ্গে কিছুই ছিল না যে বালিকাকে দিয়া শান্ত করেন। তিনি বলিলেন, "কা'ল সন্ধ্যার সময় এইখানে আসিও; আমি তোমায় একটি কলসী দিব।" তাঁহার কথা শুনিয়া বালিকা সস্মিতমুখে বলিল, "আপনি সত্য সত্যই আসিবেন ত?" রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, এক সম্ভ্রান্তা মহিলা (Countess) তাঁহাকে পরদিন সন্ধ্যার সময় চা-পানের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। নেপিয়ার ভাবিলেন, "কাউণ্টেসের বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে ত খুব ইচ্ছা হয়; কিন্তু সেই ভাঙ্গা কলসীর কি হইবে? বালিকাটি আমায় যে সরল ভাবে বিশ্বাস করিয়াছে!" সুতরাং তিনি নিমন্ত্রণকর্ত্রীকে লিখিলেন, "আমায় মাপ করিবেন, আমি সন্ধ্যার সময় একটি ক্ষুদ্র বালিকার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি।" তিনি সন্ধ্যার সময় গিয়া বালিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার দুঃখ দূর করিলেন। নেপিয়ার যোদ্ধা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত; কিন্তু তিনি বালিকার

সহিত অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি অধিক সম্মানার্হ। তিনি সত্য সত্যই "নাইট" নামের উপযুক্ত পাত্র। *

অস্মদ্দেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, "স্ত্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাঁহার একজন আত্মীয় বলেন যে, তিনি যখন বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন স্ত্রীলোককে তিনি তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া কথা বলিতে দিতেন না। হয়, স্ত্রীলোকটিকে বসাইতেন, নতুবা নিজে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। * * তিব্বতদেশে স্ত্রীজাতির দ্বারায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। সেই অবধি স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।" সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য তিনি কি না করিয়াছেন? কেবল যে স্ত্রীজাতির দুঃখেই তাঁহার হৃদয়

---

* এই আখ্যানটি একটি সুন্দর ইংরাজী কবিতায় বর্ণিত আছে। আমাদের ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের জন্য সমস্ত কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

HOW NAPIER KEPT HIS WORD.

A general of the army,
A manly soldier he,
Who knew the din of battle
And pomp of victory.

And she, a half-clad child
Upon a London street,
Who fought by day with hunger,
And slept with night's defeat.

"I'se broke my little pitcher,"
The quivering red lips said,
As closer bent the soldier
His hoary, honored head.

"I'se broke my little pitcher,"
With heart too full to cry;
And he had not a penny
To calm its throbbing by.

"Be here to-morrow evening,"
He said "I'll come to you."

Her dim eyes brightened quickly:
"Oh, will you come, sir,—true?"

That night among his letters,
One for the morrow's tea
Said, "Come, I pray, Sir William,
And dine with the earl and me."

Sir William pondered slowly:
"I should much like to go;
But, then, the broken pitcher,—
The child did trust me so."

"What means this?" said the hostess,
On the morrow to the earl:
"Sir William writes he has promised
To-day to a little girl!"

O Napier, England honors
Your glorious deeds of war;
But the peace in her girlish heart
The world will bless you for.

—Charles Knowles Bolton.

ব্যথিত হইত, তাহা নয়; দুঃখী-লোক মাত্রেই তাঁহার সহানুভূতি লাভ করিত। তাহাদের প্রতি "তাঁহার সহানুভূতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে প্রকাশ পাইত; এক দিন তিনি চোগা, চাপকান প্রভৃতি পোষাক পরিধান করিয়া বহুবাজারে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময়ে দেখিলেন যে, একজন তরকারীওয়ালা তাহার বোঝা নামাইয়া আর উহা তুলিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া মোটটি তাহার মস্তকে তুলিয়া দিলেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে স্ত্রীজাতির কিরূপ সম্মান করিতেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিধবাদের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি না করিয়াছেন কি? স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত নিজ জীবন চরিতে লিখিয়াছেন—

"এক দিন, মধ্যাহ্ন সময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস [বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা] বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহবাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে সুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা, আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর জল খাইওনা, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে,

সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই, এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্যপ্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাস-বাক্য অনুসারে, তাঁহার দোকানে গিয়া পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।"

অসহায়া নারীগণের প্রতি তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে আমরা দুই একটি মাত্র বর্ণনা করিব।

এক সময় তিনি রাত্রিকালে কলিকাতার কলিঙ্গা নামক স্থান দিয়া আসিতেছেন; দেখিলেন একটী বৃদ্ধা কুটীরের দ্বারে বসিয়া অতি কাতরস্বরে রোদন করিতেছে। কত লোক সেখান দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহই তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিতেছে না। কিন্তু ব্যথার ব্যথী বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধানে জানিলেন, ঐ দুঃখিনীর একমাত্র পুত্র জ্বর বিকারে মরিতেছে। শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কুটীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন, রোগীর মৃত্যুকাল উপস্থিত, কাছে আর কেহই নাই। তিনি রোগীর অবস্থা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে তখনও চিকিৎসা চলিতে পারে; অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার প্রিয়বন্ধু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ছুটিয়া গেলেন। ডাক্তার ও দুইজন পরিচারক ও তৎকালোপযোগী ঔষধাদি সঙ্গে লইয়া সেই রোগীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন। শুনিয়াছি তিনি তিন দিন অহোরাত্র সেই রোগীর পার্শ্ব একবারও ছাড়েন নাই। স্বহস্তে তাহাকে ঔষধ পথ্য দিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন। তৎপরে যখনই ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত করিতেন, তাহাদের সন্ধান না লইয়া যাইতেন না। আর এক সময় তিনি প্রাতে

ভ্রমণ করিতে করিতে টালার পোল ছাড়াইয়া প্রায় ৩।৪ ক্রোশ পথ গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলেন, এক বুড়ী মল মূত্রে মাখামাখি হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পথের ধারে পড়িয়া আছে। সেই পথে জুড়ি হাঁকাইয়া অনেক বাবু বাগান হইতে বাটীতে ফিরিতেছেন, শত শত লোক যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু হায়! সেই বুড়ীটার দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি পড়িল; তিনি বুড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া নিমেষ মধ্যেই তাহার অবস্থা বুঝিলেন, এবং যেমন জননী পীড়িত শিশু সন্তানকে পরম যত্নে বক্ষে ধারণ করে, তেমনই সেই বুড়ীকে অতি সাবধানে বুকে করিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দুই ক্রোশ পথ আসিয়া সম্মুখে পাইকপাড়ার রাজবাটী পাইয়া তথায় আসিয়া সেই বুড়ীর যথোচিত চিকিৎসা করাইলেন। শুনিয়াছি বুড়ী সে যাত্রা প্রাণ পাইয়াছিল এবং যতদিন বাঁচিয়াছিল আর তাহাকে উদরান্নের জন্য সেরূপ বিপদে পড়িতে হয় নাই। সে মাসে মাসে ৫৲ টাকা করিয়া বিদ্যাসাগরের নিকট দান পাইত।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে নারী-জাতির প্রধানতঃ তিনটি বিশেষ অভাব লক্ষিত হয়। এই তিনটি অভাব দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর এক শ্রেণীর লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য সকলেই যে সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীকরণের চেষ্টা করিবেন, তাহা নয়। সংসারের অন্য সকল বিষয়ে যেমন, তদ্রূপ এই বিষয়েও শ্রম বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন। অভাব তিনটি এইঃ—(১) শিক্ষার অভাব, (২) চিকিৎসার অভাব, এবং (৩) নৈতিক বিপদ হইতে রক্ষার যথেষ্ট উপায়ের অভাব। এই তিন প্রকার অভাবেরই মূল এক। আমাদের বিবেচনায় স্ত্রীজাতির প্রতি যথেষ্ট সম্মানের অভাবেই এই সকল গুরুতর অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদের জন্য, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ", "যে গৃহে নারীগণ পূজিত হন, দেবতাগণ সেই গৃহের প্রতি প্রীত হন", এই অমূল্য সত্যরত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা এখন পুস্তকস্থিত বচনমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। নারীর অস্তিত্ব কেবল পুরুষের জন্য ইহা অতি ভ্রান্ত বিশ্বাস। জগতের উন্নতির জন্য পুরুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যেমন আবশ্যক,

নারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিও তেমনই আবশ্যক। নারী যেমন পুরুষের জন্য, পুরুষও তেমনি নারীর জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন; কিন্তু তজ্জন্য কাহাকেও অপকৃষ্ট কিম্বা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। আর একটি জঘন্য ধারণা গোপনে গোপনে সমাজের গুরুতর অনিষ্ট করিতেছে। তাহা এই যে নারী পুরুষের ভোগ্য বস্তু মাত্র। ইহা অতি পাশব ভাব। এই ভাবের উৎপাটন সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য।

আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকার পক্ষে বর্ত্তমান প্রবন্ধ অধিক দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। তজ্জন্য আমরা "দাসীর" আগামী সংখ্যায় উল্লিখিত তিন প্রকার অভাবের বিস্তারিত আলোচনা করিব। তৃতীয় প্রকার অভাবের কথাই আমরা আগে বলিব।

"সাধিতে হবে কাজ, সঁপিতে হবে প্রাণ।"

আছিনু ঘুম ঘোরে,
কে আজি গায় গান,
"সাধিতে হবে কাজ,
সঁপিতে হবে প্রাণ।

"ঘুমাতে সাধ যায়,
জগত কাঁদে ওই!
কাঁদিছে নিরাশ্রয়,
'একটু স্নেহ কই!'

"রোগেতে শীর্ণকায়,
কটিতে চীরবাস;
জননী জন্মভূমি
করিছে হা হুতাশ।

"পথিক! ফিরে চাও,
অনাথা পথ ধারে;
কেন সে অসহায়,
সুধায়ে যাও তারে।

"কঙ্কাল সার দেহে
এখনো আছে প্রাণ;
এখনো পার যদি
করহ স্নেহ দান।

"কেমনে যাও ফেলে,
কাঁপে না হৃদিখান;
সাধিতে হবে কাজ,
সঁপিতে হবে প্রাণ।

"সুখেরো আছে শেষ,
দেহেরো আছে লয়;
সময় এলে পরে
বিলম্ব নাহি সয়।

"জাগনা কেন তবে?
কাঁদে না কেন প্রাণ?
সাধিতে হবে কাজ,
হও না আগুয়ান।

"খুলহ হৃদি দ্বার,
জগতে ডেকে লও;
দুঃখীর দুঃখে শোকে
আপনি মিশে যাও।"

কি আজি শুনি ওই,
আমারে কেবা চায়?
ক্ষুদ্র এ স্নেহ মোর
কাহারে দিব হায়!

কি কাজ হবে, দেব!
অভাগা হ'তে আর;
লাগিবে কার কাজে
দুফোঁটা অশ্রুধার।

হেন কি হবে দিন,
তোমারি সেবাব্রতে;
পারিব দিতে প্রাণ
সঁপিয়া চরণেতে?

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

দেখিতে দেখিতে আর ছয় মাস গত হইয়া গেল। এই ছয় মাসের মধ্যে দাসাশ্রম নিজ কর্ত্তব্য পথে কত দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। আমরা স্বদেশবাসীদিগের নিকট নানা প্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা আশাতীত দান প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। তাহার উপর দাসীর গ্রাহক সংখ্যা এখন ১৪০৭। বঙ্গদেশে মাসিক পত্রিকার যে প্রকার আদর, তাহার পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত গ্রাহক হওয়া অল্প আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু যেখানে ভগবান কৃপা করেন, সেখানে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়, এ সত্য আমরা দাসাশ্রমে বার বার উপলব্ধি করিতেছি। এই ছয় মাসের শেষে আমরা সকলে মিলিয়া দাসাশ্রমের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

সেবালয়। ডিসেম্বর মাসে সর্ব্ব শুদ্ধ ১৩টী রোগী ও অনাথ বালক বালিকা সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। সুখদা।—সেই প্রকার চিকিৎসাই চলিতেছে। এখন অবস্থা অনেক ভাল। বোধ হয় শীঘ্রই সেবালয় ত্যাগের উপযুক্ত হইবে।

২। বাতুল্লা :—বাতুল্লার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। হতভাগ্য আর তেমন ভাত খাইতে পারে না। এখন এমন কি আর গৃহের বাহির পর্য্যন্ত হইতে পারে না। বাতুল্লার যন্ত্রণা দেখিয়া অশ্রুসম্বরণ করা যায় না।

৩। ভোলানাথ। অনেক ভাল আছে। এখনও ঔষধ চলিতেছে। ভরসা করি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবে।

৪। উমাচরণ। ইহার ক্ষত অনেক নরম পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আর উন্নতি হইতেছে না। সে এখন অন্যান্য অসুস্থতায় ভুগিতেছে। তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে তথায় যাইতে একান্ত নারাজ।

৫। পুরুষোত্তম। এই হতভাগ্য বালকের বয়স আন্দাজ ১২-১৩। ইহার নিবাস কাশী। ইহার আর কেহ নাই। এখানে এক পাড়ায় পড়িয়া থাকিত, আর যে যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিত, তাহাই আহার করিত। ঐ পাড়ার একজন কুলি দয়ার্দ্র হইয়া হতভাগ্য বালককে পিঠে করিয়া আমাদের একজন সহায়ের সাহায্যে সেবালয়ে আনয়ন করে। বালকের অবস্থা তখন অতিশয় শোচনীয়। রোগ পুরাতন উদরাময়। একেবারে কঙ্কাল সার। তাহার চেহারা দেখিলে ভয় হয়। কয়েকদিন চিকিৎসার পর কোনও উন্নতি হইল না দেখিয়া তাহাকে মেডিকেল কলেজে পাঠান যায়, কিন্তু সেখানে স্থান নাই বলিয়া তাহারা ফিরাইয়া দিল। অবশেষে কয়েকদিন এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা হইল, কিন্তু পুরুষোত্তম আর আরোগ্য হইল না। হতভাগ্য আস্তে আস্তে ইহলোকের কষ্ট যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইল। পিতৃমাতৃবিহীন বালক এখন প্রেমময়ী জননীর ক্রোড় প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইল।

৬। খোঁড়া। এই রোগীটি চিরদিন থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল। ইহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে। জগতে ইহার সেবা করিবার আর কেহ নাই। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া খাইত। কয়েকজন ভদ্রলোক গাড়ী করিয়া ইহাকে এখানে রাখিয়া যান। বৃদ্ধ বেশ আরামে ছিল। কিন্তু কলিকাতার ভিক্ষুকের ইহাতে সুখ হয় না; কারণ উহারা ভিক্ষা করিয়া প্রত্যহ আট আনা দশ আনা প্রাপ্ত হয় ও ঐ নগদ পয়সা দিয়া দোকান হইতে কত প্রকার খাদ্য ক্রয় করিয়া আহার করে। সুতরাং এখানকার বাঁধা আহার

তাহাদের ভাল লাগে না। বৃদ্ধ কয়েক দিবস মিঠাইয়ের জন্য ব্যস্ত করিল। একদিন কিছু মিঠাই খাইতে দেওয়া গেল, কিন্তু হজম করিতে পারিল না। সুতরাং আহারাদি যেমন দেওয়া হইয়া থাকে, তেমনি দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে কাহাকেও না বলিয়া পলায়ন করিল।

৭। বৃদ্ধা। ইহার বয়স প্রায় ৭০ কি ৭৫। অন্ধ ও জীর্ণ শীর্ণ। জগতে ইহার আর কেহ নাই। আর একবার আমাদের একজন বন্ধু ইহাকে আনয়ন করেন। কিন্তু ভিক্ষা করিতে পারিবে না বুঝিয়া, কি কি ভাবিয়া, বৃদ্ধা থাকিল না, চলিয়া গেল। এবার বুড়ী উদরাময় রোগে উত্থানশক্তিরহিত। তাই একজন বাবু অনুগ্রহ করিয়া বুড়ীকে সেবালয়ে আনেন। এবার বুড়ী রহিল। বুড়ী একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। সেখানি মলমূত্র মাখান ও অত্যন্ত অপরিস্কার। সুতরাং সেখানিকে ফেলিয়া দিয়া বুড়ীকে একখানি ভাল কাপড় দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে বুড়ীর সন্দেহ ঘুচিল না। সমস্ত রাত্রি চীৎকার করিত। এমন বিকট চীৎকার করিত যে অন্যান্য রোগীদের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তজ্জন্য গাড়ী করিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

৮। শ্রীমতী। এই স্ত্রীলোকের বয়স ৪০ বৎসরের অধিক। নিবাস কাঁথী। আমাদের দাসীর চাঁদা সংগ্রাহক ইহার দুরবস্থা দেখিয়া কলিকাতায় আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। ইহার রোগ বাত ও পক্ষাঘাতের পূর্ব্ব লক্ষণ। এখানে আসিয়া রাস্তায় ঠাণ্ডা লাগাবশতঃ অত্যন্ত কাশি ও জ্বরাক্রান্ত হয়। তাড়িতাদির ব্যবহারে কোনও ফল হইতে পারে, এই আশায় শ্রীমতীকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৯। শশী। ইহার নিবাস দিনাজপুর। বয়স ২৫ বৎসর। রোগ ম্যালেরিয়া জ্বর ও প্লীহা। মুখ ও হাত পা ফুলিয়াছিল। আমাদের একজন সহায় ইহাকে সেবালয়ে আনয়ন করেন। যে দিন আসে সে দিন জ্বর প্রবল ছিল। ঔষধাদি দেওয়াতে আপাততঃ জ্বর বন্ধ হইয়াছে। ফুলাও আর নাই, কিন্তু বৃহৎ প্লীহা কতদিনে যাইবে, তাহা বলা যায় না।

১০। ভল্লুক-পালিতা কন্যা। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশ করা

হইয়াছে। নানা সংবাদ পত্রে ইহার সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে শত শত লোক ইহাকে দেখিতে আসিত, ও সময়ে সময়ে উৎপাতও করিত। এমন কি ইহাকে কথা বলাইবার চেষ্টা করিবার অবসর পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত না। তন্নিবন্ধন কিছু দিনের জন্য বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্তের অনাথাশ্রমে লুকাইয়া রাখা হয়। এখন প্রাণকৃষ্ণ বাবুর ইচ্ছানুসারে সে সেইখানেই থাকিবে। তাহার অবস্থা একটু একটু উন্নত হইতেছে। সে এখন "বা" এই কথাটি বলিতে পারে।

১১। গুল্‌সন্। মাতৃহীনা ১২ বৎসর বয়স্কা হিন্দু বালিকা। পিতার অত্যাচার ভয়ে ছোট ভাইটিকে লইয়া পলায়ন করিতেছিল। এমন সময়ে এক জন ডাক্তার ইহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। ইহাদের নিবাস গোরক্ষপুর। ঐ ডাক্তার সঙ্গে করিয়া উহাদিগকে কলিকাতায় আনেন ও নিজ ভগ্নীর বাড়ীতে রাখিয়া স্ত্রীকে আনিতে যাইতেছেন বলিয়া চলিয়া যান। তিনি চলিয়া গেলে ভগ্নী নিজমূর্ত্তি ধরিল ও অসহায় বালক বালিকাকে তাড়াইয়া দিল। তখন উহারা রাস্তার ধারে বসিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিল। অনেকে তাহাদিগকে ঘেরিয়া নানা প্রকার সমালোচনা করিতে লাগিল, কেহ বা সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। কয়েক জন ভদ্রলোকের বিশেষ উদ্যোগে বালক বালিকাদ্বয় সেবালয়ে আনীত হইল। বাবু শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, হাইকোর্টের উকীল, অনুগ্রহ করিয়া উহাদিগকে এক্ষণে আশ্রয়দান করিয়াছেন।

১২। জম্‌স্যের। ৭।৮ বৎসর বয়স্ক বালক। ইহার বিবরণ গুল্‌সনের বিবরণের মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৩। রহিম। পিতৃমাতৃহীন বালক। বয়স ১১।১২ বৎসর। ইহার এক ভ্রাতা ছিল। তাহাকে কুলির আড়্‌কাটি ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। হায়! আড়্‌কাটির অত্যাচারে আজ রহিম আশ্রয়শূন্য। পথের ধারে বসিয়া রোদন করিতেছিল। আমাদের একজন সহায় দেখিয়া তাহাকে সেবালয়ে দিয়া যান। রহিম এখনও সেবালয়ে আছে। তাহার কোনও বন্দোবস্ত এখনও করিতে পারা যায় নাই।

দাসাশ্রম দাতব্যচিকিৎসালয়ের মাসিক কার্য্য বিবরণী।

দাসাশ্রম দাতব্যচিকিৎসালয়, কলিকাতা;—হাঁপকাশ ৩, চক্ষুরোগ ২, উদরাময় ১, জ্বর ১৯, কোমরবেদনা ১, কাশি ২, বক্ষবেদনা ১, বাত ২, পেটফুলা ২, কর্ণরোগ ২, জলদোষ ১, বমি ১, অন্যান্য ১। মোট ৩৭। আরোগ্য ২৯, আরোগ্য হয় নাই ২, চিকিৎসাধীন ৬। স্ত্রীলোক ১৮, পুরুষ ১৯।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, জালালপুর;—জ্বর ২৫, শোথ ৩, চর্ম্মরোগ ৫, উদরাময় ৭, নাসিকাক্ষত ২, মেহ ১, কর্ণরোগ ১, উন্মাদ ১, মুখক্ষত ১, স্ত্রীরোগ ১, গলাবেদনা ১, চক্ষুরোগ ১, আক্ষেপ ১, ফোঁড়া ১। মোট ৫১। আরোগ্য ২৮, ত্যাগ ১৯, চিকীৎসাধীন ৪।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, শিবহাটী;—জ্বর ১১, থুম্‌কা ১, উদরাময় ৫, চক্ষুরোগ ১, স্ত্রীরোগ ১। মোট ১৯। আরোগ্য ১৮, চিকিৎ-সাধীন ১। স্ত্রীলোক ৭, পুরুষ ১২।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, নওগাঁ;—জ্বর ১১, কোষ্ঠবদ্ধ ১, গণ্ডশূল ১, শোথ ১, উদরাময় ৫, অজীর্ণতা ৩, কোমর বেদনা ১, অম্লপিত্ত ২, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ১, কাশি ৫, হিক্কা ১। মোট সংখ্যা ৩২। আরোগ্য ২৫, ত্যাগ ১, চিকিৎসাধীন ৬। পুরুষ ২৭, স্ত্রীলোক ৫।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, নলধা;—জ্বর ১৬, উদরাময় ৬; অজীর্ণ ৭, পেটফুলা ১, ওলাউঠা ১, দন্তরোগ ২, উপদংশ ১, ক্রমি ২, প্লীহা যকৃত ৩, কাশি ৫, বাত ১, বমি ২, স্নায়ুদৌর্ব্বলতা ২, বহুমূত্র ১, প্রমেহ ১। মোট ৫১। আরোগ্য ২৮, ত্যাগ ৩, চিকিৎসাধীন ১৯, মৃত ১। স্ত্রীলোক ১৮, পুরুষ ৩৩।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, সূর্য্যনগর;—জ্বর ৮, কর্ণপ্রদাহ ৪, চক্ষুপ্রদাহ ১, পেটের অসুখ ৭, গালফুলা ১। মোট ২৮ জন, কিন্তু যাহারা

ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের রোগের বিবরণ নাই। আরোগ্য ২১ ও ত্যাগ ৭। পুরুষ আরোগ্য ১৬, স্ত্রী আরোগ্য ৫।

এবার দাতব্য চিকিৎসালয় গুলির ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শান্তি সম্প্রদায়কে কতকগুলি ঔষধ দান করা হইয়াছে। তাঁহারা ঐ ঔষধ লইয়া ২টী ওলাউঠার মহামারীর স্থলে চিকিৎসা করিতে যান। আমড়াগুড়িতে ওলাউঠা হইতেছে সংবাদ পাইয়া তত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজের অধীনে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ প্রেরণ করা হইয়াছে।

দান প্রাপ্তি।

বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ কম্বল ১, শ্রীমতী রামরঙ্গিনী ঘোষ, সেনহাটী, চকুবন্দী চেলী ১, সাড়ী ২, একজন মহিলা সেনহাটী, কন্থা ১, বাবু কালী প্রসন্ন বস্থ পুরাতন বস্ত্র ৫, একজন ভদ্রলোক নূতন বোম্বাই চাদর ২ জোড়া, বাবু ললিতমোহন দাস লেপ ১।

একজন ঝি ৵০, বিহারী বাবু ॥০, ভুতনাথ ঘোষ, দাসাশ্রমের দুগ্ধওয়ালা, অগ্রহায়ণ মাসের চাঁদা ।০, দেবীচরণ রায় ১, ব্রজবিহারী মণ্ডল, মেদিনীপুর ১, অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১, চন্দ্রনাথ মিত্রের পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ॥০, শৈলেন্দ্রনাথ রায় শিবহাটী দানের বাক্সের জমা ৸০, দুর্গামণি গুহ ২, কাদম্বিনী গুহ ১, অনুপমা গুহ ১, বগলা সুন্দরী গুহ ১, যোগমায়া গুহ ১, কোনও হিন্দুমহিলা ১, হরনাথ ঘোষ পৌষমাসের চাঁদা ১, বাবু বিপিনবিহারী রায় মাণিকদহের জমিদারের প্রজাদের নিকট হইতে আদায় ৭, অন্নদাময়ী দেবী ডিসেম্বর মাসের চাঁদা ১, বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ভল্লুক পালিতা কন্যার খরচ ৫, একজন ভদ্রমহিলা নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের চাঁদা ৪, মহেন্দ্রনাথ সরকার ১, কাশীনাথ সাস্‌মাল্‌, চণ্ডীভেটী ৫, চিন্তামণি সাস্‌মাল্‌, চণ্ডিভেটী ৫, ঈশ্বরচন্দ্র দিন্তা চণ্ডিভেটী ২, ললিতকুমার বসু, কাঁথী ২, কাঁথী মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ২।১০, বিশ্বম্ভর সাস্‌মাল্‌ কাঁথী ২, একটী বন্ধু কাঁথী ।০, তারাচাঁদ পাল কাঁথী ২, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কাঁথী বার্ষিক চাঁদা ২, রাধাকৃষ্ণ মাইতি, দহ সোনামুই, মাসিক চাঁদা ১, ভোলানাথ মল্লিক, কাঁথী ॥০, শ্রীমতী অম্বিকা দেব কোন্নগর ৫, শ্রীমতী ক্ষেমদা মিত্র ৫, শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ ২, শ্রীমতী জীবনবালা দত্ত ২, সুধীরকুমার

লাহিড়ী পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ৫, রাধাগোবিন্দ সাহা বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২, ভূতনাথ ঘোষের পৌষমাসের চাঁদা ।০, কাকিনিয়ার একজন বন্ধু ১, সিটি কলেজের থার্ড ইয়ার ক্লাসের ছাত্রগণ ৯, মুঙ্গের হইতে দান সংগ্রহ ৭৷৴০, মুঙ্গের জুবিলী ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রগণ ৩, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ ৫, ক্ষেত্রনাথ নন্দী মোনাই ১, শ্রীমতী রামরঙ্গিনী ঘোষ, সেনহাটী, পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১, ভাই বোন ৩, গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল ২, রাধাগোবিন্দ সাহা, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের চাঁদা ১, একটী ভদ্রমহিলা ১০, কালীপ্রসন্ন বসু শ্বশ্রূদেবীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ।০, শ্রীধরচন্দ্র দাস বাঘমারী ॥০, কোন খ্রীষ্টভক্ত বড়দিন উপলক্ষে ।০, একজন ভদ্রলোক ৩, একজন দাসাশ্রমের বন্ধু ২৫, একটি বন্ধু ১, বাক্সের দান ১৫৶১০, ঔষধের জন্য কর্জ্জ জমা ১৯, হস্তেস্থিত ১৪৴১০।

মোট জমা ১৯৯।১০।

খরচ।

পথ্যাদি ৮৬৷৴১০, রাঁধুনী ৭, ধোপা ১, মেথর ৸৴০, রোগীর পাথেয় ২, দানবাক্স প্রস্তুত ৸০, বালিস ।৵০, হাঁসপাতালে পাঠাইবার গাড়ীভাড়া ১৫৵১০, মাদুর ॥৴০, একটি রোগীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ ৫, খাতা খরিদ ৩।৴০, কম্বলের ওয়াড় ১॥০, ঔষধ খরিদ ১৯, মোট খরচ ১২৯॥৴০।

মোট জমা ১৯৯।১০, মোট খরচ ১২৯॥৴০, হস্তেস্থিত জমা ৬৯॥৶১০।

গত যাণ্মাসিক কার্য্যবিবরণী।

গত ছয় মাসে সেবালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৩ জন রোগী আসিয়াছে। তন্মধ্যে ১৫ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে, ১০ জনকে হাঁসপাতালাদিতে পাঠান হইয়াছে, ৫জন সেবালয়ে আছে, ১৮জন সেবালয় পরিত্যাগ করিয়াছে, ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে, এবং এক জনকে মুক্তি সেনার উদ্ধারাশ্রমে প্রেরণ করা হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৫ জন অনাথ বালক বালিকা আসিয়াছে; তাহার মধ্যে ৩ জনকে অন্যত্র রাখা হইয়াছে ও ২ জন এখনও সেবালয়ে আছে। এ পর্য্যন্ত দাসাশ্রমের অধীনে সর্ব্বশুদ্ধ ৬টী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা

হইয়াছে। ঐ গুলিতে বেশ কার্য্য হইতেছে। গত কয়েক মাসে সর্ব্বশুদ্ধ দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতে ৭১০ জন রোগী হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৬৯ জন আরোগ্য হইয়াছে, ১০০ জন চিকিৎসা ত্যাগ করিয়াছে ও ৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি চিকিৎসাধীন ছিল।

ষাণ্মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা—

দাসীর হিসাবে জমা…১৩৩৩৷৫

দানাদি জমা…৫৭২৮/৫

স্থায়ী ফণ্ড হইতে জমা…৪৬৲

মোটজমা…১৯৫২৷/১০

খরচ—

দাসীর হিসাব বাবৎ খরচ…৯৩৩৲৫

দাসী হইতে দাসাশ্রমে

সাহায্য বাবৎ খরচ…১৬১৷৶০

দাসাশ্রমের খরচ…৫০০৷১৫

ঔষধাদির দেনা শোধ…১৭৬৷/০

মোটখরচ…১৭৭১৸০

মোটজমা…১৯৫২৷/১০

মোট খরচ…১৭৭১৸০

মোট হস্তেস্থিত…১৮০৷/১০

দাসাশ্রমের অভাব।

দাসাশ্রমের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের প্রয়োজন। আশা করি যিনি যাহা পারেন, দান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

থালা, ঘটি, বাটি, হারিকেন লণ্ঠন, বেড প্যান, কমোড, পিকদানি, কম্বল (পাতিবার ও গায়ে দিবার), খাটিয়া, বস্ত্রাদি রাখিবার বাক্স কিম্বা আলমারী, কন্থা, লেপ ও বস্ত্রাদি।

সেবা সংবাদ।

ঝাঁসী সহরে সংপ্রতি একটি "অনাথালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর "অনাথালয়" প্রতিষ্ঠার জন্য এক সভা হয়। তাহাতে এলাহাবাদ ডিবিজনের কমিশনার রাইট্ সাহেব এবং ঝাঁসীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্যাক্‌সন্ সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভার মুদ্রিত ইংরাজী কার্য্য বিবরণে অনাথালয়ের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১। পিতৃমাতৃহীন শিশুগণকে আশ্রয়দানপূর্ব্বক তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যেকের উপযোগী শিক্ষা দান; এবং অতি গোপনে জারজ শিশুগণের প্রতিপালনাদির ভার-গ্রহণ। ইহারা কলঙ্কের ভয়ে প্রায়ই জাত হইবামাত্রেই নিহত হয়।

২। অন্ধ, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং অপরাপর অসহায় রোগীগণের সেবা শুশ্রূষা।

৩। অতি গোপনে ভদ্র পরিবার ভুক্তা এবং সাহায্যের উপযুক্ত পাত্রী বিধবাগণকে মাসিক বৃত্তি দান।

৪। বাস্তবিক সাহায্যের উপযুক্ত পাত্র বিদেশীয় ব্যক্তিগণকে এক দিনের জন্য খাদ্য দান।

৫। কমিটীর বিবেচনায় সাহায্যের উপযুক্ত অন্যান্য জন-হিতৈষিণী সভার সাহায্যার্থ কমিটীর আয়ের কিয়দংশ ব্যয়।

৬। ইহা প্রায় দেখা যায় যে গরু, ঘোড়া, গাধা, ইত্যাদি বৃদ্ধ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে গৃহস্থগণ তাহাদিগকে ভাল করিয়া খাইতে দেয় না, নানাপ্রকারে কষ্ট দেয়, এবং কখনও কখনও গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়। এই প্রকার পশুদের জন্য একটি আশ্রয় গৃহ নির্ম্মিত হইবে। তথায় তাহারা সযত্নে রক্ষিত হইবে, এবং যত দিন তাহারা সমর্থ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই তাহাদিগকে খাটান যাইবে। এই আশ্রয়-গৃহের সঙ্গে একটি পশুচিকিৎসালয় সংযোজিত থাকিবে। তাহাতে অনাথালয়ের পশু ব্যতীত অন্য পশুও সামান্য অর্থ লইয়া এবং স্থলবিশেষে বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইবে।

অনাথালয়ের কমিটী বৎসরে প্রায় দেড় হাজার টাকা আয় হইবে মনে করেন। এ পর্য্যন্ত কমিটী কি পরিমাণে কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব।

—*—

গত বৎসর জলকষ্টের কথা লইয়া বাঙ্গালাদেশে খুব আন্দোলন হইয়াছিল। আন্দোলনের ফলস্বরূপ অন্য কোন জেলায় কিছু কাজ হইয়াছিল কি না, বলা যায় না। কিন্তু "সদর ও মফঃস্বল" পত্রিকায় রাজসাহী জেলার পল্লীগ্রাম সমূহে গত বৎসর যে সকল পুষ্করিণী খনন হইয়াছে, তাহার যে সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে অন্ততঃ রাজসাহীতে আন্দোলনের কিছু ফল ফলিয়াছে। "সদর ও মফঃস্বলে" পুষ্করিণী খননকারীর নাম, যে গ্রামে পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে, তাহার নাম এবং প্রত্যেক পুষ্করিণী খননের ব্যয় লিখিত হইয়াছে। তালিকাটী অতি দীর্ঘ, সুতরাং আমাদের কাগজে প্রকাশের উপযোগী নয়। আমরা কেবল মাত্র মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। মোট পুষ্করিণীর সংখ্যা ৬৬; খননের ব্যয় সমষ্টি ৫০৬৪০৲ পঞ্চাশ হাজার ছয় শত চল্লিশ টাকা। এক একটী পুষ্করিণী খনন করিতে ১০০৲ এক শত টাকা হইতে ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে।

"সদর ও মফঃস্বল" পত্রিকা বলেন, "দুঃখের বিষয় রাজসাহীতে অনেক রাজা মহারাজা মহারাণী এবং ধনবান্ জমীদার আছেন, কিন্তু নিম্নে নূতন পুষ্করিণী খননের যে তালিকা প্রকাশিত হইল, তাহাতে পাঠকগণ একটি খ্যাতনামা ব্যক্তিরও নাম দেখিতে পাইবেন না। এই সঙ্গে আমাদের আর একটি তালিকা প্রকাশের নিতান্ত অভিলাষ ছিল। গত বৎসর রাজসাহীর কোন কোন জমীদার ইংরাজি থানায় কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহাই সেই তালিকায় দেখাইবার ইচ্ছা ছিল।"

বঙ্গদেশের সমুদয় প্রাদেশিক পত্রিকায় এইরূপ এক একটি তালিকা প্রকাশিত হইলে অনেক উপকার হয়।

সেবকের রাজত্ব।

পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি যত ব্যক্তি মানবের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম করিতে বলিলে অনেকেই বড় বড় রাজা, সম্রাট্ প্রভৃতির নাম করিবেন। তাঁহাদের উত্তর যে ভ্রম-সঙ্কুল, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহারা যে উত্তর দেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। রাজত্ব বলিলে আমরা কি বুঝি, অগ্রে তাহাই স্থির করা যাক্। রাজা বলিলে আমরা এই বুঝি, যে তিনি কোন দেশের সমস্ত ভূমি এবং ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী; এবং ঐ দেশের অধিবাসিগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। অবশ্য অনেক দেশে রাজা বলিলে কেবল এই বুঝায়, যে তিনি তত্তদ্দেশের অধিবাসিগণের নেতা এবং প্রভু; কিন্তু ভূমি বা অপর সম্পত্তির অধিকারী নন।

রাজত্ব দুই প্রকারে লাভ এবং রক্ষা করা যায়। প্রজাগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাশব বলের দ্বারা, এবং প্রজাবর্গের অভিমতানুসারে ও তাহাদের অনুরাগ লাভ দ্বারা। আমরা এ স্থলে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব লাভের কথা ধরিলাম না। সকলেই স্বীকার করিবেন, যে দ্বিতীয় প্রকারে লব্ধ ও রক্ষিত রাজত্বই অধিকতর অভিলষণীয়।

সাধারণতঃ মানুষ বাহ্য আচরণেই রাজার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলে। আইন রাজাজ্ঞারই নামান্তর মাত্র। আইন মানুষের বাহ্য আচরণ নিয়মিত করিতে পারে, কিন্তু মানবের চিন্তার গতির উপর আইনের কোন আধিপত্য নাই। কোন রাজা দণ্ডের ভয় দেখাইয়া মানুষের স্বাধীন চিন্তার বাহ্য অভিব্যক্তি বন্ধ করিতে পারেন; এরূপ নিয়ম করিতে পারেন, যে তাঁহার মতের বিরুদ্ধ কোন সামাজিক, নৈতিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা কোন পুস্তকে, বক্তৃতায়, বা সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশিত হইবে না। কিন্তু তাহাতে চিন্তা প্রকাশিত হইতে পায় না মাত্র। চিন্তার স্রোত বন্ধ হয় না। সুতরাং দেখা-যাইতেছে যে, রাজগণের শক্তি মানবের বাহ্য আচরণেই সীমাবদ্ধ। মনোরাজ্যের উপর তাঁহাদের অধিকার নাই।

তাঁহাদের শক্তি আবার দেশে এবং কালে আবদ্ধ। কোন বিশেষ রাজা-

নিজ দেশেরই রাজা। ভিন্ন দেশে তাঁহার কোন আধিপত্য নাই। তাহার পর তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিনই তিনি রাজা। মৃত্যুর পর তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারই প্রভাব বিস্তৃত হয়।

অতএব, এখন আমরা দেখিলাম, যে রাজগণ কেবল মানবের বাহ্য আচরণ নিয়মিত করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের রাজত্ব দেশে ও কালে আবদ্ধ। কিন্তু যদি এমন কোন রাজা থাকেন, যাঁহার রাজত্ব মনোরাজ্যেও বিস্তৃত, যাঁহার রাজশক্তি দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁহাকে কি আমরা সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ অপেক্ষা মহত্তর রাজা বলিব না? একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ইহুদিদিগের দেশে বেথলেহেম নগরে এক দরিদ্র সূত্রধরের সন্তান ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। দেশের সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে গ্রাহ্যই করিত না। পরিশেষে তিনি দেশের শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। বাহিরের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, এই ত তাঁহার জীবনের ইতিহাস। কিন্তু সত্য সত্যই কি ইহাই তাঁহার জীবনের ইতিহাস? না, তা নয়। আমরা দেখিতে পাই, যে তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল। তাঁহারাই তাঁহার প্রজা। তাঁহাদের উপর তাঁহার প্রভুত্ব কি অদ্ভুত! তিনি বলিলেন, "Leave all thou hast and follow me;" অমনি তাঁহারা গৃহ পরিজন ধন সম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ের রাজার অনুবর্ত্তী হইলেন। পৃথিবীর সম্রাট্গণ প্রজাবর্গের সমস্ত ধন সম্পত্তি চাহিলে কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয় না। জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে হয়। কিন্তু মহাত্মা ঈশার এ কি অদ্ভুত রাজশক্তি! ইঙ্গিত মাত্রেই লোকে সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পথের ভিখারী হইল! শুধু তাহাই নয়। তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গের মনোরাজ্যেরও রাজা ছিলেন। তাঁহাদের চিন্তার স্রোত তিনি পারমার্থিক বিষয়ের দিকে ধাবিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের উপর তাঁহার এমনই প্রভাব, যে তাঁহারা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আবার দেখুন। সাধারণ রাজগণের ক্ষমতা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হয়। কিন্তু এই রাজরাজেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজত্ব ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে। তাঁহার প্রধান শিষ্য মহাত্মা পল তাঁহার জীবদ্দশায় খৃষ্ট-শিষ্যগণের প্রধান নির্যাতক ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টের মৃত্যুর পর এই পলই তাঁহার শিষ্য হইলেন, এবং তাঁহার ধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচারিত করিলেন।

খৃষ্টের রাজত্ব যে কোন দেশ বিশেষে আবদ্ধ নয়, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। তিনি যে রাজার রাজা। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে কত মহারাজচক্রবর্ত্তীই যে আছেন, তাহার সংখ্যা নাই।

খৃষ্টের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইল, বুদ্ধদেবাদি আরও অনেক মহাত্মাগণের প্রতিও সেই সকল কথা প্রয়োজ্য। ইঁহারা মানবের হৃদয়ের রাজা।

এই রাজত্ব ইঁহারা কোথা হইতে পাইলেন? সেবার বলে। এই সেবা প্রেম-সম্ভূত। স্বার্থনাশ না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না। যিনি আপনার সমুদয় নীচ বাসনা, ইন্দ্রিয়-লালসা, আত্মাভিমানাদি পরাজয় করিতে পারেন, তিনিই প্রেমরত্ন লাভের অধিকারী হন। এই প্রেমের বলে সেবক মানবের আত্মার উপর আধিপত্য করেন।

হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে, "কামক্রোধৌ বশে যস্য, তেন লোকত্রয়ং জিতং;" যিনি কাম ক্রোধকে নিজ বশে আনিয়াছেন, তিনি ত্রিলোক-বিজয়ী। এইরূপ বাইবেল গ্রন্থে উক্ত আছে যে, যিনি সংযমী তিনি বিজয়ী ব্যক্তি অপেক্ষা বলবান্। সেবকগণের জীবনে আমরা এই সকল উক্তির সার্থকতা দেখিতে পাই। সংযমের বলে তাঁহারা স্বার্থনাশ করিতে সমর্থ হন। স্বার্থনাশ প্রেমরত্ন আনিয়া দেয়! প্রেমের বলে সেবাদ্বারা তাঁহারা বাস্তবিকই জগতের রাজা হন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট্গণ অপেক্ষা ক্ষমতাশালী হন।

কেন এমন হয়? ঈশ্বর রাজরাজেশ্বর। প্রেম পৃথিবীতে তাঁহারই প্রতিনিধি, তাই প্রেমিক সেবক এত বলশালী।

আমি দাসী।

আমি দাসী। আমি কার দাসী? আমি অসীমা, সর্ব্বভূতময়ী, ব্রহ্মাণ্ডাধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির দাসী। আমি এই নিত্য প্রাণময়ী মহাশক্তির দাসী, তাই তোমারও দাসী, তাই আমারও দাসী। আমি ইঁহারই নিকট দাসীত্ব

শিক্ষা করি এবং ইহাতেই আমার দাসীত্ব প্রতিষ্ঠিত। যখন ইহা হইতে বিচ্যুত হই, তখনই আমার দাসীত্বও অন্তর্হিত হয়। ইহা ব্যতীত আমার প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না; ইহা ব্যতীত আমার বাহুতে বল আসে না। আমি যতক্ষণ ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত থাকি, ততক্ষণ আমার কার্য্যকরী শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; যখন ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হই, তখনই আমার সমস্ত শক্তিও অন্তর্হিত হয়। আমি দেখিতেছি, আমি ইহারই হস্তের মন্ত্রপুত্তলিকামাত্র।

আমি দাসী—আমি দাসী-জননীর কন্যা দাসী। জননীর মত দাসী কে? জননী আমার জগতের সেবাদাসী। ইনিই আমার দাসীত্ব শিক্ষার গুরু। কিন্তু ইনি যাহা বলেন, তাহা আমি করিতে পারি কৈ? ইনি বলেন, দাসীত্ব শিক্ষার মূলমন্ত্র 'প্রেম'। আজ কতদিন হইল এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু, কিছুতেই পাঠ আমার প্রস্তুত হইল না। আমি মনোদুঃখে কাঁদিয়া ফেলি। আমার যে দাসী হইবার বড় সাধ। আমার পক্ষ নাই, তা যে আমি বুঝি না! আমি আনন্দ মনে আকাশবিহার করিতে করিতে সুধামৃতপানে পুলকিত হইতে চাই। কিন্তু প্রেম মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ না করিলে দাসীত্ব কোথায়? ইনি বলেন, যে দাসী হইবে, সে জননী, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা, আলোক, শান্তি, আশ্রয় ও জীবন হইবে। এ যে বড় কঠিন পাঠ। আমি পারি না, পারি না, কিছুই পারি না। যদি বলি, মায়ের রক্ত আমাতে নাই, তাই পারি না; তাহা হইলে আমার মায়ের কন্যা হওয়া হয় না, আমার দাসীত্ব থাকে না। ভাবিলে বাহু বলশূন্য হয়, বুক ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণ অনাথ অশরণ হইয়া পড়ে। আমি মরিয়া যাই। তাই মা আমার জগতের সেবা করিতে করিতে আমায় দাসীত্ব শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমি দাসীত্ব না শিখিয়াও দাসী। মা আমার সমস্ত বড় বড় কাজগুলি করেন, আর যে সকল কাজ আমার ক্ষুদ্র বাহুর উপযুক্ত, তাহাই আমাকে করিতে আদেশ করেন। তখনই আমার সুখ ও আনন্দে প্রাণ উৎফুল্ল হয়। আমি যতক্ষণ তোমাদের কিছু করিতে পাই, ততক্ষণ আমি তোমাদের দাসী; আর যতক্ষণ আমি মায়ের কাছে শিক্ষা করি, ততক্ষণ আমি আমার দাসী। আমি শিশুপ্রাণ বালিকা; মা আমার দাসী, তাই আমি 'দাসী' নাম লইতে ভাল বাসি। আর ত কিছু জানি না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন প্রকৃত দাসী নামের উপযুক্ত হইতে পারি।

১ম ভাগ। মাঘ, ১২৯৯। ৮ম সংখ্যা।

দাসী

GOPI MOHAN READING LIB
KUMARTOOLY, Calcutta
ESTD. 1894.

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

সূচী।

১। নিবেদন ১৭৩
২। ভাইট্যালিস্ ও পতিতারমণী ১৭৪
৩। দীর্ঘজীবন লাভ ১৭৭
৪। দয়াশীলা বঙ্গ-নারী ১৮২
৫। দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ ১৮৪
৬। সেবা-সংবাদ ১৯২
৭। [illegible]চন ১৯৪

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে" শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১২৯৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

সচিত্র বর্ণপরিচয়

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম্, এ, প্রণীত।

মূল্য এক আনা।

মাসে আড়াই হাজারের উপর বিক্রয় হইতেছে।

"দাসী"কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

ভগিনী ডোরার ছবি

(উৎকৃষ্ট রূপে মুদ্রিত)— ।১০

আনন্দলীলা

(দাসাশ্রমের নিজস্ব অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত পুস্তক)— ৵০

"দাসী"কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

সচিত্র

ইংরাজী বর্ণপরিচয়।

Aতে এমারৎ, Bতে বিড়াল, Cতে সীতা ইত্যাদি অনেকগুলি মনোহর ছবি দেওয়া। ছোট ছেলে মেয়েদের একান্ত উপযোগী। মূল্য দুই পয়সা। একত্রে ১০০ খানি লইলে দুই টাকা চারি আনা লাগে।

দাসী কার্য্যালয়ে এবং বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত

বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কুল সমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য।

"বিজ্ঞান সোপান"।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ, বি-এল প্রণীত।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুলি এরূপ বিশদরূপে ও ধারাবাহিক ভাবে অন্য কোন গ্রন্থে বর্ণিত নাই। নিম্নের ঠিকানায় পাওয়া যায়।

"সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী"

১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রাহকগণের প্রতি।

কোন গ্রাহক ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে কাগজ না পাইলে, স্বীয় নম্বর লিখিয়া আমাদিগকে উক্ত মাসের শেষ তারিখের মধ্যে পত্র লিখিবেন। নম্বর এবং পত্র ব্যতীত আমরা কোন প্রতিকার করিতে পারি না।

শ্রীমৃগাঙ্কধর রায়,
"দাসী" কার্য্যাধ্যক্ষ।

৫।১ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন।

Upendra nath Sen. Basundia's Junior
GOPI MOHAN READING LIBRARY KUMARTOOLY, Calcutta ESTD. 1891.

দাসী

১ম খণ্ড। | মাঘ, ১২৯৯। | ৮ম সংখ্যা।

নিবেদন।

"দাসী"র ৪০০০ গ্রাহক হইলে, দাসাশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থাতে যে ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, অনেক পরিমাণে "দাসী"র আয় হইতেই চলিতে পারে, এরূপ অবগত হইয়াছি। আমার মনে হয়, "দাসী"র প্রত্যেক গ্রাহকেরই যাহাতে পত্রিকা খানির এই ৪০০০ গ্রাহক হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা সম্বন্ধে একটু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে ; এবং আরও মনে হয়, অল্প চেষ্টাতেই এই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন হইতে পারে।

"দাসী"র বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৬০০। আমার অনুরোধ যে প্রত্যেক গ্রাহকই আগামী চৈত্র-শেষের পূর্ব্বে আপনার আপনার বন্ধু, পরিচিত, কিম্বা অপরিচিতের মধ্য হইতে "দাসী"র জন্য অন্যূন দুই জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিন। তাহা হইলেই স্বীয় সেবা-ব্রত সাধনের জন্য চারি সহস্রের অধিক গ্রাহক লইয়া "দাসী" আগামী বর্ষে অবতরণ করিতে সক্ষম হইবেন।

যদি কেহ এমন থাকেন যে স্বীয় চেষ্টাতে দুইটি গ্রাহক এই দুই মাস মধ্যে জুটাইতে পারিলেন না, তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে যদি দুইটি টাকা দাসাশ্রমে ১লা বৈশাখের পূর্ব্বে পাঠাইয়া দেন, বোধ করি উক্ত দান কার্য্যাধ্যক্ষদিগের নিকট উপেক্ষণীয় হইবে না।

একান্ত হৃদয়ে আশা করি, দাসাশ্রম যে সুমহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভগবানের নিকট আপনাদের দায়িত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া "দাসী"র প্রত্যেক গ্রাহক এই অনুরোধ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইবেন। মহান্ ঈশ্বর সকল শুভ সংকল্পের সহায় হউন।

নিবেদক

শ্রীআনন্দমোহন বসু।

ভাইট্যালিস্ ও পতিতা রমণী।

এক দিবস প্রায় ষষ্ট বর্ষ বয়স্ক একটি বৃদ্ধ খৃষ্টান সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ইনিই গাজানিবাসী সন্ন্যাসী ভাইট্যালিস্। স্বকীয় নির্জ্জন গুহায় বসিয়া এই মহাত্মা আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগরের পাপাচারের বিষয় চিন্তা করিতেন। এক দিবস বাইবেল-গ্রন্থে একটি পতিতারমণীর উপাখ্যান পড়িয়া হঠাৎ এই সন্ন্যাসীর হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার যে সকল হতভাগিনী নারী পাপের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিল, তাহাদিগের উদ্ধার সাধনের জন্য উক্ত নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরে আসিয়া তিনি সর্ব্ব প্রথমে নগরস্থ সমুদয় বেশ্যাগণের নামের এক তালিকা প্রস্তুত করিলেন, এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য দিন মজুরের কাজ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে নিজের মজুরী লইয়া তিনি এক এক দিন এক একটি পতিতারমণীর গৃহে প্রবেশ করিতেন, ও উপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশদ্বারা ঐ পতিতারমণীর সহিত একত্রে সায়ংকালীন আহার সমাপন করিতেন; এবং অবশিষ্ট অর্থ তাহাকে দিয়া বলিতেন ঃ—"আমি তোমাকে এই জন্য এই অর্থ দিতেছি, যে তুমি যেন অন্ততঃ একটি রাত্রিও বিনা পাপে অতিবাহিত করিতে পার।" তাহার পরে তিনি সেই রমণীর শয়ন গৃহের এক কোণে বসিয়া সমস্ত রাত্রি পবিত্র সঙ্গীত গান করিতেন, ও ঐ হতভাগিনীর জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রুজলে ধরা সিক্ত করিতেন।

সমস্ত দিবসের পরিশ্রম দ্বারা যে তিনি অন্ততঃ এক রাত্রিও একজন পতিতা রমণীকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাতে তিনি বড়ই আনন্দিত হইতেন।

এই প্রকারে তিনি একে একে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াবাসিনী সমস্ত পতিতা রমণীগণের গৃহে গমন করিলেন; এবং যখন তিনি তাহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করিতেন, তখন তিনি তাহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতেন,

যে তিনি যত দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন, তিনি কি উদ্দেশ্যে তাহাদের বাড়ী যাইতেন, তাহা তাহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

কিছুদিন পরে চতুর্দ্দিকে তাঁহার কুৎসা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। একদিন একজন তাঁহাকে বলিল, "সন্ন্যাসী, বিবাহ কর, ধর্ম্মের আবরণ পরিত্যাগ কর। কেন আর পরমেশ্বরের নামে কলঙ্ক আরোপ কর?" কিন্তু ভাইট্যালিস্ উত্তর করিলেন, "আমি বিবাহও করিব না, কিম্বা আমার কার্য্যের অপর কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন করিব না। ইহাতে যে যাহা মনে করে, করুক। আমার কথায় তোমার আবশ্যক কি? ঈশ্বর কি তোমাকে আমার বিচারক নিযুক্ত করিয়াছেন? তুমি নিজের কাজ কর গে, আমার জন্য তোমায় দায়ী হইতে হইবে না। একদিন না একদিন ঈশ্বরই সকল কার্য্যের বিচার করিবেন।"

ভাইট্যালিস্ নীরবে সকল অপমান, সকল কর্কশ ব্যবহার সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি কিছুতেই নিজ ব্রত পরিত্যাগ করিলেন না। কারণ পরমেশ্বরের প্রেম তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পবিত্র অশ্রুবারিতে শত শত হতভাগিনী পতিতা রমণীর প্রাণ বিগলিত হইল, তাঁহার জ্বলন্ত প্রার্থনায় তাহাদিগের প্রাণে অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং অনেকে চিরদিনের জন্য পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া, সংসারধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পুণ্যের পথে দৃঢ়ভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। অনেকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রলোভনপূর্ণ পাপনগর পরিত্যাগ করিয়া, নির্জ্জনে অনুতাপের উষ্ণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিল। তাঁহার কার্য্যের সুফল দর্শনে তিনি পরমানন্দে ঘোরতর অপযশ সত্বেও নিজ পবিত্র কার্য্য করিতে লাগিলেন। কেবল ভগবানের নিকট ব্যাকুলভাবে এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার মৃত্যুর পর সত্য প্রকাশিত হইয়া সন্ন্যাসীর পবিত্র বেশের কলঙ্ক মুছিয়া যায়। কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে রহস্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কারণ তাঁহার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িলে কোন বেশ্যাই আর তাহাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না; সুতরা তাঁহার কার্য্যও বন্ধ হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বরীতি অনুসারে এক দিবস যখন তিনি প্রাতঃকালে একজন পতিতা রমণীর গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, তখন একব্যক্তি হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কর্কশস্বরে বলিল, "পাষণ্ড, আর কতকাল তুই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে কলঙ্ক আরোপ করিবি," ও তাঁহার মস্তকের উপর সাংঘাতিক-রূপে আঘাত করিল। তখন ভাইট্যালিস্ উত্তর করিলেন, "হে বন্ধু, বিশ্বাস কর, এই সামান্য সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তুমি এমন আঘাত পাইবে, যাহাতে সমগ্র আলেক্জেণ্ড্রিয়া কম্পিত হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজ গুহায় আগমন করিলেন। আঘাতকারী সম্ভবতঃ, যে বেশ্যার গৃহ হইতে সন্ন্যাসী বাহির হইয়াছিলেন, এবং সে যাহার নিকট অসদভিপ্রায়ে গেল, তাহার নিকট প্রকৃত কথা অবগত হইয়া, বিবেকের বিষদংশনে অস্থির হইয়া, নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া এবং ভাইট্যালিস্ যে পাপাচারী নন, ইহা চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ভাইট্যালিসের গুহাভিমুখে ধাবিত হইল। তাঁহার চীৎকারে ক্রমেই জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে সেই জনস্রোত ভাইট্যালিসের ক্ষুদ্র গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, সকলের ঘৃণিত ধর্ম্মযাজক হাঁটু গাড়িয়া, যোড়হস্তে বসিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু জীবনী-শক্তি তাঁহার নশ্বর শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এই কথা প্রচারিত হইবামাত্র যে সকল রমণী তাঁহারই পবিত্র অশ্রুতে নিজ পাপকে ধৌত করিয়া পুণ্য পথ অবলম্বন করিয়াছিল, এবং পাপের দারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি সম্ভোগ করিতেছিল, আজ তাহারা দলে দলে আসিয়া ভাইট্যালিসের পবিত্রতার বিষয়ে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিল, এবং বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "হায়! আজ আমরা আমাদের পুণ্য-পথ প্রদর্শক পবিত্রাত্মা শিক্ষাগুরুকে হারাইলাম।" আজ পবিত্রাত্মা ভাইট্যালিসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। হত্যাকারী স্বয়ং সকল পাপবাসনাকে জন্মের মত বিদায় দিয়া ভাইট্যালিসের ক্ষুদ্র গৃহে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করিল।

সংসারের নিকট যশস্বী হইয়া সাধুকার্য্যে জীবন যাপন করা সহজ; কিন্তু সংসারের ঘৃণা ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া কোনও মহদ্‌ব্রত উদ্‌যাপন বড় কঠিন। একটি কথা প্রকাশ করিলেই ভাইট্যালিস্ নিজ চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি জগতের নিকট নিজ চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রকটিত করা অপেক্ষা পাপীয়সী রমণীগণের চরিত্রের উন্নতি সাধনকেই প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। তিনি নিজ চরিত্র সম্বন্ধে একমাত্র অন্তর্যামী পরমেশ্বরকেই সাক্ষী করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। বাস্তবিক যাঁহারা কেবল পরমেশ্বরেরই বিচারের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদেরই কার্য্য সাধু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। মানুষের নিন্দা প্রশংসাকে গ্রাহ্য করিলে কোন মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

ভাইট্যালিস্ সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সুমহৎ দৃষ্টান্ত গৃহস্থেরও অনুকরণীয়। পতিতা রমণীগণের উদ্ধারার্থ যে সকল উপায় সচরাচর অবলম্বিত হয়, তদ্ব্যতীত ইহাও একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু তিনিই কেবল এই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, যিনি বিভু-প্রেমানলে সমুদয় ইন্দ্রিয়-লালসা ও যশোলিপ্সা আহুতি দিয়াছেন। ভাইট্যালিসের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা আরও এই উপদেশ পাই যে, বেশ্যাদিগকে কেবল পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলে চলেনা; তাহাদের সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহেরও উপায় করিয়া দেওয়া চাই।

দীর্ঘজীবন লাভ।

(৩)

আহার।

আমরা ৫ম সংখ্যায় আহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। পাঠক-বর্গের মধ্যে যাঁহারা উক্ত সংখ্যা পাঠ করেন নাই বা পাঠ করিয়াও হয়ত ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া রাখিতে পারেন নাই, তাঁহারা এ বিষয়টী বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত সংখ্যা একবার পাঠ করি-বেন। পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার কি? এই বিষয়ের মীমাংসায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

উক্ত সংখ্যায় আমরা দেখিয়াছি যে পুষ্টিকর আহারের দ্রব্যের মধ্যে এই কয়টী উপাদান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়ঃ—প্রথমতঃ—যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ (Nitrogenous substances) যেমন এলবুমেন (Albumen) প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ—শ্বেতসার বিশিষ্ট পদার্থ (Starchy substances) তৃতীয়তঃ—মেদ ও তৈলাক্ত পদার্থ (Fatty and oily materials) চতুর্থতঃ—ধাতব পদার্থ সমূহ (Mineral salts) পঞ্চমতঃ—জলীয় পদার্থ (Water)। আমরা এই পঞ্চবিধ আহার্য্য পদার্থের দ্বারা শরীরের কি কি কার্য্য সংসাধিত হয়, সেই বিষয় অগ্রে আলোচনা করিব।

শরীর-বিজ্ঞান প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছে যে এই সমুদয় পদার্থের মধ্যে যবক্ষারজান-বিশিষ্ট পদার্থ সকল শীর্ষস্থানীয়। জীবনধারণের জন্য এই শ্রেণীর পদার্থ সকলের বিশেষ প্রয়োজন। প্রাণী শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই যবক্ষারজান পদার্থে নির্ম্মিত। শরীরের যাবতীয় ক্রিয়া এই পদার্থের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং নূতন তন্তুর উৎপাদন, এবং পুরাতন তন্তুর সংস্কার ও পরিবর্ত্তন এই যবক্ষারজান পদার্থের দ্বারাই সংসাধিত হয়। যদি আহার্য্য পদার্থের মধ্যে যবক্ষারজানের অভাব হয়, তবে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, তন্তু সমূহের ক্ষয়ই হইতে থাকে, বৃদ্ধির কোনও উপায় থাকে না, সুতরাং কিছুকালের মধ্যেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়—শ্বেতসারবিশিষ্ট পদার্থ (Starchy materials)। এই শ্রেণীর পদার্থ সকলের দ্বারা শরীরের দ্বিবিধ কার্য্য সাধিত হয়;—যথা শারীরিক উত্তাপ ও শক্তির উৎপত্তি এবং নূতন মেদের সৃষ্টি। শ্বেতসারবিশিষ্ট পদার্থ সকলের দ্বারা যে মেদেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা দেখিতে পাই যে অধিক পরিমাণে শ্বেতসারবিশিষ্ট পদার্থ আহার করিলে শরীরের স্থূলত্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তৃতীয়—মেদ ও তৈলাক্ত পদার্থ। এই শ্রেণীর পদার্থ সমূহের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ কার্য্য সাধিত হয়। মেদবিশিষ্ট পদার্থ সমূহের দ্বারা শরীরের নির্দ্দিষ্ট উত্তাপ রক্ষিত হয়। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকিলে পিত্তরসের নিঃসরণ হইয়া পরিপাক কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়। আবার অধিক পরিমাণে মেদবিশিষ্ট পদার্থ আহার করিলে উহা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় মলের সহিত নিঃসারিত

হয়। চতুর্থ—ধাতব পদার্থ। এই সকল পদার্থ লবণ জাতীয়। এই জাতীয় পদার্থ সমূহের দ্বারা শরীরের যাবতীয় তন্তুর বৃদ্ধিসাধন হয়। যেমন ফস্‌ফেট অব্ লাইম (Phosphate of lime), পটাস, এবং ম্যাগ্‌নীসিয়া প্রভৃতি দ্বারা প্রাণীদেহের অস্থি ও পঞ্জরাদি গঠিত হয়। লৌহ হইতে লোহিত রক্তকণাসমূহ (Red blood corpuscles), ক্লোরিন (Chlorine) হইতে পাকস্থলীজাত অম্লরস ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পঞ্চম—জলীয় পদার্থ। জলের দ্বারা শরীরের সর্ব্ববিধ ক্ষতিপূরণ হয়। আমাদিগের শ্বাস প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম, মূত্র এবং পুরীষের সহিত এই জলের ভাগ শরীর হইতে নির্গত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন শরীরস্থ সর্ব্বপ্রকার রস ও বিবিধ যন্ত্রে এই জল উপাদান রূপে কার্য্য করিতেছে। এই জলের দ্বারা যে সকল কঠিন দ্রব্য আমরা আহার করি, তাহা তরল অবস্থায় পরিণত হয়। সুতরাং জল বা জলীয় তরল পদার্থ শরীর রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এক্ষণে কোন প্রকার খাদ্যে কি কি পরিমাণে এই সকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহা সহজে বুঝিবার জন্য একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১০০ ভাগের মধ্যে

	জল	যবক্ষারজান বিশিষ্ট পঃ	মেদ ও তৈলাক্ত পঃ	শ্বেতসার বিশিষ্ট পঃ	ধাতব পদার্থ
মাংস (রাঁধা) ...	৫৪	২৭.৫	১৫.৫	—	৩
গম ...	৪০	৮	১.৫	৪৯	১.৫
মটর ...	১৫	২২	২	৫৩	২.৪
আলু ...	৭৪	২	.১৬	২১	১
মাখন ...	৬	৩.৩	৮৮	—	২.৭
পনির ...	৩৬.৮	৩৩.৫	২৪.৩	—	৫.৪
দুগ্ধ ...	৮৬.৮	৪	৩.৭	৪.৮	.৭
ডিম্ব ...	৭৩.৫	১৩.৫	১১.৬	—	১

আমরা এই তালিকা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে—মাংস, মটর, পনির ও ডিম্বে অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ আছে। আবার গম মটর ও আলুতে শ্বেতসারের পরিমাণ অধিক। মাখন ও পনিরে মেদের পরিমাণ অধিক। এখন যদি আমাদিগের শরীর রক্ষার উপযোগী পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সমূহের মধ্যে কোনটি কি পরিমাণে আবশ্যক তাহা জানিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের কোন্ খাদ্য আহার করা উচিত, তাহা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিব। ইহার জন্য আমরা নিম্নে আর একটি তালিকা দিতেছি।

	কেবল জীবন রক্ষার উপযোগী	অল্প পরিশ্রমশীল লোকদিগের জন্য	অধিক পরিশ্রমী লোকের জন্য
	আউন্স	আউন্স	আউন্স
যবক্ষারজানবিশিষ্ট পদার্থ ...	২·০	৪·৫	৬·৫
মেদ বা তৈলাক্ত পদার্থ ...	·৫	৩·৫	৪·০
শ্বেতসার বিশিষ্ট পদার্থ ...	১২·০	১৪·০	১৭·০
ধাতব পদার্থ ...	·৫	১·০	১·৩

প্রতি আউন্স্ প্রায় আধ ছটাক হিসাবে ধরিয়া আমরা কোন্ প্রকার লোকের কি পরিমাণে আহার্য্য পদার্থের প্রয়োজন, তাহা অনায়াসে স্থির করিয়া লইতে পারি।

পুষ্টিকর খাদ্যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ পদার্থের একান্ত প্রয়োজন। যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থের অভাব হইলে শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসিবে। মেদের অভাবে শরীরের উত্তাপের হ্রাস হইবে। আমরা শ্বেতসারবিশিষ্ট পদার্থই অধিক পরিমাণে আহার করি, কারণ অঙ্গারের ভাগ ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থে অঙ্গারের ভাগ খুব অধিক না হওয়াতে আমরা কেবল উহার উপর নির্ভর করিতে পারি না। এখন স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার কিরূপ হওয়া উচিত, সেই বিষয় আমরা আলোচনা করিব।—শ্রীমদ্ভাগবতে একটি শ্লোকে আছেঃ—

আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।
কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং।

জীবন, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্দ্ধক, রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকাল-স্থায়ী এবং মনোহর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রীতিকর। অতিকটু, অতিঅম্ল, অতিলবণ, অতিউষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ ও অতিদাহী, এবং দুঃখ শোক রোগজনক আহার রাজসিকদিগের অভিলষিত। বহুক্ষণের পক্ক, গতরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রীতিকর। সুতরাং সাত্ত্বিক আহারই যখন সুখ ও স্বাস্থ্যপ্রদ, তখন তাহাই গ্রহণীয়। আর রাজসিক ও তামসিক আহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যজ্য। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে অতিকটু, অতিঅম্ল, অতিলবণ, অতিউষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ, ও অতিদাহী দ্রব্য মাত্রেই আহারের পক্ষে নিষিদ্ধ। শরীর-বিজ্ঞান পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে এ সকল প্রকার আহারই রোগোৎপাদক। স্বল্প কটু পদার্থ যেরূপ অম্লরস ও লসিকা বৃদ্ধি করিয়া পরিপাকের পক্ষে সাহায্য করে, অতি কটু পদার্থ ঠিক বিপরীত ভাবে সেইরূপ পরিপাকের ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। আবার অল্প অম্লপদার্থ যেরূপ পরিপাকের সাহায্যের পক্ষে প্রয়োজন, অতিঅম্ল আবার সেই প্রকার কফজনক ও অম্লাধিক্যের কারণ। অতিউষ্ণ পদার্থ পাকযন্ত্রের পীড়া উৎপাদক, অতিরুক্ষ ও অতিদাহী পদার্থ একেবারেই অপরিপাচ্য। এতদ্ভিন্ন বহুক্ষণের পক্ক, গতরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র দ্রব্যও অব্যবহার্য্য, কারণ তাহাও পীড়াদায়ক। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সাত্ত্বিক আহারই স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। যাহা আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারী, বলদায়ক, প্রীতিদায়ক, সুরসযুক্ত, সদ্যঃপক্ক, ও সুখকর তাহাই ভোজনের উপযুক্ত। লোভপ্রযুক্ত আহার স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম উভয়ই বিনাশ করে। যাহা স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন তাহাই আহার্য্য, আর যাহার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই, কেবল রসনার তৃপ্তির জন্য, তাহা হইতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। আহার সম্বন্ধে এরূপ সংযমের অভাবে অনেককেই রোগগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ক্ষুধা নিবৃত্তি আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যাহা রোগজনক, সেরূপ আহার দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় কিন্তু শরীর রক্ষা না হইয়া বরং শরীর নাশই হয়; সুতরাং সেরূপ আহার সকলেরই পরিত্যজ্য।

দয়াশীলা বঙ্গ-নারী।

২৪ পরগণা জেলায় ইচ্ছামতী নদী তীরে একটী পল্লীগ্রামে দেবনাথ তর্কবাগীশ নামে একজন ন্যায় দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত বাস করিতেন। অনেক সময়ে অন্যূন ১৫।১৬ জন বৈদেশিক ছাত্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিত। সমস্ত ছাত্রগণের গ্রাসাচ্ছাদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রদান করিতেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সাধু ও সদাশয় ছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সেইরূপ অতি সাধ্বী, সরলহৃদয়া এবং দয়াশীলা ছিলেন। সমস্ত ছাত্রবর্গকে তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া, যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। এই অন্নপূর্ণারূপিণী সাধ্বী মহিলা স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, স্বয়ং সকলকে পরিবেশন করিতেন। তিনি আপনার সন্তানগণের যেরূপ আদর যত্ন করিতেন, যেমন আহারাদি প্রদান করিয়া সুখী হইতেন, পরের সন্তানকে ঠিক তদ্রূপই যত্ন করিতেন। অনেক সময় আপনার পুত্রাদি অপেক্ষা পরের ছেলেকে অধিক যত্ন ও স্নেহ করিতেন। দৈবাৎ কোন ছাত্র পীড়িত হইলে সর্ব্বদাই উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ঔষধ ও পথ্যাদি প্রদান ও সেবা শুশ্রূষায় সর্ব্বদাই যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ইনি কদাচ বিরতা ছিলেন না। ছাত্রদের কথা প্রসঙ্গে ইনি সর্ব্বদাই প্রায় এইরূপ বলিতেন, "আহা! পরের বাছা! পীড়িত হইয়াছে; অযত্ন হইলে মনে করিবে, আমার মা এখানে নাই, কে যত্ন করিবে?" এই বরণীয়া সাধ্বীর মুখশ্রী দেখিলে অতি পাষণ্ডের মনেও ভক্তির সঞ্চার হইত। ইহাঁর মনে একটুও স্বার্থের ভাব দেখা যাইত না। কখনও উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিব,এমন একটা ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। স্বামী দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত; দশ জনকে বিদ্যাদান করিতেছেন; স্বহস্তে দশ জন পরের ছেলেকে অন্ন দান করিতেছেন; সকলেই ইহাঁকে মাতৃ সম্বোধন করে; এই সুখই জীবনের সারসুখ মনে করিতেন। বিবাহের সময় যে লৌহ বলয় ধারণ করে, সেই

বলয়, এবং দুই হস্তে কয়েক গাছি শঙ্খই প্রধান গহনা ছিল। আর পরিধানে একখানি লালপেড়ে সাড়ী, সীমন্ত সিন্দুর-রঞ্জিত।

১২৭১।৭২ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এমন দুঃসময় উপস্থিত হইল,যে লোকে টাকা দিয়া চাউল পাইত না। ঘরে সোণা রূপা,টাকা কড়ি আছে, কিন্তু দেশে চাউল নাই। এইরূপ অবস্থায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দিন চলা কঠিন হইয়া পড়িল। দুই দশ টাকা যাহা হাতে ছিল, প্রথম প্রথম তদ্দ্বারা সংসার চলিতে লাগিল। দেশে সোণা রূপা বন্ধক দিয়া টাকা পাওয়া যায় না। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রধান সম্পত্তি ঘটী, বাটী প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া কেহই টাকা দিতে সম্মত হয় না। আর টাকায় চারি পাঁচ সের চাউল; প্রতিদিন তিন চারি টাকার চাউল না কিনিলে দিন যায় না। ইহার উপর অন্য খরচ পত্র আছে। এইরূপে ২।১০ দিন কাটিয়া গেল।

একদিন ব্রাহ্মণ বিমর্ষ ভাবে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,—এইরূপে আর কতদিন চলিবে? ঘরে ত আর কোন জিনিস পত্র নাই; যাহা ছিল, সমস্তই ত বিক্রয় হইল। আমি ত লজ্জায় কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারি না। সমস্ত ছাত্র তোমাকে ত বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করে; বরং তুমি বলিয়া দিও, এইক্ষণ উহারা আপন বাটীতে চলিয়া যাউক; পরে যদি জগদীশ্বর সুদিন দেন, দেশের অবস্থা ভাল হয়, তখন সকলে পুনরায় আসিবে।

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—আমি ত জীবন থাকিতে কাহাকেও যাও বলিয়া বিদায় দিতে পারিব না। এতদিন সন্তান তুল্য সকলকে প্রতিপালন করিয়া এখন দুঃসময়ে কেমন করিয়া বিদায় দিব? যতদিন আপনারা একমুঠা খাইব, ততদিন উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যখন কোন উপায় থাকিবে না, তখন উহারা আপনারাই অবস্থা বুঝিয়া চলিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণ।—আর কি উপায় আছে? যথাসর্ব্বস্ব ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন, যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু আমার নিকটে আমার পিতৃদত্ত কয়েকখানি অলঙ্কার আছে। এই সকল অলঙ্কার বিবাহ সময়ে পিতা আমাকে দিয়াছিলেন। আমি সেই গহনাগুলি প্রদান করিতেছি। এই গহনাগুলি আমার পিতৃদত্ত। এজন্য আমি বড়ই ভালবাসি। গহনাগুলি দেখিলেই আমার পিতামাতাকে মনে পড়ে। আর

সেই অবস্থা স্মরণ হয়। এই গহনাগুলি আপাততঃ বিক্রয় করিবার আবশ্যক নাই, বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়া আইস। আমার পিতা বলিয়াছিলেন, এই গহনাগুলি তিনি পাঁচশত টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন। অবশ্যই বন্ধক রাখিয়া অনায়াসে ৩০০।৩৫০ শত টাকা পাওয়া যাইবে। এই টাকা ব্যয় করিতে করিতে অবশ্য দেশে সুসময় আসিতে পারে। গহনাগুলি ভবিষ্যতে সুদিন আসিলে তখন খালাস করিয়া দিবে।

ব্রাহ্মণী এই কথা বলিয়া একটী কৌটাশুদ্ধ সমস্ত অলঙ্কারগুলি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন।

ছাত্রগণ গুরুপত্নীর এইরূপ উদারতা ও স্নেহের নিদর্শন দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

সেই মানবরূপিণী মহাদেবীর চরণে সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। সকলে একবাক্যে বলিল, মা! তুমি মানবী না দেবী?

ইহার পর সমবেত ছাত্রমণ্ডলী সমস্ত অলঙ্কারগুলি খালাস করিয়া গুরুপত্নীর চরণপ্রান্তে উপস্থিত করিল।*

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

ভগবানের কৃপায় দাসাশ্রমের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে। আমরা নানাপ্রকারে স্বদেশবাসিগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদের উদ্দেশ্যপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি। "দাসী"র গ্রাহক-সংখ্যা এক্ষণে ১৫৯৫। নানাস্থান হইতে নানাভাবের দান প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে সঙ্কল্পপথে স্থির রাখুন।

সেবালয়।—দেখিতে দেখিতে সেবালয়ের উপর দিয়া এক বৎসর গত হইয়া গেল। গত ১২ই মাঘ সেবালয়ের বাৎসরিক উৎসব হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে অনেক গুলি বন্ধু একত্রিত হইয়া সেবালয়ের ও

* "হিতবাদী" হইতে সংক্ষিপ্ত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পুনর্মুদ্রিত।

দাসাশ্রমের মঙ্গলার্থে প্রার্থনাদি করেন। এক দিবস কুষ্ঠাশ্রমের ও সেবালয়ের রোগীদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি করান হয়। এই কার্য্যের সমস্ত ব্যয় কয়েকজন বন্ধু বহন করেন। গত ১৫ই মাঘ সিটিকলেজ গৃহে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হয়। বাবু আনন্দমোহন বসু, ব্যারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে দাসাশ্রমের মঙ্গলার্থে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। তাহার পর একজন দাস দাসাশ্রমের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া তৎ সম্বন্ধে কিছু বলেন। তৎপরে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, খুলনার বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঘোষাল ও বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ দাসাশ্রমের কার্য্য সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করেন, ও দাসদাসীগণকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বিশেষ উৎসাহ দান করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে কতকগুলি সদুপদেশ দান করেন। তাঁহার অনুরোধ অনুসারে সভাস্থলেই দান সংগ্রহ হইতে আরম্ভ হয়। তৎক্ষণাৎ নগদ ৪২ ৸৵১০ আদায় হয় ও একজন মুসলমান বন্ধু বাসনের অভাবের জন্য ১০৶০ দিতে প্রতিশ্রুত হন। আনন্দমোহন বাবু অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া প্রস্তাব করেন, যে তিনি নিজনামে "দাসী"র গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট এই মর্ম্মে একটি অনুরোধ পত্র প্রকাশ করিবেন, যেন প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ দুইজন করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। তাহা হইলে চারি সহস্রের অধিক গ্রাহক হইবে ও তাহার আয় হইতে দাসাশ্রমের বর্ত্তমান ব্যয়ের অনেকাংশ চলিতে পারিবে। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে তিনি একটি অনুরোধ পত্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রখানি প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা গেল। এই সভার পর হইতে অনেক মহাত্মা আমাদিগকে নানাভাবে সাহায্যদান করিতেছেন। অনেক ভদ্রলোক, অনেক ভদ্রমহিলা, আশ্রমে আসিয়া রোগীদিগকে দেখিয়া যাইতেছেন ও নানাপ্রকারে আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন।

জানুয়ারী মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫টী রোগী ও অনাথ বালক সেবালয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সুখদা।—প্রায় আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। প্লীহা যাহা আছে, তাহা সহজে যাইবার আশা নাই।

২। বাহুল্লা।—ইহার অবস্থা পূর্ব্ববৎ। এখন ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে ও ক্রমে আরও অবাধ্য হইতেছে।

৩। ভোলানাথ।—ডাক্তারগণ বলিলেন গৃহে গিয়া খাটিতে খাটিতে যকৃতের অবশিষ্ট দোষ টুকু সারিয়া যাইবে। তদনুসারে সে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে।

৪। উমাচরণ।—ইহার ক্ষত আবার বাড়িয়াছে ও বুঝা যাইতেছে যে কাটা ভিন্ন উপায় নাই। হাঁসপাতালে স্থান অন্বেষণ করা যাইতেছে। স্থান পাইলেই হাঁসপাতালে পাঠান যাইবে।

৫। শশী।—ইহার বিশেষ উপকার হইতেছে না দেখিয়া ইহাকে হাঁসপাতালে পাঠান যায়। সেখানেও কোনও উপকার হয় নাই। হঠাৎ এক দিবস সেইখানে হতভাগ্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

৬। রহিম।—বালক পূর্ব্ববৎ থাকিয়া বেশ মনোযোগের সহিত কাজকর্ম্ম করিতেছে। হতভাগ্য বালকের সম্মুখে কেহ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা উল্লেখ করিলে বালক আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে থাকে।

৭। বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি।—নিবাস কাঁথীর নিকট। বয়স ১৯।২০ বৎসর। নর্ম্মাল ইস্কুলে পাঠ করে। এই বালকের আর কেহ নাই। হঠাৎ গলা বেদনা হইয়া বড় কষ্ট পায়। সেবা করিবার কেহ নাই বলিয়া এখানে আসে ও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

৮। মুক্ত।—কায়স্থ কন্যা, বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। ইহার স্বামী পক্ষাঘাতরোগগ্রস্ত ও সম্পূর্ণ অশক্ত। ইহার নিবাস নড়াল। তথাকার একজন ভদ্রলোক ইহাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার পায় কাঁটা ফুটিয়া অবশেষে পাটি পচিয়া যায়। সুদক্ষ ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ইহার পা অস্ত্র করেন ও তদবধি রীতিমত প্রায় প্রত্যহ আসিয়া রোগীর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। রোগীর ক্ষত আরোগ্য হইতেছে, কিন্তু রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

৯। উমাচরণ দত্ত।—নিবাস ফরিদপুরজেলাস্থ পাকুড়িয়া নামক

গ্রামে। বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। কায়স্থের সন্তান। রোগ পচা ক্ষত। এমন যন্ত্রণা দেখা যায় না। হতভাগ্য সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা যাইতে পারিত না। সে সর্ব্বদাই যন্ত্রণা পাইত ও ভয়ানক চীৎকার করিত। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। সেখানে এখনও কোন প্রকার উপকার হয় নাই।

১০। কুসুম।—হতভাগিনীকে ফাঁকী দিয়া আড়কাটিরা কুলি করিয়া চালান দিয়াছিল। ইহার নিবাস মেদিনীপুর, বয়স ২৫।২৬ বৎসর। সেখানে জ্বরাতিসারে মরণাপন্ন হইলে সাহেব প্রভুরা অতিশয় কৃপা করিয়া কলিকাতায় ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। পথে বসিয়া হতভাগিনী কাঁপিতেছিল। দাসাশ্রমের সহৃদয় দুগ্ধওয়ালা ভূতনাথ ঘোষ পাল্‌কী করিয়া সেবালয়ে আনয়ন করে। কুলিডিপোর মহাপ্রভুরা যেন এই গোয়ালার পদধূলি গ্রহণ করেন। সেবালয়ে স্থানাভাব হওয়াতে ঐ রোগিণীকে যোগাড় করিয়া হাঁসপাতালে দিয়া আসা হয়। তথায় রোগিণী ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতেছে। ভরসা করা যায় শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে।

১১। মুক্তি।—নেপালী ব্রাহ্মণ কন্যা। বয়স ১০২ একশত দুই বৎসর। চক্ষুর শক্তি নাই। তবে এখনও চলিতে পারে। আহারটি বেশ আছে। ইহার স্মৃতিশক্তি এখনও বেশ বলবতী আছে। বহু বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাও অনায়াসে বর্ণন করিতে পারে। এই হতভাগিনীর স্বামী সৈন্য ছিল, কিন্তু এখন নিরুদ্দেশ। ইহার ১১টী পুত্র কন্যা, কিন্তু ইহার সংবাদ লইতে এখন আর কেহ নাই। যশোহরের একজন ভদ্রলোক ইহাকে আনিয়া সেবালয়ে দিয়া গিয়াছেন। এটি স্থায়ী ভাবেই সেবালয়ে থাকিবে।

১২। জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।—বয়স ১৮।১৯। নর্ম্মাল ইস্কুলে পড়ে। নিবাস রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মসিদপুর গ্রামে। বালকের পা দুখানি কুশো। এক দিবস অতিরিক্ত হাঁটার জন্য একখানি পা ফুলিয়া উঠে ও পাকিয়া যায়। পায়ের যন্ত্রণায় বালক কয়েক রাত্রি একেবারে ঘুমাইতে পারে নাই। নর্ম্মাল ইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় ইহাকে সেবালয়ে প্রেরণ করেন। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় ঐ পায়ের ফুলাটি কাটিয়া

দিয়াছেন ও প্রায় প্রত্যহ আসিয়া দেখিতেছেন। রোগার অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতেছে।

১৩। পার্ব্বতী (১)।—নিবাস গয়া, বয়স ৫৫ কি ৬০ বৎসর। রোগ একাঙ্গে পক্ষাঘাত। একেবারে দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। গয়ার ডাক্তার বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক এই হতভাগিনীকে বাবু শশীভূষণ বসু, এম,এ, মহাশয়ের সহিত সেবালয়ে প্রেরণ করেন। পথে এই উত্থানশক্তিহীনা বৃদ্ধাকে লইয়া শশীবাবু বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন। গাড়ী বদলের সময় যে কি কষ্ট পাইয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু তথাপিও মহা আনন্দের সহিত তিনি ইহাকে সচ্ছন্দে আনিয়া সেবালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সৎকর্ম্মের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। পার্ব্বতী এখন বেশ আছে। কিন্তু তাহার পক্ষে শৌচাদি বড়ই কষ্টকর। আমরা একটি গ্যাল্‌ভানিক্ ব্যাটারি কিনিবার চেষ্টায় আছি। সুবিধা হইলেই পার্ব্বতীর চিকিৎসার চেষ্টা হইবে। এটি চিরদিনের জন্য সেবালয়ের আশ্রয় লইয়াছে।

১৪। পার্ব্বতী (২)।—বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। নিবাস পাবনা। ইহার আর কেহ নাই। একেবারে অন্ধ ও বাতে উত্থানশক্তিরহিত। একটু ভাল অবস্থা থাকিতে আপনার কার্য্য আপনি করিত কিন্তু এখন আরও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। পাবনার ব্রাহ্মসমাজ হইতে এত দিন নানাপ্রকার যত্ন করা হইয়াছিল, ও সকল ব্যয়ভার বহন করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন একেবারে অপটু হওয়াতে, বিশেষ সেবার আবশ্যক হইল বলিয়া, তথাকার ব্রাহ্মসমাজস্থ বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে উৎসবের সময় সঙ্গে করিয়া আনয়ন করেন ও সেবালয়ে দিয়া যান। পার্ব্বতী এখন খায় দায় আর সুখে নিদ্রা যায়। কিন্তু একটি ভয়ে পার্ব্বতী মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া উঠে। মুক্তর পা কাটার পর হইতে ঐ হতভাগিনী ঈর্ষা-পরবশ হইয়া বলে, "তোরও পা কাটিয়া দিবে।" সেই দিন হইতে পার্ব্বতী মাঝে মাঝে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠে।

১৫। কুদি।—এই হতভাগিনী বালিকার আমরা প্রকৃত নাম অথবা প্রকৃত পরিচয় কিছুই দিতে পারিলাম না। ইহার যন্ত্রণা দেখিলে

পাষাণ বিগলিত হয়। বয়স বোধ হয় ১৪।১৫ বৎসর হইবে। মুখখানি ছাড়া আর সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাত। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, অথবা আপনার মনের ভাব কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না। এই অল্প বয়সে হতভাগিনীর সকল আশা ভরসা শেষ হইয়াছে। জগতে কে আছে, তাহাও জানিবার আশা নাই। ইহাকে খুলনার হাঁস্‌পাতাল হইতে একজন দাস সেবালয়ে আনয়ন করেন। ইহার আরোগ্য লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। চির-দিনের জন্য সে সেবালয়ের আশ্রয় লইয়াছে।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণী।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, কলিকাতা।—জ্বর ৯, উদরাময় ৫, হাঁপকাশ ১, চর্ম্মরোগ ৪, কর্ণরোগ ২, অম্ল ১, বাত ২, স্ত্রীরোগ ৩, প্রমেহ ১, ভগন্দর ১, কৃমি ১। মোট ৩০। স্ত্রীলোক ১২, পুরুষ ১৮। আরোগ্য ২৭, অনারোগ্য ১, চিকিৎসাধীন ২।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, জালালপুর।—শয্যামূত্র ১, দন্তরোগ ১, ক্ষত ১, জ্বর ৬, স্ত্রীরোগ ২, উদরাময় ১, কৃমি ১। মোট ১৩। পুরুষ ৫, স্ত্রী ৮। আরোগ্য ৯, ত্যাগ ২, চিকিৎসাধীন ২।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, শিবহাটী।—ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ ১, ব্রংকাইটিস্ ১, চক্ষুপ্রদাহ ২, কর্ণপ্রদাহ ১, অর্শ ১, আমাশয় ১, জ্বর ২, স্ত্রীরোগ ১, একজিমা ১, উপদংশ ১, প্লীহা ১, যকৃৎরোগ ১। মোট ১৪। পুরুষ ১০, স্ত্রীলোক ৪। আরোগ্য ১১, ত্যাগ ২, মৃত ১।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, নলধা।—এখানকার কার্য্য-বিবরণী সময় মত আসিয়া পৌঁছে নাই।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, নওগাঁ।—এখানকার কার্য্য-বিবরণ সময়মত আসিয়া পৌঁছে নাই। আমরা আশা করি, যাঁহাদিগের হস্তে চিকিৎসালয়ের ভার, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সময়মত কার্য্যবিবরণী পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, সূর্পানগর।—কাশি ১, বাত ১, আমাশয় ১, পেটফাঁপা ১, বুকবেদনা ১, পেটবেদনা ২, বমন ২, মাথা-ব্যথা ১, অন্যান্যরোগ ৫। মোট ১৫। আরোগ্য ১০, ত্যাগ ২, চিকিৎ-সাধীন ৩।

এইমাসে আর একটি চিকিৎসালয় প্রথম স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ এখনও কিছুই পাওয়া যায় নাই। আগামী বারে বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে। এবার আমড়াগুড়ি গ্রামে অত্যন্ত ওলাউঠা হওয়াতে তথাকার ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলি ঔষধ প্রেরণ করা যায়। চিকিৎ-সার ফল কিছুই জানা যায় নাই। নড়ালের নিকটস্থ হাটবাড়িয়া নামক স্থানে বাবু সুশীলচন্দ্র বসুর অনুরোধানুসারে সেখানে কতকগুলি ঔষধ প্রেরণ করা গিয়াছে। তিনি সেখানে একটি স্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। আগামী মাসে এবিষয় বিবেচিত হইবে। তাঁহার চিকিৎসার ফল তিনি প্রেরণ করিয়াছেন। জ্বর ৮, হাঁপকাশ ১, জলদোষ ১, বমি ২, পেটের অসুখ ১, চর্ম্মরোগ ৩। মোট ১৬। পুরুষ ১৩, স্ত্রী ৩। আরোগ্য ১২, চিকিৎসাধীন ৩, ত্যাগ ১।

দান প্রাপ্তি।

বাবু দীননাথ দত্ত সাদা কম্বল ১, মাছুর ১, বোম্বাই চাদর ১, বাটী ১। তরঙ্গতারিণী দাসী খুলনা, পিকদানি ১, চিরিম্চা ১, থালা ২, ঘটি ৩, বাটি ১, লেপ ১, বালাপোষ ১, জামা ২, চাদর ১, টুপি ১, লেপের ওয়াড় ১, কাপড় ১, সতরঞ্চি ১, চাদর ১। কোন একটি মহিলা কাপড় ১। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, প্রোব্ ১, কাঁচি ১, সন্না ১। একজন ভদ্রলোক কাপড় ৩। একটি হিতৈষিণী, র‍্যাপার ১। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত জ্যাকেট ১২, কামিজ ২। একজন বন্ধু, হারিকেন লণ্ঠন ১। একজন বন্ধু গরম কোট ১। এতদ্ভিন্ন বাবু গুরুচরণ মহলানবিস মহাশয়, মধ্যে মধ্যে যে সকল ঔষধাদি আবশ্যক হইয়াছে, প্রায়ই তাহা অকাতরে দান করিয়াছেন। কতকগুলি যুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি বাসাতে কতকগুলি হাঁড়ী পাতিয়াছেন। সপ্তাহান্তে প্রত্যেক রবিবারে ঐ সকল হাঁড়ী হইতে তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা দাসা-

শ্রমে দিয়া যান। ঐ তণ্ডুল এখন প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে ৩৫।৩৬ সের করিয়া হইতেছে। ভগবান্ ঐ সকল যুবকদের প্রাণে সদ্ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত করুন।

মিসেস্ বসু ১, বাক্সের দান ৭।৵০, একজন দাসাশ্রমের বন্ধু ১০, বাবু নলিনীভূষণ দত্ত।০, জনৈক ভদ্রলোক ১, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০, শশীভূষণ পাল, আমতা।৵০, একজন ভদ্রমহিলা ২, শ্রীমতী ক্ষান্তমোহিনী বসু, পৌষ পার্ব্বণ উপলক্ষে ১, বাবু চণ্ডীচরণ গুহ বরিশাল, কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ১, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১০, যোগীন্দ্রনাথ বসু দেওঘর, কুষ্ঠরোগীর পাথেয়াদির খরচ ৬॥০, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, পৌষমাসের চাঁদা ১, পুস্তক বিক্রয় ৩/১০, একজন গরিব ভদ্রলোক ১০, বাবু অনঙ্গলাল রায় শিবপুর ॥০, চন্দ্রমোহন সাহা খোলগাড়িয়া ॥০, বসন্তকুমার সাহা ঐ।০, পূর্ণ-চন্দ্র সাহা ঐ।০, হরমোহন ঘোষ ঐ।০, দীনবন্ধু মজুমদার ঐ ৵০, দুর্গাচরণ দাস খানখানাপুর।০, নীলকণ্ঠ দে ঐ।০, ক্ষীরোদচন্দ্র ঘটক ঐ ৵০, রজনীকান্ত চৌধুরী ঐ ৵০, বঙ্কবিহারী গুহ ঐ ৵০, শ্রীমতী প্রভাবতী দাস ঐ ৵০, দুটি বালিকা ঐ ৵১০, শ্রীমতী তরঙ্গতারিণী দাসী খুলনা মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ॥০, বাবু রাধাকৃষ্ণ মাইতি কাঁথী, পৌষ ও মাঘমাসের চাঁদা ২, শ্রীমতী হরিমতি দাসী ১, শ্রীমতী তরঙ্গতারিণী দাসী খুলনা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দান ১, বাবু দীননাথ গাঙ্গুলী ধারওয়ার ৩, সিটিকলেজ গৃহের সভায় দান সংগ্রহ ৪২৸৵১০, বাবু মহিতকৃষ্ণ ঘোষ বাহুড়িয়া ১, কোন বন্ধু ২, কোন বন্ধু ৳০, সিটী কলেজের সভার ব্যয়ের ফেরৎ ॥৵৫, বাবু হরনাথ ঘোষ করটিয়া মাঘমাসের চাঁদা ১, একটি হিতাকাঙ্ক্ষিণী ১, পাবনা ব্রাহ্মসমাজ ২, একজন বন্ধু বাসন খরিদের জন্য ১০৶০, শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ ১, শ্রীমতী ক্ষান্তমোহিনী বসু, কম্বলের জন্য ৮, পূর্ব্বের কর্জ্জশোধের জন্য দান সংগ্রহ ৪। মোট জমা ১৬০।৶১৫।

খরচ।

পথ্যাদি ৫৫॥৶১০, আদায়কারী ৫, মেথর ॥০, গাড়িভাড়া ২৵০, বিজ্ঞাপনের কাগজ ১, কুষ্ঠরোগীর ঔষধ ৩॥০, কুষ্ঠরোগীর পাথেয় ৩, মাস্তুল ॥০ টিন ও তুলা /৫, ভগিনী ডোরার ছবির কাগজ ৪।৵০, রাঁধুনী ৫, বাটিভাড়া ৩০, পিচকারী ২, নিক্তি ১, তুলা ৵০, আফিং /১০, দেনাশোধ ৪৳০, চাকর ৪।০, এনামেলপট্ট ৬।৶০ উৎসবের খরচ ১, রোগীর পাথেয় ॥৵১০, সিটিকলেজ

সভার খরচ ৫, রোগীর চূড়ী ৴১০, তুলা ৴০, আফিং ৴১০, দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহের ঔষধ ২৫৸৵০, দেনা শোধ ১৪ ।৵১০, ড্রেসিংয়ের জিনিসাদি ৩, রাঁধুনী ১, এনামেল বাসন ১০।১০, কম্বল ১০খানা ১৩। স্থায়ী ফণ্ডে গচ্ছিত রাখা যায়—১২১৷৷৴১০। মোট খরচ ৩২৫৷৷৫।

হস্তেস্থিত জমা ১৮০৷৷৴১০, দাসাশ্রমের দান জমা ১৬০।৶১৫, দাসীর জমা ১১৭৶১০, মোট জমা ৪৫৮।১৫।

মোট খরচ—দাসাশ্রমের খরচ ৩২৫৷৷৫।

দাসীর খরচ—১১৪।৶০, মোট খরচ—৪৩৯৸৶৫।

মোট জমা—৪৫৮।১৫, মোট খরচ ৪৩৯৸৶৫। হস্তেস্থিত ১৮।৴১০।

দাসাশ্রমের অভাব।

দাসাশ্রমের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহের প্রয়োজন। গতবারে অভাব প্রকাশের পর আমাদের আবশ্যকীয় অনেক দ্রব্য আমরা পাইয়াছি। আশা করি এবারেও যিনি যাহা পারেন, দান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হারিকেন লণ্ঠন, ওয়াললাম্প, কমোড, তক্তপাষ বা খাটিয়া, বস্ত্রাদি রাখিবার বাক্স বা আলমারি (বিশেষ আবশ্যক), কন্থা, লেপ, বস্ত্রাদি।

সেবা-সংবাদ।

দাসাশ্রমের সেবালয় আপাততঃ যে বাটীতে আছে, তাহার পাশেই একটি সুরকির কল ছিল। গত ২০শে মাঘ প্রাতঃকালে প্রায় আট ঘটিকার সময় হঠাৎ ঐ কলের বয়েলারটি (Boiler) বাষ্পাধিক্য বশতঃ ফাটিয়া গেল। ৫।৬টী কামান একত্রে গর্জ্জন করিলে যে প্রকার শব্দ হয়, বোধ হয় তদুপেক্ষাও একটি ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। দেখিতে দেখিতে পল্লীর যাবতীয় যুবা, বৃদ্ধ, বালক, বালিকা, নর নারী ভয়ে পাড়া ছাড়িয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকল ঠাণ্ডা হইল। আমরা দৌড়িয়া সেই কলের ময়দানের দিকে গমন করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। ২টি লোক মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন, আর ১০।১১টী

লোক যন্ত্রণায় মাঠের উপর ছট্‌ফট্ করিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। সকলেরই মুখে আঘাত লাগিয়াছে ও অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে। এই সময়ে শত শত লোক একত্রিত হইয়া ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ করিল। কিন্তু কেহই বিশেষ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। কিন্তু শতের মধ্যেও দু একজন হৃদয়বান্ পুরুষ আছেন বলিয়া, পৃথিবীতে এখনও সুখ আছে, এখনও শান্তি আছে। দেখিতে দেখিতে কয়েকজন ভগবানের সুসন্তান বীর পুরুষের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে লম্ফ দিয়া পড়িলেন ও প্রাণপণে আহতদিগের সহায়তা করিতে লাগিলেন। আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা আজ না বলিয়া থাকিতে পারি না। বাবু লালবিহারী কর নামক একজন যুবক যখন ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া গেল না, যখন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিল, তখন নিজে গরুর গাড়ী জুড়িয়া গাড়োয়ান হইয়া গাড়ী চালাইয়া আহতদিগকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এই কার্য্যে বাবু রাসবিহারী ঘোষ নামক আর একটি ভদ্রলোক তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন ও প্রাণপণে গাড়ী টানিয়া লইয়া আসেন। ভগবানের কৃপায় এই সময়ে পুলিসের সাহায্যে ঘোড়ার গাড়ী আগমন করে। তখন পুর্ব্বোক্ত লালবিহারী বাবু, বাবু হরিদাস পাল, বাবু রাসবিহারী ঘোষ এবং কয়েকজন দাসাশ্রমের দাস ও সহায় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আহতদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দেন ও কেহ কেহ হাঁসপাতাল পর্য্যন্ত সঙ্গে যান। এই সময়ে আর কয়েকজনের নাম আমরা না লিখিয়া থাকিতে পারি না। এটর্ণি বাবু সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় যে প্রকার উৎসাহের সহিত আহতদিগের বন্দোবস্তের প্রতি চেষ্টা করেন, তাহা প্রকৃতই আনন্দদায়ক। ভগবান্‌ই প্রকৃত সৎকর্ম্মের উৎসাহদাতা ও পুরস্কারদাতা। তিনি এই সকল মহাত্মাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, ও দিন দিন পরদুঃখে কাতর করুন। এই ভয়ানক ব্যাপারে ৫ জন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও ১১ জন হাঁসপাতালে চালান হয়। ইহাদিগের মধ্যে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হইয়াছে।

স্ত্রীজাতির দুঃখ-বিমোচন।

নৈতিক দুর্গতি।

আমাদের দেশে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক যে পাপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অনেকগুলি কারণ দেখা যায়। স্ত্রী ও পুরুষ-গণের পক্ষে পৃথক্ সামাজিক শাসন, তাহার মধ্যে একটি প্রধান কারণ। কোনও দুশ্চরিত্র পুরুষ কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করিল। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের কিম্বা কেবল এক পক্ষেরই দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু দণ্ড বিধানের সময় কি দেখা যায়? দুরাচার পুরুষকে লইয়া সমাজ বেশ আহার বিহার করিতে থাকেন। সে ব্যক্তি পতিত বলিয়া পরিগণিত হয় না। যদি সে অবিবাহিত থাকে, তাহা হইলে তাহার বিবাহেরও কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না। সে ব্যক্তি অনুতপ্ত হইয়া চরিত্র সংশোধন করিয়াছে বলিয়া যে এরূপ সচ্ছন্দে সমাজে বিচরণ করিতে পায়, তাহা নয়। সমাজ তাহার নিকট কোনও অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্তের আশা করেন না। সে ব্যক্তি অবাধে আজীবন বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের জীবন কলঙ্কিত করিতে থাকিলেও সমাজ তাহাকে কোন বিশেষ দণ্ড দেন না। অপর দিকে অপরাধিনী নারীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা কিরূপ দেখুন। সে হয়ত প্রতারিত হইয়াছে। সতীত্ব রত্ন হারাইবার পর হয়ত সে যথার্থ ই অনুতপ্ত হইয়া সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহার আর সমাজে ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই। উপায় থাকিলে দাসীবৃত্তি করিয়াও হয়ত সে সাধুভাবে জীবনযাপন করিত; কিন্তু গত্যন্তর রহিত হইয়া অনেক সময় তাহাকে অন্ন বস্ত্রের জন্যই বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। যদি অপরাধী পুরুষ অপরাধিনী নারীর সহিত সমভাবে দণ্ডিত হইত, তাহা হইলে অনেক দুর্বৃত্ত পুরুষ ভয়ে নিজ পাপ-বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে বিরত থাকিত। অপরদিকে, একবার যে সকল স্ত্রীলোকের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে, যদি তাহাদের চরিত্র সংশোধন, এবং সমাজে পুনর্গ্রহণের বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলে দেশ মধ্যে বেশ্যার সংখ্যা

এত বৃদ্ধি পাইত না। এসকল পুরাণ কথা; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত সমাজে ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য না হয়, ততদিন এই সকল পুরাণ কথা পুনঃপুনঃ বলা উচিত।

বেশ্যার সংখ্যা নানাদিক্ হইতে বৃদ্ধি পাইতেছে। অল্পবয়স্কা বিধবাগণ সংযতভাবে জীবনযাপন করিতে শিক্ষিতা না হওয়ায় বয়োদোষে অনেক সময় কুপথগামিনী হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত প্রেম পাইবে এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া পাপে ডুবিয়া মরে। বহুপত্নীক কুলীন পুরুষগণের পত্নীগণও কিয়ৎ পরিমাণে বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এতদ্ব্যতীত, অসচ্চরিত্রা নারীগণের জারজা কন্যাগণও পাপবৃত্তি অবলম্বন করে। এতদ্ভিন্ন অনেক অতি অল্পবয়স্কা বালিকা পিতা মাতা বা অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বেশ্যাগণের নিকট বিক্রীত হয়। কুলির আড়কাটির মত, বেশ্যাদেরও আড়কাটি আছে। ইতর শ্রেণীর অনেক নিঃস্ব পিতা মাতা এইরূপে কন্যা বিক্রয় করে। দুর্ভিক্ষের সময় এইরূপ বিক্রয় বিশেষভাবে চলে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের "বাঁকুড়া দর্পণ" বাঁকুড়া সহরে বর্ত্তমানে এইরূপ কন্যা বিক্রয় চলিতেছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। সুতরাং যে এইরূপ কন্যা বিক্রয় আরম্ভ হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এইরূপ কন্যা বিক্রয় অথবা ক্রয় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। কিন্তু এরূপ অপরাধ কেই বা ধরাইয়া দেয়, এবং কেই বা তাহার বিচার করে। পুলিস তো অপরাধী ধরিবে। কিন্তু পুলিসের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই চরিত্রদোষে এবং ঘুসের প্রভাবে বেশ্যাদের গোলাম। সুতরাং পুলিসের নিকট কোনও সাহায্যের প্রত্যাশা করা বৃথা। যাঁহাদের নিজের কন্যা এবং ভগিনী আছে, তাঁহারা জানেন, তাহাদের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিবে, এ কথা ভাবিলেও কি ভীষণ মনোবেদনা হয়। তাঁহারা যদি পাপের নিকট বিক্রীতা এই হতভাগিনী বালিকাদের উদ্ধারের উপায় না করেন, তাহা হইলে কে করিবে? এরূপ মহৎ কার্য্যে বিপদ্ আছে। কোন্ মহৎ কার্য্যেই বা নাই? বড় বড় সহরে বেশ্যাদের অধীনে অনেক পশু প্রকৃতি গুণ্ডা থাকে। পুলিসও তাহাদের সহায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কার্য্য করিতে

হইবে। যিনি কার্য্য করিবেন, ভগবান্ তাঁহার সহায় হইবেন। তিনি সহায় হইলে আর কিসের ভয়? কিন্তু এইরূপ বালিকাগণকে পাপের দুর্গ হইতে উদ্ধার করিলেই হইল না। তাহাদিগের শিক্ষার, ভরণপোষণের এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সাধুভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিতে হইবে। যাঁহার একার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা আছে, তিনি প্রথমে ক্ষুদ্র কোনও সহরে কার্য্য আরম্ভ করুন, পরে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তার লাভ করিবে।

আদালত সাহায্য করিলে অনায়াসে বেশ্যাগণের ক্রীত বালিকাগণের উদ্ধার সাধিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি প্রত্যেক বেশ্যাকে এইটী প্রমাণ করিতে বাধ্য করা হয় যে, তাহাদের গৃহে রক্ষিতা বালিকা তাহাদের নিজ গর্ভজাতা কন্যা, তাহা হইলে এই শ্রেণীর বালিকাগণের মহদুপকার সংসাধিত হয়। প্রমাণ করিতে না পারিলে, তাহাদিগের দণ্ড হওয়া উচিত। কারণ ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে তাহারা পাপবৃত্তি অবলম্বন করাইবার জন্যই বালিকাগণকে পালন করিতেছে। বাস্তবিক এরূপ একটি আইন হওয়া উচিত যে বেশ্যাগণ নিজ গর্ভজাতা কন্যা ব্যতীত অপর কোন বালিকাকে গৃহে রাখিতে পারিবে না; এবং নিজ গর্ভজাতা কন্যাগণের সম্বন্ধেও ইহা আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহাদিগকে পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত করা হইবে না, এবং তাহাদিগকে সাধু-ভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ করিবার জন্য কোন সদ্ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবেন। কোন উপযুক্ত সভা বা ব্যক্তি তাহাদের ভার লইতে চাহিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর ভার দিতে পারেন। ঠিক্ এইরূপ কারণে না হউক, ইংলণ্ডে পিতা মাতাকে অভিভাবকত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া অপরের হস্তে বালিকাগণের ভার দিবার নিয়ম আছে। Criminal Law Amendment Act এর দ্বাদশ ধারা এই:—

"12. Where on the trial of any offence under this act it is proved to the satisfaction of the court that the seduction or prostitution of a girl under the age of sixteen has been caused,

encouraged or favoured by her father, mother, guardian, master, or mistress, it shall be in the power of the court to divest such father, mother, guardian, master or mistress of all authority over her, and to appoint any person or persons willing to take charge of such girl to be her guardian until she has attained the age of twenty-one, or any age below this as the court may direct, and the High Court shall have the power from time to time to rescind or vary such order by the appointment of any other person or persons as such guardian, or in any other respect."

এই ধারাতে কোন পিতা মাতা বা অভিভাবক বা অভিভাবিকা কোন বালিকার সতীত্ব নাশের সহায়তা করিলে তাহাদিগকে অভিভাবকত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে বালিকার ২১ বৎসর বা আদালতের ইচ্ছামত অন্য কোন বয়স পর্য্যন্ত বালিকার অভিভাবক নিযুক্ত করার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সাধারণতঃ লোকের মনে যেন একটা ধারণা আছে যে বেশ্যা সম্প্রদায় চিরকালই থাকিবে; এবং বেশ্যার কন্যা বেশ্যা ব্যতীত আর কি হইবে? কিন্তু ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। ঈশ্বর আছেন। সুতরাং সতীত্ব জয়লাভ করিবেই করিবে। এবং আমাদের দেশের অনেক বেশ্যাকন্যা যে সাধু-ভাবে জীবনযাপন করিতেছেন এবং করিয়াছেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ দিতে পারা যায়। সুতরাং বেশ্যাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা বৃথা নয়। নারী মানবের মাতা, মানবের সহধর্ম্মিণী, ভোগ্যবস্তু নন, এই ভাব সমাজে প্রতি-ষ্ঠিত করিতে না পারিলে অবশ্য বেশ্যাবৃত্তি চলিতে থাকিবে। কিন্তু ঐ ভাব যখন ধর্ম্মমূলক, সত্যমূলক, তখন কেন আমরা নিরাশ হইব? যে চোর তাহার যেমন দণ্ড হওয়া উচিত, যে বেশ্যাগামী, ব্যভিচারী, তাহারও তদ্রূপ দণ্ড হওয়া উচিত। চোর যেমন সমাজস্থিতির মূলে কুঠারাঘাত করে, বেশ্যাগামীও তেমনই সমাজদ্রোহীর কার্য্য করে। সুতরাং সে ব্যক্তিও দণ্ডার্হ। স্কট্‌লণ্ডের গ্লাসগো নগরে গতবৎসর একটি আইন হইয়াছে,

যে কেহ বেশ্যাগৃহে গমন করিলে দণ্ডিত হইবে। সর্ব্বত্রই এইরূপ আইন হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ সামাজিক শাসন থাকা উচিত, যে লোকে যেন মনে করে যে বেশ্যাগামীর ছায়াও স্পর্শ করা উচিত নয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের পেলমেল গেজেটের তদানীন্তন সম্পাদক মহাত্মা ষ্টেড্ সাহেব, লণ্ডন সহরে কিরূপে দুর্বৃত্ত ধনবান্গণ অনেক বালিকার সতীত্ব নষ্ট করে, কিরূপে অনেক বালিকাকে গৃহস্থের বাড়ীতে কাজ দিবার ছলে বিদেশে বেশ্যাগণের নিকট বিক্রয়ের জন্য চালান দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে অনেক ভীষণ রহস্য উদ্ঘাটিত করেন। ইংরাজ সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঐ আন্দোলনের ফলস্বরূপ উক্ত বৎসর ১৪ই আগষ্ট Criminal Law Amendment Act নামক এক আইন পাস হয়। ঐ আইনে স্ত্রীলোকগণকে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য নানাবিধ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে বেশ্যাগৃহ উঠাইয়া দিবার জন্য নিম্নলিখিত ধারাটি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা Criminal Law Amendment Act এর ত্রয়োদশ ধারা।

"Any person who—

(1) Keeps or manages or acts or assists in the management of a brothel, or

(2) being the tenant, lessee, or occupier of any premises, knowingly permits such premises or any part thereof to be used as a brothel or for the purposes of habitual prostitution, or

(3) being the lessor or landlord of any premises, or the agent of such lessor or landlord, lets the same or any part thereof with the knowledge that such premises or some part thereof are or is to be used as a brothel, or is wilfully a party to the continued use of such premises or any part thereof as a, brothel,

Shall on summary conviction, &c. &c. be liable—

(1) to a penalty not exceeding twenty pounds, or in the discretion of the court to imprisonment," &c. &c.

ইহার ভাবার্থ এই যে যদি কোন গৃহে বেশ্যা থাকে, তবে ঐ গৃহের মালিক,

ঐ গৃহ যে ভাড়া লইয়াছে, বা ভাড়া দিয়াছে, কিম্বা যে বেশ্যাদলের ম্যানেজার, কিম্বা যে তাহাদিগকে পাপ করাইয়া উপার্জ্জিত অর্থ নিজে লয়, সে অর্থ দণ্ড দিতে বাধ্য হইবে, কিম্বা জেলে যাইবে। ইংলণ্ডে এই নিয়মানুসারে কতদূর কার্য্য হইতেছে, বলা যায় না। কিন্তু আমরা আমেরিকা মহাদেশের Philanthropist প্রভৃতি সম্বাদপত্রে দেখিয়াছি যে কানাডা প্রদেশে এবং যুক্ত রাজ্যের কোন কোন প্রদেশে এইরূপ একটি আইন অনুসারে দু একজন বাড়ীওয়ালা দণ্ড পাইয়াছে। এখন ভাবুন, যদি আমাদের দেশে এইরূপ একটি আইন হয়, তাহা হইলে অনেক ভদ্রনামধারী ব্যক্তিকে কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সে সুদিন কি শীঘ্র, সহজে, আসিবে? এই কলিকাতা সহরে, বেশ্যাদের নিজের বাড়ী আর কয়টা আছে? সমুদয় বেশ্যাগৃহই কোন না কোন "ভদ্র" বাড়ীওয়ালার সম্পত্তি। কি ঘৃণার কথা! জঘন্য পাপে হতভাগিনীগণ শরীর ও আত্মা কলুষিত করিতেছে; আর তাহাদের পাপার্জ্জিত অর্থে এই "ভদ্র" লোকেরা স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণ পোষণ করিতেছে! আমাদের বোধ হয়, এই কলিকাতা সহরের বেশ্যাগৃহ সকলের একটা তালিকা করিয়া, কোন্ বাড়ীটা কোন্ "ভদ্র" লোকের তাহা স্থির করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। তাহা হইলে ঐ সকল নীতি জ্ঞানশূন্য লোকদের নাম সহিত ঐ তালিকাটি সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কে কেমন লোক, সাধারণে বুঝিবার সুযোগ পান। একটি সম্পূর্ণ তালিকা না পাইলে, অন্ততঃ ক্রমে ক্রমে দু একটা নামও প্রকাশ করা যাইতে পারে। সে যাহাই হউক, আমাদের দেশে বেশ্যাগৃহ উঠাইয়া দিবার জন্য উল্লিখিত রূপ একটি আইন হওয়া একান্ত আবশ্যক। সাধারণে তজ্জন্য আন্দোলন করুন। পাপগৃহ সকল বিদ্যালয় এবং ধর্ম্মমন্দিরের চারিদিক ঘিরিতে আরম্ভ করিতেছে। ইহাদিগের সমূলে বিনাশসাধন ব্যতীত স্থায়ী কোন প্রতীকার হইবে না।

কলিকাতার কোন কোন রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখা যায় যে অতি অল্পবয়স্কা বালিকারাও পতিতা নারীর বেশে পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সম্মতির বয়স ১২ বৎসর। কিন্তু ইহাদের কাহারও কাহারও

বয়স তদপেক্ষাও কম বলিয়া মনে হয়। আর যদি দ্বাদশ বা তদধিকই হয়, তাহাতেই বা কি? অষ্টাদশবর্ষ বয়স্কা না হইলে নারী স্ব ইচ্ছায় বিবাহ করিতে পারে না, সামান্য একটা জিনিস হস্তান্তর করিতে পারে না; অথচ দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা হইলেই সে সতীত্ব বিক্রয় রূপ মহাপাপের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবে, ইহা কেমন কথা? আমরা অবশ্য বিবাহিতা বালিকাগণের কথা বলিতেছি না। তদ্বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্র ঘটিত অনেক বাদানুবাদ আছে। কিন্তু স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষ সম্বন্ধে নারীগণের সম্মতির বয়স অষ্টাদশ বর্ষ, এইরূপ আইন করাই যুক্তি সঙ্গত, এবং নারীগণকে নৈতিক বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্ততঃ ষোড়শবর্ষ নিশ্চয়ই করা উচিত। ইহাতে কোন জাতির কোন ধর্ম্মশাস্ত্র ঘটিত প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। সম্মতি আইন আন্দোলনের সময় কেহই এ প্রস্তাব করেন নাই। করিলে, আর কিছু না হউক, এ বিষয়ে জন সাধারণের মত গঠিত হইত। আমাদের প্রস্তাব মত আইন হইলে, এবং সেই আইন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধারণের বিশেষ চেষ্টা থাকিলে, কয়েক বৎসরের মধ্যে আর অতি কোমল বয়স্কা বালিকাগণকে পতিতা নারীর দলভুক্ত দেখিতে হয় না। দীনের সহায় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর এই শুভ দিন আনয়ন করুন। (ক্রমশঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের অনেক বন্ধু গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের একটি প্রার্থনা আছে। গ্রাহকবর্গের নাম পাঠাইবার সময় তাঁহারা যদি বার্ষিক মূল্য একটি করিয়া টাকাও আদায় করিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হই। নামের সঙ্গে টাকা পাঠাইতে না পারিলে একটু মনে রাখিয়া শীঘ্র আদায় করিয়া পাঠাইলে আমাদের বড় উপকার হয়।

যাঁহারা "দাসী"র জন্য লেখা পাঠান, তাঁহাদের নিকটও একটু কৃপা ভিক্ষা করি। অনেকেই কবিতা লিখিয়া পাঠান। "দাসী"তে কবিতা প্রকাশ করিবার স্থান অতি অল্প। লেখক লেখিকাগণ যদি কবিতার পরিবর্ত্তে গদ্যে সত্য সেবা-সংবাদ ইত্যাদি লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা অতিশয় বাধিত হই।

দাসী।

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। | ফাল্গুন, ১২৯৯। | ৯ম সংখ্যা।

জলকষ্ট ও মিউনিসিপালিটী।

গ্রীষ্মকাল আগত প্রায়। এই সময় বঙ্গভূমি রোগ ও মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠে বলিলেই হয়। অনেক দিন হইতেই বঙ্গগৃহ অন্নহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে চা'ল সাতসিকা দু'টাকায় পাওয়া যাইত এখন তাহা পাঁচ টাকায়ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতি জঘন্য মোটা চা'ল চারি টাকার কমে পাওয়া যায় না। ময়মনসিংহ, চব্বিশপরগণা, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় ইহারও দারুণ অভাব। অন্যান্য জেলায় এতদূর না হইলেও সাধারণ লোকদিগকে যে অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয় ইহা নিশ্চয়। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে এবং বেহার অঞ্চলে অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক মুড়ি, ফুটকড়াই, গাজর, ভুট্টা, ও নানাপ্রকার স্থলজ ও জলজ উদ্ভিজ্জ মূল পত্র ভক্ষণ করিয়া সমস্ত দিবস অতিবাহিত করে এবং রাত্রিতে কোনরূপে অন্নের সংস্থান করিয়া জীবন ধারণ করে। এই সকল অপুষ্টিকর কদর্য্য আহার এবং অল্পাহার বা অর্দ্ধাহারে মানবদেহ ভগ্ন, রুগ্ন ও অল্পেই জরাজীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে যাঁহাদের গৃহে অন্নের সংস্থান আছে, তাঁহারা একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন যে এইরূপ আহার করিয়া তাঁহারা কতদিন জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারেন!!

ইহার উপর যে সময় আসিতেছে, জলকষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এই সময় অধিকাংশ নদী, তড়াগ ও পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যায় এবং যে সকল জলাশয়ে জল থাকে তাহাও মলিন, দুর্গন্ধময় ও নানাপ্রকার কীটের আবাসস্থান হইয়া উঠে। ইহাতেই লোকের স্নান ও পানকার্য্য উভয়ই নির্ব্বাহিত হয় এবং ইহাই রজকদিগের বসন ধাবনেই ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ জলাভাবে বাধ্য হইয়াই লোকে এরূপ জল ব্যবহার করে ও উদরাময় বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। সকল স্থান হইতেই এই সময়ে জলাভাবে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, কিন্তু নিবারণের কোন উপায় হয় না।

এ সকল উৎপাত তিন প্রকার উপায়ে নিবারিত হইতে পারে। রাজার প্রজার দুঃখে আন্তরিক সমবেদনা, ধনী ও সম্পন্ন গৃহস্থদিগের লোক-হিতৈষণাজনিত প্রকৃত পুণ্যকামনা, এবং সাধারণ লোকদিগের সম্মিলিত চেষ্টা। যাহাতে প্রত্যক্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই, বণিকজাতি-সম্ভূত রাজা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থগণ সময়গুণে পূর্ব্বপুরুষ-দিগের বিচিত্র জনহিতৈষণা বিস্মৃত হইয়া নিজ নিজ সুখামোদের নূতন নূতন পথ উদ্ভাবনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন; এ সমস্ত চিন্তা করিবার অবসর পর্য্যন্তও তাঁহাদের নাই। আর সাধারণ লোকেও সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা কেমন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে হয়, আজিও তাহা শিক্ষা করে নাই। কেবল বারইয়ারি, পূজা, যাত্রা, গান প্রভৃতির সময়ে সমবেত চেষ্টার কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাও মস্তিষ্কশূন্য লোক-দিগের বিলাস বাসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া হৃদয়শূন্যতার নিদারুণ পরিচয় প্রদানে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং আর আশা কোথায়?

আজ প্রজা সাধারণের সাধারণ অভাব পূরণের জন্য মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আমাদিগকে হতাশ হইতে হইতেছে। তাঁহারা প্রজাদিগের জীবন-শোণিত শোষণ করিয়া যে রাস্তা প্রস্তুত করেন, তাহাতে বর্ষার কর্দ্দমের যাতনা ও অবর্ষার ধূলার অত্যাচার ব্যতীত আর সকলই নিবারিত হয়, যে আলোকের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে অন্ধকার ব্যতীত আর সকলই বিদূরিত হয় এবং যে জঙ্গল পরিষ্কার করেন তাহাতে আবর্জ্জনাই

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও ভবিষ্যৎ মড়কের জন্য মালমসলা সঞ্চিত হইতে থাকে। এই তিনটী কার্য্য ব্যতীত তাঁহাদের আর কি কোন কাজ আছে?

প্রায় সকল গ্রামেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি জলাশয় আছে, ইহাদের পুনঃ সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। ইহাদের অধিকাংশই হয়ত সম্পন্ন গৃহস্থ বা ভূস্বামীদিগের অধিকারভুক্ত। যদি ইহারা এই সকল জলাশয়ের পুনঃ সংস্কার করেন, তাহা হইলে গ্রামবাসীজনের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া কীর্ত্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ে অধিকারী হইতে পারেন। কিন্তু দেশে যেরূপ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, দেখিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে ইহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এ সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। সুতরাং গ্রাম নগরের মিউনিসিপালিটী অথবা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ব্যতীত এ কার্য্য সাধন করিতে পারে এমন আর কেহই নাই। ইহারা সচরাচর যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন সে সমস্ত ইচ্ছানুরূপ সুসম্পন্ন না হইলেও সে সমস্ত যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এ সকল কার্য্য অপেক্ষাও কি বিশুদ্ধ জল অধিকতর প্রয়োজনীয় নয়? বিশুদ্ধ বায়ুর পরে মানব জীবন রক্ষা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জলের যেমন প্রয়োজন এমন আর কি আছে? গ্রাম ও নগরের সাধারণ অভাব মোচন করিয়া লোকের স্বাস্থ্য সুখ ও সুবিধা বিধান করাই মিউনিসিপালিটী প্রভৃতির উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করিলে কি তাঁহাদের এ উদ্দেশ্য বিশেষরূপে সুসিদ্ধ হয় না? যদি তাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে নাগরিক ও গ্রামবাসি-গণ স্বাদু বিশুদ্ধ জল পান করিয়া অনেক প্রকার রোগের হস্ত হইতে পরি-ত্রাণ পাইতে পারে।

দুই উপায়ে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ অধিকারী গৃহস্থদিগকে বাধ্য করিয়া, ২য়তঃ তাঁহাদের অসাধ্য হইলে নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া। বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর কঠোর শাসনে অধিস্বামীদিগকে নিজ নিজ বাসভবন ও অন্যান্য সম্পত্তি সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে রক্ষা করিতে হয়; অসমর্থ হইলে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। এ দেশীয় মিউনিসিপালিটীরও অনুরূপ আইনের অভাব নাই। ইহারা একবার চক্ষুলজ্জা বা বাধ্যবাধকতা পরিত্যাগ করিয়া অধিস্বামীদিগকে অনুরোধ অথবা আইন প্রয়োগ দ্বারা নিজ

নিজ অধীনস্থ জলাশয় সংস্কারে বাধ্য করিতে পারেন। তাঁহারা অসমর্থ হইলে নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া সংস্কার পূর্ব্বক মৎস্য ছাড়িয়া দিয়া খরচা উঠাইয়া লইতে পারেন। তাহার পর অধিস্বামীদিগকে ফিরাইয়া দিলে বোধ হয় তাঁহাদের প্রতি অবিচার না হইতে পারে। সম্পূর্ণ নূতন পুষ্করিণী হইলে তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারেন।

লোকের জলকষ্ট নিবারিত হইলে দেশের যে একটী অতি প্রধান অভাব দূরীকৃত হয় ইহা কে না বুঝে? এই দুর্ভিক্ষের সময়ে দীন দুঃখী লোকেরাও উপার্জ্জনের সুবিধা পাইয়াও আপনাদিগের অন্নের সংস্থান করিয়া লইতে পারে।

আনন্দের সংবাদ।

দাসাশ্রম ও সেবালয়ের প্রতি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, সকল সম্প্রদায়েরই সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের যেরূপ সস্নেহ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহাতে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছি। ভগবান্ শুভ সঙ্কল্পের চির সহায়, তাহা আমরা অতি অল্পকালের মধ্যেই সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিলাম। ফরাসী দেশীয় ভগিনী সম্প্রদায়ের কলিকাতাস্থ আশ্রম দেখিলে কোন্ পাষণ্ড ভগবানের অপার কৃপা ও মানবকুলের স্বাভাবিক সহৃদয়তায় অবিশ্বাসী থাকিতে পারে! সর্ব্বপ্রকার সম্বলবিহীনা ১০।১২টী মহিলা দীনস্মরণ ভগবানকে সহায় জানিয়া ভিক্ষামাত্র অবলম্বন করিয়া রাজপ্রাসাদের ন্যায় অপূর্ব্ব অট্টালিকায় ৫০।৬০টী অনাথ আতুরকে দিব্য ভোগসুখে রাখিয়াছেন। কেহ আতুরদিগের মলমূত্রাদি প্রফুল্লবদনে পরিষ্কার করিতেছেন; কেহ রজকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আতুরদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া নিত্য পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছেন; কেহ পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আতুরদিগকে অতি যত্ন ও আদরে আহার করাইতেছেন; জগতীতলে এ অপেক্ষা আর কি স্বর্গীয় দৃশ্য হইতে পারে? এই বৃহৎ আতুর পরিবারের

এমন রাজভোগের অপরিমিত ব্যয় ভগবান্ কোথা হইতে সঙ্কুলান করেন! একমাত্র মানব হৃদয়ের কারুণ্যরসের মধ্য দিয়াই তিনি এই অসাধ্য সাধন করিতেছেন। তিনি এই কারুণ্যের মধ্য দিয়াই সেবিকা সাজিয়াছেন এবং এই কারুণ্যের মধ্য দিয়াই দাতা সাজিয়া আশ্রমকে প্রতিপালন করিতেছেন। ভগবান্, তুমি কত সাজেই লীলা করিতেছ!

আমরা যখন এই আশ্রমবাটিকা দেখিতে যাইতাম তখন আমাদের অবিশ্বাসী হৃদয় বলিত যে ইংরাজ জাতিই প্রকৃত দানশীল, এবং সেই জাতিগত দানশীলতায়ই ভগিনী সম্প্রদায়ের আশ্রম জীবিত রহিয়াছে। সর্ব্বময় হরি যে কেবল ইংরাজহৃদয়ে নয়, বাঙ্গালীহৃদয়েও লীলা করেন, এবং সেখানেও কারুণ্যরসের তরঙ্গ তুলেন, তাহা তখন আমরা ততটা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। পাষণ্ডদলন ঈশ্বর আমাদের অবিশ্বাস চূর্ণ করিবার জন্যই যেন সুসময় দেখিয়া দাসাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমরা প্রাণের গভীরতম স্থানে সুস্পষ্টরূপে তাঁহার মধুময় আদেশ শুনিতেছি যে, দাসাশ্রমের জন্য স্কন্ধে ঝুলি লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। দাঁতে কুটা করিয়াও যদি তাঁর আদেশে এইরূপ ভিক্ষা করিতে হয় তাহাতেও আমরা প্রস্তুত। কিন্তু সেরূপ ভিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগের স্বজাতীয় ভ্রাতৃবর্গের যেরূপ অকাতর অজস্র দানের ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় পাইতেছি তাহাতে আমাদের প্রাণে বড়ই লজ্জা ও বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের স্বজাতির সহৃদয়তা সম্বন্ধে আমরা যে পূর্ব্বে একদিনও সন্দেহ করিয়াছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এতাবৎকালের মধ্যে যিনি দাসাশ্রমে একটী পয়সাও দান করিয়াছেন, কি দাসাশ্রমের কল্যাণের জন্য একটী বারও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, কি প্রেমপূর্ণহৃদয়ে দাসাশ্রমে পদার্পণ করিয়া একটী রোগীকেও একটী মিষ্ট কথা বলিয়াছেন, তিনিই আমাদের ঐ পাপব্যথায় মর্ম্মাঘাত করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা তাঁহাদের সকলের পদতলে এই অবিশ্বাসী মস্তকগুলি বিলুণ্ঠিত করিয়া দিয়া কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। সকলে প্রসন্নবদনে অপরাধ ক্ষমা করুন। আমরা বিশ্বসেবক বিধাতার আদেশে আজ এই ক্ষমা চাহিতেছি। আমাদের অবিশ্বাস

চূর্ণ হইয়াছে, বাঙ্গালি হৃদয়েও ভগবান্ বিশ্বসেবার মহাভাব লইয়া নিত্যলীলা করিতেছেন, তাহা আমরা নিঃসন্দেহরূপে বুঝিয়াছি, আর অবিশ্বাসের মহাপাপকে হৃদয়ের কোণেও স্থান দিব না। সকলে এই অধমদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন।

কৃত অপরাধের ক্ষমালাভ করিয়া আশ্বস্তহৃদয়ে অদ্য আমাদিগের সহৃদয় স্বজাতীয়দিগকে কয়েকটী আনন্দের সমাচার দিতেছি। সেবালয়ের স্থায়ী অধিবাসী আতুরদিগের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিবার জন্য কিছু দিন হইতে আমরা সঙ্কল্প করিতেছিলাম। ইহাতে স্থায়ী আতুর ও সাময়িক রোগী সকলেরই সুবিধা হয়। কলিকাতার ন্যায় ব্যয়বহুল স্থানে অধিক সংখ্যক আতুরের স্থান ও ব্যয় সঙ্কুলন করিতে হইলে সাময়িক রোগীদিগের স্থানের ও সেবার অসুবিধা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তজ্জন্য আমরা ভাবিতেছিলাম যে দেওঘর কি তদনুরূপ কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে একটী আতুরাশ্রম প্রস্তুত করিতে পারিলে, তথায় ২০।২২টী আতুরের সুব্যবস্থা হইতে পারে, এবং অপরদিকে কলিকাতায় উপযুক্ত সংখ্যক সাময়িক নিরাশ্রয় রোগী রাখা যাইতে পারিবে। এই সঙ্কল্প করিয়া আমরা আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য ২০০০, দুই হাজার টাকা এষ্টিমেট করিতেছি, এমন সময়ে দাসাশ্রমের অনুরাগী একটী বন্ধু তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি লইয়া দাসাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আমরা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। যে দুই হাজার টাকা চাহিতেছিলাম, ভগবান্ তাহাই অচিরে মিলাইয়া দিলেন। সামাজিক পদমর্য্যাদায় আমরা অতি নগণ্য; কেবল বিশ্বসেবক ভগবানের অলঙ্ঘ্য আজ্ঞাতে অতি যৎসামান্যরূপে তাঁহার নিরাশ্রয় আতুর সন্তানদিগের সেবা করিতে যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেছি। ইহাতেই কি আমরা এত বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠিলাম যে, এক ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচ চিত্তে আমাদের হস্তে এত অর্থ দিয়া গেলেন! ভগবান্, তুমিই জান আমরা তোমার কতদূর অনুপযুক্ত হীন সন্তান। তুমিই যদি আমাদের এত হীনতা সত্ত্বেও এত কৃপা করিতেছ, এত বিশ্বাস করিতেছ, তবে আমরা কি তোমার অবিশ্বাসী সন্তান আর থাকিতে পারি? তুমিই আমাদিগকে লোকের বিশ্বাস পাত্র

করিতেছ, আমরা যাহাতে এই বিশ্বাসের উপযুক্ত হইতে পারি, তদনুরূপ শক্তি ও সাহস তুমিই বিধান কর। যে দিন আমরা এই দান লাভ করিলাম, সেই দিন সন্ধ্যার সময় সেই বহুমূল্য বস্ত্রাদি সম্মুখে রাখিয়া গলদশ্রুলোচনে ভগবচ্চরণে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপন করিলাম। দাতার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার নাম প্রকাশ করিলাম না।

দ্বিতীয় সংবাদ এই যে, রোগী ও আতুরদিগের স্থানাভাব হেতু পূর্ব্বতন গৃহ হইতে বর্ত্তমান বৃহৎ ও সুন্দর অট্টালিকাতে সেবালয় স্থানান্তরিত হইয়াছে। কোন আতুর বা রোগী আসিলে তাহাকে নিরাশ করিয়া বিদায় না দিয়া কোন গতিকে সেবালয়ে গ্রহণ করিবার জন্যই আমাদের প্রধান চেষ্টা হয়। এ জন্য অনেকদিন এরূপ ঘটিয়াছে যে, আমাদিগের নিজের শয়নাগারও রোগী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমরা দুঃখিত না হইয়া বরং ভগবানকে ধন্যবাদই দিয়াছি। কিন্তু যখন দেখিলাম যে, স্থানাভাবে রোগীদিগেরও কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, কাহাকে কাহাকে কখন কখন খাট, শয্যা প্রভৃতির অভাবে ঘরের মেজেতেও শুইতে হইল; তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন আর অর্থের অনাটন ভাবিবার অবসর রহিল না। রোগীদিগের সুন্দর সমাবেশ হইবে এরূপ এক বৃহৎ বাড়ী মনোনীত হইল। মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা ভাড়ার স্থলে মাসিক ৭০৲ সত্তর টাকা গণিতে হইবে, ইহা কি তখন ভাবিবার সময়? গত ১লা মার্চ্চ তারিখে সর্ব্বসিদ্ধিদাতার প্রসাদে আমরা নূতন মনোরম বাটীতে আসিয়াছি। আসিলাম বটে, কিন্তু রোগী ও আতুরদিগকে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করাইতে না পারিলে আর মনের সুখ হয় না। একটী ভাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার জন্য বাহির হইলেন। দুই তিন দিনে নগদ ও স্বাক্ষরিত দানে প্রায় ৮০।৯০৲ আশি নব্বই টাকা সংগৃহীত হইল। তদুপরি প্রায় দেড় শত টাকা ব্যয় করিয়া দশখানি খাট, দশটী গদী, দশটী মশারী, অয়েলক্লথ, বিছানার চাদর, প্রত্যেক ঘরের জন্য হিঙ্কসের উৎকৃষ্ট আলোক, বেড্প্যান প্রভৃতি রোগীদিগের আরামের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আনীত হইল। নূতন গৃহে নূতন আরামময় শয্যায় শয়ন করিয়া পক্ষাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ পঙ্গু কুদি, বাতরোগে নিত্য যন্ত্রণাগ্রস্ত কৈলাস, শতাধিক বর্ষ বয়স্কা

অন্ধ মুক্তি, যখন প্রফুল্লবদনে সহৃদয় দর্শকবৃন্দকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে, তখন সে চিত্রের মূল্য কি এক শত না এক লক্ষ টাকা? সে চিত্রের মূল্য নাই।

তৃতীয় সংবাদ এই যে, হাইকোর্টের সুযোগ্য হৃদয়বান্, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সেবালয়ের কার্য্য দেখিয়া দয়ার্দ্রহৃদয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গতবারে "দাসী"তে একটী অনুরোধ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে "দাসী"র প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ দুই জন অতিরিক্ত গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিলে সেবালয়ের কার্য্য তখনকার অবস্থায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিবে। আনন্দমোহন বাবুর অনুরোধ পত্র প্রকাশিত হইবার পর হইতে আমরা প্রতিদিন ৪।৫টী নূতন গ্রাহক পাইতেছি। যদিও অর্থ সমাগমের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সেবালয়ের কার্য্য দিন দিন বিস্তৃত করিয়া ফেলিতেছি, তথাপি আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত অবশ্যই স্বীকার করিব যে, "দাসী"র পাঠকবৃন্দ আনন্দমোহন বাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতে সহৃদয়তার পরিচয় দিতেছেন।

চতুর্থ সংবাদ এই যে, সেবালয় প্রতিষ্ঠা অবধি সেবকের জন্য আমরা ভগবানের নিকট কাঁদিতেছিলাম। ভগবান্ আমাদের ক্রন্দন শ্রবণ করিয়াছেন। একটী যুবক সস্ত্রীক ও একটি বিধবা সেবা ব্রত গ্রহণেচ্ছু হইয়া প্রায় মাসাবধি সেবালয়ের রোগী ও আতুরদিগের সেবা করিতেছেন। ভগবান্ ইহাঁদিগকে সেবাব্রতের মধুরতা ও আরাম উপলব্ধি করিতে সমর্থ করুন। দাসাশ্রমের বন্ধুগণ ইহাঁদিগকে সানন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ করুন।

নূতন বাটীতে উঠিয়া আসায় দাসাশ্রমকে ৭০ টাকা বাড়ী ভাড়া দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন সমুদয় গৃহ ও শয্যাদি পরিষ্কার রাখিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন; শয্যাদি ক্রয় করিতেও অনেক ব্যয় হইয়াছে। আশা করি এই সকল কথা মনে রাখিয়া দাসাশ্রমের বন্ধুগণ বিশেষ ভাবে অর্থ সাহায্য করিবেন।

সেবা-সংবাদ।

"হিতবাদী" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সেবাসংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে,—

"এক জন রুগ্ন ও চলৎশক্তিহীন মুসলমান স্বজন-পরিত্যক্ত হইয়া গঙ্গা-তীরে অতি শোচনীয় অবস্থায় আজ ১৭ই ফেব্রুয়ারি দুই দিবস হইতে পতিত ছিল। শুনিলাম, হতভাগ্যের নিবাস মেহেরপুরের নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রাম। তাহার কোন নির্দ্দয় ও অকৃতজ্ঞ আত্মীয় তাহাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এক ছিন্ন কন্থামাত্র তাহার সম্বল। সেই দুর্গন্ধময় কন্থায় শরীর আবৃত করিয়া হতভাগ্য দুই দিবস কোনরূপে শীতবাত ও শ্মশান-বাসী নরমাংসলোলুপ শৃগাল কুক্কুরের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। স্নানার্থী কোন ব্যক্তিকে নিকটে দেখিলেই অতি করুণভাবে তাহার নিকট খাদ্য ভিক্ষা করিত। সেই জনশূন্য স্থানে বিদেশী বিপন্ন ব্যক্তির কে সংবাদ লয়? জগতের যাঁরা Ministering angels, যাঁহাদের স্নেহধারা নানা আকারে অবিরল বর্ষিত হইয়া এই নিষ্ঠুর পুরুষ জাতিকে পালিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, সেই দয়াবতী স্নেহশালিনী নারীগণই প্রথমে সেই অনাথ দরিদ্রের মুখে খাদ্য সামগ্রী তুলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের দয়াতেই সেই শ্মশানতুল্য ভীষণ স্থানে হতভাগ্য জীবিত থাকিতে পারিয়াছিল। দুই একটী দয়াময়ী স্ত্রীলোকের মুখে আমরা সেই দুঃস্থ ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনিলাম। কিন্তু কি উপায়ে কোথায় তাহাকে লইয়া আসিব, স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময়ে কৃপাময় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কৃপার নিদর্শন স্বরূপ এবং তাঁহারই প্রত্যাদেশ স্বরূপ আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র লাভ করিলাম। পত্র পাঠ করিয়া হৃদয়ের বেগ দুর্দ্দমনীয় হইল। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে আর অধিকক্ষণ লাগিল না। ভগবানের ইচ্ছায় স্ত্রীরূপিণী অপর এক দেবীমূর্ত্তির সকরুণ উপদেশ বাক্যে প্রণোদিত হইয়া এক জন হৃদয়বান ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্বেই হতভাগ্যের উদ্ধার সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। আমরা এক যোগে আহ্লাদ ও উৎসাহ সহকারে একখানি গোযান লইয়া সায়ংকালে সেই বিপন্ন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলাম তখন সেই নিরাশ্রয় পথিক স্বীয় উদ্ধারের চেষ্টা দেখিয়া যে ভক্তি ও

কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক স্বরে সর্ব্বলোক-পালক অনাথবন্ধু পরমেশ্বরকে ডাকিল, তাহা শুনিয়া আমরা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সে স্বর কখন ভুলিবার নয়! তাহা যেন এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। ক্রমে সেই উত্থানশক্তি হীন দুর্ব্বল রোগী লোকালয়ে নীত হইল। এই সময়ে হারাণ নামক শকটচালকের আমরা বড়ই সাধুবাদ করিয়াছিলাম। সেই মলমূত্র পূরিত বস্ত্রাচ্ছাদিত জীবিত শবকে শকটে লইতে হারাণ কোনরূপেই আপত্তি করিল না। পরন্তু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বয়ং স্বীয় যানে উত্তোলন করিল। লোকালয়ে আসিয়া সেই বিপন্ন ব্যক্তির উপর সকলের স্নেহ মমতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তারণ নামে এক সাধু হৃদয় মুসলমান তাহাকে মলমূত্রময় দুর্গন্ধ বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া, পরিষ্কার বস্ত্র দান করিল। পাঁচু নামে অপর এক ব্যক্তি স্বীয় গাত্র হইতে পিরাণ উন্মোচন করিয়া দরিদ্রকে পরাইয়া দিল। একটী দয়াবতী স্ত্রী দুগ্ধ ও অন্ন লইয়া কতই স্নেহের সহিত সেই আতুরকে ভোজন করাইল। তখনকার সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। তখন যেন মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের ছায়া দেখিলাম। আহা! কি দৃশ্যই দেখিলাম—দেখিয়া যে চক্ষু জুড়াইয়া গেল; এমন সুন্দর চিত্র ত কখন দেখি নাই। আজ জীবন সার্থক হইল। এই স্বর্গীয়দৃশ্য আমরণকাল হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবে। এ চিত্র ত প্রাণ ছাড়িতে চাহে না। ভগবন্! এ হতভাগ্যদের অদৃষ্টে এমন সুপ্রভাত ত প্রতিদিন ঘটে না! বস্তুতঃ মুসলমান ভ্রাতৃগণের সকরুণ ব্যবহার দেখিয়া আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমাদের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে এক জন সাধুহৃদয় ব্যক্তি ভাবোচ্ছ্বাসে বলিতে লাগিলেন—"ভগবন্! লোকে কেন আমাদের ভদ্র বলে। ভাই সকল, আমি ত দেখিতেছি, তোমরাই প্রকৃত ভদ্র।" আমাদের অকিঞ্চিৎকর জীবন ধন্য হইল, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। পর দিবস প্রাতে পরম দয়ালু ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সাহা L. M. S. মহোদয় স্বয়ং রোগীর সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া তাহার হৃদ্‌রোগ নির্ণয় করিলেন। এবং উহাকে স্বগৃহে পাঠাইবার উপদেশ দিলেন; সুতরাং তদনুরূপ আয়োজন হইয়াছে।"

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্য বিবরণ।

বিশেষ আনন্দের বিষয় দাসাশ্রমের অভাব নানা প্রকার থাকিলেও দাসাশ্রম দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা অভাবের কথা জানাইতে না জানাইতে আমাদের অভাব মোচনের জন্য স্বদেশবাসী দানশীল মহোদয়গণ সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন। ইহার জন্য সর্ব্বপ্রথমে সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি, ও তৎপরে স্বদেশবাসিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করি। আমাদের কার্য্য করিবার লোকেরও অভাব এক এক করিয়া দূর হইতেছে। দাসীর গ্রাহক সংখ্যা এখন ১৮৮৫। বাবু আনন্দমোহন বসু ব্যারিষ্টার মহোদয়ের অনুরোধানুসারে অনেকেই গ্রাহক করিয়া পাঠাইতেছেন। ভরসা করি অবশিষ্ট সকলেই শীঘ্র শীঘ্র গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া অথবা দুটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

সেবালয়।—ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টি রোগী ও অনাথ বালক এখানে আশ্রয় পাইয়াছে। উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বাতুল্লা।—ইদানীং বাদলের বড় খারাপ অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল। সুবিধা পাইলেই ভিক্ষা করিত। কাহারও নিষেধ মানিত না। আমাদিগের এক জন মুসলমান বন্ধু একদিন আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন। বাদল তাঁহাকে ধরিয়া বসিল। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে সমস্ত রোগীদিগকে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ খাদ্যাদি দ্বারা তৃপ্ত করিলেন। কিন্তু বাদলের আর কিছুতেই সন্তোষ নাই। অবশেষে বাদল একদিন ভিক্ষা করিতে গেল। সন্ধ্যা হইল, বাদল ফিরিল না। দাসগণ চারিদিকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। তৎপরদিবস পুলিসে জিজ্ঞাসা করা গেল। সেখানে বলিল ভিখারী ভিক্ষা করিতে করিতে কোথায় গিয়াছে তার কি করিবে। অবশেষে তিন দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাকে পুলিসে ধরিয়া শিয়ালদহ হাঁসপাতালে চালান দিয়াছে। বাদলের অভাবে আশ্রমস্থ সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

২। উমাচরণ।—হাঁসপাতালে স্থান যোগাড় করিয়া পাঠান হইয়াছে। সেখানে পায়ের হাড় কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। এখনও বিশেষ কোন উপকার হয় নাই।

৩। রহিম।—বালক পূর্ব্ববৎ বেশ কাজ কর্ম্ম করিতেছে। ইতিমধ্যে তাহাকে পড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু পুস্তক হাতে করিলেই তাহার চক্ষে জল আসে। নূতন প্রকাশিত সচিত্র বর্ণপরিচয় একখানা দেওয়া গেল। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া তাহার ছবিগুলি দেখিল, আর যেই ক, খ, পড়াইবার উপক্রম করা গেল অমনই তাহার ক্রন্দনের শেষ নাই। এ এক মন্দ বিপদ নহে।

৪। মুক্তা।—ক্রমে ক্রমে মুক্তা দুর্ব্বল হইতে লাগিল। বিষম কৃমি-বিকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে এক জন দাসী তাহাকে হরিনাম শুনাইত। সে যেন তাহাতে কতই শান্তি পাইত। "মা আরও বল, মা আরও বল" বলিয়া সে কতই ব্যস্ত হইত। একদিন মুক্তা বলিল "মা আমি মরিলে আমাকে কি করিবে?" দাসী—"তোমাকে দিব্য করিয়া ফুলের মালা দিয়া সাজাইয়া দিব।" মুক্তা "আর আমাকে মেথর দিয়ে ফেলিও না।" দাসী—"না তাহা ফেলাইব না।" তাহার পরদিবস প্রাতঃ-কালে মুক্তা আর নাই। হতভাগিনী কত কষ্ট পাইয়া এখানে আসিয়াছিল। সে এখানে "মা" বলিয়া শান্তি লাভ করিত, "বাবা" বলিয়া গলিয়া পড়িত। মুক্তা কচি মেয়ের মত কখনও রাগ করিত, কখনও অভিমান করিত, কখনও গহনা চাহিত, কখনও চুড়ি পরিত। আজ তাহার অভাবে আশ্রম অন্ধ-কার হইল। আমরা বৈষ্ণব আনাইয়া মুক্তাকে ফুলের মালা ও গোলাপ ফুলে মনের মত করিয়া সাজাইয়া অশ্রুবিন্দুর সহিত তাহার আত্মার কল্যা-ণার্থ প্রার্থনা করিয়া ইহজন্মের জন্য বিদায় দিলাম।

৫। মুক্তি।—(ওরফে দেবীসুরা) মুক্তার মৃত্যু হওয়াতে এখন মুক্তি বলে, আমার নাম হবে দেবীসুরা। সুতরাং ঐ নামই এখন অবধি চলিবে। ১০২ বৎসর বয়সে মুক্তির নামকরণ হইল দেবীসুরা। দেবীর মেজাজ বড়ই গরম। অল্পক্রটি হইলেই ভয়ানক চটে। পূর্ব্বে ভাল অবস্থা ছিল বলিয়া এখন মেজাজটি কিন্তু সেই প্রকারই আছে।

৬। জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।—ইহার পায়ের ঘা প্রায় আরাম হইয়াছে। কিন্তু চলিবার উপযুক্ত হইতে আরও বিলম্ব আছে।

৭। পার্ব্বতী।—(১) ইহার শরীর বেশ মোটাসোটা হইতেছে। পীড়া আরোগ্যের আশা অল্প; তবে চিরকাল এখানে থাকিবে।

৮। পার্ব্বতী।—(২) (ওরফে পদ্মমুখী) দুই পার্ব্বতীতে গোলমাল হয় বলিয়া পাবনার পার্ব্বতী একদিন তাহার শ্বাশুড়ীর কাছে প্রস্তাব করিল "আমি আজ হইতে পদ্মমুখী হইব।" তদবধি পার্ব্বতী পদ্মমুখী হইয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণও আজ অবধি তাহাকে পদ্মমুখী বলিয়া ডাকিবেন। বলা বাহুল্য এক জন দাসী তাহার শ্বাশুড়ী হইয়াছেন। হতভাগিনী সকল অভাব এমনি করিয়া মিটাইতেছে। কখনও বউ হইয়া ঘোম্‌টা দিয়া সকলকে প্রণাম করে, কখনও বা শ্বাশুড়ীর গলা জড়াইয়া শুইয়া থাকে। আবার কখনও বা শ্বাশুড়ীর সেবা করে। ভগবান্‌ ইহাদিগকে এই অবস্থাতেই সুখে রাখুন।

৯। কুদি।—পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া কষ্টভোগ করিতেছে। ইহার যন্ত্রণার অবধি নাই। ইহাকে কোন প্রকারে আমরা সুখী করিতে পারিব না। এই ত জীবনের আরম্ভ। হায়! হতভাগিনী কি চিরকালই এই যন্ত্রণা ভোগ করিবে?

১০। অমৃতলাল সাহা।—বয়স প্রায় ৫০। রোগ শোথ, অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ইহার বৃদ্ধা জননী এখন বাঁচিয়া আছে। পুত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। সেবালয়ে আগমনের পর সকলেই তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা দিলেন বলিয়া তাহার পাড়ার লোক আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

১১। শরৎচন্দ্র দত্ত।—পুরাতন জ্বর ও প্লীহা। বয়স ২৫।২৬। হাঁস-পাতালে থাকিয়া অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সেখান হইতে বিদায় করিয়া দেওয়াতে বিপদে পড়ে ও ডাক্তার জে, এন, মিত্রের পরামর্শানু-সারে দাসাশ্রমে আগমন করে। ডাক্তারগণ ইহাকে রাখিয়া বৃথা খরচ পত্রের আবশ্যক নাই বলাতে উহাকে কয়েক দিন রাখিয়া পাথেয় সংগ্রহ করিতে বলা হয়। তদনুসারে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। দাসাশ্রম হইতেও কিছু পাথেয় সাহায্য করা হয়।

১২। রাধামণি বৈষ্ণবী।—কাণে ও মুখে পচা ঘা। অবস্থা অতি শোচনীয়। নিবাস নিলফামারী। তথাকার বাবু বিশ্বেশ্বর সেন যত্ন করিয়া নিজে ইহাকে আনিয়া সেবালয়ে দিয়া যান। ডাক্তারগণ বলেন জীবনের কোনও আশা নাই। অবশেষে তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। একজন দাস সর্ব্বদা গিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করেন ও তাহার যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হয় দিয়া আসেন।

১৩। ইন্দ্রনাথ সাহা।—বয়স আন্দাজ ১৬৷১৭। রোগ পক্ষাঘাত। মাণিকদহের জমিদার বাবু বিপিনবিহারী রায় এই অসহায় বালককে নিজে সঙ্গে করিয়া আনিয়া সেবালয়ে দিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহার ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়াছেন। বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ইহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঔষধ চলিতেছে। বিশেষ কোনও উপকার হয় নাই।

১৪। কৈলাশচন্দ্র।—বয়স ১৩৷১৪। রোগ বাত। এই অসহায় বালককে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু শ্রীনাথ দাস মহাশয় প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার নিবাস মেদিনীপুর জেলায়। ইহার আর কেহই নাই। বালকটি বড়ই কষ্ট পাইতেছে। ইহার রোগ যন্ত্রণা দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা কষ্টসাধ্য। এক্ষণে ডাক্তার নীলরতন সরকারের পরামর্শানুসারে চিকিৎসা হইতেছে।

দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির মাসিক কার্য্যবিবরণী।

১। দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, কলিকাতা।—পার্শ্ববেদনা ১, কাশি ১, চর্ম্মরোগ ৪, কণ্ঠরোগ ৪, জ্বর ৪, স্ত্রীরোগ ১, অন্যান্য ২। মোট ১৭। স্ত্রী ৯, পুরুষ ৮। আরোগ্য ১৪, ত্যাগ ৩।

২। দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, জালালপুর।—যাঁহার অধীনে ছিল তিনি কার্য্যবশতঃ অনুপস্থিত থাকাতে এখানে বিশেষ কোনও কার্য্য হয় নাই।

৩। দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, শিবহাটী।—আমাশয়

৪, জ্বর ৮, একজিমা ২, মেহ ১, যকৃতপ্রদাহ ২, হৃৎপিণ্ডরোগ ১, ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ ২, কাশি ২। মোট ২২। পুরুষ ১৭, স্ত্রী ৫। আরোগ্য ১৯, ত্যাগ ১, চিকিৎসাধীন ২।

৪। দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, নলধা।—কাশি ৩, ওলাউঠা ১, বাত ১, জ্বর ৫, উদরী ১, সর্দ্দি ১, পেটের অসুখ ১। মোট ১৩, স্ত্রী ২, পুরুষ ১১। আরোগ্য ৭, ত্যাগ ১, চিকিৎসাধীন ৪, মৃত্যু ১।

৫। দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, নওগাঁ।—জানুয়ারি। জ্বর ৮, আমাশয় ৩, স্ত্রীরোগ ১, কলেরা ২, কাশি ৩, চর্ম্মরোগ ১। মোট ১৮। স্ত্রী ৩, পুরুষ ১৫। আরোগ্য ৯, ত্যাগ ৪, মৃত ১, চিকিৎসাধীন ৪।

ফেব্রুয়ারী। জ্বর ২, পেটের পীড়া ৪, প্লীহা ২, কাশি ১। মোট ৯।

৬। দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, সূর্য্যনগর।—নাকেঘা ১, জ্বর ১, পেটের অসুখ ৩। অন্যান্য ১। মোট ৬। সকলেই পুরুষ। আরোগ্য ৫, ত্যাগ ১।

৭। দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, কোঁড়ামারা।—এই গ্রামখানি খুলনা জেলাস্থ রংদিয়া পোষ্টাফিসের অন্তর্গত। চতুর্দ্দিকে অনেক গরিব লোকের বাস। বাবু হরিনাথ ঘোষ ও বাবু স্ফটিকচন্দ্র ঘোষ এই চিকিৎসালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। জ্বর ২০, উদরাময় ১১। মোট ৩১। পুরুষ ১৮, স্ত্রীলোক ১৩। আরোগ্য ২২, ত্যাগ ৯।

৮। দাসাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়, হাটবেড়িয়া।—এই গ্রাম নড়ালের নিকট। চতুর্দ্দিকে অনেক দরিদ্র কৃষকের বাস। নিকটে নড়াল হইলেও এখানে অনেক দরিদ্রলোক বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পায়। এখানকার বাবু বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য ও বাবু সুশীলচন্দ্র বসু বিশেষ যত্নসহকারে রোগীদিগকে ঔষধাদি দিতেছেন। আবশ্যক মত ইঁহারা রোগীদের বাড়ী বাড়ী গিয়াও রোগী দেখেন ও সেবা করেন। জ্বর ৩, আঘাত ১। মোট ৪। সকলেই পুরুষ। আরোগ্য ২, চিকিৎসাধীন ২।

এতদ্ভিন্ন শান্তি সম্প্রদায়কে কতকগুলি ঔষধ দেওয়া গিয়াছে। তাঁহারা ঐ ঔষধের সাহায্যে নানা স্থানে কার্য্য করিতেছেন।

দান প্রাপ্তি।

বাবু শরৎচন্দ্র চৌধুরী চুঁচুড়া, বোম্বাই চাদর ১ জোড়া। মিসেস্ গাঙ্গুলী বেডপ্যান ১, থালা ২, গ্লাস ১, ঘটি ১। দাসাশ্রমের কোনও হিতাকাঙ্ক্ষিণী কর্ত্তৃক সংগৃহীত, ইজের ৩, সাদা কোট ২, কালা কোট ২, গরম কোট ১, পিরান ২, কামিজ ২, কাপড় ২, র‍্যাপার ২। ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডিংএর ছাত্রী—মেরুনা চাদর ১। দাসাশ্রমের কোনও একজন বন্ধু, ঘটী ৬। দাসাশ্রমের কোন বন্ধু কর্ত্তৃক সংগৃহীত, জামিয়ার ১, সালের চোগা ১, গরদের চাপকন ১, র‍্যাপার ১, উলের জামা ১, পিরান ৪, কম্ফর্টর ১, কাপড় বাঁধা ১, কোট ১, পাজামা ১, কাপড় ৭। ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, নূতন বস্ত্র ৩। বাবু রাজচন্দ্র দাস, নূতন ষ্টকিং ১। গঙ্গানাথ শর্ম্মার স্মরণার্থ রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত, ক্যাম্‌বিস্ ব্যাগ্ ১, তালা ২, দেশলাই ১, কলিকা ২, বাটি ১, সাবান ২, ষ্টকিং ১, নাইট ক্যাপ ১, কম্ফরটর ১, রুমাল ১, গামছা ১, সতরঞ্চি ১, কোট ১, পিরান ১, গরম কোট ১, চাদর ৪, কাপড় ১। বাবু কামিনীকুমার চন্দ, উকিল সিলচর, নূতন আল্‌মারী (ছয় ফুট) ১। একজন বন্ধু র‍্যাপার ১, বালাপোষ ১। বাবু ফকির চন্দ্র সাধুখাঁ, থালা ১। স্বর্গীয়া সুরাজমোহিণী রায়ের স্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত, বানারসী সাড়ী ১, মেরুনা জ্যাকেট ১, সাটিন জ্যাকেট ১, ভেল্‌ভেট্ জ্যাকেট ১, সাদা জ্যাকেট ২, পেটি কোট ৫, বডিস্ ১৬, পাজামা ৮, সেমিজ ৪, কাপড় ১১, চেলি ১, কাঁথা ১। বাবু শরচ্চন্দ্র ধর, শৈব্যা (পুস্তক) ২৫। স্বর্গীয়া শ্রীমতী সুরাজমোহিণী রায়ের স্বামী মৃতা স্ত্রীর নিম্নলিখিত সোণার গহনা সকল স্ত্রীর স্মরণার্থ দান করিয়াছেন। বাজু ২, তাবিজ ২, অনন্ত ২, চিক ১, নয়নহর ১, গোট ১, চন্দ্রহার ১, মাথার চিরুণ ২, বোতাম ৩, ছোটবালা ২, ছোট অনন্ত ২, মাদুলী ১, রতনচুড় ২, যশম ২, কানবালা ২, মাকড়ী ১০, তাবিজের খামি ৮।

বাবু মঙ্গলসিং ১, শরৎচন্দ্র চৌধুরী ।৵০ বাবু কেদারনাথ রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৲, দাসাশ্রমের কোনও হিতাকাঙ্ক্ষিণী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৪, জনৈক ভদ্রলোক ॥০, জনৈক ভদ্রলোক ৲১০, ভিক্ষার চাউল বিক্রয় ১৪৶৫, বাবু কালিপ্রসন্ন বসু মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ।০, মাসুল জমা ৵০,

একজন সহৃদয়া ভগিনী ৫৲, পুরাতন বস্ত্র বিক্রয় ২॥০, ভিখারী ১৲, বাবু ভারতচন্দ্র ধর ১৲, বাবু বিপিনবিহারী সাহা জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের চাঁদা ২৲, একজন বন্ধু মাঘ মাসের চাঁদা ।০, বাবু মৃগাঙ্কধর রায়ের মাতা রোগীদের খাওইবার জন্য ১৲,একজন বন্ধু ভাগিনেয়ীর বিবাহ উপলক্ষে ৭৲, রাধামণি বৈষ্ণবী রোগীর জমা ১৪॥৵০, একটি মহিলা ২, বাবু শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাসের মাতা, গয়া ১৲, বাবু ব্রজমোহন দত্ত, গয়া ১৲, বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গয়া ১৲, বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু, গয়া ১৲, বাবু প্রসন্নকুমার সেনগুপ্ত, দানাপুর ১৲, বাবু দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, গয়া ১৲ হিসাবে ৬ মাসের চাঁদা ৬৲, বাবু রেওয়ালাল গয়া, বার্ষিক চাঁদা ৬, বাবু ব্রজকুমার নিয়োগী, গয়া ॥০, বাবু মঙ্গলা চট্টোপাধ্যায়, গয়া ২, বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ, গয়া ।০, শ্রীমতী কাদম্বিনী, গয়া ॥০, বাবু যদুনাথ পালিত, বাঁকিপুর ৫, গয়াধামের প্রসিদ্ধ গয়ালী রামলাল বারিক ২, বাবু অনাথ বন্ধু গুহ, ময়মনসিং ১০, বিপিনবিহারী বসু, লক্ষ্ণৌ ১, সারদাপ্রসাদ দত্ত, ১, পুস্তক বিক্রয় ১॥/০, বাবু বিপিনবিহারী রায়, মাণিকদহ প্রজাদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত ১০, শ্রীমতী অন্নদাময়ী দেবী, মাঘ মাসের চাঁদা ১, বাবু রেবতীমোহন সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১, এলাহাবাদের ফেরত জমা ১, বাবু প্যারীকান্ত মিত্র বন্ধু মৃত তারকচন্দ্র মজুমদারের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১, একজন বাবু আলমারির মুটে ভাড়া ৶৫, একজন মুসলমান বন্ধু রোগীদের খাওয়াইবার জন্য ৫, বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কালনা ১, বাবু দুর্গানারায়ণ বসু, মেদিনীপুর ১, বাবু কালিভূষণ মিত্র, যশোহর ।০, মহিষাদল নীতিসভা ॥০, বাবু দুর্গামোহন দাস ৪, বাবু হৃদয়মোহন বসু ১, শ্রীমতী সুনীতিবালা বসু ১, একজন ভদ্রমহিলা, পৌষ ও মাঘ মাসের চাঁদা ৪, বাবু হরনাথ ঘোষ, করটিয়া, মাঘ মাসের চাঁদা ১, একজন রেলযাত্রী ৵০, একজন বন্ধু ১, বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র ১, বাবু প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ॥০, একজন বন্ধু ১, বাবু কালিশঙ্কর শুকুল ১, একজন সহানুভূতিকারী ১, ৪৫।৫ নং বেনেটোলা মেসের ছাত্রগণ ৩, শ্রীমতী তারকমণি দাসী ১, শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র ১, বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র চন্দ্র ১, মিসেস্ বসু ৫, S. D. ২, শ্রীমতী দক্ষতারিণী চৌধুরাণী, বার্ষিক চাঁদা ১, শ্রীমতী শরৎকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১।

মোট জমা ১৫৪৶০

খরচ—

পথ্যাদি ৫৬৷১০, রোগীর গাড়ী ভাড়া প্রভৃতি ২৻৫, মেথর ১, বেহারা ৵০, দুগ্ধ ৯৷৶১৫, রাঁধুনী ৫৷৹, চাকর ১, বাটিভাড়া জানুয়ারী শোধ ৩০, দাহ খরচ ৮৷৹, সুতা ও বোতাম ৻১৫, রোগীর পাথেয় ৬, রাধামণি বৈষ্ণবী ১, ধোপা ৩৷৶০, মুসলমান বন্ধুর খাওয়ান ৫, কর্ম্মকারকের খরচ ৯, স্থায়ী ফণ্ডে জমা ৫৩৷৹

দান প্রাপ্ত জমা ১৫৪৶০, হস্তেস্থিত জমা ১৮৷⁄১০ দাসীর জমা ১৩৮। মোট জমা ৩১০৷৷১০। দাসাশ্রমের খরচ ১৯১৮৵৫, দাসীর খরচ ৮৫৶৫। মোট খরচ ২৭৭৷৷৶১০। মোট জমা ৩১০৷৷১০, মোট খরচ ২৭৭৷৷৶১০, হস্তে-স্থিত ৩৩৶•।

দাসাশ্রমের অভাব।

কমোড, পট্, বস্ত্রাদি রাখিবার বাক্স, কন্থা, লেপ, বস্ত্রাদি, নূতন বিছানার চাদর (বিশেষ আবশ্যক), সেবালয় সাজাইবার জন্য ছবি ও মটো।

অবিচারিত দান।

আমাদের দেশের দানের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। দরজায় ভিখারী আসিলেই ভিক্ষা দিতে হইবে; না দিলে মহা পাপ। ইহাতে দয়াবৃত্তি চরিতার্থ হয়, আত্মতৃপ্তিও হয়, কিন্তু এ প্রকার দয়ার ফলের দিকে চাহিলে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। অবিচারিত দানের কতকগুলি বিষময় ফল আছে। আজ আমরা তাহাই উল্লেখ করিব। আমাদের দেশে অবিচারিত দানের পদ্ধতি প্রচলিত আছে বলিয়া অনেক সক্ষম ও বলিষ্ঠ লোকও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আলস্যে দিনাতিপাত করে। ইহাতে শত শত লোকের শক্তি সামর্থ্যে এই হতভাগ্য দেশ বঞ্চিত হইতেছে। একবার কালীঘাটে, কি জগন্নাথক্ষেত্রে, কি কাশীতে, কি গয়াতে গমন করিলে এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই সকল স্থলে শত শত বলিষ্ঠ লোক ভিক্ষাবৃত্তি

অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। ইহাদিগের ভিক্ষা কেবল যাচ্ঞা নহে, ইহাদিগের ভিক্ষা রীতিমত অত্যাচার। ইহারা মনে করে যে, লোকে ইহাদিগকে যেন ভিক্ষা দিতে বাধ্য। ইহাদের গোলমালে তীর্থস্থানে তিষ্ঠান ভার। লোকে তীর্থস্থানে গিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মে কি মনোযোগ করিবে? ইহাদের অত্যাচারে ও কোলাহলে লোকে বাপের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ, সকলেই চিন্তা না করিয়াই দিনের পর দিন এই জঘন্য বৃত্তিকে উৎসাহ দান করিতেছেন। বহু শতাব্দী এই প্রকার চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া এইরূপ ভিক্ষুকদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অন্য কোনও উপায়ে জীবিকাযাত্রা নির্ব্বাহ করা যেন মহাপাপ। অনেক বৈষ্ণব ভিখারীর সংস্কার এই যে, ভিক্ষা ভিন্ন অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিলে পাপ হয়। এই সমস্ত লোকের পরিশ্রম একত্রিত করিলে বোধ হয়, বিস্তীর্ণ অরণ্যানী শোভনীয় শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়, দেশের মধ্যে কত দীর্ঘ দীর্ঘ রেল ও খাল প্রস্তুত হইতে পারে। এই যে চারি দিকে দুর্ভিক্ষের আক্রমণ শুনিতে পাওয়া যায়; এই সকল লোকের পরিশ্রম প্রাপ্ত হইলে কি কিয়ৎ পরিমাণেও সে আক্রমণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না? কিন্তু এ সকল কল্পনা মাত্র, কারণ এমন কি শক্তি আছে যাহা এই সকল লোকদিগকে কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে পারে? আমাদের সে প্রকার সামাজিক শক্তি নাই, আমাদের সে প্রকার আইনের শক্তি নাই। পরন্তু আমাদের যাহা আছে তাহাতে এই সকল লোকের ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দানই করে।

অবিচারিত দানের আর একটি বিষময় ফল মাদক দ্রব্য ব্যবহারে প্রশ্রয়। যাহারা ভিক্ষা করে তাহারা জানে কল্যকার জন্য কিছু না রাখিলেও চলিবে, কারণ কল্য হাত পাতিলেই পয়সা পাইব। তাই অদ্যকার উপার্জ্জনের মধ্যে আহারব্যয় বাদে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহা প্রায়ই মাদক দ্রব্য সেবনে ব্যয় করে। এই সকল কারণে তীর্থস্থান মাত্রেই গাঁজা সিদ্ধি ও আফিংএর এত ছড়াছড়ি। সুতরাং আমাদের দান, গৃহীতার উপকার না করিয়া বরং বিষম অনিষ্টের কারণ হয়। আমার একটি পয়সা দিতে কষ্ট হয় না বলিয়া ফেলিয়া দিলাম, কিন্তু ভাবিয়া দেখি না সেই একটি পয়সা দানের সঙ্গে সঙ্গে

কি বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল। আমাদের দেশের ভিখারিগণ ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এতই প্রশ্রয় পাইয়াছে যে, সদর রাস্তায় সকলের সম্মুখে এই বলিয়া ভিক্ষা চাহে যে, "বাবা, আজ আফিং খাওয়া হয় নাই, একটা পয়সা দাও," "বাবা, এক পয়সার গাঁজা খাওয়াও।" এ সকল কল্পিত কথা নহে, এ প্রকার কথা আমরা সদা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। সুতরাং এই প্রকার অবিচারিত ভিক্ষাদানে যে আমাদের সাধারণ নৈতিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে?

ভিক্ষাবৃত্তিতে যে আত্মার অধঃপতন হয় এ বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। সত্যনিষ্ঠা, আত্মমর্য্যাদা, স্বাবলম্বনপ্রবৃত্তি প্রভৃতি মানবহৃদয়ের প্রায় সমস্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি চির দিনের জন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অবিচারিত ভিক্ষাদানে আমরা মানব-সমাজের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছি, তাহা প্রত্যেকেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

এই ত গেল সক্ষম লোকদিগকে অবিচারিতভাবে ভিক্ষা দেওয়ার ফল। অক্ষম লোকদিগকেও অবিচারিত ভিক্ষাদানের কুফল আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা যখন রাস্তায় যাইতে থাকি, তখন অঙ্গহীন, বৃদ্ধ, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অথবা কুষ্ঠগ্রস্ত নানা প্রকার হতভাগা হতভাগিনীদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়া থাকি। তাহাদিগের দুরবস্থা, তাহাদিগের আর্ত্তনাদে পাষাণও বিগলিত হয়। কতবার মনে করিয়াছি, ইহাদের এ কষ্ট নিবারণের কি উপায় নাই? কত লোক চলিতে অক্ষম, তবুও পেটের দায়ে কায়িক ক্লেশে সদর রাস্তায় আসিয়া বসিবার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিতেছে। এমন কি কোন উপায় নাই, যাহাতে ইহাদের এ কষ্ট দূর করিতে পারা যায়? সেদিন "হিতবাদী"তে একজন লেখক বড় দুঃখে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতেছি দাসাশ্রমের দ্বার ইহাদের জন্য চির-উন্মুক্ত। কিন্তু দরজা খুলিয়া রাখিলে আসে কে? অবিচারিত দান যে সে পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছে। ঐ যে খোঁড়া চীৎকার করিতেছে, ঐ যে নাসিকাহীন অন্ধ বিকটরবে পথিকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে, ঐ যে বৃদ্ধ হাত পাতিয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানবপ্রাণে ধর্ম্মের কথা মনে করিয়া দিতেছে, ঐ যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রাস্তায় গড়াগড়ি দিতেছে,

দাসাশ্রমে উহাদিগকে ডাকিয়া আন দেখি। দাসাশ্রমের বক্ষ ত উহাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য চিরপ্রসারিত। কিন্তু না, উহারা আসিবে না। কল্পনার কথা নহে, আমরা ডাকিয়া দেখিয়াছি, অনেককে আনিয়াও দেখিয়াছি; তাহারা থাকিতে পারে না। রাস্তার ধারে বসিলেই দিনান্তে আট দশ আনা রোজগার করে, তাহা দিয়া লুচি সন্দেশ যাহা খুসি খাইতে পারে, তাহারা কেন দাসাশ্রমের বাধাবাঁধি আহারে বাধ্য হইয়া থাকিবে। প্রাতে মোহনভোগ, মধ্যাহ্নে অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও দুগ্ধ, বৈকালে পাঁওরুটি দুগ্ধ ও চিনি, ও সন্ধ্যাকালে অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও দুগ্ধ। কিন্তু এই সকল ভিখারীর দল এ আহারে সন্তুষ্ট হয় না। হওয়া সম্ভবও নহে। প্রত্যহ লুচি সন্দেশ প্রভৃতি মনোমত আহার পাইবার আশা থাকিলে কে এই খাদ্যে সন্তুষ্ট হইতে পারে? শারীরিক কষ্ট, সেত আহারের সুখের কাছে অগ্রাহ্য। এই সকল লোক যে কষ্ট পায় তাহার জন্য কে দায়ী? ইহারা কি দায়ী? আমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি ইহারা দায়ী নহে, প্রকৃত দায়ী যাঁহারা অবিচারিতভাবে দান করেন। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, যদি ইহারা এই অবস্থায় সুখে থাকে তবে ইহাদিগকে দাসাশ্রমে রাখিবার জন্য এত চেষ্টা কেন? এ কথার উত্তর এই, ইহারা আপাততঃ সুখভোগ করে সত্য, কিন্তু সে সুখ অধিক দিন থাকে না। এ প্রকার উপার্জ্জন করিয়া অযথা আহার করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই ইহাদের মধ্যে অনেকেই উৎকট উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয় ও লোভ বশতঃ ক্রমাগত রোগের উপরেও আহার করিয়া অবশেষে ভূতলশায়ী হইয়া রাস্তার ধারে পড়িয়া থাকে। ইহারই মধ্যে এই প্রকার কত রোগী দাসাশ্রমের সেবালয়ে আনীত হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্প রোগীই আরোগ্য লাভ করিয়াছে! যাহারা আবার আরোগ্যলাভ করে তাহারা সারিয়া না উঠিতে উঠিতে আবার পূর্ব্বের লোভ জাগিয়া উঠে, ও 'সন্দেশ দাও' 'মিঠাই দাও' বলিয়া পাগল করে। দুই এক দিন যখন দেখে যে সন্দেশ মিঠাইএর পরিবর্ত্তে বালি ও সাগু ব্যবস্থা হয়, তখন একেবারে মরিয়া হইয়া পলায়ন করে ও পুনর্ব্বার ভিক্ষা করিয়া যদৃচ্ছা আহার করে। আবার কতকগুলি চিররুগ্ন অথবা অঙ্গহীন লোক সেবালয়ে আসিয়া গাঁজা ও আফিংএর দাবী করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নিত্য উপার্জ্জিত অর্থের

উদ্বৃত্ত অংশ ভিক্ষুকগণ প্রায়ই মাদকদ্রব্য সেবনে ব্যয় করে। এই করিয়া মাদকদ্রব্য সেবন তাহাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এখন সেবালয়ে আসিয়া কি সে একেবারে ব্রহ্মচারী হইবে? তাই, তাহারা যে গাঁজা ও আফিংএর জন্য উৎপাত করিবে, গুলি খাইবার জন্য পলায়ন করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এখন জিজ্ঞাস্য এই, ইহার জন্য দায়ী কে? আমরা আবার বলি, অবিচারিতদানকারিগণই ইহার জন্য দায়ী। তাই আমরা ভাবিয়া পাই না, কি করিয়া দাসাশ্রম ইহাদিগের দুর্দ্দশা মোচন করিতে পারেন। "দাসী"র পাঠকগণ এ বিষয়ে বিশেষভাগে চিন্তা করুন। এই অবিচারিত দান যদি কোনও প্রকারে বন্ধ হয়, তাহা হইলে প্রকৃত উপকার হয়। আমরা দান করি গরিবের উপকার করিবার জন্য, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের মর্ম্মান্তিক অপকার হয়, এমন কি আমাদিগের দানই অনেক সময়ে হতভাগ্যদিগের মৃত্যুর কারণ হয়। আমরা মনেকরি এই সকল হতভাগ্যদিগকে দাসাশ্রমে আনিয়া যদি সকলে প্রাণপণযত্নে দাসাশ্রমের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই সকল হতভাগ্যদিগের প্রতি প্রকৃত দয়া করা হয়। এইজন্যই সভ্য দেশে "দুঃখীর আইন" "অনাথাবাস," "অতুরাবাস" প্রভৃতি আছে। আমাদের দেশে কি দাসাশ্রম এ অভাব কতক পরিমাণেও মোচন করিতে সমর্থ হইবেন না?

সেবা-সংবাদ।

কুমারী কিনিয়ালি যুগল।

মানবহৃদয়ের যে সকল বৃত্তি জগৎকে মানবের বাসোপযোগী শান্তিধাম করিতে পারে, দয়া সেই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিধাতার বিধানে দয়াবৃত্তি পুরুষ হৃদয় অপেক্ষা রমণী হৃদয়ে সমধিক প্রবল; দয়াবৃত্তি যেন রমণীর প্রকৃতির সহিত বিজড়িত।

গতবৎসর য়ুরোপের স্থানে স্থানে কলেরার ভীষণ আক্রমণে বহু লোক জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। সেই সময় যে সকল রমণী আপন আপন জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া লোক সেবাব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, কুমারী কিনিয়ালি যুগল তাঁহাদেরই দুইজন। হাম্‌বার্গ সহর ইহাঁদিগের কার্য্যক্ষেত্র হইয়াছিল। হাম্‌বার্গে ১লা আগষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৮৬ জন মাত্র এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল; ২১শে তারিখে পীড়িতের সংখ্যা ৮৩ ও তাহার পরদিবস একেবারে ২০০ হইল। ২৭শে আগষ্ট হইতে প্রতি দিন ১০০০ জন করিয়া এই রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিল। ১০ দিবসের মধ্যে ৯০০০ লোক এই রোগে আক্রান্ত হইল এবং ৪০০০ জন মৃত্যু মুখে পতিত হইল। সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০০০ রোগাক্রান্তের মধ্যে ৮০০০ মাত্র পীড়ামুক্ত হইয়াছিল। সুস্থ এবং পীড়িতের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত অল্পই ছিল এবং রোগাক্রমণের অতি অল্প কাল মধ্যেই মৃত্যু ঘটিতে লাগিল; অনেক সুস্থকায় ব্যক্তি পীড়িত হইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কালের মধ্যে সমাধিস্থ হইতে লাগিল। মৃত এবং মুমূর্ষুদিগের কথা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। শুশ্রূষাগারের স্থানে স্থানে শব রাশি স্তূপাকারে রক্ষিত হইতেছিল। এত অল্প সময়ে এত লোকের জন্য শবাধার (Coffin) প্রস্তুত করা বড় সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ পরিণাম চিন্তা করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে কুমারী কিনিয়ালি যুগল ইংলণ্ড হইতে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া রোগীদিগের সেবার জন্য হাম্বার্গে উপস্থিত হইলেন। দয়ার অবতাররূপিণী কুমারী যুগল রোগ ক্লিষ্টদিগের শয্যা পার্শ্বে উপনীত হইয়া প্রাণ পণে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। যাহাদিগের বাঁচিবার আশা ছিল, তাহাদিগের সেবা করিতে লাগিলেন, ও মুমূর্ষুদিগকে সম্মুখবর্ত্তী স্বর্গরাজ্যের মঙ্গলবার্ত্তা শুনাইয়া ম্রিয়মান হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। প্রেমময় বিধাতার ইঙ্গিতে এই কুমারী যুগল যেন স্বীয় হৃদয়ের ধর্ম্মালোকে জীবন পথ সহসা উদ্ভাসিত দেখিয়া রোগ বিপর্য্যস্ত মানবকুলের কাতর প্রাণে আশা ও শান্তির জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে এই বিভীষিকাময় বিকট রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইলেন। ক্রমশঃ নগরে রোগ সেবার সুব্যবস্থা সংস্থাপিত হইল। স্থানে স্থানে সেবকগণ সন্নিবেশিত হইলেন। কেহ পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সংবাদ পাইবামাত্র রোগীকে শুশ্রূষাগারে আনা হইতে লাগিল। রোগ ব্যাপ্তির ভয়ে রোগাক্রান্তের বস্ত্রাদি অবিলম্বে দগ্ধ করিয়া ফেলা হইতে লাগিল। সেবকগণ রোগ নিবারক ঔষধ দিয়া পীড়িতদিগের গৃহ ধৌত করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। সহরের সমস্ত বিদ্যালয়ের অবকাশ দিয়া তথায় ঔষধ ও পরিষ্কার জল বিতরিত হইতে লাগিল। এই সকল সুব্যবস্থার গুণে আকাশ বক্ষে বায়ুতাড়িত কৃষ্ণ মেঘের ন্যায় ঐ ভীষণ ব্যাধি ধীরে ধীরে হাম্বার্গ সহর ছাড়িয়া গেল; কিন্তু কুমারী কিনিয়ালি যুগল দয়ার যে অপূর্ব্ব চিত্র হাম্বার্গে দেখাইলেন, হাম্বার্গবাসিগণ বংশপরম্পরায় তাহা স্মরণ করিয়া ধন্য হইবে।

নিবেদন।

"দাসী"র ৪০০০ গ্রাহক হইলে, দাসাশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থাতে যে ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, অনেক পরিমাণে "দাসী"র আয় হইতেই চলিতে পারে, এরূপ অবগত হইয়াছি। আমার মনে হয়, "দাসী"র প্রত্যেক গ্রাহকেরই যাহাতে পত্রিকা খানির এই ৪০০০ গ্রাহক হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা সম্বন্ধে একটু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে, এবং আরও মনে হয়, অল্প চেষ্টাতেই এই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন হইতে পারে।

"দাসী"র বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৬০০। আমার অনুরোধ যে প্রত্যেক গ্রাহকই আগামী চৈত্র-শেষের পূর্ব্বে আপনার আপনার বন্ধু, পরিচিত, কিম্বা অপরিচিতের মধ্য হইতে "দাসী"র জন্য অন্যূন তুইজন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিন। তাহা হইলেই স্বীয় সেবা-ব্রত সাধনের জন্য চারি সহস্রের অধিক গ্রাহক লইয়া "দাসী" আগামী বর্ষে অবতরণ করিতে সক্ষম হইবেন।

যদি কেহ এমন থাকেন যে স্বীয় চেষ্টাতে তুইটি গ্রাহক এই তুইমাস মধ্যে জুটাইতে পারিলেন না, তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে যদি তুইটি টাকা দাসাশ্রমে ১লা বৈশাখের পূর্ব্বে পাঠাইয়া দেন, বোধ করি উক্ত দান কার্য্যাধ্যক্ষদিগের নিকট উপেক্ষণীয় হইবে না।

একান্ত হৃদয়ে আশা করি, দাসাশ্রম যে সুমহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভগবানের নিকট আপনাদের দায়িত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া "দাসী"র প্রত্যেক গ্রাহক এই অনুরোধ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইবেন। মহান্ ঈশ্বর সকল শুভ সংকল্পের সহায় হউন।

নিবেদক

শ্রীআনন্দমোহন বসু।

গ্রাহক সংখ্যা—২৩৮৭

১ম ভাগ। চৈত্র, ১২৯৯। ১০ম সংখ্যা।

দাসী

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

সূচী।

১।	সিদ্ধার্থের পুরত্যাগ	২২৫
২।	ভগিনী ডোরা	২২৭
৩।	সেবা-ব্রত	২৩০
৪।	সেবা-সংবাদ	২৩৩
৫।	অশ্লীলতা নিবারণ	২৩৪
৬।	খাসিয়া জাতির রোগচিকিৎসা	২৩৮
৭।	দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ	২৩৯
৮।	ভিক্ষুক	২৪৪
৯।	শূকরমুখের গল্প	২৪৬
১০।	কয়েকটি প্রাচীন হিন্দুরীতি	২৪৭

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে" শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ডাকমাশুল সমেত ১৲ এক টাকা।

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

কাঁথির নিম্নলিখিত গ্রাহকগণ এক বৎসরের সম্পূর্ণ মূল্য দিয়াছেন।

১১১৭ জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য
১১১৮ প্রভাতনাথ রায়
১১১৯ শ্রীনাথ সেন
১১২০ নরেন্দ্রকুমার চৌধুরী
১১২০।১ ললিতকুমার বসু
১১২১ উমেচশন্দ্র সেন
১১২২ সাতকড়ি হালদার
১১২৩ অপূর্ব্বচন্দ্র ঘোষ
১১২৫ (a) কৃষ্ণশঙ্কর সেন
১১২৫ (b) মৃত্যুঞ্জয় মাইতী
১১২৬ কালিপদ মিশ্র
১১২৭ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
১১২৮ উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
১১২৯ অঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৩০ গোপালচন্দ্র দে
১১৩১ বৈকুণ্ঠনাথ হাজরা
১১৩৪ বিলাসবিহারী বিশ্বাস
১১৩৫ শিবরাম বসু
১১৩৬ মুরারীমোহন দাস
১১৩৭ তারাচাঁদ পাল
১১৩৮ নগেন্দ্রচন্দ্র বক্সি
১১৩৯ হরিদাস বসু
১১৪০ হরিদাস বসু
১১৪১ রাজনারায়ণ সিংহ
১১৪২ শৈলজাচরণ দাস
১১৪৩ উমাচরণ মিত্র
১১৪৪ নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়
১১৪৫ মতিরাম মাইতী
১১৪৭ উপেন্দ্রনাথ বসু
১১৪৮ অম্বিকাচরণ দাস
১১৫১ হরিপদ দাস
১১৫২ রাধাকৃষ্ণ সিংহ
১১৫৩ কালিপদ সান্যাল
১১৫৪ কৈলাসচন্দ্র মাইতী
১১৫৫ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১১৫৮ শশিভূষণ গিরি
১১৬০ (a) রজনীকান্ত সিংহ
১১৬০ (b) ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৬২ বীরনারায়ণ মাইতী
১১৬৩ জগমোহন জানা
১১৬৪ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
১১৬৫ পঞ্চানন দাস
১১৬৬ দ্বারকানাথ সিংহ
১১৬৭ অগ্নিচরণ জানা
১১৬৮ লালমোহন দাস
১১৬৯ অক্ষয়নারায়ণ ভূঞা
১১৭০ কালিদাস দে
১১৭১ ব্রজেন্দ্রকুমার পাল
১১৭২ দেবেন্দ্রনাথ দাস
১১৭৩ তারকচন্দ্র ঘোষ
১১৭৪ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৭৭ বিভূচরণ ঘোষ
১১৭৮ নবকান্ত পাণ্ডা
১১৭৯ কালীপ্রসন্ন চৌধুরী
১১৮০ গোসাঁইদাস দাস
১১৮১ বরদাকান্ত মাইতী
১১৮২ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৮৩ শীতলপ্রসাদ মণ্ডল
১১৮৪ অম্বিকাচরণ দাস
১১৮৫ কালীপ্রসাদ মাইতী
১১৮৬ কালীপ্রসন্ন মাইতী
১১৮৮ দ্বারকানাথ দাস
১১৮৯ চন্দ্রমোহন জানা
১১৯১ গোবিন্দপ্রসাদ মাইতী
১১৯২ উমাচরণ বক্সি
১১৯৪ প্রসন্নকুমার মাইতী

দাসী

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড। | চৈত্র, ১২৯৯। | ১০ম সংখ্যা।

সিদ্ধার্থের পুরত্যাগ।

১

গভীর নিশীথ,—সুপ্ত পুরবাসিগণ ;
আমোদ-তরঙ্গ ধীরে, যেন শ্রমভরে,
পড়েছে ঘুমায়ে এবে পথে, ঘরে ঘরে ;
শোভিছে নগরী যেন চিত্রিত স্বপন!

২

মানব-কল্পনা-লীলা বিলাস বিভব
পূর্ণরূপে বিরাজিত সম্রাট-ভবনে ;—
বিকার-কারণ-মাঝে নির্ব্বিকার মনে
কুমার গৌতম, ধ্যানে মগন নীরব।

৩

হেরিয়া জীবের ক্লেশ, মোহের বন্ধন,
মহতী করুণা বশে আকুল কুমার ;
ভোগ-বিলাসের মায়া, ছায়া সে, অসার ;—
সত্য, মৃত্যু জরা ব্যাধি দারিদ্র্য ক্রন্দন!

৪

কতদিন, কতবার বিদ্যুৎ-সমান
এসেছে, গিয়েছে দিব্য জ্ঞানের আলোক,—
নিবারিতে মানবের পাপ তাপ শোক
বেজেছে হৃদয়-তারে প্রতিজ্ঞার গান।

৫

আজ কিন্তু—আজ সেই শুভ অবসর;
দিব্য সঙ্গীতের ধ্বনি পশেছে শ্রবণে—
জগতের হিত তরে সঁপিতে জীবনে,
আসিয়াছে আবাহন, হ'তে অগ্রসর।

৬

অতুল সম্পদ্ সুখ, রত্ন সিংহাসন,
প্রিয়তমা অনুপমা সুশীলা রমণী,
প্রাণাধিক সুকুমার, নয়নের মণি
কিছু নয়,—মায়াময় অসার জীবন!

৭

তত্ত্বজ্ঞানে উদ্বোধিত বুদ্ধের হৃদয়,—
উদিত বিবেক-চিন্তা, মোক্ষের উপায়ঃ—
"অবিদ্যা-অধীন নর, বাসনা-তৃষায়,
"দাবানলে বন যথা, সতত দহয়!

৮

"বিশ্বব্যাপী দুঃখরাশি করিতে বিনাশ
"ধরিনু সংকল্প স্থির, হ'য়ে প্রাণপণ;
"মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন!
"মহাংতপস্যায় পা'ব মোক্ষের আভাস।

৯

"নিগ্রহিয়া জড় দেহ, দমিয়া কামনা,
"জ্ঞান-মার্গে উত্তরিব এ ভব-সাগর;
"দেখাইব শ্রেষ্ঠ পথ; মোহমুগ্ধ নর
"আত্ম-সংযমন-ব্রতে ভুলিবে যাতনা।

১০

"বিদায় কপিলাবস্তু! সংসার, বিদায়!
"এই যে চলিনু,—গেহে ফিরিব না আর,
"যতদিন নাহি হয় জীবের উদ্ধার,
"যতদিন নাহি পাই নির্ব্বাণ-উপায়!"

১১

খুলিয়া ফেলিয়া তবে রত্ন-আভরণ,
বারেক ভবন-দৃশ্য হেরিলা কুমার;—
অলক্ষিতে উত্তরিয়া প্রাসাদের দ্বার,
অদৃশ্য হইলা অশ্বে করি আরোহণ।

"মুকুল।"

ভগিনী ডোরা।

(৩)

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন ভগিনী ডোরা ওয়াল্‌সল্ হাঁসপাতালে রোগীদিগের সেবায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন একবার তাঁহার কঠিন পীড়া হয়। স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ এবং বহুক্ষণ আর্দ্র বস্ত্রে কার্য্য করাই তাঁহার পীড়ার কারণ। তিনি অনেক সময় আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে সময় পাইতেন না। রোগীদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকায়, তিনি নিজ আর্দ্র বস্ত্রের কথা ভুলিয়া যাইতেন।

ডোরা ওয়াল্‌সলে কিয়দ্দিন যাপন করিবার পর তথায় বসন্ত রোগের আবির্ভাব হইল। তিনি এই বিপদে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া, দিবারাত্রি রোগীদের সেবা করিতে লাগিলেন। হাঁসপাতালের নিয়মিত কার্য্য করিয়া তিনি যে সময় পাইতেন, তাহা বসন্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের গৃহে গিয়া তাহা-

দের সেবায় যাপন করিতেন। যাহাদের পীড়া অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করিত, তিনি সমস্ত রাত্রি তাহাদের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। এক দিবস রাত্রে একটি দরিদ্র বসন্তরোগী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে তাঁহার বড়ই অনুরক্ত ছিল। তাহার অতি ভয়ানক বসন্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহাকে তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ মৃত্যু শয্যায় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। ভগিনী ডোরা তাহার গৃহে রাত্রি জাগরণ করিবার জন্য গমন করিলেন। একটি বাতির ক্ষীণ আলোক গৃহের অন্ধকার বিদূরিত করিতেছিল। সেটিও নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। এমন সময় মুমূর্ষু ব্যক্তি একবার প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া বিছানাতে উঠিয়া বসিল। পরে সন্তান যেমন মাতার চুম্বন অভিলাষ করে, তদ্রূপ সেই ব্যক্তি ভগিনী ডোরাকে একবার তাহার মুখচুম্বন করিতে বলিল। ভগিনী দ্বিধা না করিয়া অবিলম্বে সেই সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় ক্ষতপূর্ণ দেহটি ক্রোড়ে লইলেন, এবং সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

ওয়াল্‌সলে নিবাসের সময় ডোরাকে মানুষের নানা প্রকার ভীষণ ব্যাধি ও যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিতে হইত। যাহার যে প্রকার পীড়া বা যন্ত্রণা হউক না কেন, ভগিনী সর্ব্বদাই আগ্রহের সহিত সকলের শুশ্রূষা করিতেন। তিনি রোগীদের যেমন যত্ন করিতেন, তাহাদের সেবা-শুশ্রূষায় তাঁহার দক্ষতাও তদ্রূপ ছিল। একবার হাঁসপাতালে এক যুবক আনীত হইল। তাহার একটি হস্ত কলের অংশ-বিশেষে লাগিয়া নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন, হাতটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা যুবকের প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। ভগিনী তাঁহাকে অনুনয় করিয়া হাতটি না কাটিয়া চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "আপনি কি পাগল হইয়াছেন?" কিন্তু পরিশেষে ডোরার নিজের দায়িত্বে তাঁহাকে যুবকের চিকিৎসা করিতে দিলেন। ডোরা অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত তিন সপ্তাহ ধরিয়া হাতটির চিকিৎসা করিলেন। যুবক আরোগ্য লাভ করিল। ডোরার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। বহুকাল পরে, যখন ডোরা রোগে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়েন, তখন ঐ যুবক প্রতি রবিবার প্রাতে ১১ মাইল হাঁটিয়া, তিনি কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করিতে আসিত। ডোরার গৃহের নিকট আসিয়াই সে

সংবাদ দিবার জন্য রক্ষিত ঘণ্টা সংলগ্ন রজ্জু জোরে আকর্ষণ করিত। ঘণ্টা বাজিবামাত্র একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইত। ভৃত্যের নিকট ডোরার সংবাদ লইয়া, সে ব্যক্তি ভৃত্যকে বলিত, "তাঁহাকে বলিও, **তাঁহারই** (অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা রক্ষিত) হস্ত রজ্জু আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘণ্টা বাজাইয়াছিল।"

ডোরা তাঁহার শুশ্রূষাধীন প্রত্যেক রোগীর মঙ্গলের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া তিনি একটিও ক্ষত স্পর্শ করিতেন না; যখনই কোন ভগ্ন অঙ্গ জোড়া দিতে যাইতেন, তখনই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যেন ভগবানের কৃপায় তাঁহার চেষ্টায় ভগ্ন অঙ্গ পুনরায় সুস্থ হয়। ডোরা হাঁসপাতালে উচ্চ ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতে সতত যত্নবতী ছিলেন। একবার হাঁসপাতালে একটি দাসী নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ডোরা তাঁহাকে বলিয়া পাঠান, "তুমি যে গৃহে কার্য্য করিতে আসিতেছ, তাহাকে একটি সাধারণ গৃহ, বা সাধারণ হাঁসপাতাল মনে করিও না। এখানে যে কেহ যত সামান্য কার্য্য করুক না কেন, সকলকেই এক নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সে নিয়ম ঈশ্বরে প্রীতি। ঈশ্বরে প্রীতি থাকিলেই তাহারা নিজ কার্য্যকেও ভাল বাসিতে পারিবে।"

এইরূপে পনের বৎসর ধরিয়া একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিতে করিতে পরিশেষে তাঁহার বল হ্রাস পাইতে লাগিল। তথাপি বাহ্য কোন চিহ্ন দেখিয়া কেহ তাঁহার শারীরিক অবস্থা বুঝিতে পারিত না। যখন তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে আর গৃহের বাহিরে যাইতে পারিতেন না, তখন সকলে মনে করিল যে তাঁহার ক্ষয়রোগ হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার ক্যান্সার রোগ হইয়াছিল। তিনি রোগ যন্ত্রণা অমানুষিক ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া পার্শ্বের গৃহ হইতে তাঁহার যন্ত্রণা-সূচক অব্যক্ত শব্দ শুনিতে পাইতেন। কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার গৃহে গিয়া দেখিতেন, তিনি হাস্যমুখে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন! শান্তিতে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অমরধামে বিশ্বজননীর ক্রোড়াভিমুখে প্রস্থান করে। তাঁহার দেহ যখন সমাধি স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তখন সহস্র সহস্র

অন্ধ, খঞ্জ, অনাহারে শীর্ণ নর-নারী ও বালক বালিকা সাশ্রুলোচনে শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। শোকচিহ্ন স্বরূপ ওয়াল্‌সলের সমুদায় বাসগৃহের দ্বার ও জানালা এবং দোকান বন্ধ হইয়াছিল।

এইরূপে সেবাব্রত পালনের জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া ভগিনী ডোরা মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করেন। তিনি হস্ত পদ ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রাণটিও তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তাই তিনি সেবাব্রত পালনে সক্ষম হইয়াছিলেন। হাঁসপাতালে সহস্র সহস্র নারী বেতন লইয়া রোগীদিগের শুশ্রূষা করে। মেথরগণও মূত্র পূরীষ ক্ষতাদি পরিষ্কার করে। কিন্তু সেবা তাহাদের প্রাণ নয়। তজ্জন্যই তাহাদের কার্য্য মানবচক্ষে অসাধারণ বলিয়া প্রতীত হয় না। কেবলমাত্র ভগবৎপ্রীতি এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞানই অতি নিকৃষ্ট কার্য্যকেও স্বর্গের শোভায় শোভান্বিত করিতে পারে।

সেবাব্রত।

সেবাব্রত বড় কঠিন ব্রত। দুদিন দশদিন অনশনে অতিবাহিত করিলে এ ব্রত পালন করা হয় না। সামান্য ধন সম্পত্তি বা স্বার্থের ত্যাগে এ ব্রতের উদ্‌যাপন হয় না। আজীবন আত্মসুখ সম্পদ্ মান মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া নর নারীর জন্য আত্মোৎসর্গ করাই এই ব্রতের ধর্ম্ম; এবং জগতের হিতের জন্য আত্মবিস্মৃতি প্রাপ্ত হওয়াই এ ব্রতের উদ্‌যাপন।

অন্যান্য ব্রত কয়েক দিন, বা কয়েক মাস বা কয়েক বৎসরব্যাপী, কিন্তু এই ব্রত জীবনব্যাপী। এ ব্রত একবার গ্রহণ করিলে পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এ ব্রত পালন করিতে হইবেই হইবে, নতুবা ব্রত লঙ্ঘনের অপরাধ ভাগী হইতে হইবে। এ ব্রতের দীক্ষাগুরু মহান্ পরমেশ্বর। তাঁহার চরণতলে আত্মসুখ উৎসর্গ করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, এবং তাঁহারই করুণায় ইহা অবশেষে অনায়াসে সুসিদ্ধ হয়।

সেবাব্রতের মূলে প্রেম। এই প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে পরমেশ্বর কাহাকেও এ ব্রত প্রদান করেন না। যতদিন বিন্দুমাত্রও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকিবে, ততদিন সেবাব্রত গ্রহণের কেহ উপযোগী হইতে পারিবে না। মানবহৃদয়ে স্বার্থের ভাগ যে পরিমাণে কম পড়িবে, প্রেম সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। প্রেম বিশাল জগৎরূপ গৃহের চাবি। যিনি এই চাবি পাইয়াছেন, তিনিই জগতের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, অন্য কাহারও সাধ্য নাই। প্রেমিকের নিকট জগৎ আপনার পরিবার, সুতরাং সেবার জিনিস। প্রেমবিহীন চক্ষে দেখিলে জগৎ অতি তুচ্ছ বস্তু। সবাই পর, সম্বন্ধশূন্য। আর প্রেমের চক্ষে দেখিলে জগৎ আপনার সম্পত্তি, আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, অতি প্রিয় ও অতি মধুর। প্রেম নয়নের রসাঞ্জন, ও সেবাব্রতের পথপ্রদর্শক।

সেবাব্রতের মূলে যেমন প্রেম, তেমনি আরও কতকগুলি সেবা ব্রতের সহায় আছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান বিশ্বাস;—পরমেশ্বর সকল শুভ কার্য্যের সহায়, তিনি আমার সহায়তা করিবেনই করিবেন, এই ধ্রুব বিশ্বাস, এই নির্ভর। পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস স্থাপন না করিলে কেহ সেবাব্রত গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন না। নর নারীর সেবা করাই আমার কার্য্য, পরমেশ্বর সকল অভাব মোচন করিবেন ও আমার আশা সুসিদ্ধ করিবেন, এই বিশ্বাসই সেবকের প্রধান অবলম্বন।

দ্বিতীয় বৈরাগ্য। সেবাব্রত গ্রহণেচ্ছু প্রথমেই দেখিবেন, জগতের মধ্যে একটী বড়ই বিসম্বাদ রহিয়াছে। সেটী আপনার অবস্থা ও জগতের দীন দরিদ্র নর নারীর অবস্থার মধ্যে। আমার মুখে দুবেলা দুগ্ধ, অন্ন ব্যঞ্জনাদি উঠে, আর ঐ প্রতিবেশিনী অনাথা বিধবা ও তাহার সন্তান সন্ততিগণের মুখে একবেলা শুধু দুটি অন্নও উঠে কিনা সন্দেহ। এ বিষম প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া কাহার চিত্তে অবিচলিত থাকিতে পারে? প্রেমিক, সেবাব্রত গ্রহণেচ্ছু,কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাকে মুখের গ্রাস কমাইতেই হইবে, পরিধেয় বস্ত্রের অংশ বিভাগ করিতেই হইবে, সুতরাং তাঁহাকে বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতেই হইবে। আপনার জন্য সুখসচ্ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কে পরসেবা করিতে পারে? যাহার ঘরের বাহিরে,

দুর্ভিক্ষ হাহাকার, সে কি নিশ্চিন্তমনে বিলাসিতার ক্রোড়ে শয়ান থাকিতে পারে? না, কখনই পারে না। তাই বৈরাগ্য সেবাব্রতের আর একটী সহায়। বৈরাগ্যের আর একটী কারণ এই। সংসার অতি নশ্বর, মানবের সুখ সম্পদ্‌ও অস্থায়ী। অস্থায়ী সুখ সম্পদের পরিবর্ত্তে স্বতঃই প্রাণ নিত্য সুখের অন্বেষণ করে। এই অনিত্য সম্পদ্‌কে পরসেবায় নিয়োজিত করিয়া অক্ষয় শান্তি ও নিত্য সুখ লাভের আশায় প্রাণ যখন ব্যাকুল হয়, তখন বৈরাগ্য প্রাণের সম্বল হইয়া উঠে।

তৃতীয় সংযম। শারীরিক ও মানসিক প্রবৃত্তিগুলির উপর প্রভুত্ব রক্ষা করিতে না পারিলে অন্যের সুখসাধনে আপনাকে নিয়োজিত করিবার ক্ষমতা হয় না। আহার, নিদ্রা, বিহার এ সকলই নিয়মিত ও পরিমিত হওয়া আবশ্যক। কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার ইত্যাদি রিপু সকলের উপরও যথেষ্ট প্রভুত্বের প্রয়োজন। ক্রোধ অভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে পরকে আপনার করা যায় না। তাই সংযম সেবাব্রতের আর একটী সহায়।

চতুর্থ দীনতা। জগতের দ্বারে দীন ভিখারীর বেশে দাঁড়াইতে না পারিলে কেহ দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পারে না। আপনি দীন না হইলে পরের দীনতা বুঝা বড় কঠিন।

পঞ্চম প্রার্থনা। অবিশ্রান্ত প্রার্থনাই সেবকের চিরসহায়। এমন গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়া মানবের দুর্ব্বল হৃদয় আর কাহার নিকট বলভিক্ষা করিবে? তাই প্রার্থনা সেবকের পক্ষে বড় স্বাভাবিক। সেবকের আহার, নিদ্রা, কার্য্য সকলই প্রার্থনা দ্বারা নিয়মিত। প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলেই সেবকের সেবাব্রত অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রার্থনাই আহারের সময় সেবককে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দেয়, অর্থের অভাব হইলে অর্থ আনিয়া দেয়, বলের অভাব হইলে বল আনিয়া দেয়। প্রার্থনাই অশান্তির সময় শান্তি, নিরুৎসাহে উদ্যম, ও শুষ্কতায় সরসতা আনিয়া দেয়। প্রার্থনা ভিন্ন আর কাহারও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে, কিন্তু সেবকের জীবন ধারণ ও সেবাব্রত চলা একেবারেই অসম্ভব। প্রার্থনাই সেবকের একমাত্র সম্বল।

সকল ব্রতেরই কিছু না কিছু ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সেবাব্রতের কি কোন ফল নির্দ্ধারিত নাই? অবশ্যই আছে।—কেহ বলিতে পারেন, পুণ্যই ইহার ফল। অবশ্য সেবাব্রত ধারণে পুণ্যলাভ হয়; কিন্তু এতদ্ভিন্ন অপর ফল লাভেও আমরা সমর্থ হইয়া থাকি। তাহা বিমল আত্ম-প্রসাদ। পরসেবায় প্রাণে যে বিমল আনন্দের সঞ্চার হয়, জগতে তাহার তুলনা নাই। এ সুখ একমাত্র সেবকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে, অন্যের পক্ষে লাভ করা কঠিন। যে পরের সুখ দুঃখে আপনার হৃদয় তন্ত্রীকে মিলাইয়াছে, সেই জানে সেবাব্রতে কি সুখ! যে কখনও রুগ্ন নিরাশ্রয় জনের রোগ শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শুশ্রূষা করিয়াছে, সেই জানে পরসেবায় কি সুখ! পৃথিবীতে স্বর্গসুখ যদি থাকে, তবে এই সেই সুখ।

সেবা-সংবাদ।

একজন পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন;—"১০।১১ বৎসর বয়স্ক আজিমগঞ্জের দুইটী ভদ্রলোকের সন্তান পথে একটী ৭।৮ বৎসরের বালক দেখিতে পায়। বালকটীর শরীর অত্যন্ত কৃশ; বোধ হয় কোন নীচ জাতীয়ের সন্তান। তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হওয়ায়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে বালকটী পিতৃমাতৃহীন; তাহার একমাত্র অবলম্বন খুড়ী তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। বালকটীর দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা তাহাকে আপন বাটীতে স্থান দিয়াছে ও খাইতে দিয়াছে। আমাদিগকে বলিল যে, তাহারা এখন বরাবর তাহাকে রাখিবে, বড় হইলে কাজ করিতে দিবে।"

চুঁচুড়াতে কুষ্ঠহাঁসপাতাল।—চুঁচুড়ার কোন মুসলমান ভদ্রলোক কুষ্ঠ-রোগীদের জন্য এক হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। তিনি কুষ্ঠরোগের এক প্রকার চিকিৎসা জানেন,—তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হাঁসপাতালে যাহারা আশ্রয় লয়,

তিনি তদনুসারে তাহাদের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। শুনা যায়, তাঁহার চিকিৎসাতে ২ জন মহাব্যাধিগ্রস্ত রোগী প্রায় আরোগ্য হইয়া আসিয়াছে।

২৪ পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রামের বাবু শ্যামাচরণ সেনের দুই বিধবা পত্নী গ্রামের বালকদিগের শিক্ষার জন্য এক মাইনর স্কুল স্থাপনার্থ ৩১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার আয় হইতে স্কুলের খরচ চলিবে। স্কুল গৃহের জন্যও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটীর বাবু মণিলাল মল্লিক পিতৃহীন ও অনাথ বালকদিগের শিক্ষার জন্য ৩২ হাজার টাকা ট্রষ্টির হস্তে প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, সম্পাদক, আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য এবং দাতা নিজে ট্রষ্টি হইবেন। দাতার মৃত্যুর পর পরিবারস্থ তাঁহার প্রতিনিধি কেহ তাঁহার স্থানে ট্রষ্টি নিযুক্ত হইবেন। এই টাকার যে সুদ হইবে, সেই সুদের টাকা পিতৃহীন ও অনাথ বালকদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে।

অশ্লীলতা নিবারণ।

সম্প্রতি নানা কারণে বঙ্গদেশে অশ্লীলতার বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে কোন বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র দেখুন, তাহারই বিজ্ঞাপন স্তম্ভে নানা প্রকার পাপাচারজনিত অশ্লীল রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। এই কারণে বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র গৃহে আনয়ন করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল রোগের উল্লেখ কেবল চিকিৎসা শাস্ত্রেই আবদ্ধ থাকা উচিত, তৎসমুদয় এইরূপে সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশ্য সংবাদ-পত্রে উল্লিখিত হওয়ায়, জন-সাধারণের নীতি কলুষিত হইতেছে। ইহাতে যুবক, যুবতী, এবং বালক বালিকাগণের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কারণ আমাদের দেশে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র সংবাদ-পত্রাদি নাই। সুতরাং তাহারা এই সকল অশ্লীল বিজ্ঞাপন-পূর্ণ সংবাদ-পত্র পাঠ করে। তদ্দ্বারা তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় অক্ষরে অনেক অকথ্য রোগের

ঔষধের বিজ্ঞাপন দেয়ালে সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার উপর প্রতি-দিন সহস্র সহস্র অশ্লীল বিজ্ঞাপন বয়স নির্ব্বিশেষে রাস্তায় সকলের হস্তে দেওয়া হইতেছে। ইহাদ্বারা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের যে কত ক্ষতি হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অশ্লীলতার এখানেই শেষ নহে। কলিকাতার বড় বড় রাস্তার ধারে নানা প্রকার কুৎসিত সঙ্গীতাদির পুস্তক বিক্রীত হয়। অন্তঃপুরচারিণীগণও এই অশ্লীল পুস্তক সকলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না। ফেরীওয়ালারা উচ্চৈঃস্বরে অনেক অশ্লীল পুস্তকের নাম করিয়া যাইতেছে; উপরের জানালা হইতে তাহাদিগকে ডাকিয়া কোন মহিলা পুস্তক ক্রয় করিতেছেন; এরূপ প্রায় দেখা যায়।

এই ত গেল অশ্লীল পুস্তক, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির কথা। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার ছবির দোকান সকলে অনেক নগ্ন ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ছবি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বিশেষের উত্তেজনা করে।

তাহার পর বঙ্গদেশের সমুদয় গ্রাম এবং নগরে অশ্লীল গালাগালি, সঙ্গীত এবং কথাবার্ত্তার স্রোত অনিয়ত চলিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এবিষয়ে সাধা-রণের নীতি এরূপ হীন যে, সম্পর্ক-বিশেষে গুরুজন অল্প বয়স্ক ব্যক্তিগণের সহিত অতি অশ্লীল পরিহাস করিয়া থাকেন। সে সকল পরিহাসের বিষয় ভাবিলেও মহাপাতক হয়। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে, পুরুষে পুরুষে, বালকে বালকে, বালিকায় বালিকায়, ঝগড়া হইলেই দেখা যায় যে অশ্রাব্য গালাগালি চলিতেছে। অবশ্য ইতর শ্রেণীর মধ্যেই ইহা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা ইতর শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ নহে; অনেক সময় "ভদ্র" পরিবারেও লক্ষিত হইয়া থাকে। অশ্লীল কথা শুনিয়া শুনিয়া আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; তজ্জন্য ইহার অনিষ্টকারিতা আমরা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। অতি অল্পবয়স্ক শিশুগণ অনেক সময় এরূপ অশ্লীল কথা ব্যবহার করে, যে তাহা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। তাহারা অবশ্য এ সকল শুনিয়া শিখে। তাহারা যে কেবল অশ্লীল কথা শুনিয়াই ক্ষান্ত হয়। তাহা নহে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহারা অশ্লীল কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়। একটী অশ্লীল কথা একবার মনে স্থান পাইলে

সহজে তথা হইতে যাইতে চায় না। মন হইতে তজ্জনিত ময়লা ধুইয়া ফেলা বড়ই কঠিন।

ইতর শ্রেণীর লোকেরা কেবল যে মানুষের প্রতি অশ্রাব্য কথা প্রয়োগ করে, তাহা নয়। গাড়োয়ান, চাষা, প্রভৃতি গবাদির প্রতি বিরক্ত হইলে অকথ্য ভাষায় তাহাদিগকে গালি দিতে থাকে। তদ্ভিন্ন অকারণে, অপ্রয়োজনে এবং হাস্য পরিহাসচ্ছলে যে কত অশ্লীল কথা উচ্চারিত হয়, তাহার সংখ্যা নাই।

পাপ কথা হইতে পাপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। পাপকার্য্যের বিষময় ফল সকলের বিদিত আছে। সুতরাং অশ্লীলতাকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, উল্লিখিত নানাবিধ দুর্নীতির কারণ নিবারণের কি কোন উপায় নাই? ইহার উত্তরে দেখা যায় যে আইনে ইহার প্রতীকার আছে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯২ ও ২৯৩ ধারাদ্বয়ে অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রকাশ, মুদ্রণ ও বিতরণ, অশ্লীল পুস্তক, ছবি প্রভৃতি মুদ্রণ, বিক্রয়, বা বিক্রয়ার্থ প্রকাশ্য স্থানে রক্ষণ, প্রভৃতি কার্য্য আইনানুসারে দণ্ডণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ধারা দুইটী এই ;—

292. Whoever sells or distributes, imports or prints for sale or hire, or wilfully exhibits to public view, any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure, or attempts or offers so to do, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

292. Whoever has in his possession any such obscene book or other thing as is mentioned in the last preceding section for the purpose of sale, distribution, or public exhibition, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

উল্লিখিত ধারাদ্বয়ে অশ্লীল বিজ্ঞাপনের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই; এবং পুস্তকাদি অতিশয় অশ্লীল না হইলে অপরাধীকে দণ্ডিত করা কঠিন হইয়া উঠে।

তজ্জন্য অশ্লীল বিজ্ঞাপন এবং দুর্নীতির পরিপোষক পুস্তকাদির প্রচার নিবারণ করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র আইন হওয়া উচিত। এরূপ আইন না হইলে দেশের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইবে। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ এরূপ আইনের কথার উল্লেখও করেন না। তাঁহারা যে এরূপ আইনের সমর্থন করিবেন, তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করেন। ইহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইতেছে।

প্রকাশ্য স্থানে বা প্রকাশ্য ভাবে জঘন্য সঙ্গীত গান, অশ্রাব্য গালি বর্ষণ, বা অশ্লীল বাক্য কথনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৪ ধারা প্রয়োজ্য। তাহা এই ;—

294. Whoever sings, recites, or utters in or near any public place, any obscene song, ballad, or words to the annoyance of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

এই ধারা অনুসারে যে কোন ব্যক্তি কোন প্রকার কদর্য্য গান, গালি বা কথা প্রকাশ্য স্থানে শুনিতে পাইলে, গায়ক বা বক্তার নামে আদালতে নালিশ করিতে পারেন। বোম্বাইয়ে গতবৎসর এরূপ একটি মোকদ্দমা হইয়াছিল; তাহাতে যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা কহিয়াছিল, তাহার দণ্ড হইয়াছিল। যাহাকে প্রকাশ্য স্থানে গালি দেয়, কেবল সেই যে নালিশ করিতে পারে, তাহা নয়, যে কেহ সেই গালি শুনিতে পায়, সেই নালিশ করিতে পারে। বোম্বাইয়ের একজন পাদরী গত বৎসর আইনের এই ধারাটী বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়া রাস্তায় রাস্তায় দেয়ালের গায়ে লাগাইয়া এ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই এইরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত। এই বিষয়ে আন্দোলন বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আইনের দ্বারা কোন সমাজের অতি অল্পই নৈতিক উন্নতি হইতে পারে। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অতি কঠোর আইন পাশ হইতে পারে। কিন্তু যদি সমাজ মধ্যে অশ্লীলতা হেয় না হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে তাহার দমন হইবে? অপরাধীর বিরুদ্ধে নালিশ

না করিলে গবর্ণমেণ্ট কাহার দণ্ড দিবেন? তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের গৃহ পরিবারকে পবিত্র করিতে হইবে, এবং গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিশেষভাবে সমবেত চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রথমেই সকলের এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, তাঁহারা কেহ অশ্লীল বিজ্ঞাপনযুক্ত সংবাদপত্র গৃহে আসিতে দিবেন না।

খাসিয়া জাতির রোগচিকিৎসা।

আসাম প্রদেশের অন্তর্গত খাসিয়া পাহাড়ে খাসিয়া নামে এক অসভ্য জাতি বাস করে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জ্ঞান, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তথাপি তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা নিতান্তই হীন। পূর্ব্বে তাহারা রোগের সময় একেবারেই ঔষধ সেবন করিতে জানিত না। এক্ষণে যাহারা একটু সভ্য হইয়াছে, তাহারা বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে ঔষধাদি ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এখনও এরূপ শত শত লোক দেখা যায়, যাহারা একেবারেই ঔষধ ব্যবহার করিতে জানে না এবং প্রাণান্তেও ঔষধ সেবন করিতে স্বীকৃত হয় না। তাহারা একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করে যে নদী, বন বা নির্জ্জন পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উপদেবতা বাস করে। তাহারা কোনও কারণে কুপিত হইলে মানুষের উপরে দুঃখ বা পীড়া প্রেরণ করে। এজন্য তাহারা রোগকে কোনও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল বলিয়া মনে না করিয়া, কোনও ক্রুদ্ধ উপদেবতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাস্তি বলিয়া বিশ্বাস করে। রোগের সময় ঔষধাদি প্রয়োগ না করিয়া উক্ত উপদেবতার ক্রোধের শান্তির জন্য কুক্কুট, ছাগ বা শূকর বলিদান করে। মন্ত্রপূত কুক্কুটডিম্ব ভাঙ্গিয়া অথবা বলিদানের পশুর অন্ত্র পরীক্ষা করিয়া রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করে এবং চিহ্নের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারে, সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করে। রোগীর পথ্যাদি সম্বন্ধে কোনও বিচার না করিয়া, সে যাহা খাইতে চায়, তাহাই প্রদান করে। রোগীর স্বভাবতঃ কুপথ্য করিতেই ইচ্ছা হয় এবং তাহাতে পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের অজ্ঞানতাবশতঃ কত জীবন অকালে নষ্ট হইয়া যায়। একটু কঠিন পীড়া হইলে তাহা হইতে প্রায় কেহই আরোগ্যলাভ করিতে পারে না। যাহাদের উপদেবতার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা রোগযন্ত্রণায় মরিয়া গেলেও একবিন্দু ঔষধ সেবন করিতে সম্মত হয় না। কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে তাহা করিলে উপদেবতাগণ আরও কোপান্বিত হইবে।

গত চারি বৎসর হইতে আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু ধর্ম্মপ্রচারার্থ খাসিয়াদিগের মধ্যে বাস করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচার ব্যতীত তাহাদিগকে এ পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসায় বহুসংখ্যক লোকের উপকার হইয়াছে। কখনও কখনও দশ পনের মাইল দূর হইতেও তাঁহার নিকট ঔষধ লইবার জন্য রুগ্ন খাসিয়াগণ আসিয়া থাকে। এক্ষণে প্রধানতঃ চেরাপুঞ্জি তাঁহার কর্ম্মস্থান। অতঃপর তাঁহাকে দাসাশ্রম হইতে ঔষধ দেওয়া হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

দাসাশ্রমের মাসিক কার্য্যবিবরণ।

ভগবানের কৃপায় দাসাশ্রম আর এক মাসকাল নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়াছে। যত দিন যাইতেছে, আমরা ততই সেবাব্রত পালনে আমাদের অযোগ্যতা বুঝিতে পারিতেছি। তথাপি পরমেশ্বরের হস্তে যদি আমরা কিয়ৎ পরিমাণেও কাহারও দুঃখ লাঘবের উপায়স্বরূপ হইতে পারি, এই ভরসাতেই আমরা দাসাশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেবাব্রতের মহত্ত্ব বুঝাইয়া দিউন, এবং এই মহদ্ব্রত পালনের উপযোগী হৃদয় ও কার্য্যকরী শক্তি প্রদান করুন। হে দীনের সহায় পরমেশ্বর, আমাদিগের দ্বারা তোমার পবিত্র ব্রত যেন কলঙ্কিত না হয়!

বর্ত্তমানে সেবালয়ে ৭ টি রোগী ও অসমর্থ ব্যক্তি স্থায়িভাবে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৬ টি স্ত্রীলোক, ও একটি পুরুষ। স্থায়িভাবে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, ব্যয়ও তত বাড়িয়া যাইবে। ইতিমধ্যেই নূতন বাটীতে উঠিয়া আসায় এবং অন্যান্য কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যয় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা আশা করি, সাধারণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দান করিয়া দাসাশ্রমের অভাব মোচন করিবেন। দাসীর গ্রাহক সংখ্যা পূর্ব্ববৎ বাড়িতেছে। বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা মলাটের উপর মুদ্রিত হইল।

সেবালয়। মার্চ্চ মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ টী রোগী ও অনাথ বালক এখানে আশ্রয় পাইয়াছে। উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। রহিম। বালক পূর্ব্ববৎ কাজ কর্ম্ম করিতেছে।

২। মুক্তি। এই নেপালী স্ত্রীলোকটীর কোন রোগ নাই। সে অতিবার্দ্ধক্যবশতঃ অন্ধ হইয়াছে। নতুবা শারীরিক অবস্থা ভাল।

৩। পার্ব্বতী—(১)। পূর্ব্ববৎ আছে।

৪। পার্ব্বতী—(২); অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়।

৫। কুদি। ইহার আর কি বৃত্তান্ত লিখিব? সর্ব্বাঙ্গে পক্ষাঘাতগ্রস্ত; কথাও কহিতে পারে না। আরোগ্য-লাভের কোন আশা নাই।

৬। জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়। ইহার পায়ের ঘা প্রায় সারিয়া আসিয়াছে। আর অল্পদিনের মধ্যেই চলিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

৭। ইন্দ্রনাথ সাহা। চিকিৎসা চলিতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত বিশেষ কোন উপকার হয় নাই।

৮। কৈলাস। পীড়া অল্প থাকিতে চলিয়া গিয়াছে।

৯। হরি বেহারা। নিবাস ময়ূরভঞ্জ, বয়স ৪০। কলিকাতা দেখিতে আসিয়া, পীড়িত হইয়া পড়ে। উড়িষ্যার প্রচারক ভাবগ্রাহী বাবু তাহাকে এখানে দিয়া যান। আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১০। পূর্ণ। একটি অনাথ বালক; বয়স ৮।৯ বৎসর। বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া দিয়া যান। আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১১। লক্ষ্মীনারায়ণ। বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। ইহাকে রাস্তা হইতে আনা হয়। পীড়া উদরাময়। ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১২। প্রিয়নাথ বাগ। নিবাস জয়পুর, বয়স ৩০, পীড়া ক্ষয়কাশ। পীড়া সংক্রামক বলিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র গৃহে রাখা হয়; পরে উক্ত কারণে এবং সেবালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করায় বিদায় দেওয়া হয়।

১৩। লক্ষ্মীমণি। বাড়ী হুগলীজেলায়, বয়স প্রায় ৭০। পীড়া চক্ষের ছানি। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় ইহাকে এখানে আনয়ন করেন, এবং নিজেই ইহার চিকিৎসা করিতেছেন। রোগ অনেক আরাম হইয়াছে।

১৪। দামু। নিবাস জাহানাবাদ, বয়স ৮০ বৎসর। চক্ষে দেখিতে পায় না। কাণেও শুনিতে পায় না। দুইটি স্ত্রীলোক ইহাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ কোন রোগ নাই। আশ্রমে আজীবন থাকিবে।

১৫। কালু। বাড়ী আহিরীটোলা। বয়স ৩০, পীড়া যকৃৎ ও প্লীহা। এলোপ্যাথী মতে চিকিৎসা হইতেছে।

১৬। শশিভূষণ কুণ্ড, নিবাস লৌহজং, ঢাকা। বয়স ২৫ বৎসর। পীড়া পাঁচড়া প্রভৃতি। বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ইহার চিকিৎসা করিতেছেন।

১৭। দীননাথ বেহারা। নিবাস দশানি হাউলী। বয়স ৪০। পীড়া জ্বর। ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

দাসাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাসিক কার্য্যবিবরণী।

১। কলিকাতা।—এবার বাটী পরিবর্ত্তন হওয়ায় এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত না থাকায় কোন রোগী হয় নাই।

২। জালালপুর।—নবজ্বর ২। মোট ২। পুরুষ ১, স্ত্রী ১। আরোগ্য ১, চিকিৎসাধীন ১।

৩।—নলধা।—জ্বর ৮, পেটের অসুখ ৪, বাত ২, চুলকানা ১, মাথার অসুখ ১, মোট ১৬। আরোগ্য ৯, ত্যাগ ৫, চিকিৎসাধীন ২। পুরুষ ১১, স্ত্রী ৫,।

৪। নওগাঁ।—নবজ্বর ২, প্লীহাজ্বর ১, চর্ম্মরোগ ৩, প্রদর ১, আমাশয় ২, বাতব্যাধি ২, কাশি ১, সর্দ্দি ও ক্ষুধামান্দ্য ২, অর্শ ১, মোট ১৫। স্ত্রী ৩, পুরুষ ১২,।

৫। সুর্পানগর।—পেটের অসুখ ৩, জ্বর ৪, চক্ষুরোগ ১, মাথা বেদনা ৩, অন্যান্য ১১, মোট ২২। পুরুষ ১৬, স্ত্রী ৬। আরোগ্য ১১, ত্যাগ ১০, চিকিৎসাধীন ১। এমাসে ভিন্ন গ্রামের লোক কয়েক জন থাকায় ত্যাগের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। কারণ তাহারা গরিব লোক, সকল সময়ে আসিতে পারে নাই। ঔষধালয়ের জন্য একটি কাঁচা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

৬। কোঁড়ামারা।—জ্বর ১২, উদরাময় ৫, বাত, ৪, চক্ষুরোগ ১, দাঁতে ঘা ৪, মোট ২৬। আরোগ্য ১৫, চিকিৎসাধীন ১১। পুরুষ ১৭, স্ত্রী ৯।

৭। শিবহাটী। ক্রুমি ১, হাম ১, গ্যাষ্ট্রাইটিস্ ১, নিউমোনিয়া ২, ব্রঙ্কাইটিস্ ৪, সবিরাম জ্বর ২, যকৃতপ্রদাহ ২, মোট ১৩। আরোগ্য ১০, ত্যাগ ১, মৃত্যু ১, চিকিৎসাধীন ১। পুরুষ ১১, স্ত্রী ২।

হাটবেড়িয়ার কার্য্যবিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

দান প্রাপ্তি।

মেসের ছাত্রগণ, পুরাতন বস্ত্র ১, পিরাণ ৯, চাদর ৫, একজন বন্ধু পুরাতন ধুতি ৪, মিসেস বসু সাদা ছোট ফ্রক ৩, ছিটের ঐ ২, মেরুনো ঐ ১, তোষক ১, কোন বন্ধুদ্বয় কাঁথা ১, রেপার ১, কোন বন্ধু কালাজিনের ফ্রক ১, মলিদার চাদর ১, ছেঁড়া ঐ ১, সাদাফ্রক ৩, ইজেরবডি ২, নাইট ক্যাপ ১, গঞ্জি ১, প্রমথনাথ মজুমদার পুরাতন কাপড় ১, কাচের বড় বাটী ২।

বিপিনচন্দ্র দে ৷৴০, হীরালাল মুখোপাধ্যায় ৷৴০, পি সি চৌধুরী চাঁদা ২, নবীনকৃষ্ণ গুপ্ত ২, লীলাবতী বসু ১, শশীভূষণ বসু ১, বিপিনচন্দ্র রায় মানিকদহ ১, অনন্তনারায়ণ সেন কলিকাতা ॥০, বঙ্কুবিহারী বসু ১, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ৪, পঞ্চানন কবিরত্ন ১, কৃষ্ণকুমার মিত্র ১, প্রসন্নকুমার বসু ১, নৃত্যগোপাল সরকার ॥০, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ২, একজন বন্ধু ৷৴০, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় ১৷৴০, জগৎতারিণী মৈত্র ১, জগৎলক্ষ্মী ঘোষ ১, রবিবাসরিক বিদ্যালয় ১৷৴০,

পুস্তক বিক্রয় ৷৴০, তারকগোপাল ঘোষ কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ১, হরিবাবু ১, উমেশচন্দ্র দত্ত ১, রাধানাথ দেব ২, কৃষ্ণগোপাল রায় ১, রোহিণীকান্ত গাঙ্গুলী ৷৴০, নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ।৴০, কালিকুমার বল ৷৴০, একজন বাবু ।০, একজন বালক ৫, অচলাবালা দেবী ১, একজন ভদ্রলোক ৫, একজন মৃত গ্রাহিকার প্রাপ্য দান ১, শুভাকাঙ্ক্ষিণী ।০, হরিমতি রায় ।০, মনোরমা চট্টপাধ্যায় ॥০, যুগলকিশোর মল্লিক ১, চন্দ্রশেখর কালী ১, রোগী ইন্দ্রনারায়ণ সাহার জমা ॥০, বাক্সের দান ।১০, চাউল বিক্রয়ের জমা ৯৸০, পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় ২, একজন বন্ধু ॥০, নকুলচন্দ্র মিস্ত্রি ১, ষষ্ঠীবর রক্ষিত ১, রাধাগোবিন্দ সাহা তিন মাসের চাঁদা ১॥০, M. M. Mazundar ৫, শরৎকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১, পাবনার দানাধারে প্রাপ্ত ৮০, প্যারিমোহন দাস ।০, কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ ॥০, পীতাম্বর ঘোষ ১, শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী দাসী ১, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ॥০, রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, ভূপতিনাথ বসু চাঁদা ১, একজন বন্ধু বিবাহের দান ২, উপেন্দ্রনাথ সরকার ১, গয়ারাম ১, যোগেন্দ্র মিত্র ॥০, X. Y. Z. রামপুরহাট ৫, হারাধন সেন ১, বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১, চন্দ্রকুমার দে ১, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুত্রের জাতকর্ম্মোপলক্ষে ১, অমরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৷৴০, দাসীর একজন গ্রাহক বিবাহ উপলক্ষে ৫, হেমন্তকুমার সেন ।৴০, কোচবিহারে একজন গ্রাহকের মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ১, যদুনন্দন সিংহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১॥০, একজন হিতাকাঙ্ক্ষিণী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ॥০, স্থায়ী ফণ্ডের টাকার সুদ ৭, জগবন্ধু বসু ১, রোহিণী সেন ১, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ।০, এক বালক তাহার মাতার সপিণ্ডকরণ উপলক্ষে ১, একজন ভদ্রলোক ১, ক্ষান্তমোহিনী বসু ১, মতিলাল চৌধুরী ২, দ্বারকানাথ দাস ১, তারিণীচরণ চৌধুরী ও গোপালচন্দ্র চৌধুরী মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ৫, ৺ দয়াময়ী দাসী ১০, অন্নদাময়ী দেবী ফাল্গুন মাহার চাঁদা ১, রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে ১০, দানাধারে প্রাপ্ত ৮০, বাক্সের দান ।০, গুণাভিরাম বড়ুয়া বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২, একজন ভদ্র মহিলার দান ১৲ মোট—১৩৯৮/১৫

[যাঁহারা দান সংগ্রহ করিয়া পাঠান, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক দাতাগণের নাম এবং প্রত্যেকের দানের পরিমাণ লিখিয়া পাঠান।]

আয়

দানপ্রাপ্ত ১৩৯৸/১৫, "দাসী"র মূল্য ২৮১৷৶১০, দেনা জমা ১৫৯, পূর্ব্ব স্থিত ৩৪/০, মোট ৬১৪৷৵৫

ব্যয়।

মেথর ১, খাট ইত্যাদি ৫৯৸৵০ বালিশ গদি ইত্যাদি ৪৩ ৸৶০ ম্যাকিন টস ৭৸০, ল্যাম্প পিকদানী বাটী ৩০৷৵০ পাপোষ ২৸৵০ গাড়িভাড়া ২৸৶০ মুটে ৩৸৵০ বাড়ীভাড়া ৩০, পথ্যাদি ৬৯৷৶১০ দেনা শোধ ১১০, দাতব্য চিকিৎসালয় ২৩৸৵০ রাঁধুনি ৬৷০, দুধ ৯৸০, বাঁশ, কলসী, পেরেক, সুতা কাগজ ইত্যাদি ৭৲৫, অনাথ বালকের খরচ ১, মোট ৪১০৷৵১৫। "দাসী"র খরচ ১১২৵০, হস্তে স্থিত ৯১৸/১০ মোট ৬১৪৷৵৫

ভিক্ষুক।

আজ কাল ভিক্ষার বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং দিন দিন ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। পথে, ঘাটে, বাজারে, ঘরে, বাহিরে, যেখানে যাও, ভিক্ষুকদিগের জ্বালায় পা বাড়ান ভার। কোথাও যাইয়া ইহাদের হাত হইতে বাঁচিবার যো নাই। তীর্থস্থান সমূহে ইহাদের দৌরাত্ম্যে মানুষ পাগল হইয়া উঠে। গাড়ী হইতে নামিতে না নামিতে পঙ্গপালের ন্যায় একেবারে ছাঁকিয়া ধরে এবং অগণ্য কাকুবাদে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ করিয়া অগ্র পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। একটু ভাল মানুষ গোছের লোক হইলে আর কথাটী নাই। তখন ইহাদের ফলার জুটিয়া যায়। আর যদি উগ্রপ্রকৃতির লোক হয়, এবং ইহাদের চাটুবাক্যের অভেদ্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইহারা দু'চারিটী গালি পুরস্কার দিয়া প্রস্থান করে।—যাহা হউক, দিন দিন ভিক্ষুকের সংখ্যা কেন এত বাড়িয়া চলিয়াছে? ইহার—

প্রথম কারণ, দেশে সাধারণ অন্নকষ্ট। এই অন্নকষ্ট যে কেবল দু এক বৎসরে শেষ হইতেছে তাহা ত নয়, কিন্তু বৎসরের পর বৎসর যেন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় লোকে যাহা উপার্জ্জন

করিয়া আনে তাহাতে প্রতিদিনের পর্য্যাপ্ত আহার সংকুলান হয় না। একজন লোক গড়ে চারি আনা রোজগার করিল, তাহার পরিবারে ৫টী লোক; গড়ে পাঁচ পোয়া, না হয় অন্ততঃ এক সের চা'লের কম আর তাহার এক বেলা চলে না। এক সের চা'ল আজ কাল দু আনা; তেল নুন তরি তরকারী তামাক প্রভৃতি পাঁচ ছ পয়সার কমে হয় না। এখন এই পরিমাণে দুবেলা ব্যয় করিতে গেলেই তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া পড়ে। ইহার উপর কাপড় চোপড় ও গৃহস্থালীর অন্যান্য খরচ আছে। চলে কই? সমস্ত দিন ভূতের মত খাটুনি খাটিয়া যদি পরিবারদিগের পর্য্যাপ্ত অন্ন সংস্থানই না করিতে পারিল, "কাজ কি, বাপু, অমন গতর মাটী ক'রে? ওর চেয়ে সহর অঞ্চলে গিয়া ভিক্ষা করাই ত ভাল। সচ্ছন্দে দশ বার ঘর বেড়াইলেই দু মুট অন্ন জোটে। এখানে না খেতে পেয়ে গতর জল ক'রে দরকার কি?" সহর অঞ্চল সচরাচর গৃহস্থদিগের কর্ম্মস্থান; সেখানে চা'ল ও পয়সা প্রায় বিনা ক্লেশে বেশ উপার্জ্জন করিতে পারে। কাজেই তিলক, মালা ও কৌপীন প্রভৃতির সাহায্যে অনায়াসে ভিক্ষা পায় বলিয়া এই শ্রেণীর ভিক্ষুক সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

(২য়) প্রাকৃতিক কারণ। অন্ধ, আতুর, খোঁড়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি নিদারুণ রোগ-গ্রস্ত লোকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। ইহাদিগকে লোকে সহজে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া দান করে, সুতরাং প্রতিদিন ইহারা এক এক জনে এত উপার্জ্জন করে যে শুনিলে চমকিত হইতে হয় ও সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ইহাদের মধ্যে কেহই ১৫ টাকার কম মাসে উপার্জ্জন করে না। অনেক সময়ে ইহাদের আত্মীয়েরা ইহাদিগকে এইরূপ বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করে। অনেক সময়ে দুশ্চরিত্রা নির্ম্মম বৃদ্ধা রাক্ষসীগণ ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করে ও ইহাদের দ্বারা উপার্জ্জনের পথ সহজ করিয়া লয়। যাহাদের কেহ নাই, তাহারা আপনারাই আপনাদের ভগ্ন কুটীরের গুপ্তস্থানে উপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চিত করিতে থাকে। মৃত্যুকালে যদি লুব্ধক প্রতিবেশী জনের গ্রাস হইতে রক্ষা পায়, তবে তাহা গবর্ণমেণ্টের ভোগে আসিতে পারে। *

* শুনা যায় লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে এক অন্ধ ভিক্ষুকের মৃত্যুর পর ভাণ্ডজাত প্রায় ২০০০ মুদ্রা বাহির

(৩য়তঃ) আলস্য বা কর্ম্মবিমুখতা। কতকগুলি লোক সংসারের কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ করিতে ভালবাসে না। ইহারা ভিক্ষাকে ব্যবসায় বলিয়া অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের উপার্জ্জিত অর্থ সাধারণতঃ দুই প্রকারে ব্যয়িত হয়। (প্রথমতঃ) অপরিমিত মাদক সেবনে, (২য়তঃ) অতৃপ্তবাসনা ইন্দ্রিয় সেবনে। অধিকাংশ সন্ন্যাসী ও বৈরাগী এই শ্রেণীর ভিক্ষুক। ইহাদের দ্বারা সমাজের কোন উপকার হয় কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে ইহাদের দ্বারা অপকারই হয় দেখিতে পাওয়া যায়! কারণ (১ম) ইহারা মূলধন স্বরূপ কার্য্যকরী শক্তির হেলায় বিনাশ সাধন করে; (২য়) পরের পরিশ্রমজাত অর্থে ভাগ বসায় ও ভিক্ষালব্ধ অর্থ অযথা ব্যয় করে; (৩য়) ইহাদের দৃষ্টান্ত অপরাপর নিষ্কর্ম্মা লোকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত অলক্ষ্যে যাহা করে, তাহা বর্ণনাতীত।

এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর সভ্যদেশ মাত্রে আর এক প্রকার ভিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দাসাশ্রমের ভিক্ষুকগণ এই শ্রেণীভুক্ত।

যাহা হউক, কিরূপে সমাজ হইতে ভিক্ষাবৃত্তি অন্তর্হিত হইতে পারে, পারসী ও ইংরাজদিগের মধ্যে এ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা আছে এবং তাহাদের কতটুকু আমাদের আধুনিক সমাজ গঠনে গ্রহণ করা যাইতে পারে, বারান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

শূকরমুখের গল্প।

কথিত আছে যে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে হনূমান ভাণ্ডার-রক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি নানা দেশ হইতে আগত অতিথিগণকে দ্রব্যাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ একবার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল লইয়া গিয়া আবার চাহিতে আসিলে, হনূমান তাহাকে কর্কশ কথা বলিতে লাগিলেন। হনূমানের এবম্বিধ আচরণ দেখিয়া লক্ষ্মণ বড় ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ভাবিলেন, হনূমান এরূপ আচরণ করিলে সমস্ত যজ্ঞই বিফল হইয়া যাইবে।

হইয়াছিল; ঐ প্রকার গয়া প্রদেশের এক ভিক্ষুক ৫০০ কি ৭৫০ টাকা রাখিয়া মরিয়া যায়। এরূপ ঘটনা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।

অথচ তাঁহাকে ভাণ্ডার-রক্ষকের পদ হইতে তাড়াইয়া দিলেও তাঁহার অপমান করা হয়। এই হেতু কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর তিনি হনূমানের মতি পরিবর্ত্তনের এক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে একবার হিমালয় পর্ব্বতে গমন কর। তথায় এক মুনি বাস করেন। অপরাপর মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিবার সময় ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। তুমি এখনই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।" এই বলিয়া তিনি হনূমানকে মুনির আশ্রম কোথায়, কি প্রকারে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি বলিয়া বিদায় দিলেন।

হনূমান হিমাচলে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণের নির্দ্দেশানুসারে মুনির আশ্রম খুঁজিয়া লইলেন। আশ্রম মধ্যে মুনির উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক বিস্ময়কর দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, তথায় এক ব্যক্তি তপস্যা করিতেছেন; তাঁহার শরীর মানুষের মত, কিন্তু স্বর্ণময়, এবং মুখ শূকরের মত। হনূমান্ এই জীবের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই আশ্রমের মুনি কোথায়? আপনি কে এবং আপনার এরূপ অদ্ভুত আকৃতি হইল কেন?" মুনি উত্তর করিলেন," আমিই এই আশ্রমের মুনি। আমি পূর্ব্বজন্মে বহুদান করিয়াছিলাম; সেই পুণ্যফলে আমার দেহ স্বুবর্ণময় হইয়াছে। কিন্তু আমি দান করিবার সময় কাহাকেও মিষ্ট কথা বলি নাই, প্রত্যুত কর্কশ কথাই বলিয়াছি; সেই অপরাধে আমার শূকরের মত মুখ হইয়াছে।"

লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। হনূমান হিমালয় হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এবার আর কাহাকেও কটু কথা বলিতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে দান হৃদয়ের সহিত করিতে হয়।

কয়েকটি প্রাচীন হিন্দুরীতি।

দেশের অবস্থা এবং শীত গ্রীষ্মাদির আতিশয্য বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বহুবিধ জনহিতকর রীতি প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে

গ্রীষ্মের আতিশয্য বশতঃ কয়েকটি প্রাচীন রীতি লক্ষিত হয়। কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন এবং প্রতিষ্ঠা ইহাদিগের মধ্যে একটি। ইহা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এখন আর লোকে ইহাকে তদ্রূপ পুণ্যজনক মনে করে না। তজ্জন্য পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর বর্ষে বর্ষে তত নূতন পুষ্করিণী দেখা যায় না। পুরাতন পুষ্করিণী সকলও ক্রমে অগভীর এবং পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং তাহারা লোকের হিতসাধন করা দূরে থাক, বরং দুর্গন্ধময় জল এবং নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া সাধারণের অমঙ্গলেরই কারণ হইয়া উঠিতেছে। তজ্জন্য এক্ষণে আবার সকলকে জলাশয় সমূহের উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

পুষ্করিণী প্রভৃতিতে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ, মলমূত্রাদি ত্যাগ, এমন কি নিষ্ঠীবন, পূর্ব্বে পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। বাস্তবিকই এ সকল বড় অনিষ্টকর কার্য্য। ইহাদ্বারা পুষ্করিণীর জল ময়লা হইয়া সাধারণের নানাবিধ পীড়া উৎপাদন করে। তজ্জন্য যাহাতে পূর্ব্বরীতি পুনর্ব্বার সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তৎপক্ষে সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। এখন প্রায়ই দেখা যায় যে অনেক নগরে এবং সকল গ্রামেই কতকগুলি পুষ্করিণীর পাড় পায়খানার কার্য্য করে; এবং ঐ সকল পুষ্করিণীর জলে সকলে জলশৌচ করে। ইহা অতিশয় গর্হিত রীতি। ইহাতে সকলেরই স্বাস্থ্য হানি হয়। অশ্লীলতার ত কথাই নাই।

কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ন্যায়, পূর্ব্বে অশ্বত্থ, বট, প্রভৃতি ছায়াবৃক্ষ রোপণও পুণ্যকর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহারও কারণ সহজেই বুঝা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পথক্লিষ্ট, রৌদ্রপীড়িত জনগণের বিশ্রামার্থ ছায়ার বিশেষ প্রয়োজন। অশ্বত্থ, বট, প্রভৃতি বৃক্ষ বিস্তৃত শাখা প্রশাখা দ্বারা বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে সূর্য্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা করে। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বটবৃক্ষের ছায়া সুশীতল। এই জন্যই এই সকল বৃক্ষ রোপণ এবং প্রতিষ্ঠা পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সকলে বট এবং অশ্বত্থ বৃক্ষে অস্ত্রাঘাত গর্হিত মনে করিত।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে জলছত্র স্থাপন আর একটী সুরীতি। এখনও ইহা বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। এই সকল রীতি যত অক্ষুণ্ণ থাকে, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল।